সমালোচক।

মাসিক পত্র।

প্রথম খণ্ড।

সংস্কৃত উপাখ্যান মঞ্জরী, শক্তি-সাধনা, তাপসী-কণ্ঠহার, পাগলিনী,
পাথাহার, সুরেন্দ্র-প্রতিভা, সুর-সুন্দরী, কনক-প্রতিমা, ভারত-
উপন্যাস, ভিখারিণী, কবিরঞ্জন-কাব্যকমল, পাষাণময়ী,
লহরমালা, রাজকন্যার গুপ্তকথা, প্রভৃতি পুস্তকের
প্রণেতা এবং নারদ পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ,
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রভৃতি দ্বাদশ-
খানি পুরাণের অনুবাদক ও
বহুবিধ সাপ্তাহিক এবং
মাসিক পত্রের
লেখক
ও
ভূতপূর্ব্ব নবনলিনী
সম্পাদক

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কাশিপুর।

পল্লিবিকাশিনী প্রেস হইতে শ্রীরাখালদাস ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৭ সাল।

মূল্য একটাকা মাত্র।

... খণ্ড সমালোচকের

সূচীপত্র।

সমালোচক।

মাসিক পত্র।

প্রথম খণ্ড।

সংস্কৃত উপাখ্যান মঞ্জরী, শক্তি-সাধনা, তাপসী-কণ্ঠহার, পাগলিনী,
পাথাহার, সুরেন্দ্র-প্রতিভা, সুর-সুন্দরী, কনক-প্রতিমা, ভারত-
উপন্যাস, ভিখারিণী, কবিরঞ্জন-কাব্যকমল, পাষাণময়ী,
লহরমালা, রাজকন্যার গুপ্তকথা, প্রভৃতি পুস্তকের
প্রণেতা এবং নারদ পুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ,
ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ, প্রভৃতি দ্বাদশ-
খানি পুরাণের অনুবাদক ও
বহুবিধ সাপ্তাহিক এবং
মাসিক পত্রের
লেখক
ও
ভূতপূর্ব্ব নবনলিনী
সম্পাদক

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক সম্পাদিত।

কাশিপুর।

পল্লিবিকাশিনী প্রেস হইতে শ্রীরাখালদাস ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৭ সাল।

মূল্য একটাকা মাত্র।

... খণ্ড সমালোচকের

সূচীপত্র।

পুরোহিত-দর্পণ।

অর্থাৎ

সাম যজুঃ ঋক্ এই ত্রিবিধ বেদোক্ত

সর্ব্ববিধ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান পদ্ধতি।

ইহাতে সামবেদী, যজুর্ব্বেদী, ঋগ্বেদী-কুশণ্ডিকা, বিবাহ, গর্ভাধান, সীমন্তোন্নয়ন, শোষ্যন্তীহোম, জাতকর্ম্ম, নিষ্ক্রামণ, নামকরণ, পৌষ্টিককর্ম্ম, অন্ন প্রাশন, চূড়া করণ, উপনয়ন, সন্ধ্যা, গায়ত্রী, নিত্যকর্ম্ম-বিধান, দীক্ষা-পদ্ধতি, পূজা, জপ, তপ, হোম,—সর্ব্বদেবদেবী-পূজা-পদ্ধতি, প্রকরণ, স্তব; কবচ ইত্যাদি, যাবতীয় ব্রতবিধান, রথ, দোল, দোল রাস জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পূজাপার্ব্বণ, বৃক্ষ, দেবতা ও মঠাদি প্রতিষ্ঠা তড়াগ কূপ ও পুষ্করণী উৎসর্গ—অশৌচ ব্যবস্থা, শ্রাদ্ধসূত্র, পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ, নিত্যশ্রাদ্ধ করণাকর নোয়োর্ব্বিকল্প, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ, একদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ, অশৌচান্ত দ্বিতীয় দিবস শ্রাদ্ধ, সব্যবস্থা সপিণ্ড করণ, শ্রাদ্ধাধিকার নিরূপণ, অন্ত্যেষ্টি পদ্ধতি, পূরক পিণ্ডদান, গঙ্গায়ামস্থিক্ষেপ, পর্ণনরদাহ, চতুর্থাশান্তি, অজপ্রায়শ্চিত্ত, হেম-গর্ভতিলদান, ষোড়শদান, ষোড়শ পিণ্ডদানপ্রয়োগ, বৃষোৎসর্গ পদ্ধতি, চন্দনধেনুদান প্রয়োগ ও ব্যবস্থা বলিপ্রয়োগ বিধি, গোগ্রাস, গ্রহযাগ, বাস্তুযাগ, প্রভৃতি হিন্দুর জন্ম হইতে আর মৃত্যু পর্য্যন্ত যত ক্রিয়া কাণ্ডের সম্ভাবনা আছে,—পুরোহিতগণকে যাহা কিছু শিখিতে হয়, বহুবিধ শাস্ত্রব্যবসায়ী খ্যাত নামা ব্রহ্মণপণ্ডিতগণের সাহায্যে পুরোহিত-দর্পণে তৎসমস্তই লিখিত হইবে। বটতলায় যে সকল পুঁথি বিক্রয় হইয়া থাকে,—তাহা অশুদ্ধ, ভ্রম প্রমাদেপূর্ণ, তাহা সকলেই জানেন, ইহাতে সে ভয় নাই—মন্ত্রাদি অতি বিশুদ্ধও সুন্দরভাবে উচ্চারণ-যোগ্য করিয়া প্রকাশ করা যাইবে।

আর কেমন করিয়া কার্য্যাদি করিতে হইবে,তাহা খুব সরল বাঙ্গালা ভাষায় বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে। তদ্ভিন্ন সমস্ত কাজের আবশ্যকীয় দ্রব্যাদিরও প্রায় এক একটা ফর্দ্দপ্রদত্ত হইবে। ফলতঃ পুরোহিত-দর্পণ দেখিয়া যাঁহারা সামান্য মাত্র বাঙ্গালাভাষা শিখিয়াছেন, তাঁহারাও বিনা উপদেশে, বিশুদ্ধ ভাবে সর্ব্বসৎকর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারিবেন। পুরোহিত-দর্পণ মাসে মাসে পুস্তকের আকারে বাহির হইলেও পুরোহিতগণ যজমানের বাড়িতে ইহাকে পুঁথির মতই ব্যবহার করিতে পারিবেন, এরূপ নূতন নিয়মে ছাপা হইবে।

পুরোহিত-দর্পণ শ্রাবণ মাস হইতে অতি নিয়মিত রূপে মাসে মাসে প্রকাশিত হইবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুই টাকা। কিন্তু এই মাস মধ্যে যাঁহারা পোষ্টকার্ড লিখিয়া গ্রাহক হইবেন, তাঁহাদিগের পক্ষে ডাক মাশুল ভি: পি: খরচা ও মূল্য সব সমেৎ ১৸৹ একটাকা দশ আনা। টাকা দশ আনা আদায় করিব ভরসা করি. ভক্তহিন্দুগণ পুরোহিত-দর্পণকে গৃহ পঞ্জিকার ন্যায় সংগ্রহ করিতে কেহই বিমুখ হইবেন না। পুরোহিত-দর্পণ সম্বন্ধে পত্রাদি আমার নামে পাঠাইবেন।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য। সমালোচক সম্পাদক।

কাশিপুর, ভায়া কৃষ্ণগঞ্জ – জেলা নদীয়া।

THE SAMALOCHAK,

সমালোচক।

১ম খণ্ড, ১২৯৭ } সমালোচক সমিতির মাসিক পত্র। { ১ম সংখ্যা, বৈশাখ।

মনের আশা।

মনের আশা একখানি মাসিক পত্র চালাইব। কি দিয়া চালাইব, তাহা বিজ্ঞাপনে বলিয়াছি,—এখন সেটা ক্রমে ক্রমে কাগজে দেখাইতে পারিলেই মনের আশা পূর্ণ হয়।

অনেকে বলিবেন, "আজি কালি কাগজ চালাইয়া মনের আশা পূর্ণ করা বড় কঠিন ব্যাপার! যে সাহিত্য-সাগরে নবজীবন হাবুডুবু খাইতেছে, প্রচার বানচাল হইয়াছে; সে বাজারে যে, মাসিক চালাইয়া সুবিধা করিতে পারিবে,—এটা যেন বিশ্বাস হয় না।"

কথাটা সত্য। কিন্তু কি কারণে যে, কাগজ বন্ধ হইয়া যায়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কাগজের কার্য্যাধ্যক্ষ মহাশয়দিগের নিকট শুনিতে পাই, গ্রাহকেরা টাকা দেয় না বলিয়া কাগজ বন্ধ হয়। গ্রাহক মহোদয়গণের নিকট জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলেন, "মহাশয়! টাকা ত আর গাছের ফল নয় যে, ছিঁড়ে নিয়ে এলাম, আর দিলাম।" যদি বহু বিষয় শিখিতে পাই, যন্ত্রণায় শান্তি, সুখে সম্ভোগ, বিপদে উপদেশ পাই,—এমন কাগজ যদি হয়, তবেই তাহার গ্রাহক হইয়া টাকা দিতে ইচ্ছা করে। কথাটা নিতান্ত মিথ্যা নয়। মাসিক কাগজের যাহা আলোচ্য অবশ্য তাহা অনেক বাঙ্গালা মাসিকপত্রেই থাকে না। সেই একঘেয়ে "হা হিন্দুধর্ম্ম, হা ভারতবাসী—আর সেই "তুমি রে আমার প্রাণের সরলে।"

মাসিক পত্রের আলোচ্য বিষয় বহির্জ্জগৎ আধ্যাত্মিক জগৎ নৈতিক জগৎ ও প্রেম জগতের স্তরের নিচে যে স্তর আছে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়া তাহা খুঁজিয়া লইয়া পাঠকগণকে পড়ান, যে মাসিক তাহাই সুসিদ্ধ করিতে পারিবে, আমাদের বিশ্বাস সেই পত্রখানিই টীকিয়া যাইবে। আমরা তাহা কি পারিব? আমাদিগের মনের আশা কি পূর্ণ হইবে? কিন্তু কাহারও আন্তরিক যত্ন নিষ্ফল হয় না। ফল যতই অল্প হউক,—কিন্তু যত্ন করিলে, চেষ্টা করিলে কিছু না কিছু ফলিবেই ফলিবে। পরস্পরের আনুকূল্যে ক্ষুদ্রের দ্বারাও বড় কাজ হইতে পারে।

কিন্তু কাজটী বড় সহজ নহে। অতি সাবধানে

সভয়ে, আমাদিগের এই পবিত্র ভূমে প্রবেশ করিতে হইবে। যিনি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের আদি-কারণ, যাহাতে সর্ব্বভূত জাত, লীন, স্থিত—বড় সাবধানে, সভয়ে তাঁহাকেই সহস্র সহস্র প্রণতি পূর্ব্বক সেই পবিত্র ভূমে প্রবেশ করিতে হইবে। এক্ষণে গ্রাহকবৃন্দ! আপনারা কৃপা বিতরণ করুণ,—আমরা যেন সাহিত্য-সাগরে আমাদিগের এই ক্ষুদ্র তরি খানি বাহিয়া লইয়া যাইতে পারি।

ঈশ্বর নিরূপণ।

ঈশ্বর নিরূপণ সোজা কথা নহে। মাদৃশ ব্যক্তির ঈশ্বর নিরূপণ করিতে যাওয়া আর বালকের চন্দ্র করতল গত করিবার আশা এতদুভয়ই সমান। তবু যেমন, অমল ধবল কৌমুদী বিকশিত শুভ্রারজনীতে বালকের ইচ্ছা হয় ঐ চাঁদখানি ধরিয়া দেখি উহা খাইবার জিনিষ কি কি—আমরাও তদ্রূপ বিশ্ব-পিতার অনন্ত কৃপা-কৌমুদীতে বিপ্লাবিত হইয়া ভাবিতেছি, তিনি কি এবং তিনি কে?—

কে তিনি? যিনি এই তেজোরাশি সূর্য্যমণ্ডলকে সৌর জগতের কেন্দ্র স্থানে স্থাপিত করিয়া শত শত গ্রহগণকে উহার চতুর্দ্দিকে যথানিয়মে ঘুরাইতেছেন? কাহার আজ্ঞায় ঋতুসকল ক্রমান্বয়ে আপন আপন কার্য্য বুঝিয়া সময়োচিত ক্রিয়ায় প্রমত্ত? কাহার নিয়মে যত্ন করিয়াও আমি সুখের মুখ দেখিতে পাইতেছি না—দারুণ দুঃখের বিকট দাবাদহে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছি, আবার শত চেষ্টায় ও যে দুঃখ দূর করিতে পারি নাই—আজি কাহার আজ্ঞায় একখানি ছায়ার মত আমার সে দুঃখ মেঘের অন্তর্ধান হইয়া সুখসূর্য্য সমুদিত হইলেন? কাহার কৃপাকণায় কুঞ্জে কুঞ্জে কুসুম কুল ফুটিল? কাহার আজ্ঞায় বসন্তের সুখভরা আকাশে কাল মেঘের উদয় হইল? কে এমন করে? এর কি কেহ কর্ত্তা নাই? কর্ত্তা না থাকিলে কি কার্য্য হয়, জনক ভিন্ন কি জন্যের সম্ভব!

এই সকল প্রাকৃতিক ব্যাপারের কর্ত্তৃত্ব কি আমরা করিতে পারি—সে কর্ত্তৃত্ব আমাদের সম্ভবে না, কারণ সৃষ্টির আরম্ভ ক্ষণে আমরা বর্ত্তমান ছিলাম না—সে কথাটা ছাড়িয়া দিলেও আমরা শত চেষ্টাতেও কোন বৃক্ষের অঙ্কুর বা পর্ব্বতাদির সৃষ্টি করিতে পারি না। তাহাদের সৃষ্টির যে কর্ত্তা—সেই কর্ত্তাই ঈশ্বর।

মহর্ষি গৌতম ও এই কথা বলেন। তিনি বলেন;—

"ঈশ্বরঃ কারণং পুরুষ কর্ম্মাফল্য দর্শনাৎ"

৪ অ ১ আ ১৯ সূ।

সমুদয় বিশ্বের প্রতি কার্য্যের কারণই ঈশ্বর। ঈশ্বর ভিন্ন জগতের কার্য্যের উপর আমাদের কর্ত্তৃত্ব সম্ভবে না। কেন না, আমরা সামান্য ঘট পটাদি নির্ম্মাণ বিষয়ে ও যখন সম্যক্ প্রকারে সক্ষম হই না, তখন এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের বিচিত্র গতিকে কিরূপে পরিচালনা করিতে সক্ষম হইব?

তবে একথা উঠিতে পারে যে, যাহারা শরীর হইতে উৎপন্ন নয় তাহারা কর্ত্তৃ জন্য নয়—যেমন আকাশাদি পৃথিবী প্রভৃতি ও শরীর হইতে উৎপন্ন হয় নাই, অতএব উহারা কর্ত্তৃ জন্য নহে কোন কোন তার্কিকেরাও এ আপত্য করিতে ভুলেন নাই, তাঁহারা বলেন,

"ক্ষিত্যাদিকং কর্ত্তৃজন্যং শরীরাজন্যত্বাৎ আকাশাদিকং।"

কিন্তু এ আপত্য সৎ প্রতিপক্ষ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, কেন না যাহারা কর্ত্তৃজন্য

তাহারাই কার্য্য জন্য এবং যাহারা কর্ত্তৃজন্য নয় তাহারা কার্য্যজন্য নহে।

এক্ষণে তিনি যদি থাকেন, তবে তিনি কি, এই প্রশ্নের মীমাংসা করা আমার উচিত হইতেছে। কিন্তু হায়! আমি পাগল। নতুবা মুনিগণেরও দুর্জ্জেয়, ভক্তজনেরও ভাবনাতীত ভগবান কি তাহাই স্থির করিতে চেষ্টা পাইতেছি। তিনি কি, এ কথা যদি বুঝিতে পারিতাম, তবে এই রাত্রি জাগিয়া আলোকাধার-সম্মুখে বসিয়া সামান্য অর্থের জন্য ভাবিয়া ভাবিয়া মাথা ঘুরাইয়া এই প্রবন্ধ লিখিতে বসিতাম না। আমি সে বিষয়ে কিছুই জানি না—অতএব হে সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর! আমার মূর্খত্ব পরিহার করত আপনার দয়াময় নামের সাফল্যতা সম্পাদন করিবেন।

তবে আমরা হিন্দু। হিন্দুর অন্যতম দেবতা যোগবল প্রভাবে মুনিঋষিগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহারই আলোচনা করিতে পারি।

ন্যায় সূত্র বৃত্তিকার বিশ্বনাথ ঈশ্বর কি, এই সম্বন্ধে বলিয়াছেন,

ন হীশ্বর এব কঃ ইত্যত্র ভাষ্যং—

গুণ বিশিষ্ট মাত্মান্তর মীশ্বরঃ। গুণৈ নিত্য জ্ঞানেচ্ছা প্রযত্নৈঃ সামান্য গুণৈ র্যোগাদিভি র্বিশিষ্ট মাত্মান্তরং জীবেভ্যো ভিন্ন আত্মা জগদাধারাধ্যঃ সৃষ্টাদি কর্ত্তা বেদ দ্বারা হিতাহিতোপদেশকোজগতঃ পিতা ইত্যাদি।

ঈশ্বরের স্বরূপ, ভাষ্যে এইরূপ কথিত হইয়াছে যে, ঈশ্বর নিত্যজ্ঞান, নিত্য ইচ্ছা, নিত্য প্রযত্ন ও যোগাদি গুণদ্বারা ইতর জীব হইতে বিশিষ্ট এবং সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়কারী। তিনি বেদ দ্বারা হিতাহিত উপদেশ করেন, এবং জগতের পিতা স্বরূপ।

তর্ক দীপিকা নামক গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে,

"নিত্য জ্ঞানাধিকরণত্বমীশ্বরত্বম্।"

ঈশ্বর নিত্যজ্ঞানের আধার। জীবের যে সকল জ্ঞান হয়, তাহা অনিত্য, তাহা কিছুক্ষণ পরে নষ্ট হয়—ঈশ্বরের জ্ঞান নষ্ট হয় না।

নৈয়ায়িকেরা বলেন, "ঈশ্বর সর্ব্বস্রষ্টা নহেন—তিনি লোকাতীত নিয়ন্তা। যেমন কুম্ভকারেরা মৃত্তিকা জল প্রভৃতিকে উপাদান করিয়া দণ্ড চক্রাদির সাহায্যে ঘট নির্ম্মাণ করে, তন্তুবায় যেমন তন্তুকে উপাদান করিয়া তুরী প্রভৃতির সহায়তায় বস্ত্র বয়ন করে ঈশ্বর ও সেইরূপ অবিনশ্বর পরমাণু সকলকে উপাদান করিয়া জীবদিগের অদৃষ্টের সহায়তায় এই পরিতঃ দৃশ্যমান এই চরাচর জগমণ্ডলের সৃষ্টি প্রভৃতির সাধন করিতেছেন। তাঁহাদের মতে যতদিন অবধি জীবগণের কর্ম্মফল রূপ অদৃষ্ট থাকিবে, তত দিনই জগতের পুনঃপুনঃ সৃষ্টি হইবে, অদৃষ্টের একেবারে অভাব হইলে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে, তাহার পর আর সৃষ্টি হইবে না *।

ঈশ্বর নিরূপণ সম্বন্ধে নৈয়ায়িকদিগের স্থূলমত এই স্থলে প্রচারিত হইল। আগামীবারে ঈশ্বরের সাকার ও নিরাকার স্বরূপের আলোচনা করা যাইবে। কিন্তু আমাদের মতে জগৎপাতা জগদীশ্বর সম্বন্ধে যতদূর যুক্তি পাওয়া যায় ভালই, আর সম্পূর্ণ বিশ্বাসকে হৃদয়ে পোষণ করিয়া সেই করুণাময়কে সাধনা করাই কর্ত্তব্য। যখন সংসারের বড় জ্বালা যন্ত্রণায় সংসারী আর চলিতে পারে না—তখন সেই করুণাময়ের নাম কারুণ্যকণ্ঠে না ডাকিলে আর আমরা যখন শান্তি পাই না—তখন সে মধুর নাম আমাদের হৃদয়-ক্ষেত্রে সর্ব্বদার জন্য যাহাতে অঙ্কিত

* অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধে আমরা স্বতন্ত্র একটি প্রবন্ধ সময় মতে লিখিব।

থাকে, সকলেরই তাহা করা সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর।

——অবএব সার কথা

"বিশ্বাসে মিলয় কৃষ্ণ
তর্কে বহুদূর।"

এই মহামন্ত্রের সাধনা কর।

বউকথা কও।

ফুট্ ফুটে জোছনায়
ধরাখান ভেসে যায়,
বহিছে মৃদুল বায়
ধীরে ধীরে ধীরে।
ফুটেছে রজনী গন্ধা
কামিনী গোলাপ গান্দা
সৌরভে পাগল করি
প্রকৃতি সতীরে।
ডাকিছে কোকিল ডালে
পঞ্চমেতে গলাতুলে
ঝিল্লিগণ ঝিঁ ঝিঁ রবে
চৌদিক পুরিল।
কানন উজল করি
চৌদিক আনন্দে ভরি
"বউকথা কও" পাখী
পাপিয়া বলিল।
কও দেখি বউ, কথা,
জুড়াক অন্তর ব্যথা,
অত কি সরম করা
উচিত তোমার?
লাজময়ী প্রেয়সিরে!
এসরে হৃদি মাঝারে
কথা কও তৃপ্তি হোক্
আমার অন্তর।
ঘোমটা খুলিয়া ফেল,
প্রিয়ে দুটী কথা বল,
হের লো নয়নে ঐ
জোছনার রাশি;
সুধা ঢালি মোর মনে
চাহলো মৃগ-নয়নে;
হাসলো একটি বার
লাজ মাখা হাসি।

দীদীবাবু।

—∘∘—

প্রথম উল্লাস।

দীদীবাবু, ওরফে শ্রীমতী নিতম্বিনী মুখার্জ্জি। বয়স অনুমান সতর আঠার বৎসর, হৃদয়ে যৌবন ষোল কলায় পরিপূর্ণ—ভাদ্রের কুল ভাঙ্গা নদী; দীদীবাবুর যেমন বর্ণের উজ্জলতা, তেমনি মুখের মাধুরিমা, তেমান গড়নের পারিপাট্যতা—আবার সকল হ'তে বিদ্যার তেজ!

কিন্তু বিধির কি বিড়ম্বনা—কুসুমে কীট, আকাশের চাঁদে গ্রহণ, কোমলে কাঁটা, বসন্তের সুখের আকাশে কাল মেঘের উদয়। দীদীবাবুর হজ্‌বেণ্ড অতিশয় আহম্মুখ। সেজন্য দীদীবাবু বড়ই মর্ম্মাহত—বড়ই দুঃখিত!

কিন্তু দীদী বাবুর পিতার কোনই দোষ নাই; তিনি অনেক টাকা খরচ করিয়া একটি এম্ এ পাশ ছেলের সহিত দীদী বাবুর বিবাহ দিয়াছিলেন—দীদীবাবু গ্রাজুয়েট হজ্‌বেণ্ড লাভ করিয়া

প্রথম প্রথম ভাবিয়াছিলেন যে, তিনি নারা কুলের উদ্ধারের জন্য স্বামীসহ প্রাণপণে যত্ন করিবেন, বঙ্গীয় কামিনীকুলের কাল স্বরূপ অবরোধ প্রথা যাহাতে বিদূরিত হয়, তাহা তিনি করিবেন, কিন্তু হায়! তাঁহার মনের আশা মনেই রহিয়া গেল—স্বামীর সহিত তাঁহার ততদূর মনের মিল হইল না। কেন হইল না, সে কথা বলিতেছি—

দীদীবাবু বেথুনে শিক্ষিতা, সভ্যা, ভব্যা, নব্যা যুবতী। তিনি সভা সমিতিতে যোগ দেন, বন্ধুগণের মর্য্যাদা বুঝেন, সুতরাং তাঁহাদের সম্মান রক্ষার্থে তাঁহাদের বাগান বাড়ীতে গমন করিয়া প্রীতি ভোজে যোগদান পূর্ব্বক আহার বিহার করেন। তিনি সেক্সপিয়র, মিল্টন, পোপ, বায়রণ পড়েন—আর কপাল দোষে তাঁহার স্বামী এম্ এ পাশ করিয়াও মাথায় টীক রাখিয়াছে, বিধবা বিবাহ প্রচলিত করা হিন্দু-মহিলার কারাগার রূপ অন্দর মহলের বহিস্করকরণ, যুবতী বিবাহ—ইত্যাদি দেশ হিতকর সভাসমিতিতে যোগ দেন না। তিনি ইংরেজী গ্রন্থের বদলে নেটীভদিগের ভাষা অধ্যয়ণ করেন, তিনি শ্রীমদ্ভাগবত, মহাভারত, রামায়ণ পড়েন।—এ সকল নয় একরূপ সহ্য করা যায়, কিন্তু হায়! তিনি আবার বনের ফুল, গাছের পাতা কুড়িয়ে এনে কাদার ঢেলা ও পাতরের নোড়া পূজা করেন। লজ্জায় যাবই বা কোথায়?

তাও নয় মরমে মরিয়া সহিলাম সই! কিন্তু সে যে আমাকে আলো হইতে অন্ধকারে লইতে চায়—সে যে বন্ধুগণের সহিত বাগানে বেড়াইতে, আমোদ প্রমোদ করিতে নিষেধ করে; সে যে সভায় গিয়া সভাপত্নী হইতে দিতে চায় না, সে যে আমাকে অশিক্ষিতা রমণীর ন্যায় ভাত রাঁধিতে বলে, ওমা যাব কোথা গা!

দীদীবাবু মনের আগুণ মনেই চাপিয়া রাখেন। মনের বড়ই কষ্ট, তাই সকাল সকাল লুচী আহার করিয়া শয়ন করেন, বৈকালে উঠিয়া সাজিয়া গুজিয়া বন্ধুদিগের সহিত বিশুদ্ধ বায়ু সেবনার্থ গমন করেন, আবার রাত্রে আসিয়া বই পড়েন, বন্ধুদিগের নিকট পত্র লেখেন, তারপর হারমোনিয়ম বাজান—থিয়েটারের পাঠ মুখস্থ করেন।

দীদীবাবুর পিতা খুব ধনী। আগে তিনি মুন্সেফী করিতেন, এখন পেন্‌শন পান। কিছু জমিদারী ও আছে। কলিকাতার নিকটেই একটী স্থানে তাঁহার নিবাস। এ হেন পিতার আদরের আদরিণী, সোহাগের সোহাগিনী, বিলাসের বিলাসিনী শ্রীমতী দীদীবাবু সর্ব্ব বিষয়ে সুখিনী—কেবল কু-হজ্‌বেণ্ড।

মুনসেফ পিতা কন্যার গুণে বড়ই প্রীত, কন্যার বিদ্যা বুদ্ধি ও লোকহিতকর ইচ্ছা দেখিয়া যার পর নাই মহষ্ট! তার একটা নমুনা দেখাই।—

মুনসেফ বাবুর কোন জমিদারীর অন্তর্গত আমার কিছু ব্রহ্মোত্তর জমি ছিল, জমিদারের নিয়োজিত আমিন গিয়া জরিপ করে; কিছু রজত মুদ্রা চাওয়ায় আমার নিয়োজিত লোক তাহা দিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি সে সমস্ত জমি নিজ উদারতা গুণে মালের বলিয়া লিখিয়া যান। সেই ব্যাপার উপলক্ষে আমি জমিদার মুনসেফ বাবুর নিকট গমন করি। মুনসেফ বাবু আমার পরিচয় পাইয়া বিষয়টুকু ছাড়িয়া দিলেন। এবং আমাকে দুই একদিন রাখিয়া সাহিত্য বিষয়ে অনেক আলোচনা করিতে লাগিলেন—শুনিয়াছি, তিনি না কি দুই একখানি বই লিখিয়াছেন—ভগবান জানেন, সে ইংরেজী কি বাঙ্গালা। যাহা হউক একদা বৈকালে তিনিও আমি তাঁহার

খাস্ বৈঠকখানায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছি, কথায় কথায় তিনি বলিলেন, "আমার কন্যাটি অতিশয় বুদ্ধিমতী ও বিদুষী, আমার ইচ্ছা আপনি তাহার সহিত কোন একটী বিষয় লইয়া তর্ক করেন।" এই কথা বলিয়া তিনি আমার উত্তরের প্রতীক্ষা না করিয়াই একটী ভৃত্যকে কহিলেন, "নিতম্বিনীকে ডাকৃত।"

চাকরের নাম নবীন। সে বয়সেও নবীন। নবীন বলিল, "আজ্ঞে দীদীবাবু হরিপদ বাবুর সহিত বেড়াইতে বেরিয়েছেন।"

শুনে আমি অবাক্! কিন্তু সে অবস্থায় আমাকে অধিকক্ষণ থাকিতে হইল না। অচিরে আমার সম্মুখে স্বশরীরে দীদীবাবু আসিয়া হাজির হইলেন। আমি সভয়ে সচকিতে সে রূপ দেখিতে লাগিলাম। সেরূপ মাধুরী একাভোগ না করিয়া পাঠকগণকেও কিছু কিছু উপভোগ করিবার জন্য—সে অতুলনীয় হাবভাবের কিয়দংশ বর্ণনা করা গেল।

দীদীবাবু যখন আমার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন তাঁহার গণ্ডযুগল রক্তবর্ণ, কে জানে কিসে তাহা রক্তবর্ণ হইয়াছে। মাঝের নাকে নোলক, মাথার চুলরাশ অনাবদ্ধ সাবান দিয়া মাজা বাতাসে উলুখড়ের মতন দুলিতেছে—মাথায় একটা ফুলের তোড়া, জিজ্ঞাসায় জানিলাম, কালী বাবু প্রেমোপহার দিয়াছেন। গায়ে কারুকার্য্য করা সাটিনের বডি, হাতে স্বর্ণ বলয়। পরিধানে সূক্ষ্ম কালাপেড়ে ধুতি, পায়ে ষ্টকীন ও বিলাতী লেডিস্ সুজ। দেখিয়াই ত আমার প্রাণের ভিতর কেমন কেমন করিতে লাগিল। সে ঢ'লে পড়া, সে হেলাদুলা, সে সে ঠোঁট ফুলান, সে কটাক্ষ—দুর ছাই! পাঠকের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে।—এক কথায় এ হেন দীদীবাবু আমার কাছে বসিল; আমার সহিত তর্ক জন্য পিতার নিকট আদিষ্ট হইয়া বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। প্রথম প্রথম তিনি যে কি বলিলেন, আমি তাহা সকল শুনিতে পাই নাই কারণ তখন আমি সে ভাবভঙ্গিমা, সে অপরূপ রূপ রাশি দেখিতেই বিভোর ছিলাম। শেষ দীদীবাবু আমাকে সম্বোধন করিলেন, বলিলেন,—

হে প্রিয়তম মহাশয়! আপনি কে তাহা আমি জানি না, যিনিই হউন, যখন পিতার নিকট আজ্ঞা পাইয়াছি, তখন দেখিব আপনি কেমন বীর, আমার সহিত তর্কযুদ্ধে আপনি কতক্ষণ স্থির থাকতে পারেন। আমি যাহা প্রশ্ন করিব, তাহা অবহিত চিত্তে শ্রবণ করিবেন, আমি অবলা সরলাবালা—আপনার দাসী, প্রেমভিখারিণী—আমার প্রশ্ন এই—পুরুষ ও স্ত্রী ঈশ্বর কখনই স্বতন্ত্র করিয়া সৃজন করেন নাই, পুরুষহৃদয়ে ও যে সকল বৃত্তি দিয়াছেন, রমণী হৃদয়েও তাহাই, তবে কেন, পুরুষে স্ত্রীলোকের উপর ক্ষমতা প্রকাশ করিবে, কেন পুরুষ রমণীগণের উপর কর্তৃত্ব করিবে, কেন রমণী অবরোধে প্রেসিডেন্সি জেলের অধম অন্দরে পচিবে? ইহার উত্তর দিন—আমি আপনার প্রেমাধিনী নিতম্বিনী এই প্রশ্ন করিতেছি।

প্রশ্ন শ্রবণে ও প্রশ্নকারিনীর হাবভাব দর্শনে আমি হতজ্ঞান হইয়া গেলাম, উত্তর দিব কি? কিন্তু জমিদার বাবুর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে অগত্যা অনিচ্ছা সত্বেও প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য হইলাম। বলিলাম,

আমার মতে আপনি যে প্রশ্ন করিয়াছেন, উহার কোন মূল নাই। স্ত্রীপুরুষ সমান নহে, আমাদের শাস্ত্রে স্ত্রীপুরুষ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। স্ত্রীপুরুষ একত্রে স্বাধীন ভাবে বেড়াইলে উভয়ের চরিত্রই কদর্য্য হয়—

সেজন্য চাণক্য বলিয়াছেন, "ঘৃতকুম্ভ সমানারী তপ্তাঙ্গার সমঃপুমান্, . " তার পর—

শ্রীমদ্ভগবতগীতাকার বলিতেছেন,

স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণ সঙ্করঃ ॥
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্যচ।
পতন্তি পিতরোহ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদক ক্রিয়াঃ ॥
দোষৈরেতৈঃকুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্কর কারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥
উৎসন্ন কুল ধর্ম্মানাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনু শুশ্রুম ॥

ভগবদ্‌গীতা। প্রথমাধ্যায়।

অর্থাৎ স্ত্রীলোকের দুষ্টাচারে বর্ণ সঙ্কর উৎপন্ন হয়। তাহা হইলেই ঐ বর্ণ সঙ্কর লোক সকল, সেই কুল নাশকদিগের কুলের নরকের কারণ হয় এবং সেই পাপিষ্ঠ বংশে পিণ্ড তর্পনাদি লুপ্ত হওয়াতে তাহাদিগের পিতৃ পিতামহাদিরা নরকে পতিত হয়, কারণ কর্ত্তার অভাবে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি লুপ্ত হইলে সুতরাং পিতৃলোকদিগের প্রেতত্ব পরিহার না হওয়াতে আর সদ্গতি হয় না। বর্ণ সঙ্কর জন্মিবার কারণভূত এই সকল দোষ দ্বারা কুলনাশক ব্যক্তিগণের পুরুষানুক্রমে আচরিত জাতিধর্ম্ম ও কুলধর্ম্ম এবং আশ্রম ধর্ম্মও উচ্ছিন্ন হয়। যাহাদিগের কুলধর্ম্মও জাতিধর্ম্মাদির উচ্ছেদ হয় এমন মনুষ্য সকলের যে নিয়ত নরকে বাস হয়, ইহা আমরা শ্রুত আছি। এই জন্যই হিন্দুগণ সতত মহিলাকুলকে অন্দর মহলে রাখিয়া যত্নে প্রতিপালিত করেন। তাই হিন্দুগণ বলিতেছেন,—

শাস্ত্রং সুচিন্তমপি পরি চিন্তনীয়ম্।
স্বারাধিতোহপি নৃপতিঃ পরিশঙ্কনীয়ঃ ॥
অঙ্কেস্থিতাপি যুবতী পরিশঙ্কনীয়া।
শাস্ত্রে নৃপেচ যুবতৌ চ কুতো বশীত্বং ॥

বালিকা বা যুবত্যাবা বৃদ্ধয়া বাপি যোষিকা।
ন স্বাতন্ত্রেণ কর্ত্তব্যং কিঞ্চিৎ কার্য্যং গৃহেস্বপি।

স্ত্রীলোক বালিকাই হউক, আর বৃদ্ধাই হউক, স্বতন্ত্রভাবে গৃহে ও কোন কার্য্য করিবে না। আরও

পিত্রা ভর্ত্রা সুতৈর্বাপি নেচ্ছেদ্বিরহ মাত্মনঃ।
এষাং হি বিরহেন স্ত্রীগর্হ্যে কার্য্যাদুভে কুলে ॥

স্ত্রীগণ পিতা কিম্বা ভর্ত্তা অথবা পুত্রদিগের সহিত বিচ্ছিন্ন হইবে না, তাহা হইলে উহারা উভয় কুলই দূষিত করে। তাই আমাদের আর্য্য ঋষি স্ত্রীগণের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন,—

সা শুদ্ধা প্রাত রুত্থায় নমস্কৃত্য পতিং সুরং।
প্রাঙ্গনে মণ্ডনং দদ্যাৎ গোময়েন জলেনবা ॥
গৃহ কৃত্যং চ কৃত্বাচ স্মৃত্বা গত্বা গৃহং সতী।
সুরং বিপ্রং পতিং নত্বা পূজয়েদ্‌গৃহদেবতাং ॥
গৃহ কৃত্যং সুনির্ব্বহ্য ভোজয়িত্বা পতিং সতী।
অতিথীন্ পূজয়িত্বাচ স্বয়ং ভুঙ্ক্তে সুখং সতী ॥

বহ্নিপুরাণ।

আরও স্ত্রীগণ—

ছায়েবানুগতা স্বচ্ছা সখীব হিত কর্ম্মসু।
দাসীবাদিষ্ট কার্য্যেষু ভার্য্যাভর্ত্তুঃ সদা ভবেৎ ॥

নির্ম্মল ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগত থাকিবে। স্বামীর হিতকার্য্যে সখীর ন্যায়, আদিষ্ট কার্য্যে দাসীর ন্যায় নিয়ত তৎপরা হইবে। এই ত আমাদের—হিন্দুদের সাধারণ মত আপনাকে শুনাইলাম। এবং এই মতের আয়ত্ত হইয়াই আমরা স্ত্রীগণকে অবরোধে রাখি।

দেখিতে দেখিতে দীদীবাবুর সে ললিত লাবণ্যময় ভাবের পরিবর্ত্তণ হইল, তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় জলিয়া উঠিল। তিনি হাঁফাইতে হাঁফাইতে আমাকে বলিলেন,

I have never seen a more stupid fellow

আমি শুনিয়া ভাবিলাম, আমার পক্ষে যথার্থ কথাই হইতেছে। কিন্তু দীদীবাবুর পিতা-মহাশয় যেন দীদীবাবুর কথাটায় একটু অসন্তুষ্ট হইলেন। তিনি বলিলেন, "ছি নিতম্বনি! ক-াটা তোমার ভাল হয় নাই। তর্ক কর, উহাঁর কথার প্রতিবাদ কর। Don't—pick a quarrel,—যেহেতু Every man to his taste

তখন নিতম্বিনী পুচ্ছ বিমর্দ্দিত ভুজঙ্গিনীর ন্যায় গর্জ্জিইতে গর্জ্জাইতে বলিলেন, "আমি ও সকল নেটীভদিগের বচন প্রমাণ শুনিতে চাই না, যদি কোন ইংরেজ পণ্ডিতের মত দেখাইতে পারেন,তবে বুঝিতে পারি। মুস্তেক বাবু আমাকে তাহাই বলিতে বলিলেন। কিন্তু আমার বড়ই বিরক্ত ধরিতে লাগিল। ভাবিলাম ভগবান, এ হ'তে আমার ব্রহ্মোত্তর কয় বিঘা যাওয়া ভাল ছিল। কিন্তু জমিদারের খাতিরে আবার কথা পাড়িতে হইল। বলিলাম, "সাহেবদিগের মধ্যে ও অনেকে এ কথা বলিয়াছেন, মুসলমান শাস্ত্রে ও আছে।

যীশুখীষ্টের প্রধান শিষ্য পৌল (Poul) এফিসিয়েনদিগকে যে পত্র লিখেন, উহার এক দেশে তিনি স্ত্রীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন—wives, be subject to your own husbands as to the lard. for, husband is the head of the wife, even as christ the head of the congregation. অর্থাৎ স্ত্রীগণ তোমরা যেমন প্রভুর বশীভূত থাক, তেমনি আপন আপন স্বামীর বশীভূত থাক। কারণ স্বামী স্ত্রীগণের মস্তক স্বরূপ। যেমন খ্রীষ্ট শিষ্য মণ্ডলীর মস্তক স্বরূপ। যীশুখৃষ্ট স্ত্রীদিগকে অলস পরবশ হইতে,প্রতিবেশীর বাটীতে বাটীতে ভ্রমণ করিতে, যথা তথা যাইতে, যাহার তাহার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে; হাসিতেও অনর্থ ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছেন। টাইমথিতে লিখিত হইয়াছে,—

That, woman adorn themselves in modest apparrel, with shame facedness and sobriety, not withem broidered hair or gold or pearls or costly array let the woman learn in silenec with all sub mission But I suffer not to teach a woman, nor to usurp anthority over man, but to be in silence.

"স্ত্রীগণ, আপনাদিগকে সঙ্গীত পরিচ্ছদে এবং নম্র ও লজ্জাশীলতায় ভূষিত করিবে। তাহাদের বাহারে চুল, বা মণি মুক্তা সুবর্ণাদি অথবা সুন্দর সুন্দর বসন ভূষণে সুসজ্জিত হইবার আবশ্যক নাই; অতি নম্রভাবে তাহারা অত্যাবশ্যকীয় বিষয় সকল শিক্ষা করিবে। আমি ইচ্ছা করি না যে, স্ত্রীগণ শিক্ষা দান করুক বা পুরুষের উপর আধিপত্য বজায় রাখুক। তাহারা যাহা করিবে সমস্ত নিঃশব্দে করা যায়।" মুসলমানদিগের ও ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে—"ফচ্‌ছালে হার্তো কালিতাতুম হাফিজাতুম্—"সচ্চরিত্রা স্ত্রী সদা স্বামীর আজ্ঞাবহ ও সেবা পরায়ণ হইবেই।''

এই ত হিন্দুশাস্ত্র ছাড়া অন্যান্য শাস্ত্রের কথাও বলিলাম।

শুনিয়া দীদীবাবু ফেল ফেল করিয়া আমার মুখেরদিকে চাহিতে লাগিলেন।

একটা কথা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, যখন দীদীবাবু আমাদের নিকট আসিয়া ছিলেন, সেই সময় একটি শ্মশ্রুগুম্ফ বিরাজিত চশমাক্কি নবযুবক আসিয়াছিলেন। তিনিও আসিয়া আমার নিকটেই বসিয়াছিলেন। সঙ্গিনীর হার দেখিয়া তিনি উঠিলেন—বলিলেন, "মহাশয়, যুক্তি ধরুণ, যুক্তি ভিন্ন কোন কাজই হয় না।

শুধু বক্ বক্ করিলে চলিবে না। আমরা সাম্য-বাদী নিক্তি দ্বারা তৌল করিয়া দেখিয়াছি, স্ত্রীদিগের সর্ব্বস্বই পুরুষের সমান। ন্যূনাধিক্যের কোন কারণই নাই। নৃশংস রাক্ষসাধম শাস্ত্র-কারগণ উহাঁদিগের সর্ব্বনাশ করিয়াছে; গৃহে বন্দীর ন্যায় থাকিতে ব্যবস্থা দেয়, মাথা তুলিবার যো রাখে নাই। কিন্তু একটু স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া দেখিলে, বোধ হয় বুঝিতে পারিবেন, যে আমাদের ও যাহা করা উচিৎ স্ত্রীগণেরও তাহাই করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা বিদ্যা-লয়ে যাই, তাহারা যাইবে না কেন? আমরা জুতা পায় দিই, চসমা দিয়া চক্ষু ঢাকি, বুকের মাঝে চেইন ঝুলাই, থিয়েটারে যাই—অভিনয় করি, স্ত্রীগণও তাহা করিবে না কেন, তাহাদি-গকে জিমনাষ্টিক্ শিখাও, সায়েন্স পড়াও মেথমে-টিক্স কসাও, তবে ত ধারায় সুখ ধরা বহিবে। তাহাদিগকে বন্দিনীভাব হইতে মুক্ত কর, অধি-নতার শৃঙ্খল ছিঁড়িয়া ফেল, স্বাধীনভাবে ইতস্ততঃ বেড়াইতে দাও, তবে ত মনোবৃত্তি স্ফুরিবে। আর কেন, মহাশয় খুব হইয়াছে। তিনি এই কথা বলিয়া ভ্রূভঙ্গী করতঃ দীদীবাবুকে বলি-লেন,"fie ! fie ! I wonder at your intellt. উঠে এস। আজি আবার রাত্রে শকুন্তলা অভি-নয় করিতে হইবে। মনে আছে, তোমার শকু-ন্তলার পার্ঠ! সে কত কঠিন বিষয়। তাহার মোশন ঠিক্ করা চাই—উঠে এস। বাজে লোকের সহিত মিছে বকাবাক ক'রে কি হইবে?"

তখন দীদীবাবু যেন বিদ্যার বোঝা ঝাড়িয়া আমার উপর বড়ই মর্ম্মাহত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং হেলিতে দুলিতে রসিক বাবুর হস্ত ধরিয়া বাহির হইয়া পড়িলেন। আমিও হাঁফ

পাঠক মহাশয় ও এবার এইখানে হাঁপ ছাড়ুন——আবার আগামী বারে দীদীবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করাইব।

ধাতের পীড়া (Gonorrhoea)*

আজকাল আমাদের দেশে এ রোগটী এক-রূপ সাধারণ। অল্প বা অধিক মাত্রায় ইহার অধিকার ভুক্ত নহেন এমন লোক অতি বিরল, সুতরাং এই রোগটী সম্বন্ধে আমরা কিছু খোলসা করিয়া বলিব।

নিদান।—লিঙ্গের মধ্যে প্রস্রাব বাহির হইবার যে একটী নালী আছে (মূত্রনালী বা ইউরিথ্রা) গনোরিয়া সেই নালীর রোগ, এ রোগে ঐ নালীর ভিতরকার পরদায় প্রদাহ† হইয়া শ্লেষ্মা বা পূঁষ বাহির হয়।

---

* গণোরিয়া রোগ অনেকে প্রমেহ বা মেহ বলিয়া ব্যখ্যা করেন, কিন্তু বিশেষ আলোচনা করিলে গণোরিয়াকে মেহ রোগ বলা যায় না। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রে মেহ রোগ অর্থে সাধারণ মূত্র রোগ বুঝায়, যে হেতু এক মেহ নাম দিয়া তাঁহারা বিংশতি প্রকার মূত্র রোগের উল্লেখ করিয়াছেন। অথচ গণোরিয়া রোগ আদৌ মূত্ররোগ নহে, উহা মূত্র যন্ত্রের রোগ। সুতরাং গণোরিয়াকে মেহ রোগ না বলিয়া "ধাতের পীড়া" নামে ব্যাখ্যা করা গেল।

উদয়চাঁদ দত্ত অনুবাদিত

নিদান ১২৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

† রক্ত জমার পর কোন স্থান ফুলিয়া লাল গরম ও ব্যথাযুক্ত হইলে তাহাকে প্রদাহ বলে। প্রদাহের শেষ অবস্থায় পূঁষ হয়। তখন "পূঁষ

কারণ।—ধাতের পীড়ার পুঁষ লাগিলে মূত্র নালীতে উত্তেজনা উপস্থিত হইয়া এরোগ জন্মে, সুতরাং অপরিষ্কৃতা-বারাঙ্গণা সহবাস যে এ রোগের প্রধান কারণ, তাহা বলা বাহুল্য। প্রদর রোগ, যোনিক্ষত, জরায়ু ক্ষত ইত্যাদি রোগ গ্রস্থা স্ত্রী সহবাসে এবং কাহার কাহার মতে ঋতুমতী স্ত্রী গমনেও ধাতের ব্যারাম জন্মায়। অতিরিক্ত স্ত্রী সংসর্গ এবং হস্ত মৈথুনে ও এই রোগ জন্মাইতে পারে। এই সকল সঙ্গম কারণ ভিন্ন, মূত্র পথে কোন আঘাত লাগিলে, মূত্রে ক্ষারের ভাগ বেশী হইলে এরোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। কেহ কেহ বলেন স্থায়ী কোষ্টবদ্ধ. পাথরি রোগ হইতেও ধাতের ব্যারাম জন্মায়। ছোট ছোট বালকদের কৃমির তাড়না হইতে মূত্র নালীর প্রদাহ উপস্থিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু তাহা প্রকৃত ধাতের পীড়ার ন্যায় নহে।

লক্ষণ।—প্রথমে লিঙ্গপথ চুলকায় ও গরম বোধ হয়। লিঙ্গমুখের ছিদ্রটীর চারিধার লাল হয়, ক্রমে এক প্রকার সাদা রঙ্গের রস নির্গত হইতে থাকে। পরে রসের পরিমাণ বৃদ্ধি পায় ও ঈষৎ সবুজ বা নীল আভাযুক্ত পুঁষ হইয়া দাঁড়ায়। লিঙ্গ অত্যন্ত ফুলিয়া উঠে ও টন্ টন্ করে। ২।৩ দিন পরে অণ্ডকোষ উত্তোত ও কুচকিদ্বয় ফুলিয়া উঠে। অণ্ডকোষ ফুলিলে পুঁষ আর অধিক পড়ে না। রোগী বারম্বার প্রস্রাব করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু পারগ হয় না, মূত্র ত্যাগ কালে অত্যন্ত যন্ত্রণা হয়। কখন কখন এই অবস্থায় কম্প হয় ও রোগী মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। রাত্রিকালে লিঙ্গ উত্তেজনা সহ শক্ত হইয়া দাঁড়ায় ও টন্ টন্ করে। এই অবস্থায় রোগীর অত্যন্ত যন্ত্রণা বৃদ্ধি হয়। কিছুদিন পরে ঐ সকল লক্ষণ ও যন্ত্রণা কমিয়া যায় এবং একরূপ গাঢ় শ্লেষ্মাযুক্ত পুঁষ নির্গত থাকিয়া যায়। এই অবস্থাকে "পুরাতন ধাতের পীড়া" বা গ্লীট (gleet) বলে।

উপসর্গ।—ধাতের পীড়ার সহিত নিম্ন লিখিত উপসর্গ সকল যোগ দেয় যথা।—

(১) মূত্র যন্ত্র সকলের প্রবল উত্তেজনা (তাড়স) বা প্রদাহ উপস্থিত হওয়া—

ইহাতে প্রস্রাব ত্যাগকালে জ্বালা টন্‌টনানি ঝাঁজানি উপস্থিত হয়, কখন মূত্র রোধ হয়।

(২) মূত্রনালি হইতে রক্তস্রাব হওয়া—

রাত্রকালে লিঙ্গ উদ্রেক বা কড়ি হইয়া কোন ছোট শিরা ছিঁড়িয়া গেলেই এই উপদ্রব উপস্থিত হয়।

(৩) ধাতের পীড়ার বাগি।—

কুচকি দেশের চোষক শিরা (যাহার রস চুষিয়া লয়) সকল পুঁষ ইত্যাদি রসের কতকাংশ চুষিয়া আনিয়া কুচকি দেশে—জমা করে, তাহাতেই এই বাগীর উৎপত্তি হয়।

(৪) মুদা—

লিঙ্গ মুখের চামড়া ফুলিয়া—আটকাইয়া যায়, বিশেষ বল দিলেও খোলা যায় না। ইহকেই—মুদা (phimosis) বলে।

(৫) উল্টা মুদা—

ইহা মুদার ঠিক উল্টা অর্থাৎ মুদার যেমন লিঙ্গ মুখ খোলা যায় না, এতে তেমনি লিঙ্গ মুখ খোলাই থাকে, কারণ মুখের চামড়া পিছনের দিকে গিয়া—আটকাইয়া যায়, অনেক বলেও সুমুখের দিকে আনা যায় না। ইহাকে উল্টা মুদা (paraphimosis) বলে।

(৬) অণ্ডকোষ ও গুহ্যদেশ ইত্যাদি প্রদাহ—

এই সকল স্থানিক উপদ্রব ভিন্ন ধাতের পীড়া হইতে নিম্নলিখিত সার্ব্বাঙ্গিন অনিষ্ট সাধিত হয়—

(ক) বাত রোগ—

ধাতের পীড়ার রোগীদের শেষে প্রায়ই বাতে

ধরে। সাধারণ বাত রোগে যেমন জোড়ে জোড়ে ব্যাথা হয়, জর হয়, ইহাতেও তাই হয়।

(খ) কখন কখন ধাতের ব্যায়ারামে চোকে ছানি পড়ে ও অন্যান্য চোকের রোগ হয়।

মেঘ দূত।

পূর্ব্ব মেঘ।

কশ্চিৎকান্তা বিরহগুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ
শাপেনাস্ত গমিত মহিমা বর্ষ ভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়া স্নান পুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রাম গির্য্যাশ্রমেষু॥১

তস্মিন্নদ্রৌ কাতচিদবলা বিপ্রযুক্তঃ সকামী
নীত্বামাসান্ কনক বলয় ভ্রংশরিক্ত প্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘ মাশ্লিষ্ট সানুং
বপ্রক্রীড়া পরিণত গজ প্রেক্ষণীয়ং দদর্শ॥২

তস্যাস্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধান হেতো
রন্তর্ব্বাষ্পাশ্চির মনুচরো রাজরাজস্য দধ্যৌ।
মেঘালোকে ভবতি সুখিনোপ্যন্যথা বৃত্তি চেতঃ
কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িণী জনে কিংপুন দূর সংস্থে॥৩

প্রত্যাসন্নে নভাস দয়িতা জীবিতালম্বনার্থী
জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিং।
স প্রত্যগ্রৈঃ কূটজ কুসুমৈঃ কল্পিতার্থায় তস্মৈ
প্রীতঃ প্রীতি প্রমুখ বচনং স্বাগতং ব্যাজহার॥৪

ধূম জ্যোতিঃ সলিল মরুতাং সন্নিপাতঃ ক্ক মেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ ক্ক পটুকরনৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপনীয়াঃ।
ইত্যৌৎ সুক্যাদ পরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে
কামার্ত্তাহি প্রকৃতি কৃপণাশ্চেতনা চেতনেষু॥৫

অনুবাদ। কোন এক যক্ষ আপন কার্য্যে অনবধান হেতু প্রভুশাপে সামর্থহীন হইয়া, যে স্থানের বারিরাশি জনকতনয়া জানকীর অবগাহনে পবিত্রিত হইয়াছে এবং তপোবনস্থ তরুবরেরা সুস্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করিয়া আশ্রমবাসীদিগের সন্তাপ হরণ করিতেছে, সেই সুখদ রামগিরির অভ্যন্তরস্থ আশ্রমে বাস করিতে লাগিল। কান্তাবিরহী যক্ষ বিরহ জনিত দিন দিন এতাদৃশ ক্ষীণ হইতে লাগিল যে, তদীয় হস্তদ্বয় হইতে বলয় যুগল শিথিল হইয়া গেল। এবম্প্রকারে আট মাস অতিবাহিত হইলে, আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে গগনগায়ে নবীন মেঘের উদয় দেখিল, বোধ হইল যেন, মদোদ্ধত বপ্রক্রীড়া শক্ত গজরাজ শোভা পাইতেছে। কুবেরানুচর মেঘ দ্বারাই নিজ মনোরথ সিদ্ধ হইবে ভাবিয়া, ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক তাহার সম্মুখীন হইল। মেঘমালা দর্শন করিলে বিরহীর কথা দূরে থাকুক, প্রিয়া সহচরের ও চিত্ত চঞ্চল হয়। অতঃপর যক্ষ মনে মনে বিবেচনা করিল যে, এই মেঘ আমার কুশলময়ী বার্ত্তা প্রিয়াসমীপে নিবেদন করিবে, এই স্থির করতঃ নব প্রস্ফুটিত গিরি মল্লিকা কুসুম দ্বারা অর্ঘানুষ্ঠান পূর্ব্বক, সাদরে স্বাগত জিজ্ঞাসা করিল। ধূম, জ্যোতি, সলিল এবং অনিল সঙ্ঘাতোদ্ভব জলদ হইতে, সমর্থেন্দ্রিয় চেতন প্রাপনীয় সন্দেশ কতদূর অন্তর তাহা বিবেচনা না করিয়াই, গুহ্যক ঔৎসুক্য বশতঃ তৎসমীপে দৌত্যভার প্রর্থনা করিল। যে হেতু মদনাতুরেরা চেতনাচেতন বিবেক বিষয়ে স্বভাবতই অন্ধ।

ভৌগলিক তত্ত্ব।

কুবেরের জনৈক অনুচর অতি স্ত্রৈণতা প্রযুক্ত কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করাতে, কুবের তাহাকে শাপ প্রদান করেন। সেই শাপ প্রস্তাবে

সে এক বৎসর কাল রামগিরিতে বাস করে। আট মাসের পর আষাঢ় মাসে নবীন মেঘের সাক্ষাৎ পাওয়ায়, সজীব পদার্থ জ্ঞানে তাহাকেই দৌত্য কার্য্যে বরণ করিয়া, নিজ প্রিয়তমা সমীপে যাইতে অনুরোধ করতঃ স্বীয় আবাস পর্য্যন্ত পথ নির্দ্দেশ করতে আরম্ভ করিল। কালিদাস পথ নির্দ্দেশ উপলক্ষে, এই কাব্যে নানা গিরি, নদী, নগর, গ্রাম, জনপদ, দেবালয় ও রাজধানী প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা সমালোচকে মেঘদূতের মূল, বঙ্গানুবাদ ও কালীদাসের নির্দ্দেশিত সমস্ত প্রধান প্রধান স্থানের অবস্থান সন্নিবেশ বিবৃত করিব।

যক্ষ যখন রামগিরিতে অবস্থিতি করিয়াছিল, তখন আমাদের সর্ব্ব প্রথমেই দেখিতে হইবে রামগিরি কোথায়? প্রামাণিক টীকাকার মল্লিনাথ বলেন, চিত্রকূট পর্ব্বতের অন্যতম নাম রামগিরি। অধ্যাপক উইলসন্ সাহেবের মতে বুন্দেল খণ্ডস্থ বর্ত্তমান কামতা গিরিই পূর্ব্বে চিত্রকূট নামে অভিহিত হইত (১)। কিন্তু এই কামতা নাথ চিত্রকূট হইলে, চিত্রকূট কালিদাস বর্ণিত রামগিরি হইতে পারেনা। কেন না মেঘদূতে, কুবেরানুচর যক্ষ, মেঘকে স্বীয় আবাস ভূমি কৈলাসের পথ নির্দ্দেশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আম্রকূট পর্ব্বত, নর্ম্মদা নদীকেই রামগিরির পরেই বলিয়াছেন।

এখন দেখা যাউক মল্লিনাথের ভ্রমে, আমাদের এ গোলযোগ বাধিতেছে, না; উইলসন্ সাহেব চিত্রকূট পর্ব্বতকে নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই; এতদুভয়ের মীমাংসা করিতে হইলে আমাদিগকে রামায়ণের আশ্রয় গ্রহন করিতে হয়। কালিদাস প্রণীত মেঘদূতে বর্ণিত হইয়াছে জনকতনয়ার স্নান হেতু পবিত্রীকৃত এবং মেঘদূতের দ্বাদশ শ্লোকে আছে, রামপদে অঙ্কিত। সুতরাং ইহাতে নিশ্চয় বুঝা যাইতেছে যে, বনবাস কালে রাম সীতা রামগিরিতে বাস করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র বনবাস সময়ে সর্ব্ব প্রথমে ভ্রাতা ও জায়াসহ ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম হইতে চিত্রকূট পর্ব্বতে গমন করেন। রামায়ণের বর্ণনানুসারে ভরদ্বাজের আশ্রম প্রয়াগে ছিল (১)। ভরদ্বাজ মুণির নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া রাম চিত্রকূটের পথ জিজ্ঞাসা করায়, মহামুণি ভরদ্বাজ তাঁহাকে পথের কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন। রাম ও লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "এই স্থান হইতে দশক্রোশ দূরে গন্ধমাদন তুল্য চিত্রকূট নামে এক পর্ব্বত আছে। * * * তোমরা গঙ্গা ও যমুনার সঙ্গমস্থলে গিয়া পশ্চিম যমুনা তীর অবলম্বণ পূর্ব্বক গমন করিবে। কিয়দ্দূর গমন করিলে একটি তীর্থ (ঘাট) দেখিতে পাইবে। অনন্তর হরিদ্বর্ণ পত্র বিশিষ্ট একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ দেখিতে পাইবে। তাহার ছায়ায় বিশ্রাম কর আর নাই কর, তথা হইতে এক ক্রোশ গেলে শল্লকীবদরী যুক্ত ও যমুনা তীরজ বিবিধ বন্যবৃক্ষে পরিব্যাপ্ত নীলবর্ণ এক কানন

---

(১) wilsons' Meghaduta verse 1 note. বুন্দেল খণ্ডের বিভাগের অন্তর্বর্ত্তী এবং এলাহাবাদ হইতে ৭১ মাইল দূরে চিত্রকূট অবস্থিত। পাদ দেশে এই পর্ব্বতের পরিধি প্রায় ৩ মাইল। কামতা নাথ চিত্রকূটের অপর নাম এবং কামতা নাথ কামনাথের অপভ্রংশ। এই পর্ব্বতে বহুবিধ বর্ণের প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতেই বোধ হয় ইহার নাম চিত্রকূট হইয়াছে। চিত্রকূট বা কামতা নাথ পর্ব্বত হিন্দুদিগের একটি তীর্থস্থান।

(১) রামায়ণ। অযোধ্যাকাণ্ড। চতুঃপঞ্চাশৎ সর্গ।

নয়নগোচর হইবে, ঐ পথ দিয়াই চিত্রকূট যাওয়া যায়; আমি অনেকবার ঐ পর্ব্বতে গিয়াছি (১)।

রামায়ণের বর্ণনানুসারে স্পষ্টই বুঝাযাইতেছে যে, চিত্রকূট পর্ব্বত গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থল এলাহাবাদের দক্ষিণ পশ্চিমবর্ত্তী বুন্দেল খণ্ডে অবস্থিত। সুতরাং অধ্যাপক উইল্‌সনের মতকে আমরা অগ্রাহ্য করিয়া উড়াইতে পারিনা। বরং টীকাকার মল্লিনাথকেই এস্থলে আমরা ভ্রান্ত বলিতে পারি। নতুবা মহাকবি কালিদাসকে উদ্দিষ্ট স্থানানভিজ্ঞ ও অপ্রাসঙ্গিক বর্ণনাকারি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয়।

অতঃপর আমরা স্থানান্তরের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলাম। নাগপুর রাজ্যে ও সাগর হইতে নাগপুরে যাইবার পথে, কৈমোর নামে এক পর্ব্বত আছে। ইহাকে রামটিক ও রামটেক্‌ নামেও অভিহিত করা হয়। মহারাষ্ট্রীয় ভাষানুসারে রামটোক্‌ ও রামগিরি একার্থ বোধক (২)। অনেকে বলেন কালিদাস বর্ণিত রামগিরি নাগপুরের সন্নিকট (৩)। উক্ত রামটোক্‌ বা রামগিরিও নাগপুরের নিকটবর্ত্তী। সুতরাং এক প্রকার স্থিরই হইতেছে যে, রামটিকই কালিদাসের বর্ণিত রাম গিরি। তবে এখন কথা হইতেছে বর্ণনা লইয়া। জনকতনয়া সীতা ও রামচন্দ্র এইরাম গিরিতে বন বাস কালে বাস করিয়াছিলেন কি না।

স্থানীয় লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, রামচন্দ্র অরণ্য বাস কালে ভ্রাতা ও জায়াসহ এই পর্ব্বতে একরাত্রি বাস করিয়াছিলেন ও ইহার বারি স্নানিতে পদ প্রক্ষালন করিয়া, পর্ব্বতের পুণ্যময় জীবনের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডে লিখিত আছে, রামচন্দ্র ভ্রাতা ও সীতার সহিত দণ্ডকারণ্যে প্রবেশ করিয়া, একটি পর্ব্বতের সন্নিকটে সুতীক্ষ্ণ মুনির আবাসে, এক রজনী অতিবাহিত করিয়াছিলেন (৪)। কৈমোর পাহাড়ের পশ্চিমদিকস্থিত গিরিই, রামায়ণের লিখিত সুতীক্ষ্ণ মুনির আশ্রম বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাহাহউক সাধারণের বিশ্বাস ও কালীদাসের বর্ণনানুসারে এই কৈমর বা রামটোক্‌ পর্ব্বতকেই মেঘদূতের রামগিরি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে

(১) দশক্রোশ ইতস্তাত! গিরি যস্মিন্নিবৎ স্যসি।

* * *

চিত্রকূট ইতিখ্যাতো গন্ধমাদন সন্নিভঃ॥

* * *

গঙ্গাযমুনয়োঃ সন্ধিমাদায় মনুজর্ষভৌ।
কালিন্দী মনু গচ্ছেতাং নদীং পশ্চান্মুখাশ্রিতাম্‌॥
অথাসাদ্য তু কালিন্দীং শীঘ্র স্রোতঃ সমাগতাম্‌।
তস্যাস্তীর্থং প্রচারতং প্রকাম্যং প্রেক্ষ্য রাঘব॥
তত্র যূয়ং প্লবং কৃত্বা তরতাং শুমতীং নদীম্‌।
ততোন্য গ্রোধ মাসাদ্য মহান্তম্‌ হরিতদম্‌॥

* * *

সমাসাদ্য চ তং বৃক্ষং বসে দ্বাতিক্রমেত বা।
ক্রোশমাত্রং ততো গত্বানীলং প্রেক্ষ্য চ কাননম্‌॥
শাল্লকী বদরী মিশ্রং রাম! বৈষ্ণেশ্চ যা মুনৈঃ।
সপন্থা চিত্রকূটস্য গতস্য বহুশো ময়া॥

রামায়ণ। অযোধ্যাকাণ্ড। ৫৪ ও ৫৫ অধ্যায়।

(২) wilsons megha duta, verse 1 .note

(৩) Asiatic annal register for 1806.

(৪) রামস্তু সহিতোভ্রাতা সীতয়াচ পরন্তপঃ।
সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমপদং জগাম সহ তৈর্দ্বিজৈঃ॥
স গত্বা দূরমধ্বানং নদী স্তীর্ত্বা বহুদকাঃ।
দদর্শাবিমলং শৈলং মহামেরু মিবোন্নতম্‌॥
ততস্তদিক্ষাকুবরৌ সততং বিবিধৈ দ্রুমৈঃ।
কাননং তৌ বিবিশতুঃ সীতয়া সহ রাঘবৌ॥

* * *

তত্র তাপসমাসীনং মন পঙ্কজ ধারিণম্‌।
রামঃ সুতীক্ষ্ণং বিধিবৎ তপোধন মভাষত॥
অবাস্য পশ্চিমাং সন্ধ্যাং তত্র বাসমকল্পয়ৎ।
সুতীক্ষ্ণস্যাশ্রমে রম্যে সীতয়া লক্ষ্মণে ন চ॥

রামায়ণ। আরণ্যকাণ্ড ৭ম সর্গ।

পারে। রামটিকৃ পর্ব্বতের অদূরে রামটিকৃ নামে একটী নগর আছে। রামটীকৃ নাগপুরের উত্তর পূর্ব্বদিকে ২৪ মাইল অন্তরে। পর্ব্বতের চারিদিকে সমতল ক্ষেত্র ও পাহাড়ের পাদদেশ হইতে পাঁচ শত ফুট উর্দ্ধে বহুতর দেবদেবির মন্দির আছে। তথায় উঠিবার জন্য সুগঠিত সুপ্রশস্ত প্রস্তর ময় সোপানাবলী বিরাজ করিতেছে। এই সোপান পথের স্থানে স্থানে বিশ্রাম যোগ্য উপবেশন স্থান আছে (৫)। পর্ব্বতের পুর্ব্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম-দিকে বহুবিধ পল্লী জলাশয় ও আম্রকানন সমা-কীর্ণ নাগপুর প্রান্তর নয়ন-গোচর হয়। ইহার উত্তর ভাগে এক ক্রোশ পরিমান প্রশস্ত উপত্যকা। তাহার পর জঙ্গল ময় পর্ব্বতশ্রেণী। এই গিরিমালার অনতিদূরে বিশাল বিন্ধ্যশৈল শির উত্তোলন করিয়া দাণ্ডায়মান আছে। রামটীকৃ পর্ব্বতে প্রতিবৎসরে চন্দ্রকাত্তিকী পুর্ণিমা হইতে আরম্ভ হইয়া দশদিন ধরিয়া একটা মেলা হইয়া থাকে। এই মেলাতে নাগপুর ও নিজা-মের রাজ্য হইতে যাত্রী সমাগম হয়। কোন বারেই প্রায় লক্ষযাত্রীর কম জুটেনা (৬)। এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয় ও দেবমন্দির এবং বহুবিধ বৃক্ষ ও বল্লরী থাকাতে স্বভাবতই লোকের মন হরণ করে। রামটীকৃ বা কলিদাসের রামগিরি অক্ষাংশ ২১ ডিগ্রি ২৪ মিনিট, দ্রাঘিমা ৭৯ ডিগ্রি ২২ মিনিট (৭)। এক্ষণে কুবেরানুচর যক্ষ শাপ প্রাপ্তে যে রাম গিরি পর্ব্বতে বাস করিত, যেখানে বসিয়া আষাঢ়ের প্রথম দিবসে গগনে নবীন মেঘের উদয় দেখিয়া, তাহাকে নিজ মন বেদনা জানাইয়া নিজ আবাসে পাঠাইতেছিল, সে রামগিরির ঠিক্ হইয়া গেল। কৈমোর বা রামটীকৃ পর্ব্বতের নাম রামগিরি।

(৫) as. res. vol XVIII, P. 206

(৬) jenkins, Report on Nagpur, p 53

(৭) thorton, gazetteer of india, vol w.p.295 296. comp. hamilton, east india, gazetteer vol. ii p. 458

শিশির-যামিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে পশ্চিম সাগরে ডুব দিবার উপক্রম করি-য়াছেন। সান্ধ্য সমীরণ মৃদুল ভাবে প্রবাহিত হইতেছে।

এই সময় দুইটি যুবক ভাগিরথী সৈকতে পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছেন। একের বয়স পঞ্চবিংশ বৎসর, নাম পুলীন,—জাতি ব্রাহ্মণ। অপরের নাম হেমচন্দ্র—বয়স ত্রিংশ বর্ষ, তিনিও ব্রাহ্মণ। যুবক দুইজনই সুন্দর! পরণ পরি-চ্ছেদ দর্শনে মধ্যাবিৎ গৃহস্থ বলিয়াই বোধ হয়। পুলিন বলিলেন,

"হেমচন্দ্র। আমাকে সবাই পাগল বলে,—কিন্তু এ পাগলের আশা কি পূর্ণ হইবে না?"

হেমচন্দ্র হাসিল, হাসিতে হাসিতে বলিল,

"তুমি পাগল? পাগলই বটে!—গণকের কথা মনে আছে কি?"

পুলিন। আছে বৈকি!

হেমচন্দ্র। গণক বলিয়াছিল, তুমি বড় লোক হবে। কিন্তু ভাই একটা কথা, অত উতলা হইও না,—প্রাণের উপর অত অবজ্ঞা করিও না।

পুলিন উদাসভাবে বলিলেন।

"যাহার প্রাণ স্বদেশের জন্য উন্মত্ত না হয়, তাহার প্রাণ প্রাণই নহে। জড়পিণ্ড মাত্র।—জন্ম ভূমি, মাতৃভূমি বাঙ্গালার আজি এই দুর্দ্দশা,—

এদুর্দ্দশার জন্য যাহার প্রাণ না কাঁদিতেছে, সেকি মানুষ। হায়! আমার প্রাণ মাতৃভূমির চরণে উৎসর্গীকৃত হউক, আমি মায়ের ছেলে মার উদ্ধারের জন্য মরিব।"

হেমচন্দ্র। শুধু তুমি মরিলে কি দেশের লোকের সুখ স্বচ্ছন্দতা আসিবে? বরং জীবিত থাকিলে দেশের অনেক উপকার করিতে পারিবে।

পুলিন অনেকক্ষণ নিঃশব্দে নিস্তব্ধে কি চিন্তা করিলেন,—চিন্তা কিছু অতিরিক্ত দেখিয়া হেমচন্দ্র বলিল,—"অমন কোরে কি ভাবছ?"

সহসা তাঁহাদিগের কর্ণে অশ্ব পদ শব্দ প্রবেশ করিল। উভয়ে সেদিকে চাহিলেন, দেখিলেন দশ বার জন অশ্বারোহী অশ্ব চালাইয়া তাঁহাদের দিকে আসিতেছে।

পুলিন বলিলেন,

"হেমচন্দ্র। আমি ঐ কথা ভাবছিলেম।"

হেমচন্দ্র চকিত ভাবে বলিল,

"ঐ কথা, কোন্ কথা? ঐ অশ্বারোহীদিগের কথা?"

পুলিন। হাঁ,

হেমচন্দ্র। ওকি কথা?

পুলিন। জমিদারেরা কি জানিতে পারিয়াছে আমি উহাদিগের ষড়যন্ত্রে ফিরিতেছি তাহা জানিয়াছে? তাই আমাকে ধরিবার জন্য আসিতেছে।

হেমচন্দ্র। তুমি কি আগে এসম্বাদ পাইয়াছিলে?

পুলিন। হাঁ,

হেমচন্দ্র। তার তখন উপায় কর নাই কেন? এখন উপায়? আর তাহাদিগকে কোন কথা কহিতে হইল না। অশ্বারোহীগণ নিকটে আসিল। জন দুই নিচেয় নামিয়া পুলিনকে ধরিল, তাহারা নিরস্ত্র সুতরাং কিছুই করিতে পারিলেন না,—ধরা দিলেন। হেমচন্দ্রকে ধরিল না, পুলিনকে বাঁধিয়া অশ্বপৃষ্ঠে তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল।

হেমচন্দ্র কি করিবেন, কিছুই ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। তাহার মস্তক ঘুরিতে লাগিল,—প্রাণ বিচলিত হইল। তিনি সেই ভাগিরথী সৈকতে নব-দূর্ব্বাদল মণ্ডিত ক্ষেত্রে বসিয়া পড়িলেন, দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইল। সে দিন বসন্ত পূর্ণিমা, সন্ধ্যা হইতেই পূর্ণচন্দ্র বসন্তের নির্ম্মলাকাশে উদয় হইলেন। তাঁহার কৌমুদীতে, বসন্ত সহচর কোকিলের কুহুরবে অন্যান্য পাখীর কলরবে, মলয় সমীরণে প্রকৃতিকে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবে বিভোর করিয়া তুলিল।

অদ্য দোলযাত্রা শিবনগরে মহা ধুম। চারিদিকে ঢাক ঢোল সানাইয়ের বাদ্যে হুলস্থূল লাগাইয়া দিয়াছে,—আনন্দ যেন পূর্ণ মুর্ত্তিতে আজি পৃথিবী তলে অবতীর্ণ।

হেমচন্দ্র অনেকক্ষণ সে স্থানে বসিয়া বসিয়া কত কি ভাবিলেন, শেষ সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া গ্রামের মধ্যে প্রস্থান করিলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যে সময়ের কথা আমরা বলিতেছি, সেই সময়ে বঙ্গদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল,—তাহা অবগত হওয়া প্রথম কর্ত্তব্য।

বাঙ্গালার অবস্থা তখন অতীব শোচনীয়। বাঙ্গালার সুখচন্দ্র অস্তমিত,—অমানিশার অন্ধকারে তখন বঙ্গদেশ সমাচ্ছন্ন। বাঙ্গলা তখন দিল্লীর বাদসাহের অধীন নাই। মুর্শিদাবাদের নবাব বিনা সনন্দে জমিদারগণের সহায়তায়

[illegible] রাজা। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নবাবেরও কোন ক্ষমতা নাই, দেশস্থ জমিদারগণ তাঁহাকে রাজা বলিয়া মানেন, এই পর্য্যন্ত। প্রয়োজন মত কিছু কিছু করও জমিদারগণ তাঁহাকে প্রদান করিয়া থাকেন, নতুবা আর সমস্ত ক্ষমতাই দেশস্থ জমিদারগণের হস্তে,—প্রজাদিগের সহিত নবাবের কোনও সম্বন্ধ নাই। জমিদারগণ অর্থ দিয়া জায়মান সৈন্য রাখেন। শিব নগরে প্রসিদ্ধ দুইটী জমিদার বংশের বাস। উভয় বংশে ঘোরতর বিবাদ ও যুদ্ধ চলিতেছে এবং অর্থের প্রয়োজন হইলেই প্রজার উপরে অমানুষিকী অত্যাচারও হইতেছে। শিব নগর প্রদেশ প্রকৃত পক্ষেই শ্মশানে পরিণত হইয়াছে।

প্রজাগণ দুর্ব্বল, প্রজাগণ দরিদ্র, প্রজারা নিরস্ত্র—জমিদারগণ ধনী, তাহাতে তাঁহাদের অসংখ্য জায়মান সৈন্য আছে—ইঁহারা প্রজাদিগের উপর বহুবিধ অত্যাচার করিয়া থাকেন, কিন্তু হতভাগ্য প্রজাদিগের কথা কহিবার শক্তিও নাই। যে কথা কহিবে জমিদারগণ তাহাকে বিদ্রোহী বলিয়া ধৃত করত কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন।

দেশের দুর্দ্দশায় পুলিনের হৃদয় বড় ব্যথিত হইয়াছিল; তিনি দেশের দুর্দ্দশার কথা লোকের নিকট জ্বলন্ত ভাষায় ব্যক্ত করিয়া তাহার প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবনা করিতে ছিলেন। কিন্তু জমিদারের গুপ্ত চরে তাহার সন্ধান পাইয়া জমিদারের কর্ণ-গোচর করে জমিদারের হুকুমে অশ্বারোহী সৈন্য গণ আসিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া লইয়া জমিদার প্রাসাদে প্রবেশ করিল।

দোল পূর্ণিমার রাত্রি, জমিদার বিশ্বেশ্বর বাবুর বাড়ি বড় ধুম। সমস্ত প্রাসাদ আলোক মালায় সজ্জিত,—স্তম্ভে স্তম্ভে পুষ্পহার লম্বিত, তাহার সৌরভে সমস্ত প্রাসাদ আমোদিত হইতেছে। জমিদার বাড়ির, অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুর মহিলাগণ দোল মন্দিরের নিকট আসিয়া বসিয়াছেন, অবশ্য চিক পড়িয়াছে।—সুন্দরী রমণী গণ নৃত্য গীত করিতেছে,—শোভার আর অভাব নাই।—সঙ্গীতের মধুর শব্দে, বাক্যের মধুরতায় চারিদিকে যেন সুখের তরঙ্গ মৃদু মন্দ পবন হিল্লোলে হিল্লোলিত হইতেছে।

ভরপুর মজলিস্, চারিদিকে লোক গস্ গস্ করিতেছে। জমিদার মহাশয়ের আসন সকলের মধ্যস্থানে—সাধারণ বিছানা শপের উপর শতরঞ্চ; শতরঞ্চের উপর চাদর। তাহার উপরে আবার জমিদার মহাশয়ের বিছানা—সুন্দর তোসক, তোষকের উপর মখমলের চাদর। আশে পাশে চারিদিকে বড় বড় তাকিয়া—সম্মুখে রৌপ্য বিনির্ম্মিত আলবোলার নল, মধ্যস্থলে—তাকিয়া ঠেস দিয়া লম্বোদর জমিদার উপবিষ্ট—যেন অঙ্গদ রায়বার!

অগণ্য দর্শকবৃন্দ—ঠেসাঠেসি মিশামিশি। এমন সময় একজন বার্ত্তাবহ গিয়া প্রণাম করিয়া জমিদার বাবুকে কহিল,

"পুলীন বাবুকে ধরিয়া আনা হইয়াছে,—এখন তাঁহাকে কোথায় রাখা যাইবে?"

বাবু অনুজ্ঞা করিলেন; তাহাকে বন্ধন মুক্ত করিয়া আমার নিকট লইয়া আইস।

বার্ত্তাবহ চলিয়া গেল, কিছুক্ষণ পরে একজন সীপাহীর সঙ্গে পুলীন তথায় আগমন করিল,—জমিদার মহাশয়ের অনুজ্ঞায় পুলীন তাঁহারই অনতিদূরে বসিল। পুলীনের সহাস সুন্দর মুখ তখনও সেই সহাস্য। যেন তাঁহার কোন বিপদই ঘটে নাই, যেন তিনি জমিদারের কঠিন শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়েন নাই—যেন তিনি আপন ইচ্ছায় জমিদার বাড়ীতে উৎসব দেখিতে

আসিয়াছেন। তিনি সেই সৌন্দর্য্য পরিপূরিত প্রাসাদের নানা সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া তাহা দর্শন করিতেছিলেন। সহসা তাঁহার চক্ষু লম্বিত চিকের ক্ষুদ্র পথ দিয়া অঙ্গনা-কুলের উপর গেল। সকল সৌন্দর্য্যকে বিমলিন করিয়া সেই প্রাসাদে একজনের সৌন্দর্য্য প্রতি ভাসিত হইতেছিল! তেমন সৌন্দর্য্য পুলীন আর কখনও দেখেন নাই। নানাফলে সুশোভিত মরুরূপ প্রমোদ উদ্যানে প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় সে ফুল শোভা পাইতেছিল। পুলীন সে সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইলেন।

তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—দেখিতেছি এই সুন্দরী স্বকীয় অঙ্গ প্রভায় দীপ শিখাকে উজ্জলতা শিক্ষা দিতেছেন। কৃষ্ণবর্ণ কামিনীর কর্ণাবলম্বিনী কনক-কর্ণিকা যেরূপ অপরূপ শোভা বিস্তার করে—সেইরূপ দুঃখান্ধকার পরিপূরিত আমার হৃদয় মাঝেও সহসা এই যুবতীর অপরূপ রূপ রাশি শোভা বিকীর্ণ করিতেছে। ভূমণ্ডল দুর্লভ এই রূপরাশি, শোভার বিলাস-ক্ষেত্রে,এই সৌন্দর্য্য সম্ভার এত মহার্হ যে নিত্য ব্যবহারের সামগ্রী নহে। বায়সী মণ্ডলে তুষার-ধবলা কপোতিকার যেরূপ প্রভেদ লক্ষিত হয়, তরুণী-সমাজে এই লাবণ্যময়ীরও সেইরূপ প্রভেদ লক্ষিত হইতেছে। পুলীন বিস্ময়োৎফুল্ল মনে যুবতীর সে অনন্ত সৌন্দর্য্য-সন্দর্শন করিতে লাগিলেন।

যুবতী জমিদার বিবেশ্বর বাবুর কন্যা প্রমদা সুন্দরী। প্রমদার বয়স ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ হইবে। প্রমদা অতিশয় রূপবতী—যেন মদন দেব প্রিয়তমা রতির প্রীতি সম্পাদনার্থে জগতের যাবতীয় ললিত পদার্থ লইয়া একটী কাঞ্চনময়ী লীলা পুত্তলী নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। ফলতঃ তাদৃশ সুন্দরী কদাপি কাহারও নয়ন গোচর হয় নাই। প্রমদারও নয়ন পুলীনের দিকে পতিত হইল। চারি চোকে সম্মিলিত হইতে লাগিল। কখনও পুলীন, কে কি মনে ভাবিবে বলিয়া অন্য দিকে চাহে—কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিবার যো কি? আবার প্রমদার দিকে চায়। কখনও বা প্রমদা লজ্জাবশত অন্যদিকে চাহিয়া আবার পুলীনের দিকে চায়।—তাহাদের চারি চোকে মিলিত হইল,—জানি না তাহাদিগের চোখে চোখে কোন কথা হইল কি না! তবে শুনিয়াছি যুবক যুবতীর চোখে চোখে এমনই কি বলাবলি হয়! সে কথা নাকি মুখের কথা হইতেও বড় সত্য। পুলীন প্রমদারও—সেইরূপ কি বলাবলি হইল।

ক্রমে নর্ত্তকীদিগের নৃত্য শেষ হইয়া গেল। জমিদার মহাশয় সেই স্থানে বসিয়া—সেই অবস্থাতেই পুলীনের বিচার আরম্ভ করিলেন। প্রমদা পুলীনের দিকে চাহিয়া থাকিলেন।

জমিদার পুলীনকে সম্মুখে লইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমার নাম পুলীন?"

পুলীন বলিল,—"আজ্ঞা হাঁ।"

জমি। তুমি আমাদিগের বিপক্ষে ষড়যন্ত্রণা করিতেছ।

পুলীন। আমি ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র—আমি ষড় যন্ত্রণা করিয়া আপনাদিগের কি করিতে পারি?

জমি। তবে ওরূপ করিয়া বেড়াও কেন?

পুলীন। কি করি—কিছু না।

জমিদার বলিলেন,—আমি সব শুনিয়াছি, যাহা হউক, তোমার মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া আমার মনে বড় দয়া হইতেছে। তোমাকে কোন ও কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া অদ্য ক্ষমা করিলাম। এক্ষণে আমার নিকট প্রতিজ্ঞা কর, যদি আর কখনও তোমার নামে এরূপ অভিযোগ

আইসে, তবে তুমি আমার নিকট আত্ম-দান করিবে।"

পুলীন তাহাতেই স্বীকৃত হইলেন। জমিদার মহাশয় সে দিন তাহাকে মুক্তি দিলেন। সভা ভঙ্গ হইয়া গেল। রাত্রি অধিক হওয়াতে সমাগত ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব আবাসে চলিয়া গেল। অন্তঃপুর ললনাগণের সহিত প্রমদাও অন্তঃপুরে প্রবেশ করিল,—কিন্তু যাইবার সময় সে পুলীনের দিকে চাহিয়া যেন নয়নেঙ্গিতে বলিয়া গেল,—প্রাণেশ্বর! আর একবার দেখা দিয়ে যেও।

নব প্রণয়িণী মনোহারিনী ভাবিনীর ভবন পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে পুলীনের পা উঠিল না। প্রমদা বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে—তবু যেন প্রমদার অপরূপ সৌন্দর্য্য তখনও তাঁহার নয়নে প্রতিভাসিত হইতেছে। তাঁহার হৃদয়, মন, মস্তিষ্ক সমুদয় যেন প্রমদাময় হইয়া গিয়াছে। পুলীন আত্মহারা হইলেন,—আর একবার প্রমদাকে নয়ন ভরিয়া দেখিবার জন্য তিনি উন্মত্ত হইলেন।

হৃদয়ে প্রেম, মনে উৎসাহ, শরীরে যৌবনসুলভ অসীম বল,—মুহূর্ত্ত মধ্যে পুলীন প্রাসাদস্থ প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া অন্তঃপুরোদ্যানে প্রবেশ করিলেন। তিনি যে কি অসীম সাহসীক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, একেবারে তাহা বিস্মৃত হইলেন,—নিঃশব্দে ধীরে ধীরে প্রমদার শয়নাগারের গবাক্ষ নিম্নে গিয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। হৃদয়ের বাসনা—আর একবার প্রমদাকে দেখিবেন।

তাঁহার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল,—অথবা যেখানে প্রেমের দৃঢ়তা হয়, সেখানে এমি সুবিধাই ঘটিয়া থাকে। ধীরে ধীরে পুলীনের সম্মুখস্থ গৃহের গবাক্ষ উন্মুক্ত হইল। সমস্তদিক প্রতিভাসিত করিয়া প্রমদা আসিয়া মুক্ত বাতায়নে বসিলেন। সে মুখখানিতে যেন বিষাদের ছায়া পড়িয়াছে, যেন প্রফুল্ল গোলাপের মধ্যে কোন কীট প্রবেশ করিয়াছে। মুক্ত বাতায়নে বসিয়া প্রমদা করতলে কপোল বিন্যাস করিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। ভাবনা অতিরিক্ত,—এখনও সে বরবপুতে উৎসবের বেশ শোভা পাইতেছে। পুলীন বসন্ত-পূর্ণিমার সুশুভ্র কৌমুদীতে দেখিতে লাগিলেন,—সে অনিন্দ্য সুন্দর ছবি। পুলীনের বুকের ভিতর বৈদ্যুতিক ক্রীয়া সম্পন্ন হইতে লাগিল,—সে লুক্কায়িত ভাবে নির্নীমেষ নয়নে তাহার দিকে চাহিয়া রহিল। সে সময় আকাশে সহসা মেঘের সৃষ্টি হইল,—মেঘ অল্প অল্প,—এক একবার চাঁদের কিরণ সে বারিদ খণ্ডে আবিল করাতে পুলীনের মনে হইতে লাগিল—বুঝি প্রমদা চাঁদের অনন্তরূপ দেখিয়া আকাশের চাঁদ হিংসায় নিষ্প্রভ হইয়া যাইতেছে।

বিমুক্ত বাতায়নে বসিয়া প্রমদা অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া শেষ দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"পুলীন! কে তুমি? কেন আমাকে এমন করিয়া মজাইলে? আমি যে অন্তঃপুরাবদ্ধা বালিকা,—আমাকে এমন করিয়া পাগল করিতে তোমাকে কে উপদেশ দিয়াছিল। তুমি বিদ্রোহী, তুমি দরিদ্র—আমার পিতা জমিদার, তিনি কি তোমার সহিত আমার বিবাহ দিবেন,—কিন্তু প্রাণেশ্বর, তোমা বিহনে দাসী যে. বাঁচিবে না।"

পুলীন কথা না কহিয়া আর থাকিতে পারিলেন না,—অবসরোচিত উত্তর দিয়া কহিলেন, "প্রিয়তমে! তোমার একান্তানুরাগী জন উপস্থিত, দয়া করিয়া গ্রহণ কর।"

উদ্যান মধ্যে সহসা পুরুষের কণ্ঠস্বর শ্রবণে চকিতা প্রমদা কে যে তাঁহার হৃদয়ের গুপ্তকথা

শুনিল, প্রথমে জানিতে না পারিয়া সন্ত্রস্তা হইয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই স্বর পরিচয়ে স্বীয় হৃদয়েশকে চিনিতে পারিলেন। প্রণয়ের কি বিচিত্র মহিমা! প্রমদা চিকের মধ্য হইতে বিচারকালে পুলীনের গুটিকয়েক মাত্র কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেই সেই কণ্ঠস্বর তাঁহার চির পরিচিতের ন্যায় বোধ হইল। তিনি পুলীনকে চিনিতে পারিয়া তাঁহার অবিমৃষ্যকারীতার নিন্দা করিয়া বলিলেন,—"পুলীন, তুমি এখানে কেন? আমাদের বাড়ির লোক দেখিতে পাইলে এখনই যে, তোমার প্রাণনাশ করিবে।"

পুলীন বলিলেন,

"সুন্দরি! বিপক্ষবর্গের শাণিত তরবার অপেক্ষা তোমার কুটিল কটাক্ষশর আমার পক্ষে অধিকতর সঙ্কট কর হইয়াছে। তুমি প্রসন্ন ভাবে দৃষ্টিপাত করিলে, আমি তরবারে ভয় করি না,—তোমার প্রণয়ে বঞ্চিত হইয়া আমার জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র; সেই বিড়ম্বিত জীবন যদি কেহ বিনষ্ট করে—আমার তাহাতে কিছুমাত্র আপত্য নাই।"

প্রমদা বলিল,—"পাছে তোমাকে কেহ দেখিতে পায়, এই ভয়ে আমার হৃদয় কম্পিত হইতেছে। তুমি কেমন করিয়া এখানে আসিলে?"

পুলীন। প্রেম আমাকে পথ দেখাইয়া দিয়াছে,—এ প্রাচীর লঙ্ঘন তো সামান্য কথা, তোমা হেন রত্ন যদি অকূল জলধি পারে থাকিত, তাহা হইলেও তথায় যাইতাম।

অকপট ভাবে হৃদয় কপাট উদ্ঘাটন করিয়া আপন মনে যে সকল কথা বলিয়াছেন, তাহা পুলীনের শ্রবণ গোচর হওয়াতে প্রমদা নিতান্ত লজ্জিত হইলেন। উপায় থাকিলে তিনি সে সমস্ত কথার প্রত্যাহরণ করিতেন,—কিন্তু তাহার আর উপায় নাই। প্রমদা ধীরে ধীরে বলিলেন, পুলীন; আমি তোমাকে লক্ষ্য করিয়া যাহা বলিয়াছি, তাহা তুমি শুনিয়াছ, যখন শুনিয়াছ, তখন আর গোপনে ফল কি,—আমি তোমাকে একান্ত অনুরক্ত হইয়াছি, তবে মনে করিও না যে, এ হৃদয়ের সকল বৃত্তিগুলিই ঐরূপ চঞ্চল ও চপল। যদি আমাকে পবিত্র ভাবে প্রণয়ণী করিতে চাহ,—আমি তবে তোমার দাসী,—চিরদাসী হইয়া সুখে কাল কাটাই।"

পুলীন বলিলেন, তবে আর বিলম্বে কাজ নাই; ঐ আকাশস্থ চন্দ্রদেবকে সাক্ষী করিয়া আমাদিগের বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া যাউক। বিবাহ হিন্দুমতে আট প্রকার,—আমরা গান্ধর্ব মতে বিবাহ নির্ব্বাহ করি। এই সকল গাছে ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে,—ঐ গুলঞ্চ গাছে লতা আছে, মালা গাঁথিয়া মাল্য বদল করি,—বিবাহ সম্পন্ন হইয়া যাউক।"

প্রমদা পুলীনের কথায় স্বীকৃত হইল,—কিন্তু তাহার কি সেখানে আসিবার যো আছে! তখন দু'ছড়া মালা গাথিয়া উন্মুক্ত গবাক্ষ পথ দিয়া পুলীন এক ছড়া প্রমদার হাতে দিল—এবং সেই গবাক্ষ দ্বার দ্বারাই তাঁহাদের মাল্য বদল দ গান্ধর্ব বিধানে বিবাহ হইয়া গেল।

প্রেমিক প্রেমিকা কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে প্রমদার ধাত্রী শয়ন করিবার জন্য প্রমদাকে ডাকিতে লাগিল। প্রমদা পুলীনকে প্রতীক্ষা করিতে বলিয়া ধাত্রীর নিকট গমন করিলেন এবং তথা হইতে ত্বরায় আবার গবাক্ষ দ্বারে প্রত্যাগমন করিলেন।—আবার কত কথা আরম্ভ হইল।—কেমন সুযোগে কেমন মিলনে, তাঁহাদের মনের আশা পূর্ণ হইবে,—তাঁহারা সেই বিষয়েরই কথোপকথন করিতেছেন, এমন

সময় আবার ধাত্রী ডাকিতে লাগিল। প্রমদা এইরূপে অনেকবার আহুত হইয়া একবার শয়ন কক্ষে, একবার গবাক্ষে যাতায়াত করিতে লাগিলেন। পুলীনকে বিদায় দিয়া শয্যায় শয়ন করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না, পুলীনও সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে চাহিলেন না। তাঁহাদের কথা আর ফুরায় না, কর্ণের আকাঙ্ক্ষা আর নিবৃত্তি হয় না;—সুতন্ত্রী গীতধ্বনি অপেক্ষা প্রণয়ীরা পরস্পরের মুখের কথা অধিকতর সুমিষ্ট জ্ঞান করিয়া থাকেন। অবশেষে, নিশাবসান সূচক শুকতারার উদয় দেখিয়া তাঁহাদিকে অগত্যা বিদায় লইতে হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মানুষ মনে করিলেই যদি সুখী হইতে পারিত, তবে এ জগতে কেহই দুঃখী থাকিত না,—দুঃখময় ধরায় সুখের খরস্রোত তীব্র বেগে বহিত,—কেহই আর দুঃখ ভোগ করিত না। মানুষ যে সুখের ছবি মনে মনে গড়িতে থাকে, বিধাতা তাহা মুহূর্তে মুহূর্তে ভাঙ্গিয়া থাকেন।

বিবাহের পর কত সুখের ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে পুলীন সেই নিশাবশেষ সময়ে গৃহাভিমুখে যাইতেছিলেন। সম্মুখে দেখিলেন,—এক দরিদ্র-কুটীরে জমিদারের দুইজন পদাতিক পড়িয়া দরিদ্র-কন্যার সতীত্বরত্ন অপহরণের চেষ্টা করিতেছে। দরিদ্র ব্যক্তি জমিদারের লোকের গ্রাস হইতে কন্যার সতীত্বরক্ষা নিতান্ত অনুপায় ভাবিয়া নীরবে নয়নজলে ধরাতল ভিজাইতেছে। সতী রমণী হা হা রবে দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে। সে আর্ত্তরবে পাড়ার দুই এক জন আসিয়া জুটিয়াছিল, কিন্তু জমিদারের লোক দেখিয়া তাহারা দীর্ঘ নিশ্বাসে মনের জ্বালার উপশম করিতে করিতে গৃহাভিমুখে চলিয়া গেল।

পুলীন সেখানে উপস্থিত হইলেন,—সতীর কাতরস্বরে তাঁহার প্রাণ বিচলিত হইয়া উঠিল, তিনি সেখানে গিয়া তাহাদিগকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সে দুর্বৃত্তগণ কিছুতেই নিবৃত্ত হইল না। একজন পদাতিক ছুটিয়া গিয়া সে দরিদ্র বালাকে গ্রহণ করিয়া তাহার বসন উন্মোচন করিবার উপক্রম করিল।—পুলীন আর সহ্য করিতে পারিলেন না,—মুহূর্ত্তমধ্যে অসি নিষ্কোষিত করিয়া পদাতিকের শিরশ্ছেদন করিলেন।

সঙ্গী ধরাশায়ী হইল দেখিয়া অপর পদাতিক ছুটিয়া জমিদার বাড়ী গিয়া সম্বাদ প্রদান করিল। তখনই সেখান হইতে দশ বার জন লোক আসিয়া পুলীনকে আবার বাঁধিয়া লইয়া গেল।

বেলা দ্বিপ্রহর অতীত, জমিদার বাড়ীর বিচারালয়ে লোক আর ধরে না। পুলীনের বিচার আরম্ভ হইয়াছে,—পুলীনের কোন কথা শুনিলেন না,—পুলীন জমিদারের লোক দেখিলেই ঐ রূপ করে—জমিদারের লোক সে আদৌ গ্রাহ্য করে না,—জমিদার মহাশয় ইহাই প্রতিপন্ন করিলেন। কাহারও অনুরোধ রাখিলেন না, কাহারও কথা শুনিলেন না—তিনি আজ্ঞা করিলেন, "পুলীনকে দ্বীপান্তর প্রেরণ কর।"

তখনই প্রহরীগণ পুলীনের হস্তপদ লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া কারাগৃহে লইয়া গেল। তৎপর দিবস পুলীন দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইবে।

সন্ধ্যাকালে প্রমদা এ সম্বাদ পাইলেন।—শুনিলেন, তাঁহার প্রিয়তম পুলীন আগামী

কল্য প্রভাতে জন্মের মত নির্ব্বাসিত হইবে। আজি তিনি কারাগারে আছেন,—ধাত্রীর নিকট প্রমদা আর কিছু গোপন করিলেন না, তাঁহার হাতে ধরিয়া সকল কথা বলিয়া একটিবার যাহাতে সে পুলীনকে দেখিতে পায়,—তাহার প্রার্থনা করিল।

প্রমদা পুলীনকে বিবাহ করিয়াছেন, শুনিয়া প্রথমে ধাত্রী একেবারে শিহরিয়া উঠিল,—শেষ প্রমদা-স্নেহ সকল ভুলাইয়া দিল। ধাত্রী প্রতিজ্ঞা করিল, একবার আনিয়া তাহাকে দেখাইব।

ধাত্রী তখনই কারাধ্যক্ষের নিকট গমন করিল,—বুঝি ধাত্রীর সহিত কারাধ্যক্ষের কোন একটা গোপনীয় সম্বন্ধ ছিল, সে বলিবা মাত্র—কারাধ্যক্ষ পুলীনকে ছাড়িয়া দিল। বলিয়া দিল, ভোর না হইতেই আবার কারাগারে আসা চাই। চারিদিকে প্রহরী, ঘাটিতে ঘাটিতে দ্বারবান, সুতরাং পুলীন যে একেবারে পলায়ন করিবে তাহার উপায় নাই,—বাড়ি হইতে বাহির হইয়া যাইবার যো নাই। সুতরাং ধাত্রীর প্রার্থনায় কারাধ্যক্ষ পুলীনকে ছাড়িয়া দিল।—ধাত্রীর সহিত পুলীন অন্তঃপুরোদ্যানে প্রবেশ করিলেন।

প্রমদার শয়ন গৃহে সংগোপনে প্রবেশ করিবার জন্য ধাত্রী রজ্জুনির্ম্মিত সোপান আনিয়া রাখিয়াছিল। তিনি সেই রজ্জুময়ী অধিরোহিণী আরোহণ করিয়া প্রিয়তমা প্রমদার সন্নিধানে উপনীত হইলেন। তখন তাঁহাদের আনন্দের আর অবধি রহিল না,—সুখের সমুদ্র উদ্বেলিত হইল,—বর্ত্তমান হর্ষোন্মত্ততায় তাঁহারা কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত ভূত ভবিষ্যৎ জ্ঞান হারাইলেন। কিন্তু মানুষ কতক্ষণ তাদৃশ নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগের অধিকারী হইতে পারে? বিভাবরী যেন, তাঁহাদের উপর বাদ সাধিয়াই শীঘ্র অবসান প্রাপ্ত হইল।

আর থাকিলে চলে না,—পূর্ব্বদিক রঞ্জিত করিয়া উষাদেবী ধীরে ধীরে পৃথিবীতে আগমন করিতেছেন; ভারুই পাখীগণ ললিত বিভাষে গান ধরিয়াছে। পুলীন আর থাকিতে পারেন না,—আর থাকিলে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনয়ন করা হয়,—যদিও দ্বীপান্তরের আজ্ঞা হইয়াছে, তবুও কোন রকমে যদি স্বকার্য্য সাধন হয়—প্রাণের মায়া বড় মায়া। আর প্রাণ থাকিলে, আবার প্রিয়তমা প্রমদার সহিত মিলিত হওয়া যাইবে,—পুলীন বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য বলিলেন,—"প্রিয়তমে প্রমদা আমার; ঐ শুন ভারুই ডাকিতেছে।"

বিস্ফারিত নয়নে পুলীনের মুখের দিকে চাহিয়া কাতর কণ্ঠে প্রমদা কহিল,—"কেন যাবে? এখনও তো ভোর হয় নি? ও ভারুই নয়, ও নিশাবিহারী বুল্‌ বুল্‌,—প্রত্যহ রাত্রেই ঐ গাছ থেকে ও ডাকে। আমার কথা বিশ্বাস কর নাথ, ও ভারুই নয়, ও বুল বুল। তুমি এখনই আমায় ছেড়ে যেও না।"

পুলীন। হায়, প্রিয়তমে,—ও বুল বুল নহে, ও ভারুই-ই বটে। প্রাণাধিক প্রমদা আমার,—ঐ দেখ, পূর্ব্বগগনে উষার আলো দেখা যাইতেছে।

প্রমদা। ও উষার আলো নয় নাথ, বোধ হয় কোন নক্ষত্র হইবে। কেন যাবে? এখনও ভোর হয় নি। প্রাণাধিক আমার;—আমাকে ফেলিয়া কোথা যাবে? সে তো যেখানে সেখানে নয় নাথ! আর তো দেখা হইবে না।

পুলীনের চক্ষুর্দ্বয় হইতে অজস্র ধারে বারিরাশি বিগলিত হইতে লাগিল। তিনি বলিলেন,—"আমাকে সকলে দেখুক, আমার শিরশ্ছেদ করুক। আমার প্রমদা যখন থাকিতে বলিতেছে—তখন আমি অবশ্যই থাকিব। এ

মৃত্যুতেও আমার সুখ ও সন্তোষ। ঐ যে আলোকমালা পূর্ব্বগগনে হাসিতেছে ও ঊষার অ'লো নহে,—ঐ যে পাখী ডালে বসিয়া ডাকিতেছে, ও তারই নয় বুল বুল।—এস প্রমদা আমরা কথা কই—এখন তো ভোর হয় নি।"

কিন্তু অচিরেই প্রমদার সে ভ্রম দুরীভূত হইল। চারিদিক হইতে নানা জাতীয় পক্ষী কলরব তাঁহার শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট হইল। বিহঙ্গমগণের কূজন যে, এত কর্কশ প্রমদা তাহা পূর্ব্বে জানিত না। অবশেষে পূর্ব্বগগনের আলোক দেখিতে পাইয়া ভয় বিহ্বলচিত্তে প্রমদা বলিল, প্রাণেশ্বর! সত্যই ভোর হইয়াছে, এখানে অধিকক্ষণ থাকিলে সর্ব্বনাশ হইবে।"

পুলীন কহিল—"প্রিয়তমে! তবে বিদায় হাও। যদি কখনও বাঁচিয়া আসি, আবার দেখা হইবে।

প্রমদা দুই হস্তে স্বামীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাতরে—অতি কাতরে বলিলেন,—"নাথ প্রিয়তম, হৃদয়-সখা,—এমনি করিয়াই কি তবে যাবে?"

বিবিধ তত্ত্ব।

সূর্য্যলোক হইতে পৃথিবীতে আলোক আসিতে ৮ মিনিট সময় লাগে, সুতরাং সূর্য্য নিবিয়া গেলেও আট মিনিট আমরা তাঁহার উজ্জ্বল মূর্ত্তি দেখিতে পাইব।

* * *

পূর্ণ চাঁদের আলোকাপেক্ষা সূর্য্যের আলোক তিন লক্ষ গুণের ও কিছু অধিক।

* *

সুস্নিগ্ধ-চন্দ্র-কিরণেও উত্তাপ আছে, বৈজ্ঞানিকদিগের এই মত।

* *

শুষ্ক সোরা অথবা সোরা অস্থি চূর্ণের সহিত মিশ্রিত করিয়া সাররূপে ব্যবহার করিলে ভূমির উৎপাদিকা শক্তি প্রচুর পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। সার দিতে যে অর্থ ব্যয় পড়ে, তাহার উৎপন্ন শস্যে পোষাইয়া ও অনেক লাভ হয়।

নীলপদ্ম—নীলপদ্ম দেবতারও দুর্লভ! রুদ্রাবতার হনুমান কত কষ্ট করিয়া নীলপদ্ম আনিয়াছিলেন, দেবীর মায়াতে তাহার একটী হৃত হইল। আর মিলেনা, সংকল্প ভঙ্গ হয়, তাই সেই নীলনয়নেন্দিবর রামচন্দ্র একচক্ষু প্রদানে উদ্যত হইলেন। কিন্তু এখন কাহারও নীলপদ্মের প্রয়োজন হইলে সহজেই পাইতে পারেন, তবে তখন ছিল প্রাকৃতিক আর এখন অপ্রাকৃতিক। একটি কাচের গ্লাসের মধ্যে খানিক ইথর (ether) রাখিয়া তাহার মধ্যে আন্দাজ উহার দশ ভাগের একভাগ পরিমাণ তরল এমোনিয়া (Liq. ammonia) মিশ্রিত করিয়া ঐ মিশ্রিত পদার্থে একটি লাল পদ্ম কিছুক্ষণ ডুবাইয়া রাখিয়া তুলিয়া দেখ, তোমার লালপদ্ম নূতন নীলপদ্মে পরিণত হইয়াছে। গোলাপ জবা প্রভৃতি লালফুল সম্বন্ধে ও এই নিয়ম।

* * *

ওডিকলন প্রস্তুত প্রণালী—এসেন্স অফ বারগামট ৪০ ফোঁটা, এসেন্স অফ লেমন ৪৫ ফোটা, অইল অফ রোসমেরি ৬ ফোটা, অইল অফ অরেঞ্জ ২২ ফোটা, অইল অফ নেরোলি ১২ ফোটা, উৎকৃষ্ট রেকুটফাইট স্পিরীট ৬ আউন্স, এই কয় দ্রব্য একত্র মিশ্রিত করিয়া

কয়েক দিবস রাখিয়া দিয়া ব্যবহার বা বিক্রয় করিতে পারা যায়। ইহাতে অত্যুৎকৃষ্ট ওড়িকলন প্রস্তুত হয়।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নীলকর মিষ্টর সরীপ।

অল্প কয়েক মাস হইতে যশোহরের নীলকর মিষ্টর সরীপ সাহেবের সহিত তাঁহার অধীনস্থ প্রজাগণের বড় গোলযোগ বাধিয়াছে। সাহেব অস্থির;—প্রজাগণও সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, কয়েদ যাইতেছে। কেন এ আগুন জ্বলিল,—আমরা জানি, নীলকর মিঃ সরিপ, অতিশয় ভদ্রলোক, তাঁহার যত্নে ও উদ্যোগে সাধুহাটীতে একটী এণ্ট্রেন্স স্কুল চলিতেছে। তাঁহার অধীনস্থ গ্রাম সমূহের রাস্তাঘাট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন;—প্রজাগণের উপর তাঁহার দয়ার কথাও আমরা অনেকবার শুনিয়াছি। তবে এ কি? কেন আজি তাঁহার প্রজাগণ এমন জোট বাধিয়াছে,—কেন তাহারা বিষয় আশয়ের মায়া কাটাইয়া শরীরের উপর লক্ষ্য না রাখিয়া, জীবনের মমতা না করিয়া, দলে দলে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে অাঁখিনীরে পথ ভিজাইতে ভিজাইতে গমন করিতেছে! কেন আজি জমিদার প্রজায় এ বিসম্বাদ—এ মনোবিবাদ?

ভাবিয়াত কিছুই পাই না। তবে কি কর্ম্মচারীগণের দৌরাত্ম্যে এ ব্যাপার ঘটিয়াছে? যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে বিবেচক সাহেব কি তাহা আদৌ কখন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখেন নাই। ফলতঃ ঘরে বসিয়া সাধারণ সম্পাদকের মত আমরা একপক্ষ অবলম্বন করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। সত্বর লোককে পাঠাইয়া এ বিষয়ের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার জানিয়া যথাযথ লিখিব।

কিন্তু জগদীশ্বর করুন এ বিবাদ শীঘ্রই মিটিয়া যাউক। আমাদের বিশ্বাস, মিঃ সরীপ উপযুক্ত লোক নিযুক্ত করিয়া শান্তি সংস্থাপনের চেষ্টা করিলে,—এ বিবাদ সহজেই মিটিয়া যাইতে পারে।

সমালোচনা।

[সমালোচক সমিতির বিবরণ।]

কুলতত্ত্ব দর্শন।—যশোহরের জজ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত জনমেজয় ঘটক প্রণীত। জনমেজয় বাবুর গভীর গবেষণা পূর্ণ এই পুস্তক খানি পাঠ করিয়া প্রীত হইয়াছি। ইহাতে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থদিগের কুলীন, মৌলিক, গাঁই, গোত্র, বাসস্থান প্রভৃতি বর্ণনা আছে। মূল্য ।০ আনা।

বাঙ্গালী মেয়ের নীতি শিক্ষা।—

ধাত্রীশিক্ষা প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা ডাক্তার শ্রীযুক্ত যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এল্ এম্ এস্ প্রণীত। বাঙ্গালীমেয়ের নীতিশিক্ষা আমাদিগের নিকট সমালোচনার্থে পাঠাইয়াছেন, আমরা জানিতাম, বহুদর্শী ডাক্তার বাবু বুঝি চিকিৎসা শাস্ত্রেই পারদর্শী, এক্ষণে আমরা জানিলাম, তিনি সমাজ চিকিৎসায়ও বিশেষ সুপারগ। যদি রমণীদিগকে পুস্তক পড়ানই হয়, তবে এই রকম বই পড়ানই উচিৎ।

সমালোচনার্থ কতকগুলি পুস্তক ও পত্রিকা আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে, কিন্তু সময়াভাব প্রযুক্ত এ বারে সমালোচনা করিয়া উঠিতে পারিলাম না। যে হেতু আমরা না পড়িয়া পুস্তকের সমালোচনা করিতে সক্ষম নহি।

আমোদ ও মন্তব্য।

ইউনাইটেড ষ্টেটে মিসিসিপি নদীতে দুই জন রমণী জাহাজের কাপ্তেন নিযুক্ত হইয়াছেন।

* * *

মার্কিন দেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৯০০০ রমণী ডাক্তারি করিতেছেন।

* * *

কোমলাঙ্গিণী রমণীগণের দ্বারাও বিলাত প্রভৃতি স্থানে উকীল ব্যারিষ্টার, কেরানী, শিক্ষক, কাপ্তেন, প্রহরী প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই করান হইতেছে। আমাদের এখানেও বাবুরা নিজ নিজ দয়িতা ও ভগ্নিগণকে ডাক্তারনী প্রভৃতি করিতেছেন। সভাপত্নী ও অনেক দেখা যায়। বাকী কেবল সেনাপত্নী হওয়া। ইহাতে আর একটী কার্য্য সুসিদ্ধ হইবে,—নয়ন বানের দৌলতে বারুদের খরচা প্রায় লাগিবে না। আর যুদ্ধতো নিশ্চয়ই জিতে।—বিপক্ষগণ যুদ্ধে আগমন করিবা মাত্র—নাগ পাশে আবদ্ধ!

মান্দ্রাজের পাঁচজন হিন্দু খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী হয়েন,—কিছুদিন আবার সে ধর্ম্মের মজা লুটিয়া পুনরায় হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন.—এ ওলট পালট মন্দ নহে।

নবীন নামক একটী বাবু তাঁহার ইয়ার হরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—তোমার কোন মদ মিষ্ট লাগে? হরেন্দ্র উত্তর করিলেন, পরের পয়সায় যে মদ পাই, তাহাই আমার মিষ্ট লাগে।

বিগত শীতের সময় কাশ্মীরে এমন শীত পড়িয়াছিল যে, পরদিন প্রাতে গোয়ালারা যখন গাভী দোহন করে, তখন কেবল দুধের কুল্পী বাহির হইতে লাগিল।—এ সম্বাদটা আমাদের কোন বিশ্বস্ত সাপ্তাহিক যোগান দাতার নিকট পাইয়াছি।

সরোজের "সদানন্দের পত্র পড়িয়া সাধারণী বলিয়াছেন যে, উহা বঙ্কিম বাবুর কমলাকান্তের দপ্তর হইতে চুরি, আমাদের মতে উহা চুরি নহে,—বাটপাড়ি। চোরের উপর যে চুরি করে, তাকে চুরি বলে না, বাটপাড়ি বলে। এরূপ অনেক চোর বাটপাড়কে আমরা ধরাইয়া দিতে পারি,—তবে স্কট, ডিকুইনসি, সেরিডেন, কালিদাস, ভবভূতি, বানভট্ট, আর্য্যভট্ট প্রভৃতি সকলেই স্বর্গে গিয়াছেন,—ফরিয়াদী হয় কে?

দুইজন পাড়াগাঁয়ে লোক রেলওয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত। একজন উত্তরে যাইবেন, অপর দক্ষিণে যাইবেন, দুইদিক কার গাড়ীই ঐ এক ষ্টেশনে প্রায় এক সময়ে উপস্থিত হয়। গাড়ী আসিল,—উভয়েই এক গাড়ীতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলেন। গাড়ী ছাড়িলে একজন অপরকে বলিলেন, "ভাই, ইংরেজ কি আশ্চর্য্য কলই ক'রেছে। দেখ তুমি উত্তরে যাবে, আর আমি দক্ষিণে যাব,—কিন্তু দুইজনেই এক গাড়িতে উঠে চ'লেছি।" অপর বলিলেন,—ইংরেজের আশ্চর্য্য ক্ষমতা।

THE SAMALOCHAKA,

HB/3 359 সমালোচক। 2393

১ম খণ্ড, ১২৯৭ } সমালোচক সমিতির মাসিক পত্র। { ২য় সংখ্যা, জ্যৈষ্ঠ।

প্রাচীন বঙ্গ।

বঙ্গের নিগূঢ় তত্ত্ব জানিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে প্রাচীনকালে এদেশের যে, সীমা ছিল এক্ষণে তাহাই বর্ত্তমান আছে, কিম্বা তাহার হ্রাস বৃদ্ধি হইয়াছে, তাহা দেখা কর্ত্তব্য। কেন না, সেটা আগে ঠিক করিয়া না লইলে ঐতিহাসিক সমালোচনা কিম্বা তুলনা করিতে গেলে সমূহ ভ্রমে পতিত হইতে হইবে, সন্দেহ নাই

বৈদিক সময়ে বঙ্গ দেশ ছিল কি না, জানি না। এলফিনষ্টোন সাহেব লিখিয়াছেন খৃষ্টিয় শকের পঞ্চদশ শত বৎসর পূর্ব্বে বৈদিক কাল। বৈদিক কালে ভগবতী ভাগিরথী হয়ত [illegible] না আসিয়াই কল্লোলিনী বল্লভের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। বঙ্গ তখন উত্তাল তরঙ্গমালা সঙ্কুল সাগর গর্ভে কিম্বা বিজন জঙ্গলময় চর ভূমি মাত্র ছিল। ফলতঃ তখন বঙ্গের বড় একটা নাম গন্ধ পাওয়া যাইত না। মানবের আদি ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণেতা মনুর সময়েও বঙ্গ অনার্য প্রদেশ। এলফিনষ্টোন বলেন, খৃষ্টিয়-শতাব্দির এগার শত বৎসর পূর্ব্বে মনুসংহিতা বিরচিত হয়; ডাক্তার কোলব্রুক সাহেব বলেন ত্রয়োদশ শতাব্দি পূর্ব্বে এবং উইলসন্ কৃত মনু সংহিতার উপক্রমণিকাতে লিখিত আছে, যে খৃষ্টিয় নয় শত বৎসর পূর্ব্বে মনু সংহিতার প্রণয়ন হয়। কাহার মতে একাদশ, কাহারও মতে ত্রয়োদশ এবং কাহারও মতে নয় শত বৎসর পূর্ব্বে মনুসংহিতার সৃষ্টি। কিন্তু উইলসন সাহেবের মতই সর্ব্বত্র গ্রাহ্য ও যুক্তি সংগত। কেন না, বেদার্থ সংগ্রহ ও সংকলন করিয়াই মনুসংহিতা তাহার বহুদিন পরে বিরচিত হয়। সুতরাং মনু সংহিতার সময় নির্ণয় উইলসন্ সাহেবের মতই যুক্তি সঙ্গত।

এই মনু সংহিতার সময়েও বঙ্গ অনার্য্য প্রদেশ, ইহার আভাস মানব ধর্ম্ম শাস্ত্রে আছে। তখন আদিম শূদ্র ও চণ্ডাল আর্য্যজাতি কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া এই নূতন জঙ্গলে আসিয়া প্রবেশ করিয়াছিল। অতএব দেখা যাইতেছে, বঙ্গ

প্রথমে পশু, পক্ষী, উরগের আবাস ভূমি; পরে বন্য জাতির বাস, আর মধ্যে মধ্যে বর্ষাকালে জল প্লাবনে ডুবিয়া যাইত এবং শীতের প্রারম্ভে দারুণ রোগের জ্বালায় তত্রত্যলোক সমুদয় অস্থির হইত, সুতরাং বঙ্গ তৎকালে বিজেতা তেজস্বী প্রভপদাভিষিক্ত আর্য্যজাতির অলোভনীয় ছিল।

এই অনার্য্য গণ কোথা হইতে বঙ্গে প্রথমে আসিয়াছিলেন, তাহার আভাস পুরাণকার দিয়া গিয়াছেন। পুরাণ সমুদয় মনুসংহিতার অনেক পরে লিখিত। সত্যবতী-সুত ব্যাসদেব অষ্টাদশ পুরাণের প্রণেতা। এই সর্ব্বজন নমস্য মহর্ষি অষ্টাদশ মহাপুরাণ প্রনয়ণ করিয়া সুপ্রসিদ্ধ ও জগদ্বিখ্যাত মহাভারতের রচনা করেন।*

অনার্য্যগণ যদিও পুরাণ প্রণয়ণের পূর্ব্বে বঙ্গ দেশে আসিয়া বাস করিয়াছিল, তথাপি পুরাণকার তাহাদিগের প্রসঙ্গ একেবারে পরিত্যগ করেন নাই।

পুরাণে আছে, মন্দর ভূধরকে মন্থন দণ্ড করিয়া দেবাসুরে সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলেন। পরে চক্রপাণির চক্রে অসুরেরা অমৃত ভোজনে বঞ্চিত ও অদিতি সুত কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া পলায়ন করে।

মন্দির গিরি, রাজ মহলের দক্ষিন পশ্চিম গিরিশঙ্কটের একটি শিখর। অতএব বোধহয়, ঐ শৈলরাজের পদতলে বঙ্গোপসাগর তরঙ্গ রঙ্গে খেলা করিত। উহার একপার্শ্বে আর্য্য দেবগণ, অপর পার্শ্বে অনার্য্য অসুরগণ অবস্থিতি করিতেন। পরে ক্রমে ক্রমে সাগরোদ্ভূত দেশ সমুদয় দেবতাদিগের অধীন হইয়াছিল। অনার্য্যেরা সেই সকল সুধারূপী প্রচুর শস্য প্রসূত সাগর গর্ভোত্থিত ভূমি সকল লইয়া আর্য্যদিগের সহিত বিবাদ করিয়া তাঁহাদিগের প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া, এবং তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া তাহাদিগের সকলে না হউক অধিকাংশই আসিয়া বঙ্গের এই বিশাল বনমাঝে বসতি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

মগধ সাম্রাজ্যের যখন প্রথম উন্নতি হইতে আরম্ভ হয়, সেই সময় বঙ্গে আর্য্যগণের সমাগম হইয়াছিল। তখন প্রাগ্‌জ্যোতিষ পর্য্যন্ত আর্য্যদিগের বিজয়-পতাকা তর তর শব্দে উড্ডীন হইতেছিল, অর্থাৎ যাহাকে এখন আসাম নামে অভিহিত করা হইয়াছে, তাহারই প্রাচীন নাম প্রাগ্‌জ্যোতিষ; এই প্রাগ্‌জ্যোতিষ পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং তখন ভাগীরথীর ও পদ্মার উত্তরাঞ্চল আর্য্যদিগের সম্পূর্ণ আয়ত্ত হইয়াছিল। বঙ্গের এইদিকে প্রথম আর্য্যনিবাস। এই স্থানকে মৎস্যদেশ কহিত,—এইখানে বিরাট রাজার বাড়িছিল, এবং পঞ্চপাণ্ডব ও দ্রৌপদী আসিয়া বিরাট ভবনে অজ্ঞাত বাসের এক বৎসর অতিবাহিত করিয়াছিলেন—এক্ষণে উহার নাম দিনাজপুর। মিথিলাও মগধ ইহার অব্যবহিত পশ্চিমে অবস্থিত। ইহার পূর্ব্বে বঙ্গ-

---

* অষ্টাদশ মহাপুরাণ যথা,—মৎস্য, মার্কণ্ডেয়, ভবিষ্য, ভাগবত, ব্রহ্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, বামন, বায়ু, বরাহ, বৈষ্ণব, অগ্নি, নারদ, পদ্ম, লিঙ্গ, গরুড়, কূর্ম্ম এবং স্কন্দপুরাণ।

কেহ কেহ বলেন, সত্যবতী-তনয় ব্যাসদেব প্রথমে মহাভারত রচনা করিয়া পরে অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করেন। সাধারণ মত তাহা নহে। সাধারণ মত অগ্রে অষ্টাদশ পুরাণ রচনা করিয়া তৎপরে মহাভারতের রচনা করিয়াছেন। তদ্বিষয়ে প্রমান এই,—

অষ্টাদশ পুরাণানি কৃত্বা সত্যবতী সুতং।
ভারতাখ্যান মতুলং চক্রে তদুপবৃংহিতং॥
ইতি দেবী ভাগবত।

পুরের সন্নিকটে মহাস্থান, এই স্থানে বান রাজার বাসছিল। মৎস্যের দক্ষিণে ভাগিরথী-কুলে গৌড়। কিঞ্চিৎ দক্ষিণে পদ্মার তীরে পৌণ্ড্র। তৎকালে বর্ত্তমান বঙ্গের এই সমস্ত অংশকে বঙ্গ বলিয়া অভিহিত করা হয় নাই। সকলেই অবগত আছেন, মহাভারতে মৎস্য, পৌণ্ড্র, মহাস্থান, মিথিলা, মগধ প্রভৃতি রাজ্য সমুদয় স্বতন্ত্র রাজ্য রূপে বর্ণিত হইয়াছিল। এবং বঙ্গ ও যে উহাদিগের হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, তাহাও বেশ সুস্পষ্ট রূপে বর্ণিত হইয়াছিল। মৎস্যের বিরাটরাজ মহাভারতের পাঠকের নিকট বিশেষ পরিচিত, এবং কুরু-ক্ষেত্রের যুদ্ধকালে পাণ্ডব গণের একজন প্রধান সহায়। যুদ্ধক্ষেত্রে মহাভারত পাঠকেরা তাঁহাকে কত বার দেখিয়াছেন, কিন্তু বঙ্গরাজ্যের রাজার বর্ণনাও মহাভারতে আছে, তাহা অতি সংক্ষিপ্ত ও সামান্য ভাবে।

অতএব ইহাতে স্পষ্টতঃই বুঝা যাইতেছে বঙ্গাধিপ ও মৎস্য, পৌণ্ড্র, মহাস্থান, মিথিলা, মগধ প্রভৃতির রাজা সম্পূ বিভিন্ন লোক,—উহা বিভিন্ন প্রদেশে বিভক্ত ছিল। ভাগীরথীর পশ্চিম ও দাক্ষিণ দিকে তাম্রলীপ্তি, (তেমোলুক) অঙ্গ রাজ্য ও মগধের কিয়দংশ। এবং আধুনিক বর্দ্ধমান প্রাচীন পৌণ্ড্র বর্দ্ধন।* মেদিনা পুরের নিকট গোপা নামা একটি স্থান আছে,—ঐস্থানে বিরাটরাজের দক্ষিন গোগৃহ ছিল।

মগধাধিপতি মহারাজা চন্দ্রগুপ্তের মহা-সভায় গ্রীক ইতিহাস বেত্তা মেগাস্থিনিস্ গ্যাঙ্গা-রিড় (Gangaridai) নামে এই প্রদেশের বর্ণনায় উহার স্থান নির্দ্দেশে লিখিয়াছেন যে, যেখানে গঙ্গা উত্তর হইতে দক্ষিন বাহিনী, সেই খানে গঙ্গা ঐ জনপদের পূর্ব্বসীমা। তাহা হইলেই এক্ষণে যে প্রদেশকে রাঢ় দেশ বলা যায়, উহা এখনকার বাঙ্গালার সেই দেশ, ইহা দ্বারা তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। একটু অনুধাবন করিয়া দেখিলেও বুঝা যাইতে পারে যে, মেগাস্থিনিসের ঐ "গ্যাঙ্গারিডি" শব্দ গঙ্গারাঢ়ী শব্দেরই ভাষা-ন্তরিত অপভ্রংশ শব্দ ভিন্ন আর কিছুই নহে। গঙ্গার উপকুল বর্ত্তী দেশ বলিয়াই বোধ হয় লোকে উহাকে গঙ্গারাষ্ট্র বলিত; তাহার পর ক্রমে গঙ্গারাষ্ট্রের অপভ্রংশ করিয়া গঙ্গারাট্ বা গঙ্গারাঢ় বলিত। যেমন সৌরাষ্ট্রের অপভ্রংশে সুরট, গুর্জ্জররাষ্ট্রের অপভ্রংশে গুজরাট কহিয়া থাকে। আবার ক্রমে ক্রমে তাহার সংক্ষেপার্থ গঙ্গা শব্দ ছাড়িয়া দিয়া শুদ্ধ রাট্ বা রাঢ় শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকিবে; যেমন "গঙ্গাতীরস্থ" করা হইয়াছে, ইহার সংক্ষেপে শুদ্ধ "তীরস্থ" করা হইয়াছে, বলিয়া থাকে। এই গঙ্গারাষ্ট্র বা আধুনিক রাঢ় দেশও তথন বঙ্গরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না—ইহা গ্রীক ইতিহাস বেত্তার কথায় সম্পূর্ণরূপে অবগত হওয়া যাইতেছে।

যাহা হউক, ইহা এক প্রকার স্থির করা যায় যে, মহাভারতের যুদ্ধের সময় এই সকল স্থান বঙ্গের অন্তর্গত ছিল না।

প্রবাদ আছে, পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম স্থানের কিয়দ্দূর উত্তর ভাগে (লাঙ্গল বন্ধ নামক স্থানে) ভগবান হলধর লাঙ্গল রাখিয়া স্নান করিয়াছিলেন, বলিয়া ঐ স্থানের নাম "লাঙ্গল বন্ধ" হইয়াছে। কিন্তু ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন সেটা বালক মনোরঞ্জ ময়ী উপাখ্যান মাত্র। প্রকৃত কথা—অর শব্দে হল বুঝায় সুতরাং আর্য্যজাতি হলধর। তদ্ভিন্ন আর্য্যজাতিকে হলধর বুঝাইবার আরও কারণ

* Connigham's Geography of

আছে, আর্য্যজাতি কৃষিকার্য্যকে অত্যন্ত সমাদর করিতেন, এবং বৈদিককাল হইতে কৃষিকার্য্যের উন্নতির জন্য ইন্দ্রের নিকট জল, উত্তম বৃষ প্রভৃতি প্রার্থনা করিতেন। সুতরাং হল বা লাঙ্গলই তাঁহাদিগের কৃষিকার্য্য করিবার প্রধান উপায় ;—যেমন যাহারা অস্ত্র লইয়া যুদ্ধাদি করে, তাহাদিগকে অস্ত্রধারী কহে, তদ্রূপ হল লইয়া কার্য্য করাতে আর্য্যদিগকে হলধর বলিয়া বর্ণনা করাও যাইতে পারে,ইহা নিতান্ত অসঙ্গত নহে। অতএব হলধরের বিশ্রাম স্থান উক্ত লাঙ্গল বন্ধ আর্য্যরাজ্যের সীমা। ইহার পূর্ব্ব দেশকে পাণ্ডব বর্জ্জিত দেশ বলিয়া আখ্যাত করা হয়। কেও পার্ব্বতীয় অনার্য্য গারো জাতি হিড়িম্বার বংশীয় ও মণিপুর বাসীরা ইরাবানের সন্তান; ইহারা পাণ্ডবের বংশ কিন্তু কি পাপে যে বর্জ্জিত তাহা বলিতে পারি না। ত্রিপুরা প্রদেশ পৌরাণিক মতে দৈত্যদেশ, অতএব আর্য্য ভূমি নহে।

আশা।

১

সুধামুখী বিনোদিনী
কে তুমি গো বিমোহিনী
ঘোর আঁধারের মাঝে
সাজিয়া কুসুম-সাজে
আবরিয়া চারুকায় বাজাইছ বাঁশী?

২

ভূতলে অলকা পুরি
সাজা'য়ে যতন করি
পতি-রত্ন সিংহাসন
করিতেছ আকর্ষণ
ডাকিতেছ ফুল্লমনে সমাদর করি।

৩

হায় রে সাজায়ে থালা
দিয়া পারিজাত-মালা
সুচিকণ ফুলহারে
রেখে সুখে থরে থরে
দিন রাত মানবেরে ডাক সমাদরে।

৪

কুসুম-ভূষণ প'রে
রূপে ধরা আলো ক'রে
বাজা'য়ে মধুরে বেণু
ঢাকিয়া ও চারু তনু
চকিতে লুকাও তুমি বিজলীর প্রায়।

৫

সুতানে সবার কাণে
তোমার বাঁশরী ধ্বনে
নিদ্রিত মানব সব
শুনে ও বীণার রব
উদাস পরাণে ধায় ব্যাকুলিত হ'য়ে।

৬

শুনেছি কাননে ব্যাধে
বাঁশী স্বরে ফেলে বেঁধে
অবোধ কুরঙ্গে ধ'রে
নিজ স্বার্থ সাধিবারে
তুমি কিলো সেই বাঁশী,বাজাইছ বসে।

৭

অথবা "সাইরেণ" ডাকি
সি সি লি দ্বীপেতে থাকি

ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলাইয়া
বধে নাবিকেরে নিয়া
তুই কি সে সাইরেণ আশা সর্ব্বনাশী !

৮

রোগী ভোগী সুস্থকায়
বালক যুবক হায় !
প্রাচীনা, প্রাচীন, বালা
যুবতী কুল-মহিলা
সবাই মোহিত তোর ও বীণার স্বরে।

৯

বহুরূপী তুই আশা
ভাঙ্গিস সুখের বাসা
মানবে ভুলাস্ বসি
হাসিয়া মধুর হাসি
নিত্য নব ভাব তোর ওলো বিনোদিনী।

১০

প্রণয়ী দম্পতি তরে
কুঞ্জ-কুঞ্জে থরে থরে
সাজাস যতন ক'রে
গাঁথি-চারু ফুল হারে
হাসি হাসি দোলাস লো তুই সযতনে

১১

মুখের মিলন ধাণী
তুহ আশা মায়াবিনী
কহিস বীণার তানে
উভয়ের কাণে কাণে
অতৃপ্ত পিপাসা স্রোত মাধায়ে সুধায়।

১২

বিরহিনী পাশে গিয়া
ধীরে ধীরে বেণু নিয়া
পরাণ জুড়ান বাণী
শুনাসালো বিমোহিণী
অমিয় জড়িত চারু নাথের বারতা।

১৩

অনন্ত বিশ্বের পরে
বিপদে যদি লো নরে
পড়ে কোন দিন হায়
তুই আশা গিয়ে তায়
ধরে দিস তুই হাতে আকাশের চাঁদে।

১৪

ঘোর ঝঞ্ঝা বাত সহ
যদি রে তরঙ্গে কেহ
পড়ি কোন দিন কালে
অমনি তুমি গো কোলে
কর তারে বেয়ে তরি নাবিকের বেশে

১৫

রোগীর শয্যার পাশে
বোস তুমি বৈদ্য বেশে
আরোগ্যের কথা কহি
বীণা তানে হৃদি মোহি
মৃত সঞ্জিবনী সুধা খাওয়াও তাহারে।

১৬

তুমুল সংগ্রাম ক্ষেত্রে
দাঁড়ায়ে বীরের গাত্রে
হাত বুলাইয়া তায়
বিজয় পতাকা হায়
বিজয় লক্ষ্মীর বেশে উড়াও কৌতুকে।

১৭

মৃত তরু মুঞ্জরিত
শুষ্ক লতা কুসুমিত

হয় তব মন্ত্র বলে
রেণুময় মরু স্থলে
কমল কুসুম ফুঠে আশা তোর গুণে।

১৮

তোমার রচিত কুঞ্জে
ফুল ফুটে পুঞ্জে পুঞ্জে
কল্পতরু কুসুমিত
আছে তাহে শত শত
মর্ত্তবাসী মনমত যাহে ফল লভে।

১৯

তুমি না থাকিলে আশা
ভাঙ্গিত সাধের বাসা
দিগন্ত হইয়া হারা
রসাতলে যেত ধরা
আঁধারের কোলে মিশে হইত আঁধার;

২০

কিন্তু আশা শুভকরি,
একি বিপরিত হেরি
মরুভূমি মাঝে কেন
মরীচিকা হেরি হেন
মায়াবিনী মৃগকুলে করে দিশে হারা।

২১

বিশাল বালুকা মাঝে
মায়ার সরসী সাজে
প্রেমের হিল্লোল কেন—
উড়িতেছে ক্ষণে ক্ষণ
পিপাসায় শুষ্ক কণ্ঠ নাশে কুরঙ্গেরে।

২২

উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে গিয়ে
পিপাসা মিটাতে যেয়ে
প্রখর ভাস্কর করে
শরীর পুড়িয়ে মরে
পিপাসিত ব্যাকুলিত হায় মৃগকুলে।

২৩

সে সঙ্কটে পরিত্রাণ
হয় কি বাঁচে কি প্রাণ
তেমতি তোমার কাছে
নিরাশা পিশাচী আছে
গুপ্তভাবে নিরন্তর বধিবারে প্রাণ।

২৪

আশ্রিত পালিত নরে
আশা ছেড়নারে তারে
বদন ব্যাদান করি
ও নিরাশা ভয়ঙ্করী
গ্রাসিবারে চায় সদা রাক্ষসীর প্রায়।

২৫

তুমি আশা শুভঙ্করী
তব আশে প্রাণধরী
হেন ভীম্ম সহচরী
কেন রাখ সুরেশ্বরী
ফেল পিশাচিরে দলি চরণে তোমার।

২৬

হেরিলে নিরাশা মুখ
আতঙ্কে শুকায় বুক
কাতরে মিনতি করি—
নিরাশার গ্রীবা ধরি
জীবের মঙ্গল তরে দেহ তাড়াইয়া।

—০—

শ্রীমোক্ষদা চরণ ভট্টাচার্য্য।

মেঘদূত।

জাতং বংশে ভুবন বিদিতে পুস্করাবর্ত্তকানাং
জানামিত্বাং প্রকৃতি পুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধি বশাদ্দূর বন্ধুর্গতোহহং
যাঞ্চা মোঘাবর মধি গুণে নাধমে লব্ধ কামা ॥৬
সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎপয়োদ প্রিয়ায়াঃ
সন্দেশং মে হর ধন পতি ক্রোধ বিশ্লেষিতস্য।
গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং
বাহ্যোদ্যান স্থিত হরশিরশ্চন্দ্রকাধৌত হর্ম্ম্যা ॥৭
ত্বামারূঢ়ং পবন পদবী মুদ্গৃহীতালক কান্তাঃ
প্রেক্ষিষ্যান্তে পথিক বনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বঃ সত্যঃ।
কঃ সন্নদ্ধে বিরহ বিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং
ন স্যাদন্যোহপ্য মিব জনো যঃ পরাধীন বৃত্তিঃ॥৮
মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানু কূলো যথাত্বং
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ।
গর্ভাধানক্ষণ পরিচয়ান্নূন মাবদ্ধ মালাঃ
সেবিষ্যন্তে নয়ন সুভগং খে ভাবন্তং বলাকাঃ ॥৯
তাঞ্চাবশ্যং দিবস গণনা তৎপরামেক পত্নী
মব্যাপন্নাম বিগত গতি দ্রক্ষসি ভাতৃজায়াম্।
আশাবন্ধঃ কুসুম সদৃশং প্রায়শোহঙ্গনানাং
সদ্যঃপাতি প্রণয়ি-হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি ॥১০
কর্ত্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রাম বন্ধ্যাং
তচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণ সুভগং গর্জ্জিতং মানসোৎকাঃ
আকৈলাসাদ্বিসকিসলয়চ্ছেদ পাথেয়বন্তঃ
আপৃচ্ছস্ব প্রিয়সখমমুং তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলং
বন্দ্যৈঃ পুংসাং রঘুপতি পদৈরঙ্কিতং মেখলাসু।
কালে কালে ভবতি ভবতো যস্য সংযোগমেত্য
স্নেহ ব্যক্তিশ্চিরবিরহজং মুঞ্চতো বাষ্পমুষ্ণম্ ॥১২
মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়তস্ত্বৎ প্রয়াণানুরূপং
সন্দেশং মে তদনু জলদ শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ম্।
খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র
ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘু পয়ঃ স্রোতসাঞ্চোপভুজ্য ॥১৩
অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিংস্বিদিত্যুন্মুখী ভি—
র্দৃষ্টোৎসাহ চকিত চকিতং মুগ্ধ সিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
স্থানাদস্মাৎ সরস নিচুলাদুৎপতোদঙ মুখঃখং
দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্॥১৪
রত্নচ্ছায়া-ব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎ পুরস্তা-
দ্বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃ খণ্ড মাখণ্ডলস্য।
যেনশ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে
বর্হেণেব স্ফুরিত রুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ ॥১৫
ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ
প্রীতিস্নিগ্ধৈর্জ্জনপদবধূ লোচনৈঃ পীয় মানঃ।
সদ্যঃ সীরোৎকষণ সুরভি ক্ষেত্রমারুহ্য মালং
কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্‌ব্রজ লঘুগতির্ভূয় এবোত্তরেণ ॥১৬
ত্বামাসার প্রশমিতবনোপপ্লবং সাধুমূর্দ্ধা
বক্ষ্যত্যধ্বশ্রম পরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ।
নক্ষুদ্রোহপি প্রথম সুকৃতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায়
প্রাপ্তেমিত্রে ভবতি বিমুখঃ কিংপুনর্যস্তথোচ্চৈঃ॥১৭
ছন্নোপান্তঃ পরিণত ফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈঃ
স্তয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধবেণী সবর্ণে।
নূনং যাস্যত্যমর মিথুন প্রেক্ষণীয়ামবস্থাং

অধ্বক্লান্তং প্রতিমুখগতং সানুমাংশ্চিত্রকূট-
স্তুঙ্গেন ত্বাং জলদ শিরসা বক্ষ্যতি শ্লাঘমানঃ।
আসাবেশ ত্বমপি শময়ে স্তস্য নৈদাঘ-মগ্নিং
সন্তাবার্দ্রঃ ফলতি ন চিরেণোপকারো মহৎসু ॥১৯
স্থিত্বা তস্মিন্ বনচরবধূভুক্তকুঞ্জে মুহূর্ত্তং
তোয়োৎসর্গাদ্দ্রুততর গতিস্তৎ পরং বর্ত্ম তীর্ণঃ।
রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপল বিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং
ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য ॥২০
তস্যাতিক্তৈর্বনজ মদৈর্বাসিতং বান্তবৃষ্টি-
র্জম্বুকুঞ্জ প্রতিহতরয়ং তোয়মাদায় গচ্ছেঃ।
অন্তঃসারাং ঘনতুলয়িতুং নানিল শক্ষ্যতি ত্বাং
রিক্তঃ সর্ব্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায় ॥২১

অনুবাদ। হে জলদ! তুমি পুষ্কর আবর্ত্তক প্রভৃতি মহামেঘগণের ভুবন প্রসিদ্ধ মহাবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি যে সামান্য ব্যক্তি নহ,—তাহা আমি বিশেষরূপে অবগত আছি; বিশেষতঃ তুমি কামরূপী সুরপতির প্রধান পুরুষ। এই নিমিত্ত আমি কান্তাবিরহিত হইয়া ভবদীয় সদনে প্রার্থনা করিতেছি, যেহেতু গুণ সম্পন্ন সদ্বংশজাত মহানুভবের নিকট প্রার্থনা করিয়া তাহা যদি বিফল হয়; তাহাও ভাল, তথাপি নীচের নিকট প্রার্থনা করিয়া সফল মনোরথ হওয়া শ্রেয়স্কর নহে। হে পয়োদ! এই বিশ্বে সন্তপ্ত জনগণই তোমার শরণাগত হইয়া থাকে; তুমি সন্তপ্ত জীবগণের একমাত্র আশ্রয়। আমি যক্ষরাজের রোষে প্রিয়াশূন্য হইয়া সন্তাপবহ্নিতে দগ্ধ হইতেছি। তুমি আমার প্রিয়তমার নিকট গমন পূর্ব্বক আমার কুশল সংবাদ তাঁহাকে প্রদান কর। অধুনা তোমাকে

হইবে। দেখিবে বাহ্য উপবনস্থিত শঙ্কর চূড়ামণি সুধাংশুকিরণে তত্রত্য সুধাধবলিত সৌধ সকল সমধিক ধবলতর ও উজ্জ্বলতর হইয়াছে। তুমি যখন বায়ুপথে সমারূঢ় হইবে, তখন প্রোষিত ভর্ত্তৃকা নারীগণ পতিসমাগম আশায় আশান্বিতা হইয়া অলকাবতী উত্তোলন করত তোমাকে দর্শন করিবে। যে ব্যক্তি আমার ন্যায় পরাধীন না হইয়া স্বেচ্ছানুসারে কার্য্য করিতে সমর্থ, তাদৃশ কোন্ ব্যক্তি তোমাকে সমুদিত ও নিজকার্য্য সম্পাদনে প্রস্তুত দেখিয়া বিরহ বিধুরা কান্তাকে উপেক্ষা করিয়া প্রবাসে অবস্থিতি করিতে সক্ষম হয়? ঐ দেখ, অনুকূল বায়ু তোমাকে মন্দ মন্দ পরিচালিত করিতেছে; ঐ দেখ তোমার বাম দিকে চাতকপক্ষী সগর্ব্বে মধুর স্বরে শুভসূচনা করিতেছে। গর্ভাধানরূপ মহোৎসব বিরচিত থাকাতে লোলুপ বলাকাঙ্গনাগণ পথে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তোমার সেবা করিবে; তখন তুমিও সকলের নয়নরঞ্জন হইবে। হে জলদ! তোমার গতি সর্ব্বত্র অপ্রতিহত; তুমি আমার অন্তপুরে প্রবেশ করিয়া দেখিবে, পতিপরায়ণা সাধ্বী তোমার ভ্রাতৃ-জায়া, শাপ কাল সংবৎসরের কতদিন বিগত হইল, কতদিন আর অবশিষ্ট আছে, তাহাই গণনা করিতেছেন;—এই দুঃসহ বিরহ-বহ্নিতে দগ্ধ হইয়া তিনি কখনই প্রাণ বিসর্জ্জন করেন নাই; কারণ, বিরহকালে রমণীদিগের আশারূপ বৃন্ত, কুসুম সদৃশ সুকুমার সদ্যভ্রংশনশীল প্রণয়ী জীবন ধারণ করিয়া রাখে। তোমার যে গর্জ্জন ধ্বনি ধরাতলে সম্পূর্ণ শস্যোৎপত্তির সূচক শিলীন্ধ্র উৎপাদন করে, তাদৃশ শ্রবণ মুগ্ধকর গর্জ্জন শুনিয়া মানস সরোবর গমনে উৎসুক রাজহংসগণ মৃণালকন্দ পাথেয় লইয়া পথে কৈলাসগিরি

এখন তুমি সর্ব্বজন সমারাধ্য-রামচন্দ্র পদ- চিহ্নে মেখলা প্রদেশে চিহ্নিত এই তোমার প্রিয়তম অত্যুন্নত চিত্রকূট গিরিকে আলিঙ্গন করিয়া সস্নেহ আমন্ত্রণ কর। দেখ, এই চিত্রকূট বর্ষে বর্ষে বর্ষ ঋতুতে তোমার সমাগম সুখলাভ করিয়া চির-বিরহ জন্য উষ্ণ বাষ্প বিসর্জ্জন করতঃ অনন্ত সাধারণ স্নেহ প্রকাশ করে। হে মেঘ! অগ্রে তোমার অমার ভব গমন জন্য উত্তম পথ বলিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর,—পশ্চাৎ শ্রোত্রপেয় সুধা সদৃশ বাচনিক সন্দেশ বলিব,শ্রবণ করিবে। তুমি পথে শ্রান্ত ও ক্লান্ত হইলে, মধ্যে মধ্যে পথি মধ্যস্থ গিরিতে বাসস্থান গ্রহণ করত বিশ্রাম করিয়া যাইবে এবং তুমি যদি ক্ষীণতর হও, তাহা হইলে গুরুত্ব দোষ শূন্য স্রোতোজল পান করিয়া যাইতেও পারিবে। হে জলদ! তুমি সরস বেতস বিমণ্ডিত এই আশ্রম হইতে পথি মধ্যে দিগ গজগণের স্থূলতর শুণ্ড বিক্ষেপও পরিহৃত হইবে। যাত্রা সময়ে মুগ্ধা সিদ্ধাঙ্গনারা উন্মুখী হইয়া সচকিত নেত্রে বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে তোমার উৎসাহ ও অধ্যবসায় দর্শন করিবে এবং মনে মনে ভাবিবে যে, একি! বায়ু কি চিত্রকূট গিরির শৃঙ্গ উন্মূলন করিয়া হরণ করিতেছে? হে নীরদ! ঐ দেখ, সম্মুখেতে বল্মীকাগ্র হইতে প্রারব্ধ হইয়া ইন্দ্রধনু প্রকাশিত হইতেছে। উহা পদ্মরাগ প্রভৃতি মণিপ্রভার মিশ্রনের ন্যায় মনোহর দর্শন। উহা দ্বারা তোমার শ্যামবর্ণ দেহ অতীব বিভূষিত হইবে এবং বোধ হইবে যেন তুমি সমুজ্জ্বল কান্তিবর্হ বিমণ্ডিত গোপবেশী বিষ্ণুর শোভা হরণ করিয়াছ। হে মেঘ! কৃষিকার্য্যের ফল শস্যাদি তোমারই বশীভূত; তুমি বারিবর্ষণ না করিলে কোন ক্রমেই শস্যাদি হইতে পারিবে না;—এই গণ প্রীতি স্নিগ্ধ নেত্রে তোমাকে দর্শন করিতে থাকিবে; তুমিও তৎকাল-হল-বর্ষণ সুরভি মাল নামক শৈল প্রায় উন্নত ক্ষেত্রে বারিবর্ষণ করতঃ কিঞ্চিৎ পশ্চিমদিকে গিয়া জলক্ষয় ও শরীর লাঘব বশতঃ দ্রুতগতি হইয়া পুনরায় উত্তর দিকে গমন করিবে। হে বারিদ! তুমি অনবরত জলধারা বর্ষণদ্বারা দাবাগ্নি প্রভৃতি বনের উপদ্রব সকল দূর করিয়া থাক,—তুমি এতদূর হিতকারী বন্ধু, তুমি পথিশ্রান্ত হইয়া উপস্থিত হইলে আম্রকূট গিরি তোমাকে প্রিয় সুহৃৎ বলিয়া পরম সমাদরে মস্তকে ধারণ করি[illegible]; কারণ হিতানুষ্ঠান পরায়ণ বন্ধু উপস্থিত হইলে, আম্রকূট-গিরি সদৃশ মহোচ্চব্যক্তির কথা দূরে থাকুক, ক্ষুদ্র ব্যক্তিও পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণ করিয়া আগত বন্ধুর প্রতি বিমুখ হইতে পারে না। হে জলদ! তোমার বর্ণ মসৃণ কেশ বন্ধের ন্যায়, আম্রকূট গিরির উপান্ত প্রদেশ পরিণত ফলরাশিতে শোভমান ও বন্যচূত সমূহে সমাবৃত। তুমি শিখরদেশে আরোহণ করিলে সেই আম্রকূট গিরি ত্রিদশ মিথুনের নেত্ররঞ্জন হইয়া উঠিবে। তাহার মধ্যদেশ শ্যামবর্ণ ও অবশিষ্ট বিস্তার ভাগ পাণ্ডুবর্ণ থাকাতে তাহা পৃথিবীর স্তনের ন্যায় নিরীক্ষিত হইতে থাকিবে। হে মেঘ! তুমি ক্লান্ত হইয়া সম্মুখে উপস্থিত হইলে চিত্রকূট গিরি আপনাকে শ্লাঘ্য জ্ঞান করিয়া উচ্চতর শিরোদ্বারা তোমাকে বহন করিবে,—তুমি বারিবর্ষণ দ্বারা তাহার গ্রীষ্মজনিত অগ্নি নির্ব্বাপিত করিতে অযত্ন করিলেও করিও না। কেন না সদ্ভাব বশতঃ মহোচ্চ ব্যক্তির উপকার অবিলম্বেই তাহার শুভফল দৃষ্ট হয়। ঐ গিরির যে স্থানে বনচর বধূগণ কুঞ্জে বিহার করিতেছে, তথায় তুমি কিয়ৎকাল বিশ্রাম করিয়া

অতিক্রম করিবে এবং দেখিতে পাইবে, বিন্ধ্য গিরির উন্নতান ও প্রস্তর সমূহে রেবানদী বিশীর্ণ হইয়া মহামাতঙ্গ দেহে বিচিত্র রচণার ন্যায় শোভাধারণ করিতেছে। হে জলদ! ঐ রেবা-নদীর স্রোত জম্বুকুঞ্জে প্রতিহত হইতেছে। তাহার জল বন্য মত্তগজগণের তিক্ত মদ দ্বারা সুবাসিত আছে। তুমি বারিবর্ষণের পর ঐ জল কিঞ্চিৎ লইয়া পুনর্গমন করিবে। কারণ তোমার অন্তরে সার থাকিলে, বায়ু তোমাকে বিচলিত করিতে সমর্থ হইবে না। দেখ, কোন ব্যক্তি যখন রিক্ত হয়, তখন সে সকলেরই নিকটে লঘু হইয়া থাকে,—আর পূর্ণ ব্যক্তি সকলের নিকট গৌরবযুক্ত হয়। *

মদন-পূজা।

ভারতীয় সমস্ত কাব্যেই মদন ও রতির দুর্দ্দমনীয় ক্ষমতার কথা প্রকাশ, যেখানেই নায়ক নায়িকার প্রেম, যেখানেই স্ত্রীপুরুষে ভালবাসা, সেই খানেই মদন ও রতির প্রাদুর্ভাব। এই মদন ও রতি লইয়া কালীদাসের কলকণ্ঠি-লেখনী, এই মদন ও রতি লইয়া ভারবী, বানভট্ট, শ্রীহর্ষ চির জীবন লাভ করিয়াছেন—ভারতচন্দ্র অমর হইয়া গিয়াছেন। এই মদন ও রতিকে লইয়াই শকুন্তলা, মেঘদূত, বিক্রমোর্ব্বশী, নৈষধ-চরিত, কুমারসম্ভব, রত্নাবলী প্রভৃতি অমূল্য রত্ন রাজির সৃষ্টি।

ভারতীয় কবিগণ এই মদন ও রতিকে অনন্ত সৌন্দর্য্যের খনি, অপ্রতিহত ক্ষমতাশালী করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন,—এ সংসারে সকলেই মদন ও রতির দাস। বনবাসী সন্ন্যাসী, রাজ-প্রাসাদের রাজা, সৈন্যের সেনাপতি সকলেই এই মদন ও রতির আয়ত্ত,—অন্যের কথা কি, স্বয়ং সমাধিপতি, যোগী প্রবর, জিতেন্দ্রিয় মহাদেবও এই মদন ও রতির নিকট পরাভূত হইয়া হৃত চৈতন্য হইয়াছিলেন, সৃষ্টি কর্ত্তা বিধাতাও এই মদনের দুর্দ্দান্ত বানাহত হইয়া নিজ কন্যার উপর প্রধাবিত হইয়াছিলেন।

কিন্তু এ অনঙ্গ কে? যাদের স্ত্রী পুরুষের এত প্রভাব, যাদের দাস, কি দেবতা, কি যক্ষ রক্ষ, কি মানব প্রভৃতি জীব মাত্রেই। সে দম্পতি কে? তাদের বসতি কোথায়?—তাহাদের স্বরূপ কি?

কবি বলেন,—মদন প্রেমরাজ্যের রাজা, প্রেমিক মাত্রেই মদন রাজার প্রজা,—বিরহী বিরহিণীকে কর আদায়ের জন্য মদন রাজা বড় তহশিল করেন,—কিন্তু তাঁর রাজ্যটা কোন্ নগরে?

কাব্যে প্রকাশ, স্বর্গের নন্দন কাননে তাঁদের বসতি।—কিন্তু স্বর্গের রাজা ইন্দ্র, তবে সেই ইন্দ্রের অধীনে প্রেম তালুক তাঁহার ইজারা।—মদনের কর আদায়ের সময় বসন্ত। বসন্ত কালে মদনের পূর্ণ ক্ষমতা,—বসন্তে মদনের সময়। এই সময় তিনি রাজ্যে আগমন করেন, ইহাঁর

---

* এ বারে শুদ্ধ মেঘদূতের মূল ও অনুবাদ প্রকাশিত হইল। একেবারে মূল, অনুবাদ ও ভৌগলিকতত্ত্ব প্রকাশ করিতে গেলে, বড় গোলযোগ বাধিয়া যায়। কারণ সকলই অতি অল্প পরিমাণে প্রকাশ হয়,—তাহাতে সকলেরই মিষ্টত্ব নষ্ট। তাই এবার হইতে নিয়ম করিলাম, একবার মূল অনুবাদ ও একবার তাহার ভৌগলিক তত্ত্ব প্রকাশ করিব।—

যৌবন। ভারতীয় কবিগণ এই বসন্তকালে মদন পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন, যুবক যুবতী মিলিত হইয়া পূর্ব্বকালে মদন পূজা করিতেন।* পূজার কথাটা পাছে বলিতেছি, এখন তিনি কে? যাঁর আসন হইল নারীর যৌবন,গায়ক কোকিল, বাদ্যকর ভ্রমর, সে লোকটা কেমন?

মদনের এক নাম অনঙ্গ, সুতরাং বুঝা যাইতেছে, মদনের অঙ্গ নাই! আবার আর এক নাম মনাসজ—মনসি-জ-অ। মন হইতে জন্মে যে, তাহার নাম মনাসজ।—তাহা হইলে মদন রাজা মন হইতে জন্মেন।—কল্পনা বিশারদ সূক্ষ্ম তত্ত্বদর্শী ভারতীয় কবিগণের কল্পনা সম্ভূত এই মদনও রতি মানব হৃদয়ের দুইটা বৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। মদন মনুষ্য হৃদয়ের লালসা প্রবৃত্তি আর রতি ভোগ ইচ্ছা।

নর নারীর পবিত্র প্রেম জগৎ পিতা জগদীশ্বরের অনভিপ্রেত নহে,—বরং মানব সৃষ্টির ও উন্নতির একটি প্রধান উপায়। মাতার একান্ত ভালবাসা সন্তানের উপর না থাকিলে যেমন জীবের বৃদ্ধি সাধন হইত না, তদ্রূপ স্বামী স্ত্রীর প্রেম না হইলে সংসারের ক্রমোন্নতি সাধিত হইত না। ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। অনেকে প্রেমকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু এ ধুলা খেলার সংসারের মোহময়ী বন্ধনী প্রেম। মাতার স্নেহ, ঈশ্বরের যে উদ্দেশে মানব-হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট, ঠিক সেই উদ্দেশে জগত পিতা জগদীশ্বর মনুষ্য-হৃদয়ে এই প্রেমের সৃষ্টি করিয়াছেন। যদি মানব হৃদয়ে প্রেম না থাকিত,—তবে এত দিন এসংসার ধ্বংসপুরে চলিয়া যাইত।—এই প্রেমের রাজা মদন বা লালসা প্রবৃত্তি।

যৌবন সুলভ ভালবাসার প্রধান কারণই লালসা। কিন্তু কথাটা অনেক পাশ্চাত্য উপন্যাস পাঠক অস্বীকার করিবেন। অনেক "নিঃস্বার্থ পবিত্র প্রেম প্রয়াসী" লোক আছেন,—তাঁহাদের মনের ধারণা বিনা লালসা বৃত্তিতে প্রেম জন্মে, সে বিশ্বাস অভ্রান্ত নহে। সুবিজ্ঞ আর্য্য ঋষিগণও একথা স্বীকার করিতেন না,—স্বীকার করিলে, মদন ও রতির সৃষ্টি করিয়া যাইতেন না, এবং তাহাদিগকে দেবতার আসন প্রদান করিতেন না। অন্য ভালবাসার কথা আমরা বলিতেছি না,—স্ত্রীপুরুষের ভালবাসা, যৌবন সুলভ ভালবাসা লালসা বৃত্তিকে পরিত্যাগ করিয়া জন্মিতে পারে না। জন্মিলেও দিন দিন, ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে লালসা প্রবৃত্তি উভয়ের মধ্যে জন্মিবে, সেই বৃত্তির চরিতার্থ না ঘটিলে ক্রমে সেই ভালবাসার ও লাঘব হইবে।

নর নারীর প্রেম স্থায়ী করিতে হইলে, মদন পূজার আবশ্যক। ষোড়শোপচারে এই দেবতা পূজা না করিলে কখনই প্রেম স্থায়ী হয় না। একে তো প্রেম বড় চঞ্চল,—প্রেম ত্রুটা বুঝেনা যেখানে ত্রুটী দেখিতে পায়, তথা হইতে দেখিতে দেখিতে প্রেম পলায়ন করে। ইহার উপর যেখানে মদনের পূজা নাই,—সেখানে প্রেম মেঘাচ্ছাদিত সৌদামিনীর ন্যায় নিষ্প্রভ ও নিস্তেজ থাকে।

প্রেমের বিকাশই মদন ও রতির আবির্ভাব। প্রেমাস্বাদ গ্রহণই মদন ও রতির পূজা।

যখন স্থির হইল, মদন ও রতি মানব হৃদয়ের দুইটি বৃত্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে, তখন আর্য ঋষিগণ তাঁহাদিগকে কেন, দেবতা বলিয়া বর্ণনা

* মৎপ্রণীত সংস্কৃত সাহিত্য-মঞ্জরীতে দশ-

অবগত আছেন, তাঁহারা বোধ হয় আর এ অ্যাপত্য নাও করিতে পারেন। *

এখন মদন পূজায় কিলাগে? কোন্ দ্রব্য দিয়া তাঁহার পূজা করিতে হয়?—কিসে প্রেম-দেবতা মদন সন্তুষ্ট থাকেন?—সে যে অনঙ্গ, তাঁহার পূজার আয়জন কি?

"কি দিয়ে মদন!
পূজিব তুহারে
অনঙ্গ তুহারি নাম।"

এখন দেখা যাউক, হিন্দুগণ পূজার কি অর্থ করিয়াছেন। "হিন্দুর মতে আরাধনা ও উপাসনা দ্বিবিধ। উপাস্যপদার্থে ভক্তি স্থাপন পূর্ব্বক আপন-হারা হইবার চেষ্টার নাম উপাসনা, আর আরাধনা কথাটির অর্থ সন্তুষ্ট করা। আরাধনায় আপন-হারা হইতে হয় না। উপাস্য দেব যে দিকে লইয়া যাইবেন, আমি সেই দিকে চলিব, এই-রূপ ভাব সংস্থানের চেষ্টার নাম উপাসনা, কিন্তু আমার অভিপ্রায়ানুযায়ী কর্ম্মে দেব দেবীকে নিযুক্ত করিবার জন্য, তাঁহাদিগকে সন্তুষ্ট করার নাম দেব দেবীর আরাধনা,"—(শক্তি-সধনা, ৮৫ পৃষ্ঠ।)

আরাধনা পূজা। তাহা হইলে মদনদেবকে আপন অভিপ্রায়ানুযায়ী কর্ম্মে নিযুক্ত করিবার চেষ্টার নামই তাঁহাব আরাধনা বা পূজা। কিন্তু মদন লালসা বৃত্তি,—লালসা বৃত্তির নামই দমন,—কাজেই লালসা প্রবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন, মদন, ইত্যাদি কার্যের নামই মদনের পূজা। অর্থাৎ সেই লালসা বৃত্তিকে আমার যথেচ্ছা প্রয়োগের নামই তাহার আরাধনা সে পূজার জন্য কুসুম চন্দনের প্রয়োজন হয় না,—ইহার নিমিত্ত নৈবেদ্যর ও দরকার নাই। এ প্রাণের পূজা, প্রাণের সহিত ইহার সম্বন্ধ—ইহার মূলমন্ত্র প্রেম,—নৈবেদ্যহৃদয়, বলিদান প্রাণ।

যদি সকলে প্রাণ বলিদান দিয়া প্রেম-রাজ্যের রাজাকে আরাধনা কর,—তবে আর পাশব প্রবৃত্তি তোমাদিগের মনে স্থান পাইবে না, প্রকৃত-প্রেম বুঝিতে পারিবে, নিত্যানন্দে হৃদয় ভরিয়া যাইবে।—এমন পবিত্র, এমন প্রিয় ও সুন্দর ভাব না হইলে কি আর্য্য ঋষিগণ এ কল্পনা করিয়া যাইতেন? পাশ্চাত্য প্রদেশে মদন ও রতি নাই,—সেখানকার প্রেমরাজ্য রাজাহীন। শাসকহীন সকল কাজেরই বিশৃ-ঙ্খলা,—তাই সে দেশে "ডাই ভোর্সের" মোক-দ্দমা এত ঘন ঘন।

এখন একটা কথা,—মদন ও রতির বাসস্থান সম্বন্ধে আর্য্য কবিগণ বলিয়া গিয়াছেন,—তাঁহারা স্বর্গের নন্দনকাননে বসতি করেন। বসন্ত, মলয়-সমীরণ, কোকিল, ভ্রমর—তাঁহাদের নিত্য সহচর। ইহাদের বিহনে তাঁহারা থাকিতে পারেন না। এ দিকে আবার বলা হইতেছে, মদন লালসা প্রবৃত্তি—রতি ভোগেচ্ছা।—মদন মনসিজ।—তবে আর্য্য কবিদিগের কথাগুলা

* "দেব দেবীর একটা সাধারণ অর্থ আমি এই বুঝি যে, কর্ম্মফল প্রদ শক্তির নামই দেব দেবী। একজন জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন,— Every thought of man upou being evol-ved passes in the inner world and there coalescing with an elimental becomes an active entity এই active entity রাই দেব দেবী। শক্তি দুই ভাগে বিভক্ত হইতে পারে, দৃষ্ট শক্তি এবং অদৃষ্ট শক্তি। অদৃষ্ট শক্তিই দেব শক্তি। forces in the astral Light—অর্থাৎ সূক্ষ্ম জাতিয় শক্তি মাত্রেরই

ভুল কিছুরই নহে,—কেবল ভুল আমাদিগের বুঝিবার। তাঁহারা যাহা করিয়া গিয়াছেন; তাহার ভিতরের স্তর উদ্ঘাটন করিয়া দেখ,—সে এক আশ্চর্য্য প্রদেশ।

স্বর্গ অর্থে পুণ্য। মানব-হৃদয়ে যেখানে পুণ্য নাই। সেখানে স্বর্গীয় ভাবের অভাব,—তথায় কখনও প্রেম-দেবতা মদন ও রতি থাকিতে পারেন না। আবার স্বর্গের নন্দন কানন চাই। যোগীর হৃদয় পুণ্যময়—কিন্তু শুষ্ক,—সেখানে হইবে না। নন্দন কানন চাই, সুবাসিত ফুলের সৌরভ, মৃদু সমীরণ এ সকলের প্রয়োজন। গৃহস্থালী,—পরিষ্কার গৃহ, গৃহের চারিদিক পবিত্র,—আর বিমলশান্তি।

কদর্য্য অপরিষ্কৃত গৃহে, কোলাহলপূর্ণ বিবাদ বিসম্বাদের আবাস স্থলে,—অশান্তি পূর্ণ আলয়ে কখন মদন ও রতি থাকিতে পারেন না। যেখানে মন নীচ, সঙ্গ অসৎ,—ভাব কদর্য্য তথায় মদন রহে না। বসন্ত চাই,—ভ্রমর চাই, কোকিল চাই—তবে তো মদনের সম্ভব হইবে।

আবার রতির বিহনে মদন রহে না। যেখানে রতি নাই, সেখানে মদন থাকে না, বা থাকিতে পারে না,—প্রকৃতি বিহনে কি পুরুষ থাকে? স্ত্রী না থাকিলে কি স্বামীর চির বসবাসের সম্ভাবনা?—এদিকে ও যেখানে ভোগ ইচ্ছা ও ভোগ ইচ্ছার ভোগ উপভোগ নাই, তথা হইতে লালসা প্রবৃত্তি ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হয়,—দেখিতে দেখিতে ছায়ার মত লালসা প্রবৃত্তি দূর হইয়া যায়। প্রেমের উপভোগ না হইলে কয়দিন সে প্রেম থাকিতে পারে?

স্ত্রী পুরুষের প্রেম ঈশ্বরের বাঞ্ছনীয় ও সংসারের ভিত্তি স্বরূপ। স্ত্রী ও পুরুষ হৃদয় ময়ী গ্রন্থি। অতএব মদনের সহিত রতি পূজার আবশ্যক। ধীরে ধীরে সমস্ত সাজ সজ্জা করিয়া মদন ও রতির পূজা করা কর্ত্তব্য। বোধন হইতে বিসর্জ্জন এক দিনে সম্পন্ন হয় না। সম্পন্ন করিলেও সে পূজা পূজাই নহে।

মদন ও রতির যেখানে আগমন নাই, সেখানে লালসা প্রবৃত্তির চরিতার্থতা পাশব প্রবৃত্তির পরিচালনা ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাতে ইন্দ্রিয় সুখ শতাংশের একাংশ হয় বটে, কিন্তু তাহা মনুষ্য-জীবনের যত হেয়তা এত আর কিছুই নহে।

অতএব হৃদয়কে স্বর্গরাজ্য করিয়া, কোকিল, ভ্রমর ডাকিয়া প্রেম-দেবতা মদন ও রতির পূজা আরম্ভ করিয়া—দুই হৃদয়ে এক কর, সংসারে অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হইবে।

দীদীবাবু।

দ্বিতীয় উল্লাস।

বিকাল বেলা,—নীল, সবুজ তরল মেঘের কোলে বক উঠিয়াছে। বাগানে দক্ষিণা বাতাস বহিতেছে,—ফুল কুমারীগণ সূর্য্যদেবের বিষম তাড়নায় এতক্ষণ বেহায়ামো করিতে পারিয়াছিল না—এখন সূর্য্য অস্ত যাইবার উপক্রম করিয়াছেন, দেখিয়া তাহারা এক একবার মাথা ঝাড়া দিতেছে,—আর সূর্য্যদেব অস্তাচলাবলম্বী হইতে এত বিলম্ব করিতেছে কেন,মনের আগুণে তাহাই ভাবিতেছে।

সূর্য্যদেব আর থাকিতে পারেন না, তিনি

আর কোন দুষ্টুমি করিতে পারিবে না;—এই ভাবিয়া ফুলকুমারীগণ বাতাসকে প্রাণ ভরিয়া ডাক দিল,—পাশ্চাত্য সায়েন্সজ্ঞ বাতাস আসিয়া উপস্থিত,—ভাব বড় গম্ভীর, বড় ধীর,—তখনও ধীরে ধীরে। বাতাস যদি আসিল;—ফুল কুমারীগণ আর বিলম্ব করিল না, পাতার কুঞ্জ হ'তে বার হোয়ে,—ঘোমটা খুলে ফেলে, তার সঙ্গে আমোদে প্রমত্ত হইল। কাব্যপাঠী টম্বা নবীশ ভোমরার দল ও আসিয়া জুটিল,—গম্ভীর বাতাসের আড়ালে থাকিয়া তাহারা ফুলের মধু লুটিতে আরম্ভ করিল।—বাতাস যাদ তাহাদিগকে বাহির করিল,—তবে ভোমরা গণ তাহার মধু না লুটিবে কেন?

বঙ্গ-কাননের ফুলগুলির এইরূপ অবস্থা দেখিয়া, অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যদেব ক্রমশ লাল হইয়া উঠিলেন,—দুই একবার তপ্ত হরিত করে তাহাদিগকে নিষেধ করিলেন। কিন্তু সূর্য্যদেব তখন ওল্ডফুল,—কে তাঁর কথা শুনে?—যখন কেহ শুনিল না, তখন তিনি মনের দুঃখে পশ্চিম সাগরে ঝাঁপ দিলেন।

সেকেলে পাখীগণ তাই দেখে, "কিচির মিচির করিয়া "দেশের কি হোলো, দেশের কি হোলো" বলিয় চিৎকার করিতে করিতে দুঃখে, অভিমানে কোটরাশ্রয় লইতে লাগিল।—পৃথিবীও গাঢ় কালিমায় আবৃত হইলেন।

সন্ধ্যা হইল,—আমার সন্ধ্যাহ্নিক করিবার দরকার, কিন্তু সে বিষয়ে কোনই উদ্যোগ দেখিলাম না। সন্ধ্যাকালের দেবালয়ের শঙ্খ ঘণ্টার রব শুনিলাম না,—ধুনার গন্ধে মন মোহিত হইল না।—এ বাড়ি তাহা হইবারও কথা নহে। কিছুক্ষণ পরে নবীন আসিয়া আমাকে বলিল,—"বাবু জল খেতে চলুন।"

এই কথা বলায়, সে হাসিয়া উঠিল,—বলিল, আপনি কি আফিঙ খান?"

আমি। কেন বাবু, আফিঙ খাই,—এ কথা কেন?

নবীন। আফিঙের ঝোঁকে ঝিমাইতেছেন, তাই সন্ধ্যা হইয়াছে দেখিতে পান নাই। সন্ধ্যা না করিয়া জল খাবেন না,—সন্ধ্যা যে অনেক ক্ষণ হ'য়ে গিয়েছে।

আমি। না বাপু,—সে সন্ধ্যা নহে। সন্ধ্যা, হইলে, আমরা একরূপ সন্ধ্যা করিয়া থাকি।—

নবীন। সে কেমন করিয়া করিতে হয়?

আমি। ঈশ্বরোপাসনা,—যাহাকে বলে? তুমি একটু জল এনে দিতে পার?

"সে পারি" বলিয়া চলিয়া গেল।—মুহূর্ত্ত পল, দণ্ড—ক্রমে অতীত হইল, তবু তাহার খোঁজ নাই। তখন অগত্যা আমি উঠিয়া বাবুদিগের বাড়ির পশ্চাৎ সংলগ্ন কুসুম-কাননের মধ্যে পুষ্করণী তটে সন্ধ্যা করিতে গমন করিলাম। ক্রমশঃ

ধাতের পীড়া।

(গ) জ্বর—

ধাতের পীড়ার সহিত জ্বর প্রায়ই লাগিয়া থাকে, বিশেষতঃ, গণ্ডমালা ধাতুতে ও পূর্ণ বয়সে পীড়া হইলে জ্বরের তাড়না কিছু বেশী হয়। এই জ্বরেও,—তৃষ্ণা, দাহ, উত্তাপ ইত্যাদি সাধারণ জ্বরের লক্ষণ বর্ত্তমান থাকে।

(ঘ) আর একটী সাংঘাতিক উপসর্গ।

কখন কখন ধাতের পীড়ায় মূত্রাধারের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে স্ফোটক জন্মাইয়া সাংঘাতিক

চিকিৎসা।

১। (তরুণ অবস্থায়)—

এই অবস্থায় বিশেষ যত্ন ও চেষ্টার সহিত চিকিৎসা করা নিতান্ত আবশ্যক; যেহেতু এই অবস্থায় রোগ আরোগ্য না হইলে, পুরাতন হইয়া দাঁড়ায়। তখন ইহার আরোগ্যের আশা খুব কম থাকে। দুঃখের বিষয়, এ অবস্থায় অনেকেই ততো যত্ন লননা, শেষে "দেশে দেশে যেহের ঔষধ খুঁজিয়া" ও পার পান না।

নিম্নে এ অবস্থার পৃথক পৃথক চিকিৎসার কথা বলা যাইতেছে,—

(ক) এলোপ্যাথিক মতে।—

১ম অবস্থায়—যখন সাদা রংএর অল্প অল্প পঁয দেখা দেয়, সামান্য রকম ব্যথা ও টনটনানি উপস্থিত থাকে, সে অবস্থায় নিম্নের ব্যবস্থা মত একটী "জল" (Lotion) তৈয়ার করিয়া ঐ জলে একখানি পাতলা পরিষ্কার ন্যাকড়া ভিজাইয়া পুং,লিঙ্গটী জড়াইয়া দিয়া একখানি কলার পাতা দিয়া আটকাইয়া দিবে।

১ ব্যবস্থা।

এসিটেড অবলেড লোসন	১ ড্রাম
সলফেট অব জিন্স	৫ গ্রেণ
জল	৩ আউন্স

(জলে ঔষধ দুটী গলাইয়া তৈয়ার করিয়া লইবে)

এই অবস্থায় লিঙ্গ মধ্যে উক্ত জলের পিচকারি দিতে অনেকে বলেন, কিন্তু আমাদের বিবেচনায় বিশেষ আবশ্যক ভিন্ন পিচকিরি দেওয়া অন্যায়।

লিঙ্গের উপর গরম জলের "ফোমেণ্ট" করিলে কোষ্ঠ খোলসা রাখা নিতান্ত আবশ্যক; সুতরাং জ্যালাপপাউডার, স্ক্যামনিপাউডার রেউচিন্যাদিবটীকা, ছাইটে টার্টের অব সোডা প্রভৃতির মধ্যে যে কোন একটীর ব্যবহার করাইয়া দাস্ত করাইবে। রাত্রে সুনিদ্রা আনার বিশেষ আবশ্যক; সে জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থার মধ্যে যে কোন একটী ঔষধের ব্যবস্থা করিবে, যথা—

২য় ব্যবস্থা।

ডোভার্স পাউডার	৫ গ্রেণ,
একস্ট্রাক্ট কোনায়ম	২ ঐ
গম	যথাবশ্যক।

একত্রে মিলাইয়া একটী বটীকা করিবে। শয়ন কালে ব্যবহার করাইবে।

(অথবা)

৩য় ব্যবস্থা।

এক সট্রাক্ট ওপিয়াই	১ গ্রেণ
ইপেকা পাউডার	১ ঐ
নাইট্রেটপটাস	৮ ঐ
গ্লিসরিন	যথাবশ্যক

একত্রে মিলাইয়া ২টী বটীকা করিয়া শয়ন কালে ২টী সেব্য।

(অথবা)

৪র্থ ব্যবস্থা।

ক্লোরাল হাইড্রাস	২০ গ্রেণ
জল	১ আউন্স

একত্রে একমাত্রায় শয়ন কালে সেব্য।

৫ম ব্যবস্থা।

একসট্র্যাক্ট হাইয়সৃইমিস ২ গ্রেণ
ক্যাম্ফরি লপুলিন্ ১ ঐ

একত্রে এক বটীকা করিয়া শয়ন কালে সেব্য।

২য় অবস্থায়।—রোগীকে শয্যায় শায়িত রাখিবে। উঠিয়া বেড়াইতে দিবে না এবং অশ্বারোহণে বিমুখ রাখিবে। এ অবস্থায় ও উপরি লিখিত ব্যবস্থামত জল দিয়া পুংলিঙ্গ জড়াইয়া রাখিবে। লঘু ও বলকারক পথ্য দিবে। তরল পানীয় যথা—যবমণ্ড, মসিনা ভিজান জল, গম ভিজান জল প্রভৃতির ব্যবহার করাইবে। মূত্রের জ্বালা নিবারণ জন্য নিম্নমত ঔষধ ব্যবস্থা করিবে, যথা—

৬ষ্ঠ ববস্থা।

লাইকরপটাস্	১ড্রাম
টীং জেন্সিয়েন	১ড্রাম
নাইট্রীক ইথর	১ড্রাম
মিউসিলেজ	১ড্রাম
যবভিজান জল	৬ আউন্স।

একত্রে মিলাইয়া, দাগ করনী প্রতি ৩ ঘন্টান্তর এক এক দাগ সেব্য। উরত পর্য্যন্ত গরম জলের টপে বসাইলে বিশেষ উপকার হয়। রাত্রে নিদ্রা আনিবার জন্য পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থার মধ্যে যে একটীর ব্যবস্থা করিবে। জ্বরের প্রকোপ বেশী হইলে,—নাড়ি পুষ্ট ও দ্রুতগামী হইল, জিহ্বা সাদা রংয়ের অথবা হইলে, মূত্রাশয়ে অধিক টনটনানি বোধ হইলে, প্রস্রাব ত্যাগকালে অতিরিক্ত জ্বালা যন্ত্রণা হইতে থাকিলে, তলপেট টনটন করিতে থাকিলে পীঠে ব্যাথা থাকিলে লক্ষণ উপস্থিত থাকিলে,—২।৩ ঘন্টান্তর ২।৩ গ্রেণ মাত্রায় আফিংয়ের ব্যবস্থা করিবে। কেহ কেহ এই সকল যন্ত্রণার অন্তের জন্য গুহ্য দেশে (অণ্ডকোষের নীচে স্থান বা Perinaum) এককালীন দুই তিনটী যোঁক লাগাইতে বলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থার প্রায়ই আবশ্যক দেখা যায় না। রাত্রিকালে ৩ গ্রেণ ক্যালমেল ও ১০ গ্রেণ ডোভার্স পাউডার একত্রে ব্যবহার করাইলে ঝটিটি জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ হয়। এ অবস্থায় ও পিচকারি দেওয়ার বিশেষ বিধি আছে। আবশ্যক হইলে * নিম্ন ব্যবস্থা মত একটী "জল" তৈয়ার করিয়া লইয়া ছোট কাঁচের পিচকারি দিয়া ঐ জল লিঙ্গ মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দিবে যথা—

৭ম ব্যবস্থা।

পারমেগনেট-অব-পটাস	৫ গ্রেণ
জল	১ আউন্স

একত্রে মিলাইয়া লইবে।

(অথবা)

৮ম ব্যবস্থা।

লাইকর প্লম্বাইসব এসিটেটিস্	১ ড্রাম
জল	৪ আউন্স

একত্রে মিলাইয়া একটি শিশিতে রাখিবে, প্রতি ৮ কি ১২ ঘণ্টান্তর এই জলের এক একটী পিচকারি দিবে।

(অথবা)

* আমি নিজে অনেক ধাতের পীড়ার রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি, কিন্তু কোন স্থলেই পিচ-

৯ম ব্যবস্থা।

ক্লোরাইড অবজিঙ্ক	২ গ্রেণ
জল	১ আউন্স

একত্রে মিলাইয়া লইবে।

(অথবা)

১০ম ব্যবস্থা।

সলফেট-অব-জিংক	২ গ্রেণ
জল	১ আউন্স

একত্রে মিলাইয়া লইবে।

(অথবা)

১১শ ব্যবস্থা।

নাইট্রেট্-অব-সিলভার	১ গ্রেণ
পরিষ্কার জল	১ আউন্স

একত্রে মিলাইয়া লইবে।

(অথবা)

১২শ ব্যবস্থা।

ফটকিরি	৩ গ্রেণ
জল	১ আউন্স

একত্রে মিলাইয়া লইবে। কেহ কেহ এই অবস্থায় কেবল ঠাণ্ডা জলের পিচকিরি দিতে বলেন, তাঁহাদের মতে মূত্র-পথ সঞ্চিত পূঁয ইত্যাদি এই পিচকিরি দ্বারা বিদূরিত হয়। অথচ অন্যান্য দাহক ঔষধি ব্যবহারের ন্যায় অনুপকার করে না। ক্রমশঃ

সুখ যামিনী।*

—০৭—

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পুলীন প্রিয়তমাকে পরিত্যাগ করিয়া আর যাইতে পারেন না। তাঁহার নয়ন যুগল জলে পূর্ণ, হৃদয় আবেগ উচ্ছাসে উচ্ছাসিত হইয়া উঠিল,—কিন্তু আর থাকিলে চলে না। দুদণ্ড পরে,—এখানে কেহ দেখিতে পাইলে তখনই প্রাণ বিনাশ করিবে। জীবিত থাকিলে,—কখনও কস্মিন কালে আবার প্রাণাধিকা প্রমদার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারিবে। ভাবিয়া চিন্তিয়া,—প্রাভাতিক স্তিমিত আঁধারে মিশিয়া কোঁচার কাপড়ে চক্ষুর জল মুছিতে মুছিতে সেখান হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন।—বাহিরে আসিয়া একবার ইচ্ছা করিলেন,—পলায়ন করি। কিন্তু চারিদিকে চাহিয়া দেখিলেন,তাহার কোন উপায় নাই। ঘাটিতে ঘাটিতে প্রহরী নিযুক্ত। তখন অগত্যা পুলীন আবার কারাগারে গমন করিলেন। যদি পুলিনের প্রাণ আগেকার মত স্বাধীন থাকিত, তবে কখনই সে সাধ করিয়া আবার সে ভীষণ কারাগারে গমন করিত না,—কিন্তু প্রেমের নিকট প্রাণের সে স্বাধীনতা বিনষ্ট হইয়াছে। এখন প্রাণ আর আপনার নাই,—পরের হইয়াছে, প্রাণ পরিত্যাগের কথা মনে

---

* প্রথম সংখ্যায় আমি উপন্যাসটির নাম "সুখ-যামিনীই" রাখিয়াছিলাম,—আমার কোন বন্ধু প্রুফ দেখেন,কার্য্য গতিকে আমি তখন উপস্থিত ছিলাম না, তিনি শিশির-যামিনী করিয়া দেন,—কিন্তু ইহার নাম সুখ-যামিনী। এবারে তাহাই করিয়া দিলাম,—এবং এখন হইতে এই

হইলেই আগে প্রিয়তমার কথা মনে হয়,—পরের প্রাণ,সুতরাং তিনি আপন ইচ্ছায় পরিত্যাগ করিবেন কি প্রকারে?

পুলীনকে কারাদ্বারে পাইয়া কারাধ্যক্ষের ভাবনা বিদুরিত হইল,—সে তখনই তাহার হস্তদ্বয়ে লৌহ শৃঙ্খল পরাইয়া কারাবদ্ধ করিল।—এদিকে সূর্য্যদেবও পূর্ব গগণে সমুদিত হইলেন। সূর্য্যদেবের সঙ্গে সঙ্গেই জগতস্থ সমস্ত জীব জন্তুই জাগ্রত হইয়া স্ব স্ব কার্য্যে মনযোগ করিল।

কাহারও সুপ্রভাত, কাহারও কুপ্রভাত লইয়াই দিনমণি দিন দিন উদিত হয়েন। আজি পুলীনের বড় কুপ্রভাত,—বেলা দুই দণ্ড না হইতে হইতে চারিজন ঢাল শড়কী আঁটা, লাল পাকৃড়ী বাঁধা সিপাহী কারাগারে প্রবেশ করিল। কারাধ্যক্ষকে এক খানা পত্র দিয়া অভিবাদন করিল,—কারাধ্যক্ষ একজন চাকরকে বলিলেন, পুলীনকে এখানে লইয়া আয়। চাকর লৌহ-শৃঙ্খলাবদ্ধ পুলীনকে সেখানে লইয়া আসিল। তখন সিপাহীগণ আরও তিনগাছা শিকল লইয়া দুইগাছা তাহার দুই পায়, এবং একগাছা তাহার কোমরে দিয়া লইয়া চলিল।

পুলীনকে তাহারা কোথায় লইয়া যাইবে? পুলীনের যে, নবীন বয়স, নূতন জীবন,—তাহার এ জীবন কি অকালে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে? ভবিতব্যতা ভগবানের হাতে,—আমার হাতে যাহা, আমি তাহাই বলি,—পুলীনকে লইয়া তাহারা নদীতীরে গমন করিল,—নদীতে একখানা ক্ষুদ্রতর নৌকা বাঁধা ছিল, সকলে তাহাতে আরোহণ করিল। মাঝিরা নৌকা ছাড়িয়া দিল,—সুবাতাস পাইয়া নৌকা তর তর করিয়া পূর্ব্বাভি মুখে ছুটিল। হায়! পুলীনের সকল আশা, সকল

দশ দিনের দিন, নৌকা গঙ্গা-গর্ভে পতিত হইল,—সেখানে খুব বড় নৌকা ছিল, তাহাতে পুলীনকে উঠাইয়া দিয়া প্রহরীগণ ও ছোট নৌকা খানি ফিরিয়া গেল। সে নৌকায় আরও কড়া নিয়ম,—কঠিন রূপে বন্ধন।

সে তরণীও তর তর বেগে চলিল। তিন দিনের দিন সন্ধ্যার সময় নৌকা সমুদ্রে পৌছিল। সমুদ্রের অনন্ত বারি রাশি দেখিয়া পুলীনের প্রাণ উড়িয়া গেল। আর জীবনের আশা নাই,—হায়! প্রাণাধিকা প্রমদা, তুমি আমার কোথায় রহিলে? আর দেখা হইল না। পুলীনের প্রাণ যে কেমন হইয়া উঠিল,—তা' বর্ণনা করা বড় সোজা কথা নহে।

সমুদ্র-গর্ভে তরণী চারি দিন চলিল,—পাঁচ দিনের দিন বৈকালে বন্ধন-বিমুক্ত করিয়া পুলীনকে সেই তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ অনন্ত অগাধ বারি রাশির মধ্যে ফেলিয়া দিয়া পাষণ্ডগণ নৌকা ফিরাইয়া দেশাভিমুখে গমন করিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সবাই বলে কালের গতি বিচিত্র,—সে কথাটা আমার তত বিশ্বাস হয় না। আমার বিবেচনা, কালের গতি একই প্রকার। সত্য যুগে কাল যাহা করিতেন, তাহা অপেক্ষা এখন যে, কিছু বেশী কিম্বা কম করেন,—তাহা আমরা দেখিতে পাই না। সত্য যুগেও শিলাকে সাগর গড়িতেন এবং সাগরকে শিলা গড়িতেন,—এখনও তাহাই। সত্যযুগেও দিনের পর রাত্রি আনিতেন, শুক্লপক্ষের পর কৃষ্ণপক্ষ আনিতেন, এখনও তাহাতে কিঞ্চিৎ প্রভেদ করেন না। সত্য

শয্যায় রাখিতেন, এখনও তাহার কিছুই বৈলক্ষণ্য নাই। কাল যাহা করিতেন, তাহাই করেন,—তবে বিড়ম্বনায় পড়িয়া আমরা কি করি, এই একটা কথা।

যে প্রমদা জমিদারের দুহিতা,—বিলাসের নবনিত-প্রতিমা, সে ও কালে, বিড়ম্বনায় পড়িয়া এক কাজ করিয়া ফেলিল।

জমিদার বিরেশ্বর বাবু দীন-পুলীনকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া যেন ভারি একটা কাজ করিয়াছেন, মনে করত দিন কতক গোঁপ ফুলাইয়া, লম্বোদর দুলাইয়া বেড়াইলেন, শেষ একদা পাড়ার, প্রিয় খোসামোদী কৈলাস বসুকে নিকটে বসাইয়া তিনি একাই যে, পুলীনের বিষম সংগ্রামে জয় লাভ করিয়াছেন,—সে কথা জানাইলেন। কৈলাস বসু তাহাতে শত সহস্র ধন্যবাদ দিল, বোধ হয়, কীচক বা জরাসন্ধের বধের পর ভীমকে, ইন্দ্রজিত বধের পর লক্ষ্মণকে, কুম্ভকর্ণ বধের পর রামকে, কর্ণ বধের পর অর্জ্জুনকে এবং বিত্রাসুর বধের পর মহেশ্বরকেও কেহ তত ধন্যবাদ দেয় নাই। অতঃপর অন্যান্য গল্প উঠিল,—গল্পের মধ্যে মধ্যে হাসি,—বিকট, অস্বাভাবিক, হা হা হা—হিঃ হিঃ হিঃ—হু হু হু,—কত রকম বিরকমের হইতে লাগিল।

এই সময়ে সেই তরঙ্গের রঙ্গভঙ্গ করিয়া তথায় একজন অধ্যাপক গোছের লোক প্রবেশ করিলেন। পরিচয়ে জানা গেল, তিনি ঘটক,—তাঁহার মাথায় টীকি, কপালে দীর্ঘফোঁটা, কাঁদে এক গোছা পৈতা,—পরিধান সাদা গ'জে—"নারায়ণ, নারায়ণ" বলিতে বলিতে তিনি বাবুর নিকট আসিয়া বসিলেন। বাবু একবার মৃদু কটাক্ষে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া, আবার কৈলাসের সঙ্গে গল্পে মন দিলেন,—অনেকক্ষণ চাহিয়া বলিলেন, "কি মহাশয় কতক্ষণ? সে কাজ ঠিক হইয়াছে?" পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন,—বাবু একবার তাকাইয়া আবার একটু অন্যের সঙ্গে গল্প করিয়া পুনরায় ঘটকের সঙ্গে কথা কেন কহিলেন? তাহার ঠিক উত্তর লেখক দিতে অক্ষম। তবে আমি জানি, অনেক জমিদার মহাশয়গণ ঐরূপ করিয়া থাকেন,—একবার আমি আমার কোন সমজদার জমিদার বন্ধুকে ওর কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম,—তিনি বলিয়াছিলেন, "ওতে একটু জমিদারি কায়দা আছে।"—হবে!

ঘটক মাথা চুলকাইয়া বলিল, "সব ঠিক্-ঠাক্ হইয়াছে, অদ্য সন্ধ্যার সময় তাঁহারা কন্যা দেখিতে আসিবেন।"

বাবু আর কোন কথা কহিলেন না,—তাঁহার মুখ বিগলিত; কৈলাসের ঐকান্তিকতা শ্রুত, গল্পের উপসংহার করিতে আরম্ভ করিলেন। ঘটক তথা হইতে ধীরে ধীরে অন্যত্র চলিয়া গেলেন।

প্রমদার বিবাহ,—তাহারই লগ্ন পত্র স্থির করিতে সকলে আসিবে, প্রমদা সে সম্বাদ সহজেই প্রাপ্ত হইলেন, তাঁহার হৃদয় যে, তাহাতে কিরূপ হইল, তাহা বলাই বাহুল্য। কিন্তু তাঁহার প্রাণ কাঁদিল, বলিয়া তো আর প্রকৃতি শুনে না—তোমাকে কাঁদাইবার জন্য প্রকৃতি যত ষড় যন্ত্রণা করিয়া বেড়ায়, হাসাইবার জন্য তত নহে।

* * *

সকলে বলে একটু হাঁক ডাক থাকা ভাল। উপন্যাসে দেখি, লাফ ঝাঁপ থাকা ভাল;—সুতরাং আমাদের উপন্যাস এক বৎসরে লম্ফ প্রদান করিল।

রকমে, কত যোগাড়ে প্রমদা বিবাহটা ঘুরাইয়া রাখিয়াছে,—তাহা বলিবার নহে। কিন্তু আর ঘুরা ঘুরি চলে না,—এখন প্রমদা কি করে? কোথায় যায়,—কে তাহাকে রক্ষা করে! পুলীন কি আর ইহ সংসারে নাই,—যদি থাকিতেন, তবে কি একবার আসিতেন না?

ভাবিয়া চিন্তিয়া প্রমদা দিন দিন বড় শীর্ণ হইয়া উঠিল,—সে, যেন বৈকালের শুষ্কবেলা,—অথবা প্রভাতের চাঁদ খানি। প্রমদা এখন চুল বাঁধে না, সে চুলের রাশিতে জটা বাঁধিয়া যাইতেছে, গায়ে কোন গহনা দেয় না, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে বলে, গহনা বড় ভারি। সূচ, সূতা পাড়ার মেয়েদিগকে বিলাইয়া দিয়াছে,—শুধাইলে বলে চোকে বড় অসুখ করে। ধৌত কাপড় পরে না,—যাহা পরে তাহা মলিন, ছিন্ন; —কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ধোপাকে গালি দেয়। কন্যার অবস্থা দেখিয়া মাতার প্রাণ কাঁদিল,—তিনি রোগ হইয়াছে, স্থির করিয়া বৈদ্য ডাকাইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিলেন, বৈদ্য ঔষধ দিয়া গেলেন। ক্ষীরদা নাম্নী দাসীর উপর প্রমদাকে ঔষধ খাওয়ানর ভার পড়িল। সে নানা বন হইতে অনুপান গুছাইয়া ঔষধ প্রস্তুত করিয়া প্রমদার হাতে দিত,—সে সময় কোন ছলনায় তাহাকে তফাৎ করিয়া প্রমদা জানেলা গলাইয়া ঔষধ ফেলিয়া দিত। তাহার যে ব্যাধি, তাহা কি সামান্য বৈদ্যের ঔষধে যায়?

* * *

মেয়ে বড় হইয়াছে,—আর কি রাখিলে চলে? বিরেশ্বর বাবু খুব এক কুলীনের ছেলে প্রায় ছয় মাস হইতে পোষ দিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহার সহিত প্রমদার বিবাহ দিবেন,—অদ্য সে বিবাহের দিন। বাড়িতে মহাধুম ধাম। যেন কিন্তু যাহার পার্ব্বণ, সেই অশ্বের প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি,—কখন আমায় কাটিবে। আর প্রমদার বিবাহ তাহারও প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতেছে, কখন নিশা সমাগত হইবে, কখন সেই কাল লগ্নের সময় উপস্থিত হইবে,—তখন আমি কি করিব,—কে আমায় রক্ষা করিবে? আর বুঝি সতীত্ব থাকে না।

বিকালের শেষ বেলা, রোদ পড়িয়া আসিয়াছে,—তবু বৃক্ষ লতার মাথা গুলি চিক্ চিক্ করিতেছে। কাক গুলি বাসায় যাইবার আগে গাছের ডালে, গৃহের ছাতে দল বাঁধিয়া বসিয়া কা কা করিতেছে। বাগানের ভিতর কত রকমের কত ছোট বড় পাখী, আজিকার মত মনের সাধে একবার কিচির মিচির করিয়া লইতেছে। প্রমদা এই সময়ে খোলা বারেণ্ডায় আসিয়া বসিয়াছে, তাহার মুখখানি চিন্তায় এত দূর বিষণ্ণ ও মলিন হইয়াছে যে,—তাহাকে আর চিনিবার যো নাই। প্রমদা সেখানে বসিয়া বসিয়া দেখিতে লাগিল, চারি দিকে বড় ধুম। কোথাও সন্দেশ প্রস্তুত হইতেছে, কোথাও লুচি ভাজিতেছে, কোথাও ক্ষীর হইতেছে,—চারি দিকে আহারীয় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইতেছে। কোথা হইতে সানাইয়ের স্বর উঠিতেছে, কাউরে ঢোলের তাক্ তেনু তা, তাক্ তিনিতা শব্দে কানে তালা লাগিতেছে,—লোক জন সব ছুটা ছুটি হুটা হুটী করিতেছে।

দেখিয়া শুনিয়া নবমীর পাঁঠা যেমন কাঁপে, প্রমদা সেই রূপে কাঁপিতে লাগিল,—আর সেখানে বসিতে পারিল না, ধীরে ধীরে সেখান হইতে উঠিয়া পাশের একটা কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিল। ঘরের ভিতর গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া মাটির উপর গড়াগড়ি দিয়া,—আর্ত্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল; আকুল হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া

প্রাণ নাথ,—এ সময় কি একবার সাড়া দিবে না, আকুল হইয়া এত ডাকিতেছি, একবার দেখিতে আসিবে না?” স্তব্ধ গৃহে প্রতিধ্বনি জাগিয়া উঠিল—কঠোর দেওয়ালের প্রাণও যেন, সে আকুল ক্রন্দনে ফাটিয়া উঠিতে চাহিল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ঘরের ভিতর পড়িয়া প্রমদা কাঁদিতেছে,—এদিকে সন্ধ্যা হইল। ঠাকুর বাড়ি শংখ ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল,—সে শংখ ঘণ্টার ধ্বনি আকাশ-গর্ভে লীন না হইতেই ঢোল কাড়া সানায়ের ঐকতানিক বৈবাহিক-বাদ্য বাজিয়া উঠিল। সে বাজনায় প্রমদার প্রাণ চমকিয়া উঠিল,—সে শুইয়া কাঁদিতেছিল, উঠিয়া বসিল,—আঁচলে চোখের জল মুছিয়া, কি ভাবিতে লাগিল। এখন আর তাহার চক্ষুতে জল নাই—মূর্ত্তি বড় স্থির, বড় গাম্ভীর।

বসিয়া বসিয়া প্রমদা স্থির করিল, আর এখন শুধু পড়িয়া কাঁদিলে ত চলিবে না। ইহার একটা উপায় করা চাই! কিন্তু কি উপায় করিব? আত্ম-বিস্মৃত হইয়া একবার আকাশ পাতাল, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, দ্যুলোক ভূলোক সবই চিন্তা করিল, কিন্তু কোথাও কিছু উপায় দেখিল না। শেষ ভাবিল মৃত্যু,—মৃত্যু ভিন্ন আর উপায়ান্তর নাই; এখানে থাকিলে আর দুদণ্ড পরেই তাহার স্বর্গের সম্বল সতীত্ব-রত্ন নষ্ট হইবে। অতএব এখন এখান হইতে দূরে না গেলে আর উপায় নাই,—যেখানে জন্মিয়া লালিত পালিত হইয়াছে, যেখানে তাহার জীবনের আশা, বাসনা, স্নেহ, প্রেম অঙ্কুরিত হইয়াছে— আবার ঝরিয়া নাচিয়াছে, ফুলের সঙ্গে প্রাণ ফুটিয়াছে, শিশিরের সঙ্গে অশ্রু ঝরিয়াছে, যেখানকার গাছ, পালা, নদী, পুষ্করিণী, পাখী পক্ষী সকলেই তাহার সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী, সকলেই তাহার আপনার—প্রমদা দেখিল, তাহার সেই আপনার স্নেহময়, শত স্মৃতি-ময় নিবাস ভূমি পরিত্যাগ করিয়া না গেলে, আর উপায় নাই। পীড়িত ক্লান্ত নেত্রে প্রমদা চারিদিকে চাহিয়া দেখিল,—বাড়ির কঠিন দেওয়াল দরজা জানেলা গুলা; বাগানের প্রত্যেক গাছের পাতাটি ফুলটি পর্য্যন্ত সে অতৃপ্ত আগ্রহ নয়নে দেখিতে লাগিল,—তাহাদের যে সে এত ভালবাসে, তাহা যেন প্রমদা আগে জানিত না। তাহার নয়নের শতধারার মধ্যে বাল্যের ধুলা খেলা, কৈশরের হর্ষ, আশা, যৌবনের অশ্রু নিরাশা, স্মৃতির সহস্র ছবি জীবন্ত হইয়া উঠিয়া—প্রমদাকে বাঁধিবার জন্য চারিদিক হইতে তাহাদের স্নেহের শত বাহু প্রসারণ করিয়া দিল, কিন্তু প্রমদা আর দাঁড়াইলনা,—তাড়া তাড়ি সেখান হইতে চলিয়া গেল।—অসূর্য্যম্পশ্যা কুলের বালা একাকী অনাথিনী কেবল অশ্রুজল সাথী করিয়া সংসারের তরঙ্গে আপনার অদৃষ্ট অন্বেষণ করিতে ভাসিয়া পড়িল

সমালোচনা।

(সমালোচক সমিতির বিবরণ।)

সঙ্গিনী।—মাসিক পত্রিকা। নামটি যেমন মিঠা, লেখাটি সেরূপ নহে,—ক্রমিক লেখার উন্নতি হইবে, এরূপ আশা করা যায়।

রাখেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনা,—একথা আমাদিগের বলা এই জন্য যে, যাঁহাদিগের হস্তে ইহার সম্পাদনের ভার রহিয়াছে,—তাঁহারা কৃতবিদ্য ও সাহিত্য-সমাজের জানা শুনা লোক, যত্নও চেষ্টা করিলে কাগজ খানিকে ভাল করিতে পারেন।

* * *

সমাজ ও সাহিত্য।—সপ্তাহিক পত্র, গরীবপুর হইতে প্রকাশিত। যিনি ইহার উদ্যোগ কর্তা এবং সম্পাদক তিনি আমাদিগের; শুধু আমাদিগের কেন, সমগ্র বঙ্গের পরিচিত এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র! তাঁহার কাগজ খানি যাহাতে চলে, সকলেরই—বিশেষতঃ নদীয়া বাসীর তাহা করা উচিত। যে উদ্দেশে কাগজ খানির প্রকাশ,—তাহা মহদুদ্দেশ্য। সমাজ ও সাহিত্য-সম্পাদক প্রথম সংখ্যাতেই বলিয়াছেন, "সমালোচনা বিষয়ে সমালোচকের সহিত আমাদিগের একমত।" ভরসা করি—এম্নি স্নেহ চিরকালই থাকিবে। একটা সাপ্তাহিক, একটা মাসিক—আমরা এক উদ্দেশে চালাইলে, সাহিত্যের অনেকটা উন্নতি করিতে পারিব, অনেক বাহাদুর লেখকের দমন হইবে; এবং সৎগ্রন্থকার উৎসাহ পাইবেন।

* * *

নীতি-মুকুল।—প্রথম ভাগ। শ্রীকালিমোহন চক্রবর্ত্তি কর্ত্তৃক প্রকাশিত। গ্রন্থকার বালক,—উপহার প্রবন্ধে বলিতেছেন, "কি আছে আমার, কি দিব তোমায়, অবোধ বালক আমি। যা কিছু দিতেছি, রাখ গলে প'রে, চরণে ঠেলনা তুমি।" যাঁহাকে উপহার দিতেছেন, তিনি অবোধ বালক বলিয়া চরণে না ঠেলিয়া গলে পরিতেও পারেন। কিন্তু সাহিত্য-সমাজ যে, চরণে না ঠেলিয়া থাকিতে পারিবেন, একথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না। অনেক অভিভাবক হীন বালক আজি কালি, এইরূপ করিয়া ঘরের অর্থ উড়াইতেছেন,—ফল ইহাতে কি পান জানি না। এরূপ বই যে, বিক্রয় হয় আমাদের তাহা বিশ্বাস হয় না। বালকগণ যদি প্রথমেই ছাই ভস্ম যা লেখেন তাই না ছাপাইয়া ক্রমিক অভ্যাস করত দুই চারি খানি কাগজে লিখিয়া শেষ বই লিখিয়া দোখয়া শুনিয়া ছাপান, তবে ভাল হয়। বই লিখিলেই যে, মান, যশ, ও অর্থলাভ হয় সে কথা মিথ্যা। বোধ হয় বর্ত্তমান গ্রন্থকার তাহা এখন বুঝিতে পারিতেছেন। এত কথা আমরা বলিলাম এই জন্য যে, রোগটা এখন সংক্রামক,—আরও বিশেষতঃ এ বই খানিকে গ্রন্থকার স্কুল-পাঠ্য করিবেন, বিবেচনায় লিখিয়াছেন। তবে এ কথা বলিলেও বলা যাইতে পারে যে, যত্ন ও চেষ্টা করিলে ভবিষ্যতে ইনি একজন লেখক হইতে পারিবেন। বই খানিতে বর্ণাশুদ্ধি, যত্ব ণত্ব ভুল প্রভৃতি অনেক দোষ ও আছে। যতিঃ পতন বহুতর। তার একটা নমুনা দেখাই,——

২য় প্রবন্ধ, উষা,—বিস্মোল্লায় গলদ, নীতি-মুকুলের উষা—"উষা।" গ্রন্থকারের বর্ণনীয় বিষয় উষা, কিন্তু আমাদের বোধ হয়, কোন্ সময়কে উষা বলে, গ্রন্থকার তাহা জানেন না।

অর্দ্ধা স্তময়াৎ সন্ধ্যা ব্যক্তি ভূতা ন তারকা যাবৎ।
তেজঃ পরিহানিরুষা ভানোরর্দ্ধোদয়ং যাবৎ।
ইতি তিথিতত্ত্ব ধৃত বরাহ বচনম্।

সুখ তারা বিমলিন, বহে মৃদু সমীরণ,
না হইতে তপন উদয়।

পাখী ডাকে বসি ডালে, [illegible]

বুধ কহে সে উষা সময়।

কাশি-দাস।

নীতি-মুকুলের গ্রন্থকার বলিতেছেন,—

উঠরে গোপাল মেলরে নয়ন,
পূরব গগনে উজ্জ্বল বরণে
হেররে, হেররে উদিছে তপন।
রাখাল সকলে গরু পাল লয়ে,
হরষিত মনে যায় মাঠ পানে
নিজকার্য্যে পথিক চলিছে ধেয়ে।

বর্ণনাটা কোন্ সময়কার তাহা পাঠক দেখিলেন,—ইহাকে প্রভাত বলে। এক্ষণে ইহার ভিতরে যাহা আছে, তাহাও দেখুন। "পূরব গগনে, উজ্জ্বল বরণে" এ কড়ি কোমলে কেমন মিঠা লাগে জানি না। যদি "পূরব গগণে" দেওয়া হইল, তবে উজল বরণে, দেওয়াই উচিত ছিল, সুর মিলিত, বেসুরা লাগিত না। "নিজ কার্য্যে পথিক চলিছে ধেয়ে।" "নিজ কার্য্যে পথিক" এই সাত অক্ষরে যতিঃসা আসিয়া, পথিক চলিছে নিজ, কাযে ধেয়ে, নাই প দিলেই সাহিত্যের সম্মান রক্ষা হইত।

"সুশীল বালক" শীর্ষক প্রবন্ধের একস্থানে লিখিতেছেন।

"পাড়িয়ে নূতন পাঠ পরে পুরাতন,
যথোচিত কালে করে পাঠ সমাপন।"

অর্থ কি হইল? প্রত্যেক প্যারার অর্থ, স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কথার অর্থ সংলগ্ন করিতে হয়, বুঝা গেল না,—এইরূপ হওয়া উচিৎ ছিল। পড়য়ে নূতন পাঠ পরে পুরাতন, নূতন পাঠ পরে পুরাতন পাঠ পড়য়ে। আর না হয়, পড়িয়ে নূতন পাঠ পড়ে পুরাতন, "যথোচিত কালে করে পাঠ সমাপন" দেওয়াই আবশ্যক। ফলতঃ ইহার আদ্যন্ত এই রকম বা ইহা হইতে গুরুতর দোষ সকলে পরিপূর্ণ। সামান্য একখানা পুস্তক লইয়া আর অধিক পীড়াপীড়ির আবশ্যক নাই,—তবে একটু বিবেচনা করিয়া কাজ করিলেই ভাল হয়। যে জন্য লেখা, তা যদি সফল না হইল,—তবে সে পণ্ডশ্রমে দরকার কি?

* * *

বর্ণশিক্ষা। প্রথম ভাগ, এখানিও ঐ হস্তরঞ্জিত। বর্ণশিক্ষা আমাদের নিকট যে কি জন্য সমালেচনা করিতে পাঠাইয়াছেন, বুঝিলাম না। তবে যখন তিনি ঘরের টাকা দিয়া ছাপাইয়া আমাদের কাছে যত্ন পূর্ব্বক পাঠাইয়াছেন, তখন কিছু বলাও আবশ্যক। আমরা দেখিলাম,—গ্রন্থকারের স্মরণ শক্তি খুব প্রখরা, ছোট কালে সেই যে ক খ প্রভৃতি বর্ণগুলি শিক্ষা করিয়াছেন, আজিও তাহা বেশ মনে আছে। তিনি ক য়ের পর ঙ লেখেন নাই বা ঝ য়ের পর ধ লেখেন নাই,—বাহাদুরী বটে! একটা প্রবাদ আছে, রোগা সন্ন্যাসীর অম্লে মা'র বেশী। গ্রন্থকারের "কর" এই শব্দটির উপর অত মা'র কেন হইল, বুঝিতে পারিলাম না। ছোট কালে পড়িবার সময় বিদ্যাসাগরের "কর" বোধ হয়, তাঁহার নিকট অম্ল লাগিয়াছিল,—তাই নিজে এক "কর" শব্দকে এক পাতের মধ্যে পাঁচবার লিখিয়াছেন। যা লিখিলাম তাহা কি হইল, সেটা না দেখিয়া শুনিয়া ছাপান বড়ই গর্হিত কর্ম্ম।

সংবাদ ও মন্তব্য।

জ্যৈষ্ঠ-যুগল,—এই জ্যৈষ্ঠমাসে ই, বি, এস, রেলওয়ের আড়ংঘাটা নামক স্থানে শ্রীশ্রী৺ যুগলকিশোর মন্দিরে মেলা হয়। এই সময় "জ্যৈষ্ঠ-যুগল" দর্শন মানসে বহু দূর দূরান্তর হইতে লোক সমাগম হয় যাত্রীগণের অধিকাংশই

স্ত্রীলোক ;—সাধারণের বিশ্বাস, জ্যৈষ্ঠযুগল দর্শন করিলে পরজন্মে আর বৈধব্য যন্ত্রণা পাইতে হয় না। দারুণ বৈধব্য-দুঃখ জ্বালায় জর্জ্জরিত বিধবার ভাগটা আরও বেশী। তীর্থ ও দেব দর্শন হিন্দুর সার কর্ম্ম। ধর্ম্মের ফলে এ জগতে সুফল ফলিবে, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই,—তবে যাঁহারা হাতে হাতে বর পাইতে ব্যস্ত, তাঁহারা একটু থামিয়া চলিলেই ভাল হয়।

ছাগলের পেটে মানুষ—আন্দুল বাড়িয়ার এক মুসলমানের একটি ছাগী মনুষ্যাকৃতি এক সন্তান প্রসব করে। আমরা প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি, তাহার মুখখানি ঠিক্ মানুষের মত। জন্মের পর প্রায় দুই ঘণ্টা সে জীবিত ছিল,—প্রকৃতি-তত্ত্ব বড়ই রহস্য ময়।

কৃষ্ণগঞ্জেএণ্টেন্স স্কুল—অত্যন্ত সুখের বিষয় কৃষ্ণগঞ্জের ষ্টেশন মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু পরেশনাথ রায়ের স্থাপিত মাইনর স্কুলটি তাঁহার উদ্যোগে ও অধ্যবসায়ে এণ্টেন্সস্কুলে পরিণত হইয়াছে। পরেশ বাবু এ সংকীর্ত্তির জন্য ধন্যবাদের পাত্র।

পাউণ্ডের অত্যাচার,—দিন দিন গ্রাম্য খোঁয়াড়ের অত্যাচার বাড়িতেছে, বৈ কমিতেছে না,—কর্তৃ পক্ষীয়গণের এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখা একান্ত কর্ত্তব্য।

পাহাড়ে মেয়ে,—ফরাস ডাঙ্গার সুর্য্যিঘটকীকে বোধ হয় অনেকে জানেন। সে যত গরীব, নির্ধন ব্যক্তিগণকে বিবাহের প্রলোভন দেখাইয়া তাহাদিগের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ লইয়া পলায়ন করে। আবার কোনও কোন কুলীনের জাতি ও মারিয়াছে,—এ কথাও আমরা শুনিয়াছি। সম্প্রতি ডুমুরিয়ার শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক দরিদ্রের নিকট হইতে একশত টাকা লইয়া পলায়ন করিয়াছে। নেহালপুর হইতেও নাকি ঐরূপ করিয়াছে।—সকলে

আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম কাশিপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু গৌরিন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নদিয়া জীবন নগর স্বাধীন বেঞ্চের সভাপতি হইয়াছেন। গৌরিন বাবুকে আমরা একজন সংস্বভাব সম্পন্ন ও নিরপেক্ষ বলিয়া জানি। ভরসা করি তিনি নিজের কার্য্যদক্ষতা দেখাইয়া আমাদিগকে আরও সন্তুষ্ট করিবেন। গভর্ণমেণ্ট দেশীয় ছোট খাট মোকদ্দমার ভার, দেশীয় সংস্বভাব সম্পন্ন অবৈতনিক যুবকগণের হস্তে দিয়া মন্দ করেন নাই।

আমোদ।

ক্রোধভরে কোন নট নাগর তাঁহারা উপ নায়িকাকে বলিলেন,—তুই বড় বেহায়া নায়িকা বলিল,—নইলে কি আর তোমার প্রেমে মজি ?

জনৈক নিউ এডিসনের বাবু তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, আমি অসভ্য মতে পিতৃ শ্রাদ্ধ করিতে পারিব না। স্ত্রী উত্তর করিল,—আবশ্যক ও বড় নাই, যে দিন এ বংশে আপনার জন্ম হ'য়েছে সেই দিনই সাত পুরুষের শ্রাদ্ধ সারা পড়িয়াছে। আপনি না কল্লেও শ্রাদ্ধ পতিত হবে না, যেহেতু আপনার গুণে অনেকেই আমার শ্বশুর কুলের নিত্য পিণ্ড দান করিবে।

জনৈক অশীতপর ব্যক্তির বাঙ্গালাভাষা — বাংলা কাগজ, বাঙ্গালা পুস্তক সকলের উপর অত্যন্ত অশ্রদ্ধা জন্মিয়া এখন ইংরাজী ভাষারশিক্ষা নবিশ হইয়াছেন, আমরা বলি, স্পেলিংটী এবার দুরস্ত করুণ, অর্থ বোধটী পরে হইবে,—পূর্ব্ব জন্মার্জিতাং বিদ্যা।

জনৈক দিগ্বিজয়ী বিদ্যাদিগগজ মহোদয় খাদ্যের সহিত ধর্ম্মের সম্পর্ক নাই, শীর্ষক একটী প্রবন্ধ পাঠাইয়াছেন, তাঁহার সহিত যমের কি সম্বন্ধ আছে—লিখিলে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবেক।

THE SAMALOCHAKA,

সমালোচক।

সম্পাদক—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

১ম খণ্ড, ১২৯৭ } সমালোচক সমিতির মাসিক পত্র। { ৩য় সংখ্যা, আষাঢ়।

প্রাণের পিপাসা।

—০০—

প্রাণের পিপাসা অনন্ত,—কিছুতেই এ দারুণ তৃষার নিবৃত্তি নাই। প্রাণের ভিতর পিপাসা দিন রা'ত। ধন পিপাসা, মান পিপাসা, যশঃ পিপাসা, জ্ঞান পিপাসা, প্রেম পিপাসা—কিছুতেই প্রাণের পিপাসার বিনাশ হয় না। মান, যশঃ, জ্ঞান, প্রেম যত পাও,—আরও পাইবার ইচ্ছা হইবে,—আরও প্রাণের পিপাসা বাড়িয়া যাইবে। কিন্তু এ সকল তোমার কি কাজে লাগিবে বল ত?

অনিত্য ক্ষণভঙ্গুর দেহ লইয়া ওসকলে তোমার প্রয়োজন কি?—কেন ঐ একখানি সুখের পথের দিকে চাহিয়া তোমার জীবন-তরি চালিত করিতেছ? তোমার আশে পাশে যে, শমন,—এক বার নয়ন মুদিয়া ভাবিয়া দেখ দেখি, "তোমার ঘর, তোমার বাড়ি, তোমার পুত্র তোমার স্ত্রী," এ সকলের সঙ্গে তোমার কতটুকু সম্বন্ধ? তবে কেন স্বার্থময় প্রাণের পিপাসা লইয়া দিন রাত ছুটাছুটি করিতেছ? যদি তুমি এখনই নয়ন মুদিত কর, এখনই যদি তুমি তোমার প্রশস্ত উঠানে শয়ন কর,—তবে কে তোমার সঙ্গে যাইবে, কি তোমার কাজে লাগিবে? বিশ্বাস না কর,—একবার চাহিয়া দেখ, এতদিন একত্রে প্রাণের বন্ধুর সঙ্গে প্রাণের পিপাসা নিবৃত্তি করিবার জন্য যে কত পরামর্শ করিতে, ঐ দেখ,—তাহার জীবন শূন্য দেহের কাছে, লুটিয়া লুটিয়া তাঁহার গুণগান স্মরণ করিয়া বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে তাঁহার মাতা ক্রন্দন রোলে দিঙ্‌মণ্ডল পূর্ণ করিতেছেন। ঐ দেখ, তাঁহার শিশু সন্তানগুলি ধুলায় লুটালুটী করিতেছে, ঐ দেখ, তাহার প্রাণসমা কামিনী নিরবে নিঃশব্দে নত বদনে বসিয়া নয়ন জলে ধরাতল ভাসাই-তেছে।—কিন্তু সে আর নাই. আর আসিবে না। টাকা কড়ি, আত্মীয় স্বজন সকলি থাকিল, আর কখনও সে আসিবে না, আসিবার আর উপায় নাই।

এইরূপ সকলেরই। জীব দেহে অমরত্ব

আর কর্য যায় না, অন্ততঃ তুমি আমি পারিব না। ঐ শবের মত, আমাদিগের—আজি হউক কালি হউক, আর দশ দিন পরেই হউক চির নিদ্রায় অভিভূত হইতে হইবেই হইবে। কবে হইবে, তাহারও নিশ্চয় নাই,—হইতে পারে,এই প্রবন্ধ লিখিতেছি, হয় ত ছাপা পর্য্যন্ত দেখিতে পাইব না। তুমি হয় ত চতুর্থ সংখ্যা সমালোচক পড়িবার সময় পাইবে না। ইহারই মধ্যে আপন আপন কাজ সারিয়া ধুলাখেলা পরিত্যাগ করিয়া দেশের মানুষ দেশে ফিরিতে হইবে।

—কিন্তু সে কোন্ দেশ, এ আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া এত সাধের ঘর বাড়ি ফেলিয়া কোথায় যাইবে—বল ত ভাই আমাদিগকে কোন্ দেশে যাইতে হইবে ?

সে দেশ সাধুর জন্য সুখময়, পাপীর জন্য অনন্ত নরক। সে দেশেই যখন যাইতে হইবে, এখানে যখন চিরকাল থাকা হইবে না, তখন এখানকার কেনা বেচায় যাহাতে খরচাপেক্ষা জমা বেশী হয়, তাহাই তো করা উচিৎ। তুমি বাড়ি ছাড়িয়া চাকরী করিতে বিদেশ গিয়াছ, প্রাপ্য বেতন যদি সেইখানেই সমস্ত বাজে খরচ করিয়া ফেল,তবে বাড়ি কি লইয়া আসিবে। সে বিদেশে কিছু চিরকাল থাকা চলে না—কিন্তু শুধু হাতে বাড়ি আসিলে যে দরিদ্রতা, সেই দরিদ্রতা : আর কিছু পুঁজি করিয়া আনিতে পার, বসিয়া খাইতে পারিবে। এও আমাদিগের বিদেশ, আমাদিগের কর্ম্মক্ষেত্র। সাবধান ! বাজে খরচে পুঁজি হারাইও না, বাড়ি গিয়া বড় কষ্ট পাবে।—ধুলি মাটীর খেলা ছাড়—অনন্ত জীবন পথে অগ্রসর হও। যেখানে যাইতে হইবে, সে দেশের যিনি রাজা, যিনি সুখ দুঃখ প্রদাতা, তাঁহার আদর্শে এ কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্ম কর।—মা বোন ছাড়িয়া, স্ত্রী পুত্র পরিত্যাগ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ করিলেই যে, ঈশ্বরোপাসনা হয়, তাহা নহে। সংসারে থাক, কাজ কর—কাজ করিতে হয় বলিয়াই কর। ঈশ্বরকে আদর্শ করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম উপাসনা কর।

ঈশ্বরকে আমরা দেখিতে পাই না। তাঁহাকে দেখিয়া দেখিয়া চলিব, সে সম্ভাবনা নাই। কেবল তাঁহাকে মনে ভাবিতে পারি,—সেই ভাবনাই উপাসনা। তবে বেগার টালা রকম ভাবিলে কোন ফল নাই। সন্ধ্যা কেবল আওড়াইলে কোন ফল নাই। তাঁহার সর্ব্বগুণ সম্পন্ন বিশুদ্ধ স্বভাবের উপর চিত্ত স্থির করিতে হইবে, ভক্তিভাবে তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিতে হইবে। প্রীতির সহিত হৃদয়কে তাঁহার সম্মুখীন করিতে হইবে। তাঁহার স্বভাবের আদর্শে আমাদের স্বভাব গঠিত হইতে থাকুক, মনে এই ব্রত দৃঢ় করিতে হইবে,—তাহা হইলেই সেই পবিত্র চরিত্রের বিমল জ্যোতিঃ আমাদিগের চরিত্রে পড়িবে। তাঁহার গুণের মত গুণ, তাঁহার নির্ম্মলতার মত নির্ম্মলতা, তাঁহার শক্তির অনুকারী সর্ব্বত্র মঙ্গলময় শক্তি কামনা করিতে হইবে। তাঁহাকে সর্ব্বদা নিকটে দেখিতে হইবে, তাঁহার স্বভাবের সঙ্গে এক স্বভাব হইবার চেষ্টা করিতে হইবে। অর্থাৎ তাঁহার সামীপ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সাযুজ্য কামনা করিতে হইবে। তাহা হইলেই আমরা ঈশ্বরের নিকট হইব। আর্য্য ঋষিরা বিশ্বাস করিতেন, যে তাহা হইলে আমরা ক্রমে সারূপ্য ও সাযুজ্য প্রাপ্ত হইব,—ঈশ্বরের সঙ্গে এক হইব, ঈশ্বরেই লীন হইব। ইহাকেই মোক্ষ বলে। মোক্ষ আর কিছুই নয়, ঐশ্বরিক আদর্শ নীত ঈশ্বরানুকৃত স্বভাব প্রাপ্তি। তাহা পাইলেই সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া গেল,—সকল সুখের অধিকারী হওয়া গেল।

দেশের মানুষ দেশে ফিরিয়া যাইবার নাম মৃত্যু, আর ঈশ্বরে লীন হওয়ার নামই মোক্ষ। অতএব বৃথা ধুলি খেলায় মত্ত হইয়া আসল কাজে বঞ্চিত হইও না। যাহা চিরকাল তোমার নয়, তাহাকেই কেন প্রাণপণে আপনার ভাব? যাহা বিষ, তাহাকে আপন ইচ্ছায় সুধা বলিয়া কেন চুম্বন কর? কেন ধন চাও, যশ চাও, সংসার চাও—কেন রিপু চরিতার্থ করিতে চাও? এ সকল ক দিনের বল ত? আজ আছে ত কা'ল নাই। এক নিমিষের জন্য যাহা, তাহা লইয়াই কেন থাকিতে চাও? সকলে একান্ত মনে,—অনন্ত, অব্যয়, নির্গুণ, নিখিলাধার জগদ্বীজ, সর্ব্ব কার্য্যের ফলদাতা, সর্ব্বাদৃষ্টের নিয়ন্তা, তাঁহার শুদ্ধ জ্যোতিঃ অনন্ত প্রকৃতি ধ্যান করিয়া জীবন পথে অগ্রসর হও,— সকলে প্রণাম কর

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ,
পুনশ্চ ভূয়োপি নমোনমস্তে।

চৈতন্য ধর্ম্ম।

যাঁহার জন্মে বঙ্গ ভূমি গৌরবান্বিত। যাঁহার আবির্ভাবে পুণ্য ভূমি ভারতের মধ্যে বাঙ্গালী প্রসিদ্ধ ভক্তিক্ষেত্র এবং পবিত্র তীর্থ। সেই ভক্তির ঐতিহাসিক অবতার, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের কথা লইয়া আমরা কিছু আলোচনা করিব, আমাদিগের ইচ্ছা।

কিন্তু চৈতন্য ধর্ম্ম লইয়া আলোচনা করা

বিশেষ এই চস্‌মা চক্ষু, চপল চিত্ত, চটুল-বৃত্ত যুবক দলের রাজত্ব কালে। এই কোপ্তা, কোর্ম্মা, করি, কট্‌লেট প্রভৃতি ককারাদি ব্যঞ্জনের দিনে, যে ধর্ম্মে মাংসাহার নিষেধ করে, বিলাতি ব্যাণ্ডের বেণু, বীণা বাদনের বদলে, যে ধর্ম্মের উপাসকেরা খোল করতালের বিষম "মেস্তা ফেকম্‌, মেস্তা ফেকম্‌" করিয়া খচমচ, করিয়া তুলে, কণ্ঠে ত্রিভাজ কলরের স্থানে যে ধর্ম্ম যাজকেরা তুলসীর ত্রিকণ্ঠী ধারণ করে,—সে ধর্ম্ম যে এখনকার দিনে বিষম বিড়ম্বনা, তাহাও কি আর বুঝাইতে হইবে? যাত্রাতে যাহার আশ্রয়, ভিক্ষাতে যাহার প্রশ্রয়,—মধুর রসই যাহার রঙ্গ, প্রেম যাহার প্রধান অঙ্গ, "কুর্চ্চ" যাহার চির সঙ্গ—গুপ্ত প্রণয়িনী গোপিনী যে ধর্ম্মের আলম্বন এবং শঠ লম্পট কপট শ্রীকৃষ্ণ যাহার অবলম্বন,—সে ধর্ম্ম যে বঙ্গের বিড়ম্বনা, তাহাও কি আবার বলিতে হয় না?—সাহেবে সাহেবি আনায় যাহা বুঝাইয়াছেন, তাহা আর বাঙ্গালীকে বুঝাইতে নাই; তবে এই অধম জাতির ঐ অপকৃষ্ট ধর্ম্ম, যাহা এই অধম দিগের যত্নে কেহ কিছু বুঝিতে পারেন,—তবে তাহা করিতে ক্ষতি কি?

শ্রীচৈতন্যদেব পূর্ণ কি অপূর্ণ কিম্বা ভক্ত—এই প্রশ্ন লইয়া অনেক দিন হইতে তর্ক বিতর্ক চলিতেছে। এই তর্ক বিতর্কের দলাদলিতে পড়িয়া এমন পবিত্র চৈতন্য প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম আজ অন্তজ জাতি মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিকৃতাকার ধারণ করিয়াছে।—চৈতন্য কি তাহার মিমাংসা করা আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে,—চৈতন্য প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম কি তাহাই বুঝিতে ও বুঝাইতে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

ধর্ম্মের বিশ্বোদর ভাব—বহুতর মূর্ত্তি। সমগ্র

ধারণা করিতে পারেন না, এই নিমিত্ত, ধর্ম্ম বিষয়ে নানা দেশে নানা মত আছে,—এবং বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত হইয়াছে। কেহ বলেন, ধর্ম্মের প্রাণ—ভয়, ঈশ্বর ভয়, পরকাল ভয়, বা কর্ম্মফল ভয়,—যাহার হৃদয় জীবন্ত নহে, তাহার ধর্ম্মজ্ঞান নাই। কেহ বলেন, ধর্ম্মের প্রাণ—ভক্তি। ভগবান ভক্তের, ভক্তিতেই ভগবান মিলেন। কেহ বলেন, ধর্ম্মের প্রাণ—কর্ম্ম। যে যেমন কর্ম্ম করে, সে তেমনই ফল পায়—কঠোর কর্ত্তব্য সাধনই ধর্ম্ম যাজন। কেহ কেহ আবার এই মতের বিপরীত বাদী। তাঁহারা বলেন, কর্ম্মে বিরতিই—প্রকৃত ধর্ম্ম চর্চ্চা। তবেই প্রধান সাধন কিরূপ এবং ধর্ম্মের প্রধান লক্ষ্যই বা কি,—ইত্যাদি বিষয়ে নানা মত প্রচলিত আছে।

ধর্ম্মের উপজীব্য—ভগবানের সেই জন্য নানা মূর্ত্তি হইয়াছে। উপনিষৎ একবার বলিতেছে—তিনি "শান্তং শিবমদ্বৈতং" আর একবার বলিতেছে "মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতং।" তন্ত্র একমুখে একই নিশ্বাসে একেবারে বলিতেছে, "করাল বদনাং" অথচ "স্মিতাননাং।" কোথাও শুনিবে—তাঁহার দ্বিভুজ-মুরলীধর সুবঙ্কিম নটবর বেশ,—কোথাও শুনিবে তিনি শর-কার্ম্মুক-ধারী বীরশ্রেষ্ঠ বীরাসনে উপবিষ্ট। বাইবেল বলে, তিনি কঠোর ন্যায়পর, অথচ দয়ার অগাধ সাগর। যীশুখৃষ্ট বলেন, তিনি পরম পিতা পরমেশ্বর, তন্ত্র বলেন তিনি করুণাময়ী জগদম্বা। যাঁহারা বালক গোপালের সেবক, তাঁহারা ভগবানকে অপত্যভাবে ধুয়াইয়া পুঁছাইয়া দুগ্ধদানে সেবা করিতেছেন, আবার বামাচারী শক্তিভক্ত নরকপালে মহামাংস মদ্য দিয়া ভগবতীর মহাভোগের আয়োজন করিতেছে।

ফলতঃ সনাতন ধর্ম্মের সার কথা এই যে, প্রকরণ, পদ্ধতি—ধ্যান, ধারণা—আলম্বন, বিভাবন—পৃথক হইলেও সকল [illegible] সাধনাই ধর্ম্ম। দেশ, কাল, [illegible]—জ্ঞান, বুদ্ধি বিবেচনা—প্রকৃতি, প্রবৃত্তি, [illegible]—ধর্ম্মের [illegible] কোন ধর্ম্মের হিংসা করিতে নাই, কোন ধর্ম্মযাজককে ঘৃণা করিতে নাই। যে, যে পথে পার, ধর্ম্মের উজ্জ্বল, বিমল—বিমান ব্যাপী পতাকা লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হও। এই সকল সনাতন ধর্ম্মের সার কথা।*

অনেকে আছেন, যাঁহারা চৈতন্য-ধর্ম্ম নাম শুনিলেই নাসিকা আকুঞ্চন করেন। 'শচী পাগার ছেলে নিমাই' এই কথা বলিয়া অনেকে চৈতন্য প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের কথা শুনিয়া হাসিয়াই উড়াইয়া দেন।—তাঁহাদের শিক্ষার জন্য আমরা এ প্রবন্ধ লিখিতেছি না। শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে, যাঁহারা ঘৃণা করিতে এখনও অভ্যস্ত হয়েন নাই, চৈতন্য-ধর্ম্মকে জঘন্য ভিক্ষুক বৃত্তি (nasty Beggarism) বা পাশব বিলাসের প্রস্থান (System of cornality) বলিয়া নাসিকার আকুঞ্চন প্রসারণ করিতে যাঁহারা এখনও শিক্ষিত হন নাই, তাঁহাদেরই সঙ্গে একত্র হইয়া আমরা চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের ভাবভঙ্গি বুঝিতে চেষ্টা করিব।

---

* আমি "নবজীবন" ও "প্রচার" মাসিক পত্রে এমিতর ভাবে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম, সম্প্রতি তাহাদিগের প্রচার বন্ধ হইয়াছে। যদি সমালোচক চলে,—তবে ইহাতেই এখন লিখিব, ভরসা করিতেছি।—লেখক।

সঙ্গীতে রমণী হৃদয়।

—•○—

বড় বিষম সমস্যা লইয়া উপস্থিত হইয়াছি। রমণী হৃদয় সঙ্গীতে কতদূর চিত্রিত হইয়াছে,—তাহাই দেখান, আমাদিগের এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। সেটা তত কঠিন নহে,—বিষম সমস্যা রমণী লইয়া। রমণী জাতির আবার হৃদয়,—তাহা আবার সঙ্গীতে কতদূর চিত্রিত হইয়াছে, তাহার আলোচনা। অনেকে একথা বলিবেন, আবার আর এক শ্রেণীর আছেন, তাঁহারা বলেন,—রমণী অন্তঃপুরোদ্যানের কামনা-কুসুম। অহার তলায় যাইতে নাই—ছুঁইতে নাই, তাহা পূজায় লাগে না,—তুলিতে গেলে ঝরিয়া পড়ে। অতএব গাছের ফুল গাছেই থাক—দেখিয়া কাজ নাই।

বস্তুতই আমরা এখন দুই প্রকার নায়িকা দেখিতে পাই। এক ঘরাও নায়িকা, আর এক কেতাবী নায়িকা। শিক্ষার জোরেই হউক, আর অদৃষ্টের ফেরেই হউক, আমরা আজ কালি ঘরের নায়িকাকে হয় দাসীর দাসী, না হয় পুতুলের পুতুল বানাইয়াছি। কাজেই তাঁহারও আমাদিগকে হয় মনিবের মনিব বলিয়া মনে করেন, না হয় পুতুলের সাজওয়ালা ভাবিয়া চিরদিন অলঙ্কারের দাবি দাওয়া করেন। কিন্তু প্রকৃত প্রণয়িনী, যথার্থ স্নেহ ও সরলতাময়ী রমণী জগতে দুর্ল্লভ নহে। রমণীই এ সংসারের সুখের স্রষ্টা। মানুষ যখন দরিদ্র-জ্বালাতে জর্জ্জরিত, রাজ-শাসনে বড় শাসিত, দারুণ ব্যাধিতে বড় পীড়িত—তখন রমণীই সেখানকার এক মাত্র সঞ্জীবনী সুধা। জানি না জগদীশ্বর কোন্ শুভলগ্নে এই রমণী-রত্নের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।

স্নেহ সরলতা, কর্ম্ম কুশলতা, মিতব্যয়তা রমণীতে যেমন আছে, এমন আর কোথাও নাই। যিনি যাহাই বলুন, আমার বিশ্বাস পুরুষ হইতে রমণী সকল গুণেই শ্রেষ্ঠ। তবে যে; "স্ত্রীয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং দেবনজানন্তি কুতো-মনুষ্যাঃ" বলিয়া যে একটা প্রবাদ আছে,—সেটা তত অভ্রান্তনহে। সকলেরই একবার স্মরণ করিয়া দেখা উচিৎ,—প্রত্যেক গ্রামে কতটি বা পুরুষ ব্যাভিচার ও কতটি বা রমণী ব্যাভিচারিণী আছে।

কিন্তু গন্তব্য পথ ছাড়িয়া অনেক দূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছি,—অনেক অনধিকার চর্চ্চা করিয়াছি, আবার ছুটিয়া যাইতে হইল।

এ সংসারে রমণী-রত্নের সৃষ্টি করিয়া পরম পিতা পরমেশ্বর এক সুখ রাজ্যের সংগঠন করিয়াছেন। এমন সর্ব্ব গুণের আধার মায়াময়ী মোহিনী-প্রতিমা আর নাই।

সঙ্গীত যেমন স্বভাবের অভ্যন্তর বর্ণনা করিতে পারে, এমন আর কিছুতেই নহে। আমরা দেখিব ও দেখাইতে চেষ্টা করিব, রমণী হৃদয় সেই সঙ্গীতে কতদূর চিত্রিত হইয়াছে। সকল হইতে রমণীর প্রেমই অতি পবিত্র—এবং মানুষ বাঁধিবার মোহময়ী গ্রন্থী। অতএব সর্ব্ব প্রথমেই আমরা দেখিব,—সঙ্গীতে রমণী হৃদয়ের প্রেম কেমন আঁকিয়াছে—কেমনে সে ফুল্ল গোলাপের গন্ধ, সঙ্গীত-সমীরণে দিগ্‌দিগন্তে ছুটিয়া মানব-মধুকরকে আকর্ষণ করিতেছে।

সঙ্গীতে রমণী হৃদয়ের চিত্র দেখাইবার জন্য আমরা একটি রমণীকে আদর্শ লইলাম,—কেমনে ধীরে ধীরে কোথা দিয়া প্রণয় পুষ্প ফুটিতেছে,—

মিশ্র—খেমটা।

পুরাণো সে দিনের কথা ভুলব কি রে হায়!
(ও সেই) চোকের দেখা, প্রাণের কথা,
সে কি ভুলা যায়?
(আয়) আরেকটি বার আয় রে সখা,
প্রাণের মাঝে আয়।
(মোরা) সুখের দুখের কথা কব
প্রাণ জুড়াবে তায়।
(মোরা) ভোরের বেলা ফুল তুলেছি
দুলেছি দোলায়,
বাজিয়ে বাঁশি গান গেয়েছি, বকুলের তলায়।
মাঝে হ'ল ছাড়াছাড়ি গেলাম কে কোথায়—
(আবার) দেখা যদি হ'ল সখা,
প্রাণের মাঝে আয়।

প্রীতি হইতে প্রেম জন্মে। প্রীতির উৎকর্ষতার সঙ্গে সঙ্গে প্রণয়-কুসুম বিকশিত হয়, কিন্তু তবু প্রীতি চঞ্চল, মেঘের কোলের সৌদামিনী—বড় অস্থির। আমাদের আদর্শ নায়িকা এখন বিকাশোন্মুখী নব-নলিনী,—কেবল উষার বাতাসে সজাগ হইয়াছে। বাল্যের বন্ধু, কেবল প্রীতির চক্ষে পড়িয়াছে,—তাই, "ও সেই চোকের দেখা প্রাণের কথা সে কি ভুলায় যায়?" ভুলা যায় না,—তবে তোমায় ভুলিব কি প্রকারে? "মোরা সুখের দুখের কথা কব, প্রাণ জুড়াবে তায়। নতুবা সুখ দুঃখের কথা কেমনে বলিব, প্রাণের মাঝে না আসিলে কি কাহাকেও মনের কথা বলা যায়? বালিকা—স্ফুটনোন্মুখী নব কলিকা, ডাকিতেছে,—"আরেকটিবার আয় রে সখা হৃদয় মাঝে আয়।" বাল্যের ধুলা খেলার সময় যেমন হৃদয়ের বন্ধু ছিলে—এখন আর একবার আয়।

হইয়া বদনে কৌমুদী বিভাসিত হইল—তিনি একটী যুবক। যুবকের পার্শ্বে বালিকার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হইল। বালিকার অনিমিষ চাহনিতে,—তিনি ও একবার আধবার চাহিলেন,—বালিকার হৃদয়ের প্রীতি একখানি ছায়ার মত সরিতে লাগিল,—বালিকা সংগোপনে, আপন মনে গাহিতে লাগিল,—

বেহাগ—খেমটা।

"সে কেন (আমার) পানে চুরি ক'রে চায়,
লুকাতে গিয়ে হাসি হেসে পালায়।
বন পথে ফুলের মালা, হেলে দুলে করে খেলা,
চকিতে সে চমকিয়ে কোথা দিয়ে যায়;
কি যেন গানের মত, বেজেছে তার কানের কাছে
যেন তার প্রাণের কথা আধেক খানি শোনা গেছে,
পথেতে যেতে চ'লে, মালাটি গেছে ফেলে
পরানের আশা গুলি গাঁথা যেন তায়।

প্রেমের কি স্বতন্ত্র ভাষা আছে? আঁখিতে আঁখিতে—প্রাণের কথা কহিতে হয়,—ইহাতে শিরায় শিরায় ধমণীতে ধমণীতে তাড়িত প্রবাহ ছুটিতে থাকে। প্রেম উদ্দীপন করিতে এমন মোহন মন্ত্র আর কিছুই নাই,—প্রণয় বিষ ইহাতেই সর্ব্বশরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। আর উপায় নাই—প্রীতি পলায়ন করিয়াছে, প্রেমের বিষে শরীর জ্বলিতেছে, আর অদর্শন অসহ,—প্রণয়ীত আর সর্ব্বদা দেখা দিতে পারেনা, কিন্তু তাকি মন বুঝে, আঁখিযে, ঝুরিতে ছাড়েনা। তাই গাহিতেছে—

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

"দেখা দিয়ে দেখা দেয় না,
সাধে কি কাঁদি, আমি সে ফিরে চায় না।
বিভোরা আঁখির ভোরে, দেখি না দেখি তারে,

সব হারাইলে ফিরে পাওয়া যায়, মন চুরি গেলে পাওয়া বড় দায়, চোর দেখিলে সকলেরই রাগ হয়। কিন্তু মনচোরাকে দেখিলে যে মনে কত আনন্দ, কত সুখ উপজয়—তাহা কে বর্ণিতে পারে। কিন্তু দেখা যে সহজে মিলে না, না দেখিলে কেমনে বালিকার দেহে প্রাণ থাকে? একবার চোখের দেখা—তাও তো মিলে না। তাই হৃদয়ের কবাট উদ্ঘাটন করিয়া, অন্তরীতে অস্থির হইয়া সখী-নিকট কাঁদিয়া বলিতেছে,—জ্ঞানহীন হইয়াছি, পরাণ ছুটিয়াছে আমিও যাইব, নতুবা আর থাকা যায় না—কিন্তু তবু রমণী-সুলভ কম্পিত পদ চলে না—

সুরট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

আমি তারে চোখের দেখা দেখে আসি।
(যারে) প্রাণের অধিক ভাল বাসি।
উচাটন হয় মন প্রাণ দিবানিশি,
না হেরে সজনি, তার মুখ শশী;—
একে অবলা নারী, নাহি পারি যেতে,
সে কি সই, একবার না পারে আসিতে?
আমিত ভুলিতে নারি—তারে বড় ভালবাসি।

সখী বিবিধ মতে বুঝাইয়া দিল। কিন্তু বুঝাইলে প্রাণ বোঝে কৈ? স্রোতস্বিনীর স্রোত ভাঙ্গিলে বাঁধিয়া রাখে কার ক্ষমতা? কিন্তু সে প্রভাত-প্রফুল্ল-নলিণীর সহাস্য মুখ বিষন্ন দেখিলে কাহার না প্রাণ আকুল হয়—তাই দেখিয়া কত মতবুঝাইয়া সখী বলিতেছে

সুরট খাম্বাজ—কাওয়ালী,

কেন তাপিত কর সখি প্রাণ মন?
ধৈর্য্য ধর মনে, চারু বদনে!
কেনলো বিষাদ-নীরে হওলো মগন?
কমল-বদন তার, দেখিতে না পারি আর,
অন্তর বিদরে হেরে ওমুখ মলিন।

পুরুষ হইলে এমন করিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিতে শিখাইতে পারিত না—অনলে আরও ঘৃতাহুতি দিত। কিন্তু ধৈর্য্য রমণীর প্রধান অলঙ্কার, তাই সখী ধৈর্য্য শিক্ষাদিতেছে। কিন্তু তবু যে প্রাণ কেমন করে? ইহার উপায় কি? তাই প্রেমময়ী কারুণ্য-কণ্ঠে গাহিতেছে,

খাম্বাজ—তেতালা।

বিরহ সহেনা সখি, আর তাহার,
আমি যারে মনে করি সে ভাবে না একবার।
তাহার বিষম বিরহ অনল, এতে কি করি উপায়
সখি, (বল) বাঁচে কিসে প্রাণ অবলার?

সখী তবু বুঝাইল।—প্রাণের ভিতর আগুন জ্বলিতেছে, ধৈর্য্যময়ী সখীর নিকট বলিল, আর উতলা হইব না, আর প্রাণের যাতনা বলিব না;

ধানশী।

হিয়ার মাঝারে যতনে রাখিব
বিরল মনের কথা।
মরম নাজানে ধরম বাখানে
সে আর দ্বিগুণ ব্যথা॥
যারে নাদেখি, জনম স্বপনে
না দেখি নয়ন কোনে,
অবুঝ সে জানি, দিবস রজনী,
সদাই পড়িছে মনে।
হায় অভাগিনী, পরের অধিনী,
সকলি পরের বশে।
সদাই এখনি পরাণ পোড়নি,
ঠেকিনু পীরিতি রসে।
অনুক্ষণ মন করে উচাটন
মুখে না নিঃসরে কথা
চণ্ডিদাসের মন অরুণ নয়ন
ভেটীতে অন্তর ব্যথা।

সুখ-যামিনী।

—৮০—

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

প্রমদা বাড়ি হইতে বাহির হওয়ার পর, এক দিন এক রাত্রি চলিয়া গিয়াছে। আবার প্রভাত হইয়াছে, আবার সূর্য্য উঠিয়াছে।—জগতের আঁধার রাশি সরিয়া গিয়াছে, পাখী জাগিয়াছে, মানুষ জাগিয়াছে, জীব জন্তু সবই জাগিয়াছে—সকলেই স্ব স্ব কার্য্য ব্যপদেশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সূর্য্য-কর-স্পর্শে ঘুমন্ত পৃথিবী হাসিমুখে জাগিয়া উঠিয়াছে,—কেবল দীন-বেশা আশ্রয় হীনা অভাগিনী প্রমদা সমস্ত দিনের পর কা'ল সন্ধ্যা বেলায় যেরূপ শ্রান্ত ক্লান্ত ম্লানমুখে সেইখানে বসিয়া আছে,—সে মুখে আর হাসির রেখা নাই। প্রমদার হৃদয় মধ্যে অগ্নিময় মরুভূমি,—সে মরুর জ্বলন্ত বালুকা স্ফুলিঙ্গ উচ্ছ্বাসিত হইয়া উচ্চে নীচে দিগ্‌-দিগন্তে ব্যাপ্ত হইয়া তাহার চারিদিকে অসীম অপার ধূধূকারী নিরাশা সৃজন করিয়াছে; এ ক্ষুদ্র জীবনে এ অগ্নি-সমুদ্র পার হইবার তাহার আর আশা নাই, বুঝি এ সমুদ্রের কূল নাই, কিনারা নাই।

ক্রমে অল্প অল্প রৌদ্র ফুটিল, গাছের পাতার রাশির মধ্যদিয়া একটুক রোদ্র আসিয়া প্রমদার বিষাদময়ী মুখ খানির উপর পড়িল। প্রমদা এতক্ষণ পড়িয়াছিল, এখন উঠিয়া বসিল,—বসিয়া ভাবিতে লাগিল, এখন কোথায় যাই, কোথায় গেলে একটুকু আশ্রয় পাই? গ্রামের মধ্যে যাইতে ভয় হয়,—পাছে আবার কোন নূতন বিপদ ঘটে। কিন্তু লোকালয়ে না গেলেও ত আর উপায় নাই! আজি তিন সন্ধ্যা হইল, তাহার উদরে একটি দানাও পড়ে নাই। কিছু না খাইলে তো আর জীবন থাকিবে না। প্রমদার ন্যায় কষ্টকর জীবন না থাকিলে কি কোন ক্ষতি আছে? নাই,—কিন্তু আত্ম-হত্যায় যে, মহাপাতক হয়। পূর্ব্ব জন্মে পাপ করিয়া এ জন্মে এত কষ্ট পাইলাম, আবার পাপ করিব—কষ্ট সহ্য না করিলে কি পুন্য উপার্জ্জন হয়? এক কথায় বলিতে গেলে,—কষ্ট না করিলে সুখ হয় না। কেন দুঃখের জন্য আত্ম-হত্যা করিব? এ দুঃখ সহ্য করাই ভাল; কিন্তু খাইব কি, থাকিব কোথায়? ভিক্ষা করিব,—কিন্তু ভিক্ষা করিতে হয়, কেমন করিয়া তাতো জানি না। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, ভিক্ষা করিতে হইবে; হয় ত কত দুষ্টলোকে কত কটু কথা বলিবে, কত উপহাস করিবে, কত মন্দ কথা শুনিতে হইবে—ভাবিতে ভাবিতে তাহার চক্ষুর জলে বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল।—অনেকক্ষণ কাঁদিয়া আবার আপনি চুপ করিল—ভাবিল দেখি কতদূর কি হয়, মরণের পথত কঠিন নয়! যাই গ্রামের মধ্যে গিয়া ভিক্ষা করিগে,—ভিক্ষা করিয়া পোড়া উদর পূর্ণ করিব।

প্রমদা উঠিয়া দাঁড়াইল। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া কত খানা ভাবিল,—ভাবিয়া চিন্তিয়া আর একটি নিভৃত বৃক্ষ তলায় গিয়া বসিল। বসিয়া ভাবিতে লাগিল—"এমন করিয়া আর কতদিন চলিবে?—যখন ভিক্ষা করিতেই হইবে তখন আর কিসের সঙ্কোচ—কিসের আর মান, অপমান, কিসের এত লজ্জা! এককালে রাজার মেয়ে ছিলাম বলিয়া এখন অন্ন ভিক্ষা করিতে লজ্জা করিব কেন? এককালে ফুলের বিছানায় শুইতাম, এখন যে কঠিন মাটিতেও আশ্রয় নাই চিরদিন কাহার সমান যায়? এককালে যাহা

ছিল, এককালে যাহা ছিলাম—এখন আর কি তাহা আছে? তবে আর কিসের সঙ্কোচ। প্রমদা হৃদয়ে এইরূপে বল সংগ্রহ করিতে লাগিল।—ক্রমে দিবা দ্বিপ্রহর হইল,—তবু অভাগিনীর পোড়া উদরে কিছুই পড়িল না। তা বলিয়া তো আর প্রকৃত শুনে না. সে যেমন পলে পলে দণ্ডে দণ্ডে পটপরিবর্ত্তণ করে, তেমনেই করিতে লাগিল,—ক্রমে বিকাল হইল, দেখিতে দেখিতে বিকালের রোদ পড়িয়া আসিল।

প্রমদা এক একবার আকাশের দিকে চাহিতেছে, এক একবার চারিদিকে চাহিতেছে,—সকলই শূন্য, চারিদিকে শত বাহু স্বজন করিয় নিরাশা ধু ধু করিতেছে। অভাগিণীর দুই চক্ষু বহিয়া অজস্র ধারে জল পড়িয়া বিষন্ন গণ্ড দুইটি ভিজাইয়া তুলিতেছে—সে গাছের তলায়, দলিত লতা গাছটির ন্যায় পড়িয়া আছে।

একটি বৃদ্ধ—তাঁহার বয়স ষা'ট বৎসরের কম নহে। তিনি সেই গাছতলা দিয়া যাইতেছিলেন,—দেখিতে পাইলেন, অনিন্দ্য-সুন্দরী, অফুটন্ত গোলাপতোড়ার ন্যায় একটি বালিকা পড়িয়া রহিয়াছে। সে বিষাদে-প্রতিমাকে দর্শন করিয়া তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইল,—এখানে এমন অবস্থায় অমন সুন্দরী বালিকা কি করিতেছে.—কেন একাকিনী পড়িয়া অমন করিয়া কাঁদিতেছে? ধীরে ধীরে তাহার নিকটস্থ হইয়া বৃদ্ধ সস্নেহ বচনে,—ধীরে গম্ভীরে বলিলেন ;

"মা তুমি কে? ওখানে পড়িয়া একাকিনী কেন কাঁদিতেছ মা? তোমার কি হইয়াছে—তোমার কি যাতনা, আমায় বলনা মা,—যদি আমা-দ্বারা তাহার কোন প্রতিকার হয়—প্রাণপণে তাহা করিব।"

কি উত্তর দিতে হয়, হয়ত সে তাহা জানে না। সে শুইয়াছিল; তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল,—বসিয়া এক দৃষ্টে, অনিমিক্ নয়নে বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

বৃদ্ধ ও বুঝিলেন,—এ গৃহ-পালিতা হরিণী, এজানে না কেমন করিয়া নূতন মানুষের সহিত কথা কহিতে হয়। বৃদ্ধ আরও অগ্রসর হইয়া বলিলেন :—

"তোমার নাম কি মা?"

উত্তরে কম্পিত-কণ্ঠে প্রমদা বলিল,—আমার নাম "প্র—প্রমদা।"

বৃদ্ধ। তোমাদের বাড়ি কোন্ গাঁয়ে?

প্রমদা সে কথার কোন উত্তর দিল না। বৃদ্ধও আর সে কথা পাড়িল না। মনে ভাবিল, বিশেষ কোন কারণ না ঘটিলে, আর এ ঘরের বাহির হয় নাই—যখন ঘরের বাহির হইয়াছে, তখন সহসা বাটীর কথা বলিবে কেন!"

বৃদ্ধ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,

"এখন তুমি কোথায় যাবে?"

প্রমদা উত্তর করিতে গেল, কিন্তু পারিল না, একবার কথা কহিতে গিয়া দশবার থামিয়া পড়িল,—কিছুই বলিতে পারিল না,—অর্থ শূন্য চাহনিতে, একদৃষ্টে বৃদ্ধের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বৃদ্ধও তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন, —যেন সেই ম্লানসৌন্দর্য্যে তিনি অভিভূত হইলেন,—সেই সুন্দর মুখ খানি ম্লান, বিষন্ন শুষ্ক নলিনীর ন্যায় দেখিয়া তাঁহার চ'কে জল আসিতে লাগিল। অতি করুণার স্বরে আবার বলিলেন ;

"বলনা মা তুমি কোথায় যাবে?"

প্রমদা অনেক কষ্টে টানিয়া টুনিয়া বলিল,

"কোথায় যাইব ..."

সংসার-রসজ্ঞ বৃদ্ধ বুঝিলেন, ইহার ভিতর অবশ্যই একটা বিশেষ রহস্য আছে. আরও বুঝিলেন,—এ বালিকা পাপ তাপ স্বার্থ পূর্ণ সংসার পীড়িতা, তাহাতে কিছু মাত্রও সংশয় থাকিতে পারেনা। বলিলেন,

"নিকটে আমার বাড়ি—ঐ কালো গাঁ দেখা যাইতেছে, তুমি আমার মা। চল আমার বাড়িতে চল।"

প্রমদা বিনা বাক্য ব্যয়ে উঠিল, এবং ধীরে ধীরে বৃদ্ধের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল।—প্রকৃতিও সময় বুঝিয়া পট পরিবর্ত্তণ করিলেন, সন্ধ্যার গাঢ় তিমিরে বিশ্বচরাচর আঁধার হইয়া উঠিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

প্রমদা বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাড়ি পৌঁছিলেন। সে বাড়িটী গ্রামের মধ্যে নহে,—একপাশে। বাড়ির চারিধারে বেড়া, মধ্যে দুইখানি ক্ষুদ্র কুটীর। বাড়ির মধ্যে—ঘরের সম্মুখে একটা খুব বড় বকুলের গাছ। গাছের চারিপাশে লতার বিতান। নিম্নভাগে,—বাড়ির উঠানে মেলা বকুলের* পাতার রাশি পড়িয়া রহিয়াছে। বকুল গাছে বকুল ফুল ফুটিয়াছে—মৃদু বাতাসে কতক বা ঝরিয়া পড়িতেছে, – নৈশ-সমীরণ মাতালের মত টলিতে টলিতে সে ফুলের গাদার উপর দিয়া বহিয়া যাইতেছে।

বৃদ্ধ প্রমদাকে সঙ্গে লইয়া সেই বাটীর ভিতর প্রবেশ করিল।—পাশের ঘরে একটা দীপ মিটিমিটি জ্বলিতেছিল,—আর রন্ধনের সাঁৎক

"সৌরভ!"

সৌরভ উত্তর দিল না,—স্থূল শরীরে গৃহিনী বাহিরে আসিলেন। সৌরভ ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পায়ে জড়াইতে জড়াইতে ছুটিয়া আসিল। সে ল্যাজ নাড়াইয়া,—ব্রাহ্মণের মুখের দিকে চাহিয়া—ভারি "মেঁও মেঁও" আরম্ভ করিল।—সৌরভ একটি দুধে মুখী বিড়ালের নাম।

গৃহিনী আসিয়া ঈষৎ বামে হেলিয়া, স্থূলতর দেহ দুলাইয়া বলিলেন,—কি বলিতেছ? ও কি! সঙ্গে ও কে?"

ব্রাহ্মণ। একটি মেয়ে।

গৃহিনী। মেয়ে কোথায় পাইলে?

ব্রাহ্মণ গৃহিনীর নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিলেন। শুনিয়া তাঁহারও মনে দয়া হইল, তিনি প্রমদার হাত ধরিয়া রান্না ঘরে লইয়া গেলেন,—ব্রাহ্মণ অপর গৃহে গমন করিলেন। অদূরে একটা উচ্চিঙ্গ পোকা নড়িতেছিল, সৌরভ তৎপ্রতি লক্ষ্য করিয়া এতক্ষণ ছিলেন, হঠাৎ উচ্চিঙ্গের অন্তর্ধানে তিনিও নাচিতে নাচিতে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিলেন।

ঘরে গিয়া গৃহিনী ধবলিত দন্ত পংক্তিতে অধর টীপিয়া তপ্ততৈলে মৎস্য দিলেন। তৈল ভারি আপত্য উত্থাপিত করিল,—আমাদের মধ্যে জলের মাছ কেন, এই কথা সে বারে বারে "কল কল কল কল, চটর চটর, ছ্যাঁক ছ্যাঁক" করিয়া বলিল, কিন্তু গৃহিনী তৎপ্রতি আদৌ লক্ষ্য করিলেন না। তিনি ঈষৎ নীমিলিত নয়নে দন্তে অধর টীপিয়া হাঁড়ি শুদ্ধ মাছগুলি ঝাঁকাইবাতে আরম্ভ করিলেন।—উপায়ান্তর নাই দেখিয়া তৈল বকাবকির মাত্রা কিছু কমে আনিল,—তখন গৃহিনী উনুনের হাঁড়ি উনুনে বসাইয়া প্রমদার দিকে বদন ফিরাইলেন,—তবু

সেই অবস্থাতেই—দক্ষিণ হস্তের বাহু দ্বারা চক্ষু রগড়াইতে রগড়াইতে বলিলেন ;

"তোমার বাড়ি কোন্ দেশে গা ?"

প্রমদা গৃহ দেওয়ালে ঠেশ দিয়া বসিয়া কত কি ভাবিতেছিল,—গৃহিনীর কথায় তাহার চিন্তা ভঙ্গ হইয়া গেল,—সে তাড়াতাড়ি তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু কথা কহিল না।

গৃহিনা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,

"তোমার বাড়ি কোথায় ?"

প্রমদা এদিক ওদিক করিয়া বলিল,—বাড়ির কথা আমাকে জিজ্ঞাসা করিও না, আমি তাহা বলিতে পারিব না।"

গৃহিনী সে কথা শুনিলেন না, উনলের মাছ পুড়িয়া যায় দেখিয়া তিনি হাঁড়ির উপর গিয়া উপুড় হইয়া পড়িলেন। মাছগুলি নাড়িয়া চাড়িয়া, শেষ কাঠি হাতে করিয়া আবার প্রমদার দিকে ফিরলেন,— বলিলেন, হাঁ তোমার বাড়ি কোথায় বল।"

একটা কথা কাহাকেও বলিব না,—এমন কথাটা যদি কেহ বারে বারে জিজ্ঞাসা করে, তবে বড়ই বিপদে পড়িতে হয়। বিশেষতঃ প্রমদার মত লোকের পক্ষে। সে এদিক ওদিক করিয়া বলিল, আমার বাড়ির কথা বলিব না। বলিলে তোমরা আমাকে স্থান দিবে না। অধিকন্তু আমার বিশেষ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।"

প্রমদা যদি এই কথা বলিল,—তবে গৃহিণীর আগ্রহ আরও বাড়িয়া গেল। তিনি তাহার বাড়ির কথা শুনিবার জন্য নিতান্ত পীড়াপীড় আরম্ভ করিলেন। তখন প্রমদা অনন্যোপায় হইয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিল। সে অপাপবিদ্ধা বালিকা ত আর সংসারের নিয়ম সত্য কথায় সরল ভাবে কাজ মিলে না। সে তখন এদিক ওদিক করিয়া বলিল,—

"আমার বাড়ি শিবনগর আমি জমিদার বিশ্বেশ্বর বাবুর মেয়ে।"

গৃহিণীর হৃদয় দুর দুর করিয়া উঠিল। বিশ্বাসও হইল, তিনি শুনিয়াছেন, জমিদারের মেয়ে হারাইয়াছে,—সে জন্য দেশে হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। আর এমন রূপ, এত মাধুর্য্য অন্য কোথায় হয় ? গৃহিণী আর বিলম্ব করিতে পারিলেন না। উনলের মাছের হাঁড়ি উনলে থাকিল,—তিনি সেই মাছ নাড়া কাঠি হাতে করিয়াই উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন। যেখানে ব্রাহ্মণ ব'সে হুঁকায় তামাকু সাজিয়া বসিয়া বসিয়া ধুম পান করিতেছিলেন তথায় গিয়া গৃহিণী ঠাকুরাণী উপস্থিত হইলেন,—উদ্যান ভ্রমন কালে বৃষ্টির ন্যায়, নির্ব্যাধি সময়ের বৈদ্যবৎ, সংসার-চিন্তা সময়ে ইয়ারের ন্যায় তথায় সহসা গৃহিণীর আগমন দেখিয়া ব্রাহ্মণ কিছু ব্যতিব্যস্ত হইলেন। হুঁকায় কেবল একটি দম দিতে যাইতেছিলেন,—কিন্তু গৃহিণীর সে গম্ভীরা অথচ রাগান্বিতা ভাব দেখিয়া ব্রাহ্মণের বুকে দম লাগিল। তিনি দম দেওয়া ক্ষান্ত রাখিয়া চন্দ্রালোকে গৃহিণীর মুখেরদিকে চাহিয়া বলিলেন,—"কি বল, খবর কি ?"

গৃহিণী ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলিলেন,—"তুমি করিয়াছ কি ? কালসাপ ঘরে আনিয়াছ,—ও কে, তাহা জান ? যাহার জন্য দেশ উচ্ছিন্ন যাইতেছে—ও সেই কালসাপিনী,জমিদারের মেয়ে।"

ব্রাহ্মণও স্তম্ভিত হইলেন,—হাঁতের হুঁকা দেওয়ালের গায়ে ঠেস দিয়া রাখিয়া বলিলেন,—দুর্গে ! তোমার ইচ্ছা ! সেকি ; কে বলিল ?"

গৃহিণী। ঐ নিজে বলিতেছে।

গৃহিণীও তৎপশ্চাৎ গেলেন। ব্রাহ্মণ সেখানে গিয়া প্রমদাকে বলিলেন, "মা! তুমি কি জমিদারের মেয়ে? তা যদি হয়, তবে উপায় কি হবে মা?"

প্রমদা অনেকক্ষণ এদিক ওদিক করিয়া বলিলেন, "বাবা! তুমি আমার ধর্ম্মবাপ! আমাকে রক্ষার ভার তোমার উপর। তুমি না রক্ষা করিলে আমার ধর্ম্মও জীবন যাইবে।"—শেষ গৃহ হইতে বাহির হইবার সমস্ত কারণ কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহাদের নিকট ব্যক্ত করিলেন।

সুন্দর মুখের জয় সর্ব্বত্রই,—ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী প্রতিজ্ঞা করিলেন, মরিতে হয় মরিব—তবু এ কনক-প্রতিমায় বিদায় দিতে পারিব না।

নবম পরিচ্ছেদ।

জমিদার,- তখনকার সর্ব্বে সর্ব্বা জমিদারের মেয়ে হারাইয়াছে,—কাজেই দেশের লোকের কি আর নিস্তার আছে—যাহাকে যে অবস্থায় পাইতেছে, তাহাকে সেই অবস্থাতেই বাঁধিয়া আনিতেছে। সকলকেই বলা হইতেছে,—"জমিদারের মেয়ে কোথায়, দেখাইয়া দে।" কিন্তু কে তাহার সন্ধান রাখে? কাজেই কিছুই বলিতে পারিতেছে না। যে কোন উত্তর করিতেছে না,—তাহাকে নির্ম্মম প্রহার করিতেছে, যে তাহাই দেখিয়া শুনিয়া প্রহার ভয়ে বলিতেছে, "হাঁ দেখিয়াছি," তাহাকেও নির্ম্মম প্রহার করিতেছে,—তাহার অপরাধ,সে যদি দেখিয়াছে, তবে ধরিয়া রাখে নাই কেন?

কাহারও অব্যাহতি নাই—কাহারও নিস্তার নাই। সকলেই অস্থির। দেশে হাহাকার পড়িয়া উঠিয়াছে,—কিন্তু সে সংসার-সাগরে ভাসমানা কুসুম-মালিকার সন্ধান আর কেহই বলিয়া দিতে পারিল না।

তখন জমিদার বাবু হুকুম দিলেন,—আমার প্রিয় দুহিতা—স্নেহের আধার প্রমদা যেমন আমার কোল ছাড়া হইয়াছে, তেমনি এতদ্দেশীয় সকলকেই ভালবাসা-ধন হইতে বিচ্ছিন্ন কর,—সকলেই আমার মত প্রিয়-বিরহে কাঁদিতে থাকুক।

যখন জমিদার বাবুর হুকুম হইল, তখন তাহা প্রতিরোধ করে, কাহার সাধ্য! জমিদারের লোকজনে তাহাই করিতে লাগিল। স্নেহময়ী জননীর ক্রোড় হইতে তাহার পুত্রকে কাড়িয়া লইয়া আছাড়িয়া মারিতেছে, স্বামীর বক্ষঃস্থল হইতে প্রিয়তমা পত্নীকে কাড়িয়া লইয়া পাশব ব্যবহারে হত্যা করিতেছে; এক বৃন্তে প্রস্ফুটিত দুইটি সুকুমার কুসুম সদৃশ ভ্রাতার মধ্য হইতে একটিকে ছিন্ন করিয়া দলিত করিতেছে। দেশের মধ্যে হাহাকার,—দেশের লোকের চক্ষুর জলে বঙ্গভূমি বিধৌত হইতে লাগিল। যে যে দিকে পারে—বুকের ছেলে মাটিতে ফেলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করে, সতীস্ত্রীকে ফেলিয়া স্বামী প্রাণ ভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল—দেশ যেন মহামরু, বিঘোরা শ্মশান—কেবল চারিদিকে জমিদারের কর্ম্মচারী-পিশাচগণের বিকট অত্যাচার।

শিবনগরে আর এক ঘর জমিদার ছিল, সে কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। তাঁহারা এই সময় বিরেশ্বর বাবুর বিরুদ্ধে উত্থিত হইলেন। কিন্তু কেহ যেন না ভাবেন, প্রজার দুঃখে তাঁহাদিগের হৃদয় গলিয়াছে, প্রাণ কাঁদিয়াছে—তাই তাঁহারা সমর-সজ্জা করিতেছেন। তাহা নহে। তাঁহারা দুর্ব্বল, বিরেশ্বর বাবু প্রবল। ভাবিলেন, দেশের

লোক বড় উৎপীড়িত হইয়াছে, এই সময়ে তাহাদিগের সহায়তা পাইবার বিশেষ সম্ভাবনা। তাহা হইলে বিরেশ্বর বাবুর দর্প তাঁহারা সহজেই খর্ব্ব করিতে পারিবেন।—তোমাদিগকে উদ্ধার করিব, আমাদের সহায় হও,—এই কথা তাঁহারা দেশময়, প্রজার মধ্যে প্রচার করিয়া দিলেন। প্রজাগণ যদিও জানিত অত্যাচারে উভয়বংশই সমান; তথাপি তাহারা ভাবিল আশু বিপদ হইতে তো রক্ষা পাওয়া যাইবে। কিন্ত সদর হইয়া যোগ দিতে কেহই সাহাসী হইল না। গোপনে গোপনে সহানুভূতি প্রকাশ করিল। ছোট সরকারের জমিদারেরা তাহাতেই উৎসাহিত হইয়া বড় সরকারের—অর্থাৎ বিরেশ্বর বাবুর বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন।

সে কথা বিরেশ্বর বাবু শুনিতে পাইলেন। তখনই সৈন্যগণকে সাজিতে আদেশ করিলেন। উভয় দলের রণ-দামামা বাজিয়া উঠিল। বৈশাখ মাসের শুক্লাষ্টমীতে শিবনগরের প্রশস্ত মাঠে উভয় দলে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়া গেল। অস্ত্রের ঝন্ ঝনিতে, লাঠি শড়কীর ঠন্‌ঠনিতে দিঙ্‌মণ্ডল প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল,—আর লাঠী শড়কীর জোরে, তরবারির আঘাতে বাতাহত কদলী-বৃক্ষের ন্যায় ডুপ্‌দাপ্ করিয়া মনুষ্যগণ পড়িয়া যাইতে লাগিল।

ঠিক্ যখন বেলা দ্বিপ্রহর,তখনই তাঁহাদিগের যুদ্ধের বিরাম হইল ছোট সরকারের লোক বিরেশ্বর বাবুর সে সুশিক্ষিত বহুসৈন্যের তেজ সহ্য করিতে পারিল না। কতক বা রণভূমিতে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইল,—কতক বা পলায়ন করিয়া প্রাণ রক্ষা করিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

বৈশাখ মাসের বেলা তৃতীয় প্রহরে পদার্পণ করিয়াছে। সেই যুদ্ধস্থলে শবরাশির কিয়ৎ দূরেই সারি সারি তাঁবু পড়িয়াছে, সৈন্যগণ রন্ধনাদি করিতেছে,—সহীসগণ যুদ্ধ-ক্লান্ত পরিশ্রান্ত অশ্বগণকে দানা দিতেছে,—ফিরাইয়া ঘুরাইয়া শান্ত করিতেছে, হস্তী লইয়া মাহুতগণ জল দিতেছে, চারা খাওয়াইতেছে। আহতগণ একটী তাম্বুর মধ্যে পড়িয়া আর্ত্তনাদ করিতেছে,চিকিৎসকগণ তাহাদিগের চিকিৎসায় নিয়োজিত।

এমন সময় এক ব্যক্তি ধীরে ধীরে তাম্বু অভিমুখে চলিলেন। গুণ গুণ করিয়া গান গাহিতেছিলেন—বোধ হয় ইনি কবি। নচেৎ তাঁহার গান কিরূপে আসিল বুঝিতে পারি না। কেন না দিনকর পরমানন্দে গগনে বসিয়া অগ্নি-বৃষ্টি করিতেছিলেন,—যাঁহারা পৌষের শীতে গ্রীষ্ম প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাঁহারা সামাল সামাল ডাকিতেছেন। উপরে সূর্য্যদেবের যেরূপ আনন্দ, নিম্নে ধুলারও তদ্রূপ। ধুলা কখন নাচেন, কখন ঘুরেন, কখন ছুটেন,মানুষ দেখিলে আগে চোকে প্রবেশ করেন। লোকে বলে পাখীরা বড় গায়ক,—এ সময়ে তাহার কিছুই প্রমাণ নাই।—কাকের বার মেসে আওয়াজ কেবল এক একবার শুনা যাইতেছে।—আর সেই যুদ্ধের পর, সেই ভয়ঙ্কর স্থানে কাহার প্রাণে গানের সুখ আসে? আর কাহারও না আসুক, তাঁহার আসিয়াছিল,—তিনি গান গাহিতে গাহিতে তাম্বুর নিকট উপস্থিত হইলেন।

পথিক তাম্বুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাম্বুর

ছায়ায় বসিয়া বসন খুলিলেন। পথিক সন্ন্যাসী, কিন্তু জটা নাই, কিশোর কাল অতিক্রম করিয়া যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, দীর্ঘ নেত্রদ্বয় কৃষ্ণ পল্লব ভূষণে স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতেছে, উষ্ণ ওষ্ঠে রক্তচ্ছটা, ললাটে শ্রমজল মুক্তার ন্যায় ফুটিয়াছে, সুন্দর নাসিকা—মুখমণ্ডল গম্ভীর,দেহ বলব্যঞ্জক।

সেখানে বসিয়া অনুচ্চস্বরে নবীন সন্ন্যাসী গান আরম্ভ করিলেন, গান বড় সুমধুর। গাহিতে লাগিলেন,—

শ্রিত কমলা কুচ মণ্ডল, ধৃত কুণ্ডল
কলিত ললিত বন মাল,—
জয়, জয়, দেব হরে।
দিনমণি মণ্ডন, ভব ভয় খণ্ডন
মুনিজন-মানস-হংস।
কালিয় বিষধর গঞ্জন, জন রঞ্জন
যদুকুল-নলিন দিনেশ;
মধুমুর নরক বিনাশন, গরুড়াসন
সুরকুল কেলি নিদান।
অমল-কমল-দল লোচন, ভবমোচন
ত্রিভুবন ভবন-নিধান।
জনক-ভবন সুতাকৃত ভূষণ, জিত দূষণ
সমর শমিত দশকণ্ঠ।
অভিনব জল ধর সুন্দর, ধৃত মন্দর
শ্রীমুখ চন্দ্র চকোর।
তব চরণে প্রণতাবয়, মিতি ভাবয়
কুরু কুশলং প্রণতেষু।

স্বর অতি মধুর, গম্ভীর ও উচ্চ—সময়ে যেন গগণ প্রান্ত স্পর্শ করিতে লাগিল।—ভাব ভঙ্গির সহিত যুবা গাহিতে লাগিল; গাহিতে গাহিতে দেহ জ্যোতিঃ পূর্ণ হইল,—কঠোর হৃদয় চোরে দোরে চারি পাশে বেরিয়া বসিল। একজন

"তুমি কে?"

নবীনসন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "উদাসীন।"

প্রশ্ন। এখানে কেন?

উত্তর। যেখানে ইচ্ছা যাই।

প্রশ্ন। তুমি খুব ভাল গাহিতে পার।

উত্তর। হইতে পারে।

প্রশ্ন। আবার গাও—

নবীনসন্ন্যাসী গাহিতে লাগিলেন,—

জীবন্ত থাকিতে সবে তোরা,
মাতৃভূমি হ'ল এমি ধারা,
ধর! ধর! ধর! অসি ধর,
দেখনা চাহিয়ে দেশ জর জর
কি কাজ আর প্রাণে।
জনম হইলে মরণ হইবে
কিছুতেই না থাকিতে পারিবে—
তবে আর কেন দেখনা চাহিয়ে,
ঘুচিয়া গেল ধর্ম্ম কর্ম্ম
তাপ শুষ্ক নিহত মর্ম্ম
রসাতলে সকল গেল
হা! হা! বক্ষে বাজে!

এবার যুবক এবং শ্রোতাগণের শোণিত খরতর বেগে বহিতে লাগিল। ডঙ্কের ঝঙ্কারের ন্যায় মধ্যে মধ্যে উচ্চতান উঠিতে লাগিল; যুবা মুগ্ধ—সকলেই মুগ্ধ,সুখ-স্বপ্নের ন্যায় সহসা সঙ্গীত থামিল। তখন সকলেই এক বচনে বলিল,—

"তুমি কে মহাত্মা?"

যুবক উত্তর করিলেন—"আমি মহাত্মা নই। যদি মহাত্মা হইতাম, দিন দিন দেশে ধর্ম্মলোপ হইত না। অত্যাচার দিন দিন প্রবল হইত না, দিন দিন জাতিকুল নাশের আশঙ্কা বাড়িত না। হায়! আমি মহাত্মা তো অধমাত্মা কে?" বলিতে বলিতে নবীনসন্ন্যাসীর দীর্ঘ নয়নে

হইল। তিনি আবার দৃঢ় বাক্যে বলিলেন, "আমায় মহাত্মা কে বলে? হায়! প্রজার কেহ নাই—দরিদ্রের সহায় নাই, জমিদারগণ তাহাদের উপর পাশব অত্যাচার করিতেছে—কি বলিব প্রাণ কাঁদে। কিন্তু কাঁদিব, তাহাও সাহস হয় না।"

"কাঁদিতে সাহস হয় না।" সৈন্যগণ এ কথা বুঝিতে পারিল না।

নবীনসন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন,—"এমন পশুবৎ ব্যবহারে কাহার না হৃদয় গলিয়া যায়? তোমরা যদি সৈনিক না হইতে,—তাহা হইলে কি তোমাদিগের স্ত্রী পুত্রের উপর, ভাই ভগ্নীর উপর ঐরূপ অত্যাচার করিত না, যদি করিত তবে কে রক্ষা করিত? মনে মনে বুঝিতেছ অত্যাচার কি বলবান! কিন্তু কাহারও কাঁদিতে সাহস নাই কেন? কখন কি পদ বৃদ্ধি হইবে? কখন কি সমাদর পাইবে? না, তা নয়—কেবল পেটের দায়ে, ছার পেটের দায়ে—শূকর, কুক্কুর, শৃগাল, কাক প্রভৃতি যে পেট অনায়াসে চালাইতেছে, সেই পেটের দায়ে ধর্ম্ম দিবে, কর্ম্ম দিবে, দেহের শোণিত দিবে?—হায়! একবার আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের কথা স্মরণ কর,—দেশের প্রতি চাহিয়া দেখ।"

বক্তৃতা শ্রবণে কাহারও নেত্র অশ্রুে পূর্ণ হইল, কেহ নত বদনে রহিল, কেহ দীর্ঘশ্বাস ফেলিল। যুবা উঠিল। সকলে বলিল, "মহাশয়! কোথায় যান?"

উত্তর হইল,—"আমার যাইবার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই,—যখন যেখানে ইচ্ছা। আমি সন্ন্যাসী।"

সকলের শ্রেষ্ঠ সৈনিক ধনী সিং বলিল, "অবস্থা ত বলিলেন, রোগ ও শুনাইলেন,

সন্ন্যাসী মৃদু গম্ভীর স্বরে কহিলেন,—উপায় জানিলে, প্রাণ দিয়া করিতাম—কিন্তু মনে হয়, বুঝি ধর্ম্ম রক্ষার উপায় প্রাণ দিয়া করিতে হয়।"

সন্ন্যাসী যে পথে আসিয়াছিলেন,—সেই পথে ফিরিয়া গেলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

এখন প্রকৃতির অন্যমূর্ত্তি,—সূর্য্য-তাপ নিবিয়া গিয়াছে। লোহিত মেঘ-মালায় পশ্চিম গগণ হাসিতেছে। কাঞ্চন-হারে নদী তরঙ্গ নাচিতেছে। নবীনসন্ন্যাসী ধীরে ধীরে আসিয়া নদী পুলীনে এক বিজন স্থানে বসিলেন। আরক্ত পশ্চিমগগণে একদৃষ্টে চাহিয়া বলিতে লাগিলেন,

"রক্তস্রোত বিনা স্বদেশের উদ্ধারের উপায় নাই। কিন্তু কে তাহা করে—না করিলেও যে দেশ উচ্ছিন্ন গেল। সন্ন্যাসী অন্যমনে ভাবিতে লাগিলেন। সহসা একটা মেঘ উঠিল। অতি নিবিড় মেঘ, ধীকি ধীকি বিদ্যুৎ খেলিতেছে। মধুমতীর জল স্থির। বৃক্ষ পল্লব নড়ে না। শীঘ্র কাল মেঘ গগণ বেড়িল—দেখিতে দেখিতে ঘোর অন্ধকার। মহাবেগে বায়ু ছুটিতে লাগিল, মধুমতী রণমুখী হইয়া নাচিতে লাগিলেন। হটাৎ শব্দ হইল—"গেল! গেল! গেল!" যুবার চিন্তা ভঙ্গ হইল। দেখিলেন, কূলের নিকট একখানি নৌকা জলমগ্ন হইতেছে। দেখিতে দেখিতে নৌকা জলমগ্ন হইল—একটা সাদা কি? সন্ন্যাসী ভাবিল কোন অভাগা সর্ব্বগ্রাসী তরঙ্গের মধ্যে জীবনের নিমিত্ত চেষ্টা করিতেছে। সন্ন্যাসী আর মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব

লন করিয়া তরঙ্গমালায় ভাসিয়া যাইতে লাগিলেন—"কই, কেহ নাই।- এই যে আবার কোথায় গেল।—এই।" সন্ন্যাসী অনেক ক্লেশে তাহাকে লইয়া তীরে উঠিলেন।

হায় রে! সকল শ্রম নিষ্ফল হইল! কই প্রেত নড়ে না। বিদ্যুতালোকে সন্ন্যাসী দেখিলেন, পূর্ণ গৌরাঙ্গী রমণী, এখন আর ঝড় নাই কেবল মুষল ধারে বৃষ্টি হইতেছে।

সন্ন্যাসী এইরূপ ভাবে বসিলেন, যেন জলধারা মুমূর্ষার মুখে না পড়ে। বার বার নাসিকায় হস্ত দিয়া দেখিতে লাগিলেন। নিশ্বাস পড়ে কি না।

এই সময় যুবকের পশ্চাৎ দিকে, বনের ভিতর কি নড়িয়া উঠিল, তিনি চাহিয়া দেখিলেন,—একটা মনুষ্যাকৃতি। ক্রমে সে নিকটস্থ হইয়া বলিল, "ঠাকুর! এখানে কেন, আশ্রমে চলুন; গুরুদেব আপনার জন্য বড় ব্যাকুল হইয়াছেন।"

নবীনসন্ন্যাসী আনন্দিত হইলেন। বলিলেন, "কে রতন! রতন দেখত এর দেহে জীবন আছে কি না?"

রতন বলিল—"কার?"

সন্ন্যাসী। একটি স্ত্রীলোক জলমগ্ন হইয়াছিল, তাহাকে তুলিয়াছি। বোধ হয় শ্বাস বহিতেছে—একবা'র দেখত।

রতন দেখিল,—বলিল "হাঁ জীবিত বটে।"

"তবে লইয়া চল" এই বলিয়া সন্ন্যাসী এক দিকে ধরিলেন, রতন অপর দিকে ধরিল। নিকটে সন্ন্যাসীর আশ্রম ছিল—মুমূর্ষা রমণীকে লইয়া উভয়ে তথায় প্রবেশ করিলেন।

বাত্যাবর্ষাবিধৌত চম্পকের মত, সেই মৃত নারীদেহ পালঙ্কে লম্বমান হইয়া প্রজ্জ্বলিত দীপালোকে শোভা পাইতে লাগিল। বিশাল তাহা দিয়া জল ঝরিতেছে, মেঘ যেন জল বৃষ্টি করিতেছে। নয়ন মুদিত পক্ষের উপরে ভ্রুযুগ জলে ভিজিয়া আরও অধিক কৃষ্ণ শোভায় শোভিত হইয়াছে। আর সেই ললাট—স্থির, বিস্তারিত, লজ্জাভয়বিহীন, কোন অব্যক্ত ভাব বিশিষ্ট—গণ্ড এখনও উজ্জ্বল—অধর এখনও মধুময়, বান্ধুলী পুষ্পের লজ্জা স্থল। নবীন সন্যাসীর চক্ষে জল পড়িল।

সন্ন্যাসী তাহার সুশ্রুষা আরম্ভ করিলেন,—আগুণ জ্বালিয়া সেঁক দিতে লাগিলেন, প্রজ্জ্বলিত অগ্নি শিখায় অপূর্ব্ব রমণী মূর্ত্তি। অনেকক্ষণ সুশ্রূষা করায়, যুবতী নিশ্বাস ফেলিল,—সন্ন্যাসীর মনে আশার সঞ্চার হইল। তিনি আরও যত্নের সহিত, আরও অধ্যবসায়ের সহিত সুশ্রূষা আরম্ভ করিলেন।

আধুনিক-বঙ্গ।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে প্রাচীন বঙ্গের কথা বলিয়াছি, এবারে আধুনিক বঙ্গের কথা বলিব।

প্রাচীন বা প্রকৃত বঙ্গ বাঙ্গলার অতি সামান্য অংশ মাত্র এবং ঐ অংশও অপেক্ষাকৃত অল্প দিন ভিন্ন দেশাগত আর্য্য সন্তান দ্বারা অধিকৃত হইয়াছে। অনেকে মনে করেন, বাঙ্গালীগণের দ্বারা ইতিহাসের সমালোচ্য কোন কার্য্য সমাধিত হয় নাই, পুরাণেও যুদ্ধ বিগ্রহের কথা কিছুই লেখা নাই। কিন্ত ইহা আদৌ ভ্রমাত্মকে বিশ্বাস এখন যাহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া গণ্য করা যাইতেছে, তাহারা আদৌ বঙ্গ দেশের নহে।

এখনকার বাঙ্গালী, তখন তাহারা কান্যকুব্জের, মগধের, অঙ্গের। বোধ হয় আর কাহাকেও মন্ডন করিয়া বলিয়া দিতে হইবে না যে আদিশূরের সময় (খৃঃ ৯৫০—১০০০) যে কান্যকুব্জাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন করেন, তাঁহারা রাজা কর্তৃক পাঁচখানি গ্রাম ব্রহ্মোত্তর পাইয়াছিলেন,—এখনকার ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদিগেরই সন্তান সন্ততি। কায়স্থ রাঢ়ায় আছে,—অন্যান্য জাতির শ্রেণী বিলি নাই, সুতরাং চিনিবারও উপায় নাই।

পৌরাণিক সময় ছাড়িয়া দিই। কেন না, তখনকার ইতিহাস আধুনিক জ্ঞান-দৃষ্টিতে অপ্রামান্য। প্রকৃত ইতিহাসে বিজয় সিংহের সিংহল বিজয় উল্লেখ আছে।

বেশ ভূষায় বাঙ্গালীরা কিরূপ ছিলেন, নিশ্চয় বলা যায় না। মুসলমানাধিকারের পূর্ব্বে বাঙ্গালীর ধুতি উত্তরীয়, অঙ্গে অঙ্গরাখা ছিল, উষ্ণীসও থাকা সম্ভব। বৌদ্ধদিগের পূর্ব্বে ভট্টাচার্য্যেরা মস্তক মণ্ডন করিয়া শিখা ধারণ করিতেন না। বৌদ্ধ শ্রমণেরা প্রথমে একবারে মস্তক মণ্ডন করিতেন, তাহা হইতে ব্রাহ্মণেরা মস্তক মণ্ডন করিতে শিখেন। বোধ হয়, পূর্ব্বে জটাজুট শ্মশ্রু সকলেরই ছিল—ক্রমে বৌদ্ধদিগের দেখা দেখি সকলেই পরিত্যক্ত হইয়াছিল। বিনামা ব্যবহার হইত কিনা বলা যায় না, কিন্তু কাষ্ঠ-পাদুকা ছিল অথবা কাষ্ঠ ও চর্ম্ম নির্ম্মিত এক প্রকার পাদুকা ছিল। ছত্র শিবিকা গোযান ছিল। এখনকার মত ঘোটক যানাদি ছিল না। মুসলমানদিগের সময়ে পাশ্চাত্য প্রদেশীয় বেশ বাহনাদি প্রচলিত হইয়াছে।

ভোজন বিসয়ে এমন বেশী কিছুই পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় না। অন্নব্যঞ্জন প্রায় একরূপ ছিল; … তবে পায়সটা এখনকার মত কি অন্যরূপ ছিল, সেটা ঠিক্ করা কঠিন। কিন্তু ঋগ্বেদ পাঠে অবগত হওয়া যায়, তখনকার পায়সে দধি দেওয়া পদ্ধতি ছিল। অতি প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণেরা মাংস ভোজী ছিলেন কিন্তু বৌদ্ধাধিকার হইতে নিরামিষ ভোজন আরম্ভ হয়। এক্ষণে যে প্রকার ঘৃত ও তৈল পক্ক জলপানীয় দ্রব্য ব্যবহার আছে, পূর্ব্বে তাহা ছিল না। মিষ্টান্নের মধ্যে মোদক, সন্দেশ ও পিষ্টক ছিল। এতদ্ব্যতিত সকলই মুসলমান কর্তৃক শিক্ষিত হইয়াছি জলপানীয়ের পদ্ধতি পূর্ব্বে এ প্রকার ছিল না; কেন না, তাঁহারা দ্বিভোজন করিতেন না। ব্যঞ্জন দ্রব্যের মধ্যে কপি, আলু, সালগাম, গাজর ছিল না, অন্যান্য ফলমধ্যে পেঁপে, বাতাপি লেবু ও বিলাতি ফল মাত্র ছিল না।

বাটী ঘরের অনেক উন্নতি হইয়াছে। তখন তুষার ধবলকায় কবাটযুক্ত বিচিত্র হর্ম্মারাজি কোথাও নয়ন গোচর হইত না। গ্রাম, নগর, বিপনী, নদী ও সরোবর তটে, পুষ্পোদ্যানে অমরাবতী তুল্য কবি কল্পনা-সম্ভূতসমা অট্টালিকা কেহ কখন দেখেন নাই। সপ্তগ্রাম, তাম্রলিপ্তী, গৌড়, নবদ্বীপ প্রভৃতি কয়েকটি নগর ছিল, তথায় প্রশস্ত স্থূল স্থূল ইষ্টক ও প্রস্তরময় প্রাসাদ ছিল কিন্তু তাহাতে অন্য প্রকার কারুকার্য্য ও হস্ত চাতুর্য্য ছিল। কাচের দ্বার কি চূর্ণের আবরণ, কি বিনিসিয় ঝিলমিল ছিল না। বর্ত্তমান সভ্যতার প্রধান উপকরণ বাষ্পীয় যন্ত্র ইংরেজ রাজের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে আসিয়াছে। ঘটিকা, আগে দণ্ড পল হিসাবে কোন প্রস্তুত পাত্রে জলের দ্বারা ঠিক্ করা হইত। মাদক দ্রব্য তুরিতানন্দ ও সিদ্ধি ছিল—মুসলমানেরা চরস ও তামাক প্রচলিত করেন। সোমরসও এক প্রকার

গীতবাদ্য বহুদিন হইতে এদেশে প্রচলিত ছিল। দুর্গোৎসব পদ্ধতি মধ্যে রাগাদির সহিত মন্ত্রোচ্চারণের বিধি আছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দে গীত সমূহে রাগের উল্লেখ আছে। গীতাভিনয় ও কৃষ্ণলীলা সঙ্কীর্ত্তন জয়দেবের সময়ের কিছু পরে আরম্ভ হয়,—কিন্তু উভয়ই মুসলমানদিগের পূর্ব্বে। অপেক্ষাকৃত নূতন। নর্ত্তকীও ঐরূপ। বাঙ্গালার মধ্যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে প্রথমে গীত বাদ্যের আলোচনা হয়, তথায় গীতবাদ্য অনেক উন্নতি প্রাপ্ত ও বৈঠকী-গানের সৃষ্টি হইয়াছিল।

উত্তর ভারত অর্থাৎ আর্য্যাবর্ত্ত মধ্যে বাঙ্গালা প্রদেশে সর্ব্বশেষে হিন্দু ধর্ম্ম প্রচার হইয়াছিল। তখন আর্য্যেরা অনার্য্যদিগকে স্বধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া দলভুক্ত করিতেছিলেন। ইহারাই নীচ জাতি অথবা অন্ত্যজ, যথা বাগদী দুলিয়া প্রভৃতি। বাঙ্গালায় ইহাদের সংখ্যা অন্যান্য স্থানাপেক্ষা কম ছিল। বাঙ্গলায় হিন্দু-ধর্ম্ম দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইতে না হইতেই শাক্যমুণি মগধে ধর্ম্ম ধ্বজা উত্তোলন করিয়াছিলেন; সুতরাং হিন্দু ধর্ম্ম প্রচার হইতে না হইতেই বাঙ্গালায় বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার হয়। প্রায় তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত ঐ ধর্ম্ম অপ্রতিহত ছিল। সেনবংশীয় রাজাদিগের সময় পুনর্ব্বার হিন্দু ধর্ম্ম সংস্থাপিত হয় ও মুসলমানদিগের প্রথমাধিকারে তন্ত্রের প্রাদুর্ভাব হয়। তান্ত্রিক ও চৈতন্য সম্প্রদায়ে জাতিভেদ শিথিল ছিল।

এইরূপে ক্রমশঃ বাঙ্গলায় মধ্যে মধ্যে ধর্ম্ম ও সমাজ বিপ্লব ঘটিয়া ধর্ম্মভাব অনেকাংশে শিথিল হইয়াছে। এই জন্যই বাঙ্গলায় ইতর লোকেরা শীঘ্র শীঘ্র মুসলমান ও খৃষ্টীয়ান হইয়াছে।

মুসলমানদিগের দ্বারা (১২০৩ হইতে ১৭৫৭ [illegible] ঘটিয়াছিল। সাহিত্যে পারস্যভাষার চর্চ্চা ও বাঙ্গলাভাষায় পারস্যশব্দের বহুল ব্যবহার, আচার, ব্যবহার ও বেশ ভূষায় মুসলমানের অনুকরণ।

নগরাদি নূতন নির্ম্মাণ,—ঢাকা, হুগলি, রাজমহল প্রভৃতি। বাণিজ্যে উন্নতি কিন্তু চাকুরীরও বৃদ্ধি।

বঙ্গ সাহিত্যে গদ্য গ্রন্থ ছিল না। কবিওয়ালার গান, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, রাম প্রসাদসেনের পদাবলী মুসলমানাধিকারের শেষে হইয়াছিল।

এখন—ইংরেজাধিকারে বাঙ্গলার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু আমরা অনুকরণ প্রিয়, দোষ গুণ বিচার না করিয়া সর্ব্ব বিষয়েই এখন আমরা ইংরেজের অনুকরণ করিতেছি। ভরসা করি, ক্রমে দোষগুলি বিলুপ্ত হইয়া গুণের আধিক্য হইবে।

সামুদ্রিক-শাস্ত্র।*

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

কীদৃশঃ পুরুষো বন্দ্যোঽবন্দ্যো বা কীদৃশো ভবেৎ।
কন্যা বা কীদৃশী শস্তা গর্হিতা বাপি কীদৃশী ॥১

---

* মানব-দেহের হস্ত, পদ, মস্তক প্রভৃতিকে অঙ্গ, এবং অঙ্গুলি, বাহু, গ্রীবা, ললাট, নখ, কর্ণ ও নাসা ইত্যাদি অঙ্গের অবয়ব সকলকে প্রত্যঙ্গ কহে। মানবের অবয়ব অর্থাৎ এই প্রত্যঙ্গ সমুদায়ের লক্ষণাদি দৃষ্টে তাহার চির জীবনের শুভাশুভ লক্ষণাদির বিনির্ণয় হয়। যে শাস্ত্র দ্বারা ঐ সকল নিরূপণ করা যায়,

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, কি প্রকার লক্ষণ সম্পন্ন পুরুষ প্রশংসনীয় এবং কীদৃশ লক্ষণযুক্তা রমণী প্রশস্তা ও কীদৃশ লক্ষণযুক্তা কন্যা নিন্দনীয়া, ইহা অবগত হইতে বাসনা করি। ১।

মহেশ উবাচ।

শৃণু কৃষ্ণ প্রবক্ষ্যামি সমুদ্র বচনং যথা।
লক্ষণঞ্চ মনুষ্যাণাম্ একৈকেন বদাম্যহম্ ॥২

মহেশ্বর কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি সামুদ্রিক বাক্যানুসারে এক এক করিয়া পৃথক পৃথক নর ও নারীদিগের লক্ষণ কহিতেছি, অবধান কর।২

বাম ভাগেতু নারীণাং দক্ষিণে পুরুষস্যচ।
নির্দ্দিষ্টং লক্ষণং যেষাং সমুদ্রেণ যথোদিতম্ ॥৩

সমুদ্র কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে, স্ত্রীজাতির বামভাগে এবং পুরুষগণের দক্ষিণ ভাগে সামুদ্রিক লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হয়।৩।

পূর্ব্বমায়ুঃ পরিক্ষেত পশ্চাল্লক্ষণমেবচ।
আয়ুর্হীনং নরণাঞ্চেৎ লক্ষণৈঃ কিং প্রয়োজনং ॥৪

প্রথমে পরমায়ু পরীক্ষা করিয়া পরে অন্যান্য লক্ষণ পরীক্ষা করিবে। যাহার পরমায়ু নাই, তাহার অন্যান্য লক্ষণ দর্শনে কি আবশ্যক? ৩।

পঞ্চদীর্ঘং পঞ্চহ্রস্বং পঞ্চসূক্ষ্মং ষড়ুন্নতম্।
সপ্তরক্তং ত্রিগম্ভীরং ত্রিবিশালং প্রশস্যতে ॥৫

পঞ্চ অঙ্গ দীর্ঘ, চারি অঙ্গ হ্রস্ব, পঞ্চ অঙ্গ সূক্ষ্ম, ছয় অঙ্গ উন্নত, সপ্ত-অঙ্গ রক্তবর্ণ, তিন অঙ্গ গম্ভীর, এবং তিন অঙ্গ বিশাল হইলে তাহা প্রশংসনীয় ও মহাপুরুষের চিহ্ন। ৫।

সেই গুলি কি কি,তাহা নির্দ্দেশ করিতেছেন।

বাহু নেত্র দ্বয়ং কুক্ষী দ্বৌতু নাসা তথৈবচ।
স্তনয়োরন্তরঞ্চৈব পঞ্চ দীর্ঘং প্রশস্যতে ॥ ৬

বাহুদ্বয়, নেত্র যুগল, কুক্ষিযুগল, নাসাপুট এবং স্তন যুগলের মধ্যস্থল; এই পঞ্চ অঙ্গ যদি দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে প্রশংসনীয়। ৬।

গ্রীবাথ কর্ণ পৃষ্ঠঞ্চ হ্রস্বে জঙ্ঘে সুপূজিতে।
চত্বারি যস্য হ্রস্বানি পূজাং প্রাপ্নোতি নিত্যশঃ ॥৭

গ্রীবা,শ্রবণ,পৃষ্ঠ ও জঙ্ঘাদ্বয়,এবং কটীদেশ,এই অঙ্গ চতুষ্টয় হ্রস্ব হইলে প্রশস্ত। যে পুরুষের এই অঙ্গ চতুষ্টয় হ্রস্ব, তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র পূজনীয় হইয়া থাকেন।

সূক্ষ্মাণ্যঙ্গুলি পর্ব্বাণি দন্তকেশ নখত্বচঃ।
পঞ্চ সূক্ষ্মাণি যেষাংহি তে নরা দীর্ঘজীবিনঃ ॥ ৮

অঙ্গুলি পর্ব্ব, দশন, কেশ, নখ ও চর্ম্ম এই পঞ্চ অঙ্গ সূক্ষ্ম হইলে দীর্ঘ জীবি হয়। ৮।

নাসা নেত্রঞ্চ দন্তাশ্চ ললাটঞ্চ শিরস্তথা।
হৃদয়ঞ্চৈব বিজ্ঞেয়মুন্নতং ষট্ প্রশস্যতে ॥ ৯

নাসিকা, চক্ষু, দশন, ললাট, শিরঃ, বক্ষঃ, এই ছয় অঙ্গ উন্নত হইলে প্রশংসনীয়। ৯।

পাণিপাদতলৌ রক্তৌ নেত্রান্তর নখানিচ।
তালুকাধর জিহ্বাচ সপ্তরক্তং প্রশস্যতে ॥ ১০

করতল, পদতল, চক্ষু প্রান্ত, নখ, তালু, অধর, জিহ্বা এই সপ্ত অঙ্গ রক্তবর্ণ হইলে প্রশংসনীয়।১০

স্বরো বুদ্ধিশ্চ নাভিশ্চ ত্রিগম্ভীর মুদাহৃতং।
ত্রয়ং যস্যতু বিস্তীর্ণং তস্য শ্রীঃ সর্ব্বতোমুখী ॥১১

স্বর, বুদ্ধি ও নাভি এই তিনটি গম্ভীর হইলেই প্রশংসনীয়।

বক্ষঃ, মস্তক, ললাট এই তিন স্থান বিস্তীর্ণ হইলে প্রশস্ত। যাহার এই তিন অংশ বিস্তীর্ণ, তিনি সর্ব্বতোভাবে লক্ষ্মীমান হইয়া থাকেন।১১

কটিবিশালা বহুপুত্রভাগী
বিশাল হস্তোনরঃ পুঙ্গবস্যাৎ।

তাহাকে সামুদ্রিকশাস্ত্র কহে। সামুদ্রিক নামা ব্যক্তি ইহার রচয়িতা। আমরা সেই সামুদ্রিক-শাস্ত্রের মূল ও অনুবাদ সমালোচকে প্রকাশ

শিরো বিশালং নরপূজিতঃস্যাৎ ॥১২

কটিদেশ বিশাল হইলে বহুপুত্রবান হয়, বাহু দীর্ঘ হইলে নরশ্রেষ্ঠ, হৃদয় বিস্তীর্ণ হইলে ধনধান্যশালী হইয়া থাকে, আর যদি মস্তক বিশাল হয়, তাহা হইলে মনুষ্য মধ্যে পূজনীয় হইয়া থাকে। ১২।

ন শ্রাস্ত্যজাতি রক্তাক্ষং নার্থঃ কনক পিঙ্গলম্।
দীর্ঘ বাহুং নচৈশ্বর্য্যং ন সৌখ্যং প্রহসন্মুখম্ ॥১৩

যাহার নেত্র প্রান্ত লোহিত বর্ণ, লক্ষ্মী তাহাকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না। যাহার দেহ তপ্ত স্বর্ণবৎ গৌরবর্ণ, সে কখন নির্দ্ধন হয় না। যাহার বাহু দীর্ঘ, সে কখন ঐশ্বর্য্যহীন হয় না। যাহার মুখ সর্ব্বদা হাস্যপূর্ণ, সে কখন দুঃখ ভোগ করে না। ১৩।

কদাচিদ্দন্তুরো মূর্খঃ কদাচিৎ লোমশঃ সুখী।
কদাচিত্তুন্দিলো দুঃখী কদাচিৎ চঞ্চলা সতী ॥১৪

যাহার দন্ত উন্নত সে কদাচিৎ মূর্খ হয়, লোমশ ব্যক্তিও কদাচিৎ সুখী হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তুন্দিল, সে কদাচিৎ দুঃখ ভোগ করে, আর চঞ্চলা কামিনীও কদাচিৎ সতী হইয়া থাকে। ১৪।

নেত্র স্নেহেন সৌভাগ্যং দন্ত স্নেহেন ভোজনং।
হস্ত স্নেহেন চৈশ্বর্য্যং পাদ স্নেহেন বাহনং ॥১৫

যাহার নেত্র দ্বয় স্নিগ্ধ, সে সৌভাগ্যবান হয়। যাহার দন্ত গুলি চিকণ সে উপাদেয় দ্রব্য ভোজন করে। যাহার পাণিতল স্নিগ্ধ, সে যান বাহন উপভোগ করে। ১৫।

অকর্ম্মকঠিনৌ হস্তৌপাদাবধ্বনি কোমলৌ।
যস্য পাণিতলৌ রক্তৌ তস্য রাজ্যং
বিনির্দ্দিশেৎ ॥ ১৬

কর্ম্ম না করিয়াও যাহার করদ্বয় কঠিন, পথ যাহার পাণিতল লোহিত, সে রাজ্য লাভ করিয়া থাকে। ১৬

দীর্ঘ লিঙ্গেন দারিদ্র্যং স্থূল লিঙ্গেন নির্দ্ধনঃ।
কৃশ লিঙ্গেন সৌভাগ্যং হ্রস্ব লিঙ্গেন ভূপতিঃ ॥১৭

লিঙ্গ দীর্ঘ হইলে সে দরিদ্র, স্থূল হইলে নির্দ্ধন, কৃশ হইলে সৌভাগ্যশালী এবং হ্রস্ব হইলে রাজা হয়। ১৭।

যস্যোন্নতং ললাটঞ্চ তাম্র বর্ণঞ্চ দৃশ্যতে।
রেখাহীনশ্চ কক্ষশ্চ স চোন্মত্তোমহীং ভ্রমেৎ ॥১৮

যাহার কেশ তাম্রবর্ণ ও উন্নত এবং যাহার কক্ষদেশে কোন রেখা দৃষ্ট হয় না, সে উন্মত্ত হইয়া অবনী পর্য্যটন করে। ১৮।

যস্যাজিহ্বা ভবেদ্দীর্ঘা নাসাগ্রং লেঢ়ি সর্ব্বদা।
যোগী ভবতি নির্ব্বাণঃ পৃথ্বীং ভ্রমতি সর্ব্বদা ॥১৯

যাহার জিহ্বা এরূপ দীর্ঘ যে, তদ্দ্বারা নাসিকার অগ্রদেশ লেহন বা স্পর্শ করিতে পারে, সে যোগী ও মুমুক্ষু হইয়া নিরন্তর ধরণী পরিভ্রমণ করে। ১৯

দন্তাশ্চ বিরলা যস্য গণ্ডে কূপোহপিজায়তে।
পরস্ত্রীরমণো নিত্যং পরাবত্তেন বিত্তবান্ ॥২০

যাহার দশন পংক্তি বিরল অর্থাৎ ছাড়াছাড়ি, হাস্যকালে যাহার গণ্ডে গর্ত্ত দৃষ্ট হয়, সে পরের ধনে ধনী হইয়া সর্ব্বদা পরস্ত্রী রমণ করে। ২০।

কর্ক শৈঃ কাঠিনৈর্লিঙ্গৈঃ প্রমাণান্নির্গতৈঃ সদা।
রমতেচ সদাদাসীং নিধনো ভবতি ধ্রুবম্ ॥২১

যাহার উপস্থ কর্কশ ও কঠিন এবং নিরন্তর মুখাবরণ উন্মুক্ত, সে নিশ্চয়ই নির্ধনী হয় এবং দাসীতে নিরত থাকে। ২১

কৃশ লিঙ্গেন সূক্ষ্মেণ রক্তবর্ণেণ ভূপতিঃ।
বহু স্ত্রী রমনোনিত্যং নারীনাং বল্লভো ভবেৎ ॥২২,

উপস্থ কৃশ, সূক্ষ্ম ও রক্তবর্ণ হইলে ভূপতি হয় এবং কামিনীগণের কান্ত ও প্রীতির পাত্র হইয়া নিরন্তর বহু নারীর সহিত রতি ক্রীড়া

যস্য পাদতলে পদ্মং চক্রং বাপ্যথ তোরণম্।
অঙ্কুশং কুলীশং বাপি সরাজা ভবতি ধ্রুবম্ ॥২৩

যাহার পদতলে পদ্ম, চক্র, তোরণ, অঙ্কুশ বা বজ্রচিহ্ন আছে, তিনি নিশ্চয়ই ভূপতি হন।২৩

কৃশাতি লোমশা যে স্যুঃ কেকরাক্ষাঃ কুচেলকাঃ।
কাতরা ব্যালজিহ্বাশ্চ তে দরিদ্রা ন সংশয়ঃ ॥২৪

যাহাদের সর্ব্বাঙ্গ লোমে আচ্ছন্ন, যাহারা কৃশ, দৃষ্টি বক্র, যাহাদের জিহ্বা হিংস্র জন্তুর জিহ্বার ন্যায় তাহারা দরিদ্র হয়।২৪।

কপিলা মলিনাঙ্গাশ্চ হ্রস্বাশ্চৈব বৃহন্নখাঃ।
কৃশাতি দীর্ঘা মনুজাস্তে দরিদ্রা ন সংশয়ঃ ॥২৫

যাহারা কপিল, যাহাদের শরীর হ্রস্ব ও মলিন, যাহাদের নখ বৃহৎ কিম্বা যাহারা কৃশ অথবা সাতিশয় দীর্ঘ, তাহারা দরিদ্র হয়। ২৫।

চিবুকে শ্মশ্রু শূন্যা যে নির্লোমহৃদয়াশ্চ যে।
তে ধূর্ত্তা নৈব সন্দেহঃ সমগ্র বচনং যথা ॥২৬

যাহাদের চিবুক শ্মশ্রুহীন, যাহাদের হৃদয় লোমহীন তাহারা ধূর্ত্ত হইয়া থাকে।২৬।

সূচী মুখা ভগ্ন পৃষ্ঠাঃ কৃষ্ণদন্তাঃ কুচেলকাঃ।
বক্রনাসা বজ্রনাসাস্তে নরা দুষ্ট মানসাঃ ॥২৭

যাহাদের বদন ছুঁচাল, পৃষ্ঠদেশ ভঙ্গুর, দন্ত কৃষ্ণবর্ণ, পরিচ্ছদ মলিন, নাসিকা বক্র বা বজ্রতুল্য তাহারা দুষ্ট চিত্ত।২৭।

দয়ালবশ্চ দাতারো রূপবন্তো জিতেন্দ্রিয়াঃ।
পরোপকারিণশ্চৈব তেঽপূর্ব্বা মানবাঃ স্মৃতাঃ ॥২৮

যাহারা দয়ালু, দাতা, সুরূপ, জিতেন্দ্রিয় ও পরোপকারী তাঁহারা অপূর্ব্ব মনুষ্য বলিয়া গণ্য।২৮।

যস্যাঃ পদতলে রেখা সা ভবেৎ ক্ষিতি পাঙ্গনা।
ভবেদখণ্ড ভোগাচ যা মধ্যাঙ্গুলি সঙ্গতা ॥২৯

যে রমণীর চরণতলে রেখা থাকিবে, সে রাজ মহিষী হয়। যাহার মধ্যম অঙ্গুলি অন্য অঙ্গুলির সহিত মিলিত, সে চিরদিন উত্তম ভোগে থাকে।২৯।

উন্নতো মাংসলোঽঙ্গুষ্ঠো বর্ত্তুলোঽতুল ভোগদঃ।
বক্রো হ্রস্বশ্চ চিপিটঃ সুখ সৌভাগ্য ভঞ্জকঃ ॥৩০

যাহার অঙ্গুষ্ঠ বর্ত্তুলাকৃতি ও মাংসল এবং উহার অগ্রভাগ উন্নত, সেই নারী অতুল সুখ সৌভাগ্য সম্ভোগ করে। যাহার অঙ্গুষ্ঠ বক্র, হ্রস্ব ও চিপিট তাহার ভাগ্যে সুখ সম্পত্তি ভোগ হয় না। ৩০।

দীর্ঘাঙ্গুলিভিঃ কুলটা কৃশাভি রতি নির্ধনা।
হ্রস্বাভিঃ স্যাচ্চ হ্রস্বায়ুর্ভগ্নাভি র্ভগ্নবর্ত্তিনী ॥৩১

যাহার অঙ্গুলি দীর্ঘ, সে কুলটা হয়। যাহার অঙ্গুলি কৃশ সে দরিদ্রা হয়। যাহার অঙ্গুলি খর্ব্ব, সে অল্পায়ু হয়। যাহার অঙ্গুলি ভগ্নবৎ, সে ভগ্ন অবস্থায় থাকে। ৩১।

চিপিটাভি র্ভবেদ্দাসী বিরলাভির্দরিদ্রিণী ॥৩২

যাহার অঙ্গুলি চ্যাপটা, সে পরের দাসী হয়। যাহার অঙ্গুলি বিরল, সে দুঃখিনী হইয়া থাকে। ৩২।

পরস্পরং যদাঙ্গুল্যা সমারূঢ়া ভবন্তিহি।
হত্বা বহুনপি পতীন্ পরপ্রেষ্যা তদা ভবেৎ ॥৩৩

যে নারীর অঙ্গুলি সকল পরস্পর সংলগ্ন, সে বহুপতি ধ্বংস করিয়াও পরের কিঙ্করী হয়। ৩৩।

স্নিগ্ধাঃ সমুন্নতাস্তাম্রা বৃত্তাঃ পাদনখাঃ শুভাঃ।
রাজ্ঞীত্ব সূচকং স্ত্রীণাং পাদ পৃষ্ঠসমুন্নতিং ॥৩৪

যে নারীর চরণের নখ স্নিগ্ধ, সমুন্নত, তাম্রবর্ণ, গোলাকার ও সুদৃশ্য এবং যাহার চরণ তলের পৃষ্ঠদেশ উন্নত সে রাজমহিষী হয়।৩৪।

সম পার্ষ্ণীশুভা নারী পৃথুপার্ষ্ণী সুদুর্ভগা।
কুলাটান্নত পার্ষ্ণীস্যাৎ দীর্ঘ পার্ষ্ণীচ দুঃখভাক্ ॥৩৫

পার্ষ্ণীদেশ সমান হইলে সেই নারী সুলক্ষণা বলিয়া গণ্যা। পার্ষ্ণীদেশ পৃথু হইলে সে

হইয়া থাকে। যাহার পার্শ্ব দীর্ঘ, সে দুঃখ ভাগিনী হয়।৩৫। ক্রমশঃ

সমালোচনা।

(সমালোচক সমিতির বিবরণ।)

শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত।—কাল পরিমাণ, গ্রহগণের মধ্যে, শীঘ্র ও মন্দোচ্চ, স্পষ্টগতি, পঞ্চাঙ্গ সাধন, অয়নাংশ ও লগ্ন প্রভৃতি আনয়নের মূলের সরল বাঙ্গলা অনুবাদ। শ্রীবিমলাপ্রসাদ দত্ত কর্ত্তৃক প্রণীত।

জ্যোতিষ শাস্ত্র বড় কঠিন—এর অনুবাদ করিতে হইলে আরও সরল ভাষায় বিস্তৃত ভাবে লেখা উচিৎ। এত ক্ষুদ্রের ভিতর যা লেখা হইয়াছে, তাহা সাধারণের উপকারে না আসিলেও যাঁহারা জ্যোতিষ শাস্ত্রের কিছু কিছু জানেন, তাঁহাদের উপকারে লাগিলেও লাগিতে পারে।

* * *

একজন গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থ ভাল করিয়া সমালোচনা করিবার জন্য নিতান্ত অনুরোধ করিয়া আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছেন, কিন্তু পুস্তকখানি পাঠান নাই। এরূপ ধরণে ও কি কোথাও কোথাও সমালোচনা হয়? যাহা হউক, যখন তিনি এত অনুরোধ করিয়াছেন, তখন বাধ্য হইয়া আমাদিগকে বলিতে হইতেছে, পুস্তকখানি খুব উত্তম হইয়াছে। পুস্তকের নাম জানিতে হইলে, পাঠকগণ তাহা ক্রয় করিয়া জানিবেন। গ্রন্থকারের নাম, শ্রীসারদা প্রসাদ

* * *

ধন্বন্তরী ২১ বটিকা।—বি.এল্ গোস্বামীর আবিষ্কৃত। ইহা নাকি জ্বরের ঔষধ। সত্য মিথ্যা ভগবান জানেন, তবে আমরা শুনিয়াছি, ইহাতে নাকি স্ত্রীলোকের রক্তস্রাবকর পদার্থ আছে—সকলে সাবধান, যেন সুধা ভ্রমে গরল সেবন না করেন। বি, এল গোস্বামী একজন অশিক্ষিত ও অসচ্চরিত্র লোক। এরূপ পেটেন্ট অষুদের উপর পুলীসের দৃষ্টি কেন না পড়ে আমরা বুঝি না।

* * *

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ।—সরল জ্বর চিকিৎসা, ধাত্রীবিদ্যা প্রভৃতি গ্রন্থকার ও প্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় এল, এম, এস্ কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত। সর্ব্ববিধ জ্বরের ঔষধ।

আমরা এতদ্দেশীয় কয়েকটি ভদ্রলোকের অনুরোধে বাধ্য হইয়া "সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ" সমালোচনায় প্রবৃত্ত হই। বলা বাহুল্য অষুদের সমালোচনা করিতে সুদীর্ঘ কাল লাগে, বই নহে যে, পড়িয়া সমালোচনা হইবে। তবে অনেকে অষুদের বিজ্ঞাপন পড়িয়া সমালোচনা করেন, আমরা তাহা পারি না।

সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ সমালোচনা জন্য ক্ষেত্র অনুসন্ধান করিয়া একটি দরিদ্র বালককে পাইলাম। বালকের বয়স ৭।৮ বৎসর। তাহার বয়স যখন ছয় বৎসর, তখনই তাহার জ্বর হয় এ পর্য্যন্ত তাহা সারে নাই। তাহার পিতা নাই, মাতা আছে,—মায়েরও সেই একমাত্র পুত্র। সে গায়ের গহনা বেচিয়া, ভিক্ষা করিয়া এ যাবৎ অনেক চিকিৎসককে দেখাইয়াছে, অনেক পেটেন্ট অষুদ খাওয়াইয়াছে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নাই। জ্বর রোজই হইত—চব্বিশ ঘণ্টাই অল্প

করা যাইত, তখনই তাপমান যন্ত্রে ১০০ ডীক্রি তাপ দেখা যাইত ;—কোন কোন দিন বৈকালে ১০২ ডীক্রি পর্য্যন্ত হইত। পায়ের পাতা, উদর, গণ্ডদ্বয় ঈষৎ স্ফীতও হইয়াছিল।

ইহাকে সাবধানে সযতনে ঠিক্ ব্যবস্থা মত সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ ব্যবহার আরম্ভ করাইলাম। চারি দিন ঔষধ সেবনের পর একদিন সকালে গিয়া দেখি, তাহার হাত পায়ের জল ভার আর নাই। সাতদিনের দিন সকালে দেখিলাম তাহার শরীরের উত্তাপ স্বাভাবিক। বিকালে ১০১ ডীক্রি। মনে আশার সঞ্চার হইল। যথা নিয়মে তিন সপ্তাহ সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ ব্যবহার করানগেল,—আর জ্বর নাই। শরীরের চেহারা ফিরিতে আরম্ভ হইল। আরও কিছু দিন তাহাকে সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ ব্যবহার করান গেল,—এখন বালক সম্পূর্ণ আরোগ্য।

এই হতাশ-জীবন বালককে সর্ব্বজ্বরাঙ্কুশ জীবন দান দিয়াছে,—তাহার দুঃখিনী মাতার আনন্দ আর ধরে না। আমরাও যে কত আনন্দ, কত সুখ অনুভব করিয়াছি, তাহা বলিবার নহে। সাধারণকে অনুরোধ করি এমন ঔষধ যাহাতে পল্লীতে পল্লীতে বিক্রয় হয়—তার জন্য উদ্যোগ ও চেষ্টা করুন। স্বয়ং যদুবাবুর তত্ত্বাবধানে গরীবপুরে ইহা প্রস্তুত হয়। ঠিকানা মাঝের গাঁ পোষ্ট (নদীয়া)

সংবাদ ও মন্তব্য।

দস্যুবীর—মধ্যভারতে যেমন তান্তিয়া ভীল প্রসিদ্ধ দস্যুছিল, তত বড় না হউক, মিরাট অঞ্চলে ঝুণ্ডাও প্রসিদ্ধ ডাকাত। পুলীশ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে ধরিতে পারিতেছে না। সে নাকি পুলীশের সম্মুখে, পুলীশের চোখে, ধুলা দিয়া সদলবলে ডাকাতি করিতেছে।

বিদেশে শাড়ী—মার্কিন মহিলারা গাউন ছাড়িয়া শাড়ী পরিতে আরম্ভ করিয়াছেন,—আর আমাদের দাদাবাবুরা শাড়ী ছাড়িয়া গাউন ধরিতেছেন, সুবিধা কাহারা বেশী বুঝিতেছেন, জানি না।

মক্কায় দুর্ভিক্ষ—মক্কায় বড় দুর্ভিক্ষ হইয়াছে, অন্নাভাবে মুসলমানগণ মারা যাইতেছে। সকলেরই সাহায্য করা [illegible] দের নিজাম নিজে ২৫ হাজার টাকা দা[illegible]

তাড়িতে যুদ্ধ—তাড়িতের বলে জগতে অনেক অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে। এখন যুদ্ধ কার্য্যেও তাড়িতালোক প্রয়োগ হইবে ফরাসিগণ যুদ্ধ-জাহাজ সকল তাড়িতালোকে আলোকিত করিতেছেন, তাহার সাহায্যে রাত্রিতে দিনের ন্যায় যুদ্ধ চলিবে।—চপলা এত দিন প্রেমে মাতিয়া স্বামী মেঘের কোলেই খেলা করিতেন, এখন রণস্থলেও পশিতে হইল!

বিধবার প্রেম—একটি ব্রাহ্ম যুবক বিধবা বিবাহ করিয়া সস্ত্রীক কাশীবাসী হইয়াছিলেন। স্ত্রী বিধবা হইয়াও কিন্তু একধবে তৃপ্ত হইলেন না; নূতনে হাত বাড়াইলেন। পত্নীর এই ব্যবহারে যুবক সন্তাপিত হইয়া পত্নীকে হত্যা করিয়াছেন। শুনিয়াছি ব্রাহ্মদের চিত্ত নাকি

বিসর্জ্জন,—ওনবে নাকি তাঁহারা নেটিভ নিগারদের মত শান্তি নষ্ট করেন না।—তবে এ কিরূপ?

কলস্ পয়ন্টের নিকট মাটির নীচে ৬॥০ ফুট দার্ঘ ও ৯ ইঞ্চি পরিধি বিশিষ্ট এক বন্দুক পাওয়া গিয়াছে। তাহার গায়ে সোণার অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় কি লেখা আছে। অনেকে এই বন্দুক প্রাচীন হিন্দুরাজত্বের সময়ের বলিয়া অনুমান করিতেছেন।

বৌ বদল—রংপুর জেলার অন্তর্গত কৈমারী ...রাজবংশী জানি না কি কারণে ...ন স্ত্রী উভয়ে বদলা বদলি করিয়াছে। এরূপ ঘটনা আমরা এই নূতন শুনিলাম। বৌ বদলের কারণ কি, তোমরা কেউ বলিতে পার?—হয় ত উল্টা পাল্টা প্রেমের ঝোঁক পড়িয়াছিল। সেক্‌সপিয়ারের "নিদাঘ-নিশিথের স্বপ্ন" নামক পুস্তকে পরীরাজের দ্রব্যগুণ ব্যপারে শুনিয়াছি এইরূপ হইয়াছিল।

ঢাকায় রুক্মার আবির্ভাব—ঢাকার এক পতি তাঁর পত্নীর উপর হয় স্বত্ব পাইবার আর নয় বিবাহের খরচা পাইবার জন্য নালিশ করেন; পত্নী কিন্তু আদালতে বলেন ও রুগ্ন, মূর্খ, দরিদ্র স্বামীকে আমি লইতে প্রস্তুত নহি। একি বিলাত হইল?—বল দেখি চোকের জল থাকে কি করিয়া? এই কি সেই ভারত,—যে ভারতে সতী, সীতা দময়ন্তী সাবিত্রীর জন্ম হইয়াছিল?

প্রবন্ধ প্রেরকগণের প্রতি।

একটি চিন্তা।—পদ্য প্রবন্ধ সমালোচকে সাধারণতঃ খুব কমই প্রকাশ হইবে। বিশেষতঃ এ অর্দ্ধাংশ; সুতরাং ইহা সমালোচকে প্রকাশ করিতে সক্ষম নহি। সারবান, সংক্ষিপ্ত গদ্য প্রবন্ধ পাঠাইলে প্রকাশ করিতে পারিব।

ভালবাসা, ভারত কাঁদে কেন? বিরহিনী রাধিকা, কবিতা লহরী, ভুলে যাও—ইহা এক জনেরই লেখা। লিখিবার সাধ হইলে, একটু পরিশ্রম করিয়া লেখা উচিৎ—অসম্পূর্ণ প্রবন্ধ সমালোচকে প্রকাশ হইবে না।

বীণা।—পরিশ্রম করিয়া লিখিলে ইনি ভবিষ্যতে ভাল লেখক হইতে পারিবেন। লেখার ভাব ভাল আছে—তবে বীণা বাজিতে বাজিতে স্থানে স্থানে বেসুরা বলিয়াছে বলিয়া, এবার প্রকাশ করিতে পারিলাম না। যত্ন করিয়া লিখিলে অন্যান্য প্রবন্ধ প্রকাশ হইতে পারিবে।

আঁধার।—পাঠ করিতে আমরাও চোখে আঁধার দেখিয়াছি। কাগজের এক পিঠে ভাল কালি কলমে লিখিবেন। পড়া গেল না, সুতরাং ভাল মন্দের বিষয় কিছুই জানিতে পারিলাম না, প্রকাশও হইল না।

এই প্রবন্ধগুলি আর এক মাস কাল আমাদিগের আফিসে থাকিবে, যাঁহার প্রবন্ধ তাঁহার যদি ফিরাইয়া লইবার আবশ্যক হয়, ৵১০ আনার টিকিট সহ নাম ধাম লিখিয়া পাঠাইলে ফিরাইয়া দিব। একমাস উত্তীর্ণ হইয়া গেলে, নষ্ট করিয়া ফেলা হইবে। তখন চাহিলে আর পাইবার উপায় থাকিবে না।

THE SAMALOCHAK

সমালোচক।

সম্পাদক—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

১ম খণ্ড, ১২৯৭ } সমালোচক সমিতির মাসিক পত্র। { ৪র্থ সংখ্যা, শ্রাবণ।

চৈতন্য-ধর্ম্ম।

মাধুর্য্যরস প্রথম

চৈতন্য প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মে রাধিকার ... বাড়ি। রাধা বলিতে চৈতন্যের চক্ষুর জল ঝরিত—রাধা নামে তাঁহার মূর্চ্ছা হইত, জীবকে তিনি রাধার নাম করিতে বলিতেন,—সেইজন্যই ত এখনকার অনেকে চৈতন্যের নাম করিলেই খড়্গ হস্ত হয়েন। কেননা, বৃন্দাবন বিলাসিনী, কুলকলঙ্কিণী, বৃষ ভানু-নন্দিনীর কথা লইয়াই যে ধর্ম্মের গোড়া সে ধর্ম্ম কি ধর্ম্মপদ বাচ্য হইতে পারে?

পারে না,—কিন্তু রাধার অভ্যন্তরে কি আছে, কি জন্য বৈষ্ণব রাধা নামে অশ্রু পরিত্যাগ করেন, তাহা বিবেচনা করিয়া দেখা সকলেরই কর্ত্তব্য,—অন্ততঃ আমরা কর্ত্তব্য বলিয়াই ভাবি। ভাবি বলিয়াই, সমালোচকে ইহার আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

ঈশ্বর অনন্ত প্রকৃতি। আমরা ক্ষুদ্র প্রকৃতি। তাঁহার গুণগুলি সংখ্যার অনন্ত, সম্প্রসারণেও অনন্ত। যে ক্ষুদ্র, অনন্ত তাহার আদর্শ হইবে কি প্রকারে? সমুদ্রের আদর্শে কি পুকুর কাটা যায়, না আকাশের অনুকরণে চাঁদোয়া খাটান যায়? এইজন্য ধর্ম্মেতিহাসের প্রয়োজন। ধর্ম্মেতিহাসের প্রকৃত আদর্শ নিউটেষ্টেমেণ্টের, এবং আমাদের পুরাণেতিহাসের প্রক্ষিপ্তাংশ বাদে সারভাগ। ধর্ম্মেতিহাসে (Religious History) প্রকৃত ধার্ম্মিকদিগের চরিত্র ব্যাখ্যাত থাকে। অনন্ত প্রকৃতি ঈশ্বর উপাসকের প্রথমাবস্থায় তাহার আদর্শ হইতে পারেন না, ইহা সত্য, কিন্তু ঈশ্বরের অনুকারী মনুষ্যেরা,—অর্থাৎ যাঁহাদিগের গুণাধিক্য দেখিয়া ঈশ্বরাংশ বা ঈশ্বর জানিত বিবেচনা করা যায়, অথবা যাঁহাদিগকে ঈশ্বর সাধক বলিয়া মনে করা যায়, তাঁহারাই সেখানে বাঞ্ছনীয় আদর্শ। এইজন্য যীশু খৃষ্ট খৃষ্টিয়ানের আদর্শ, শাক্যসিংহ বৌদ্ধের আদর্শ। কিন্তু এরূপ ধর্ম্ম পবিবর্দ্ধক আদর্শ যেমন হিন্দুশাস্ত্রে আছে, এমন আর পৃথিবীর

—কোন জাতির মধ্যে ব্রহ্মর্ষি, নারদাদি দেবর্ষি, অনুশীলনের চরমা-দ, যুধিষ্ঠির, অর্জ্জুন, ..., দেবব্রত ভীম প্রভৃতি ক্ষত্রিয়গণও আছেন।—এই যেমন সকল দেশের সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই এক একটা প্রথমাবলম্বনাদর্শ আছে, তদ্রূপ ও চৈতন্য ধর্ম্মেরও প্রথম আদর্শ আছে। চৈতন্য ধর্ম্মের প্রথমাদর্শ, সনক, সনাতন, ধ্রুব, প্রহ্লাদ,—নন্দ, যশোদা,—শ্রীদাম সুবল প্রভৃতি সকলেই সাধকের আদর্শ—কিন্তু প্রধানাদর্শ—প্রেমভক্তির পূর্ণ আদর্শ—শ্রীমতী প্রেমময়ী রাধিকা।

চৈতন্য চরিতামৃতে কবিরাজ এ কথা অনেক বার বলিয়াছেন;—মধ্যখণ্ডে চৈতন্যের সহিত রামানন্দের ধর্ম্মালোচনায় চৈতন্যদেব রামানন্দকে সাধনার কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, রামানন্দ একে একে তাহার উত্তর দিতেছেন। রামানন্দ "কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ" অর্থাৎ ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম্ম হইতে আর দাস্য সখ্য, বাৎসল্যাদি সকল রূপ সাধনার কথা বলিলেন। চৈতন্যের প্রাণের পিপাসা যেন তাহাতে মিটিল না,—তিনি আরও শুনিতে চাহিলেন। রামানন্দ শেষ কথা বলিলেন,

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়।
এক দুই গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য়॥
গুণাধিক মাধুর্য্যাধিক বাড়ে সর্ব্ব রসে।
শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্যের গুণ
মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেমন পর পর ভূতে।
দুই তিন গণনে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেমহৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥

* * *

কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে।
যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে।
এই প্রেমের অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয় কহে ভাগবতে॥

* * *

যদ্যপি সৌন্দর্য্য কৃষ্ণ মাধুর্য্যের ধূর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তার বাড়য়ে মাধুর্য্য॥
প্রভু কহে এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
...কহ যদি আগে কিছু হয়॥
...আগে পুছে হেন জনে।
...জানি আছয়ে ভুবনে॥
...সাধ্য রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেতে ব্যাখানি॥

রামানন্দ যাহা বলিলেন,—এতক্ষণের পর চৈতন্যের এখন তাহাই বড় ভাল লাগিল। এখন তাঁহার মনের মত কথা হইল। চৈতন্য চরিতামৃতের পূর্ব্বোক্ত কথা গুলিতে বোধ হয় সকলেই বুঝিয়াছেন, যে চৈতন্য প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের মতে ঐকান্তিকী প্রেমভক্তিই ঈশ্বরোপসনার উৎকৃষ্ট সাধন, সোৎসাহ মাধুর্য্য রসই সাধনার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন।

বৈষ্ণবের প্রধান সাধন প্রেম-ভক্তি। বৈষ্ণবের মতে ভগবানে প্রেমভক্তিই সদ্গতির প্রধান উপায়। কেহ বলেন, ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি, অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত মহিমার বিষয় নিরন্তর স্থির চিত্তে চিন্তা করিয়া, সাধকে ক্রমেই আপনার

ক্ষুদ্রত্ব, অণুত্ব উপলব্ধি করিবেন, এই উপলব্ধি হইলেই তাঁহার প্রকৃত বিনয় হইবে, আপনার অকিঞ্চন ভাব বুঝিতে পারিবেন। সেই বিনয়ই ধর্ম্মের প্রকৃত ভাব। কেহ বলেন, ঈশ্বরের দণ্ড প্রণেতৃত্ব ভাব হৃদয়ে সম্যক্‌রূপে ধারণা করিতে পারিলেই প্রকৃত ধর্ম্মভাবের উপলব্ধ হয়; ঈশ্বরের ভীতিই ধর্ম্মের মূল। অপরেরা বলেন, যে ভয়ত বালকের পক্ষেই কর্ম্মের নিবর্ত্তক বা প্রবর্ত্তক পরম জ্ঞানী সাধক—তিনি ভীতি তাড়িত থাকিবেন কেন? ঈশ্বরে শ্রদ্ধাই ধর্ম্মের মূল। ঈশ্বরকে পিতার মত শ্রদ্ধা করিতে হইবে। আর এক পক্ষ বলেন, যে পিতাকে যে শ্রদ্ধা করা যায়, তাহারও অন্তরে অন্তরে ভয় আছে; ঈশ্বরে ভয়ের লেশমাত্র থাকা উচিৎ নহে। ঈশ্বরকে মাতৃজ্ঞানে ভক্তি করিতে হইবে। "কুপুত্র যদ্যাপ হয়, কুমাতা কখন নয়।" আমরা অজ্ঞাত, অকৃতজ্ঞ সন্তান, তিনি করুণাময়ী। তাঁহার স্নেহময় উৎসঙ্গে লইয়া তিনি সকলকেই তাঁহার অজস্র ক্ষীর ধারায় পাগল করিতেছেন। চৈতন্য-ধর্ম্মের কথা "যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তেছে। যে যেমন বুঝেন, তাঁহার সেই ভাবেই সাধনা করা উচিত; কিন্তু আমি বুঝি ঈশ্বর আনন্দময় প্রেমময় নায়ক। তিনি বৈকুণ্ঠ-বাসী; তাঁহার কাছে সাধকের কিছুমাত্র কুণ্ঠা বা সঙ্কোচ নাই। বিশ্রব্ধা নায়িকার প্রেমভক্তিই আমার অবলম্বনীয় সাধন। নায়ক নায়িকার যেরূপ প্রেমভক্তি, ঈশ্বরে সেইরূপ ঐকান্তিকী—প্রেম-ভক্তিই সদ্গতির প্রধান সাধন। এটি বড় বিষম কথা। নায়ক-নায়িকা - এই দুইটি কথা মনে আসিলেই রঙ্গরসের কথা মনে আসে, কিশোর বয়সের লীলা খেলার কথা মনে পড়ে, সেই শিরায় শিরায় তড়িৎ সঞ্চার, সেই আবেশের বিহ্বলতা, সেই বিলাসের মত্ততা, সেই আত্ম তৃপ্তির স্বার্থ পরতা—সকলই মনে পড়ে। যে প্রেম-ভক্তির এই সকল উপাদান, সেই প্রেম ভক্তিই কি অনন্ত জ্ঞান, অপরিমেয়-শক্তি সম্পন্ন ঈশ্বরের উপাসনার প্রধান সাধন।

একটু ধীরে স্থিরে বেশ করিয়া বুঝা চাই যে, নায়িকার প্রেমভক্তিই শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে কেন? ঈশ্বরে ভয় যেন বালকের ভাব হইল; ঈশ্বরে পিতার মত শ্রদ্ধা যেন একটু ভয়-জড়িত ভাব বলিলাম, সাধকের দাস্য ভাবও যেন সেইরূপ ধরিলাম,—কিন্তু ঈশ্বরকে মাতার মত ভক্তি করিতে পারিলে ক্ষতি কি? তাহা শিক্ষা না করিয়া, নায়কে নায়িকার প্রেম-ভক্তিই চৈতন্যের অনুকরণীয় হইল কি রূপে? চৈতন্য ধর্ম্ম বলে, মাতৃভক্তিতে যে ঈশ্বর-সাধনা হয় না, তাহা বলি না, কিন্তু আমরা যেরূপ বুঝিয়া এই পন্থা অবলম্বন করি,—তাহা বলিতেছি।

শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রেম এই তিনটিতেই একটি পাল্‌টি প্রকৃতি ভাব আছে। অথচ বিনিময়ের ভাব নাই। বিনিময় যাহার লক্ষ্য—তাহার নাম ব্যবসাদারী। শ্রদ্ধা ভক্তিতে স্নেহ মিলে, প্রেমে প্রেম পাওয়া যায়, ইহারই নাম পাল্‌টি প্রকৃতি ভাব। পাল্‌টি প্রকৃতি ভাব থাকিলেই, সাম্য-ভাব আসিয়া পড়ে; সাম্যের স্ফূর্ত্তিতে ঐ ভাবের প্রকৃত স্ফূর্ত্তি হয়; এই সাম্যভাব পিতা পুত্রে যতটুকু আছে, মাতা পুত্রে তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী আছে,—নায়ক নায়িকা মধ্যে পূর্ণ মাত্রায় আছে। পিতার কাছে সঙ্কোচ আছে, মাতার

কাছেও কতকটা আছে নায়ক নায়িকা মধ্যে সৎকার্য্যের কোন কথারই আর সঙ্কোচ নাই। ইহাই প্রকৃত বৈকুণ্ঠ ভাব। সুতরাং নায়ক নায়িকার উপজীব্য অসঙ্কোচ প্রেম-ভাবই বৈষ্ণবের অবলম্বনীয়।

এখন বুঝিতে হইবে যে, নায়ক-ভাব ও নায়িকা-ভাবের মধ্যে কোন্ ভাবটি সাধক আপনাতে আনয়ন করিয়া ভগবানের সাধনা করিবেন? বাঙ্গালির নায়ক-নায়িকা ভাব বুঝিলে ঐ প্রশ্নের একই উত্তর সম্ভব। নায়িকার মত প্রেম ভক্তিই ঈশ্বরে প্রযুজ্য। আমাদের দেশে নায়ক-নায়িকা মধ্যে ঠিক্ সাম্যের পাল্‌টি প্রকৃতি ভাব নাই। অগাধ প্রেমের সহিত সম্পূর্ণ অসঙ্কোচ ভাবের সঙ্গে সঙ্গে, একটি অপূর্ব্ব আশ্রয় আশ্রিত ভাব আছে। যতই উদারতায় স্ত্রী পুরুষের সাম্যভাব প্রচার কর, যতই উচ্চ কণ্ঠে স্ত্রী স্বাধীনতা সংবাদ বিঘোষিত কর, যতই অবারিত-বন্ধু মুক্ত-দ্বারে নারীকে রক্ষা কর, এবং অসঙ্কোচে তাহাকে বিচরণ করিতে দাও—তবু বাঙ্গালীর কুলরমণী সেই তমালে তরুলতা, সহকারে মাধবী এবং পুরুষ—প্রণয়িণীর আশ্রয় ও অবলম্বন। বিদেশিক নায়ক নবেলের সেই তুলাদণ্ডের সাম্যভাব, আমাদের দেশের কোন শ্রেণীর নায়ক নায়িকার নাই।

প্রেমে ভক্তি,—সাম্যে বৈষম্য, প্রতিগ্রহে বিনিময়,—দাসীত্বে বন্ধুতা—এইরূপ দুই দুই বিপরীত ভাব—কেবল হিন্দু নায়িকাতেই আছে। হিন্দুনায়িকা প্রেমের সখী, অথচ ভক্তির সেবিকা, সাম্যে সহধর্ম্মিণী, বৈষম্যে দাসী; রসে ইয়ার অথচ শিক্ষায় ছাত্রী। প্রেম-ভক্তির এইরূপ রাসায়নিক সংযোগে চৈতন্য সাধনার প্রধান উপকরণ। যে সাধক, সে অবশ্যই ঈশ্বরকে আশ্রয় স্বরূপ, অবলম্বন স্বরূপ ভাবিবে। চৈতন্য প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মাবলম্বীগণ ও তাহাই ভাবেন,—তবে তাঁহার অবলম্বনের সমীপে, তাঁহার আশ্রয়ের নিকটে, তাঁহার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ নাই। তিনি ঈশ্বরকে প্রেমের চক্ষে দেখেন, মনের মানুষ, অকপটে সচ্ছন্দে মনের কথা তাঁহাকে বলেন; ভক্তির চক্ষুতে দেখেন - তিনি বিশ্ব-বিধাতা বিশ্ব নিয়ন্তা, সাধক-শরণ এবং অনাথের অবলম্বন। প্রেম-ভক্তির এরূপ রাসায়ণিক সংযোগ আর কোন ধর্ম্মে নাই। এই প্রেম-ভক্তি হয়ত কখন উপদেশে, হয়ত কখন কৃতজ্ঞতায় জন্মায়। উভয় এই সেইরূপ প্রেমভক্তি—কর্ত্তব্যতার অনুসঙ্গ বা ফল। হিন্দু নারীকে শাস্ত্রে শিক্ষা দিলেন, সমাজ শত শত দৃষ্টান্ত দেখাইল, পিতা মাতা শৈশব হইতে বলিয়া দিলেন, সখী কাণে কাণে জপ মন্ত্র দিল, যে স্বামীকে হৃদয়ের সহিত ভাল বাসিতে হয়, দেবতার মত ভক্তি করিতে হয়। সাধ্বী তাহাই শুনিল, তাহাই করিল। আজীবন সেই উপদেশ ক্ষণকালের জন্য ভুলিল না, কর্ত্তব্য পন্থা হইতে কেশ মাত্র বিচলিত হইল না, প্রেম ভক্তি-ভাব চির দিন স্বামি-সেবা ব্রত পালন করিতে লাগিল। অথবা শাস্ত্রে শুনে নাই, সমাজের সুদৃষ্টান্ত দেখে নাই, পিতা মাতা তাহাকে ওরূপ কোন কথা বলেন নাই, কিন্তু জ্ঞান হইলে বুদ্ধিমতী সতী দেখিল, যে স্বামী হইতেই ভরণ পোষণ, স্বামী হইতেই মান সম্ভ্রম, স্বামী হইতেই সুখ সম্ভোগ, সুতরাং কৃতজ্ঞতা ভাব স্থির করিল যে, স্বামি-সেবাই স্ত্রীলোকের

একমাত্র গতি; স্বামীই নারীর পরম দেবতা।—এই সিদ্ধান্ত মত তিনি চিরদিনই প্রেম-ভক্তি সহকারে স্বামী-সেবা করিতে লাগিলেন,—তাঁহার কর্ত্তব্য পন্থা হইতে কেশমাত্র বিচলিত হইলেন না। অতএব প্রেম-ভক্তি কখন উপদেশে হয়, কখন কৃতজ্ঞতায় জন্মায়। সকল রূপ প্রেম ভক্তিই স্বর্গীয় সামগ্রী।

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর যেমন প্রেম-ভক্তি কখন কৃতজ্ঞতায়, কখন উপদেশে জন্মে, তেমনি ঈশ্বরের প্রতি সাধকের প্রেম-ভক্তি কখন উপদেশে কখন কৃতজ্ঞতায় জন্মে। এই প্রেম ভক্তি সাধকের পক্ষে স্বর্গীয় জিনিষ,—আবার,

"ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্যশিরোমণি।"

চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য খণ্ড।

ক্রমশঃ।

সুখ-যামিনী।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নবীন সন্ন্যাসী মুমূর্ষা রমণীকে অগ্নির উত্তাপে সেঁকিতে লাগিলেন। তাহার গাত্রে উত্তাপ দিতে দিতে তাহার সুন্দর—শিশির ধৌত শ্বেত পদ্মের ন্যায় মুখখানির প্রতি চাহিতে-ছিলেন। নবীন সন্ন্যাসী একবার চাহেন, আবার নয়ন ফিরাইয়া লয়েন। তাপ দিতে ছিলেন, কার্য্য ভুলিয়া যান, আবার দেখেন; মনকে তিরস্কার করেন—আবার দেখেন। সেই শ্বেত পদ্মবৎ মুখখানিতে যেন তাঁহাকে একেবারে আকুল করিয়া তুলিয়াছিল, যেন এই মুখ এত দিন শয়নে স্বপনে পথ পর্য্যটনে, উত্তাল তরঙ্গ মালা সঙ্কুল সাগর-গর্ভে, হিংস্রজন্তু পরিপূর্ণ বিজনকাননে—যেন এই মুখখানি ভাবিয়াছেন। এই মুখখানির জন্য যেন তিনি পাগল।—আবার ভাবেন, দূর! তা কেন হইতে যাবে? সে জমিদারের মেয়ে—রাজার মেয়ে! সে কেন নদীতীরস্থ বৃক্ষবিচ্যুত কুসুমের ন্যায় ভাসিয়া এখানে আসিবে। আবার ভাল করিয়া দেখিতে যান,—কিন্তু মুদ্রিত নয়নের বিষণ্ণতার মধ্যে, শুষ্ক কাঠের আগুণের তীব্র আলোকে ভাল করিয়া দেখিতে পারেন না, যাহা পারেন, তাহাতেই তাঁহার প্রাণ আকুল হয়, তিনি ভাবেন,—এই আমার সেই। আবার তখনই নিরাশা আসিয়া তাঁহাকে তাড়না করে, ভ্রম তাঁহাকে ভুলাইয়া দেয়।

ক্রমে ক্রমে রমণীর নিশ্বাস পড়িল,—ধীরে ধীরে তাহার জীবন প্রবাহ বহিতে লাগিল; সন্ন্যাসী রমণীর প্রকোষ্ঠ হস্তমধ্যে লইয়া টিপিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, জীবন প্রবাহ ফিরিয়াছে, তাঁহার মুখে হর্ষের চিহ্ন দেখা দিল। তিনি এক নয়নে,—রমণীর বদন প্রতি চাহিয়া থাকি-লেন।—সে যে একদিনের দেখা, কিন্তু প্রাণে প্রাণে দেখা। তবু এক বৎসর—কত দিন চলিয়া গিয়াছে। বিশেষ এই অস্বাভাবিক দর্শনে, এ মুদিত কমল, চিনা কি সহজ কথা। কিন্তু আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এ—সে—ই। মঙ্গলময় বিধাতা আমার হৃদয়-সরসি আলো করিবার জন্য যে কমলের সৃজন করিয়াছেন,

নিশ্চয়ই এই আমার সেই প্রভাত-প্রফুল্ল নলিনী। বুঝি কেমনে কোন্ কুবাতাসে এ সংসারস্রোতে ভাসিয়া যাইতেছিল।—নবীন সন্ন্যাসী এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে একাগ্রমনে রমণীর শুশ্রূষা করিতেছিলেন, এমন সময় তথায় শুক্ল দীর্ঘ বিলম্বিত জটাজুট ধারী গেরুয়া বসন পরা এক পুরুষ প্রবেশ করিলেন, পুরুষ বৃদ্ধ,—কিন্তু সবল দেহ, সতেজ শরীর, মুখভাব সুপ্রসন্ন। সন্ন্যাসী কুটীরে প্রবেশ করিয়া ডাকিলেন,

"বেহাল!"

নবীন সন্ন্যাসীর নাম বেহালচাঁদ। বেহাল চাঁদ মুখ ফিরাইলেন। সভয়ে সত্রাসে সসম্মানে বলিলেন, "ঠাকুর!"

সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসীর নাম দয়ালচাঁদ।—সন্ন্যাসী বলিলেন, "কি করিতেছ?"

বেহাল। প্রভু একটি স্ত্রীলোক মৃতপ্রায়, তার শুশ্রূষা করিতেছি।

দয়াল। যদি মরে,—কাহার সাধ্য বাঁচাইতে পারে?

বেহাল। কথাটা কেমন হইল, বুঝিলাম না?—এখানে যেন অদৃষ্টবাদেরই দোহাই দিতেছেন। অন্য সময়ে কিন্তু আপনার তাহাই মনে থাকে না।

দয়াল। তোমাকে উপহাস করিতেছিলাম, চেষ্টা কর, বাঁচিবার সম্ভাবনা, কিরূপ দেখিতেছ?

বেহাল। অভাগিনী জলমগ্না হইয়াছিল,—অনেক চেষ্টা করিয়াছি, একটু একটু শ্বাস প্রশ্বাসও বহিতেছে—বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে।

দয়াল। তুমি যাও, আমি রমণীর সেবা করিতেছি।

বেহাল। কোথায় যাইব?

দয়াল। শিব নগরে।

বেহাল। কেন?

দয়াল। শান্তিদাস সেখানে গিয়াছে,—বিনা রক্তপাতে যদি শান্তি সংস্থাপনা হয়। কিন্তু এখনও আসিল না, ভয় হইতেছে—সন্ন্যাসীর গুপ্তচর বলিয়া যদি—

বেহাল। কাহার সাধ্য তাহা করিতে পারে।

দয়াল। তুমি যাও।

বেহাল। এই রাত্রেই ফিরিতে হইবে কি?

দয়াল। অন্ততঃ কা'ল সকালে।

বেহাল আর কোন কথা কহিলেন না,—একবার অনিমিকৃ নয়নে রমণীর অনিন্দ্য সুন্দর মুখের দিকে চাহিলেন। বেহালচাঁদ যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয়ে কেমন এক অভিনব ভাবের আবির্ভাব হইল,—প্রাণের ভিতর একটা বৈদ্যুতিক কাণ্ড হইতে লাগিল। বেহাল আর সেদিকে চাহিলেন না। তিনি—আপন মনে, উদ্ভ্রান্ত ভাবে বন পথে গাহিতে গাহিতে চলিলেন,

বহতি মলয় সমীরে
মদন মুপানিধায়।
স্ফুটতি কুসুম নিকরে
বিরহি-হৃদয়-দলনায়॥
সখি! সীদতি তব বিরহে বনমালী!
দহতি শিশির ময়ূখে
মরণ মনু করোতি।
পততি মদন বিশিখে
বিলপতি বিকল তরোহতি॥

ধ্বনতি মধুপ সমূহে
শ্রবণ মপি দধতি।
মনসি বলিত বিরহে
নিশিরুজ মুপযতি॥
বসতি বিপিন-বিতানে
ত্যজতি ললিত ধাম।
লুঠতি ধরনি শয়নে
বাহু বিলপতি তব নাম॥

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

কুটীরে বসিয়া দয়ালচাঁদ সন্ন্যাসী রমণীর শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।—একটু পরে সেখান হইতে উঠিয়া গিয়া একটা থলিয়া লইয়া পুনরায় কুটীরে প্রবেশ করিলেন, এবং থলিয়া হইতে কি একটা ঔষধ বাহির করিয়া রমণীকে সেবন করাইয়া দিলেন। অনেকক্ষণ নিস্পন্দ হৃদয়ে এই ঔষধের কিরূপ কার্য্য হইবে, তাহাই দেখিবার জন্য নীরবে বসিয়া রহিলেন।

দু'দণ্ড, চারিদণ্ড—পরে এক প্রহর অতীত হইয়া গেল, তখন সন্ন্যাসী দেখিলেন, রমণীর মুখে ধীরে ধীরে শান্তি বিরাজিত হইবার উপক্রম হইল, ক্রমে তাহার মুখের পাংশুবর্ণ ও অপনোদিত হইল,—ক্রমে তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাস স্বভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইল। রমণী ধীরে ধীরে নয়নোন্মিলন করিলেন,—ধীরে, অতি ধীরে বলিলেন,

"—আমি,—এ—কোথায়?"

দয়াল চাঁদ বলিলেন,

"ভয় নাই মা! তুমি বৈষ্ণবের আশ্রমে।"

"আমাদের নৌকা ডুবি হইয়াছিল, আমি জলমগ্ন হইয়াছিলাম—কে আমাকে উদ্ধার করিল, কে আমার এমন শত্রু ছিলেন, মরিতেও আমাকে বাধা দিলেন।"

ধীরে ধীরে থামিয়া থামিয়া রমণী এইকথা বলিলে, সন্ন্যাসী বুঝিলেন, এই ক্ষুদ্র জীবনে অবশ্যই একটা বৃহৎকাণ্ড ঘটিয়াছে। সন্ন্যাসী মনে মনে ভাবিলেন,—এ নবীন বয়সে. এত সৌন্দর্য্য লইয়া লোকের যে কাণ্ড ঘটিয়া থাকে, সম্ভবতঃ ইহারও তাহাই ঘটিয়াছে, নিশ্চয়ই এ কাহার প্রেমে মজিয়াছে। সন্ন্যাসী মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করিলেন; "—বলনা মা! তোমার নাম কি?"

রমণী এ দিক ও দিক করিতে লাগিল। কথা যেন ফুটিয়া ফুটে না।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—যদি কষ্ট হয়, বলিয়া কাজ নাই। তুমি আর একবার ঔষধ খাও।

সন্ন্যাসী তাহাকে আর একবার ঔষধ সেবন করাইয়া দিলেন,—যুবতী আবার অজ্ঞান হইল। দু চার দণ্ড করিয়া আবার প্রায় একপ্রহর গত হইল।—এইবার সে সম্পূর্ণ বল পাইল, উঠিয়া বসিল। বিচ্যুত বসনাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিয়া সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিল;

"আমি এ কোথায়?"

সন্ন্যাসী। বৈষ্ণবের আশ্রমে; তোমার কোন ভয় নাই।

রমণী। আমার পিতা মাতার কোন সম্বাদ রাখেন কি?

সন্ন্যাসী। কিছু না। তুমি কিছু জান কি?

রমণী। হাঁ, একবার জলমগ্ন হইয়াছিলাম, এই পর্য্যন্ত।

সন্ন্যাসী। তাহার পর তোমাকে বেহারা চাঁদ তুলিয়া আনিয়াছে,—আমি সে বিষয় কিছুই জানি না।

রমণী। যিনি আমাকে তুলিয়াছেন, তিনি পিতা মাতার সম্বাদ জানিলেও জানিতে পারেন, একবার যদি দয়া করিয়া তাঁহাকে ডাকিতেন॥

সন্ন্যাসী। সে এখানে নাই।

রমণী। কোথায়?

সন্ন্যাসী। শিবনগরে গিয়াছে।

রমণীর শরীর যেন শিহরিয়া উঠিল। রমণী অন্যমনস্ক হইল।—সে অনেকক্ষণ আপন মনে কি ভাবিয়া ভাবিয়া শেষ এক সুদীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,

"শিবনগর?—শিবনগর এখান হ'তে কতদূর?"

সন্ন্যাসী তাহার ভাব অবলোকন করিয়া যেন বিস্মিত হইলেন। চতুর, সংসার নিয়মাভিজ্ঞ সন্ন্যাসী ভাবিলেন,—এ জীবনের ঘটনা যাহা ভাবিয়াছিলাম, তাহা হইতেও যেন কিছু অতিরিক্ত। ধীরে স্থিরে তাহার মনের কথা লইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তাঁহার অতিরিক্ত আগ্রহ এই জন্য যে, জমিদারের মেয়ে হারাইয়াছে—যে জন্য দেশ উচ্ছিন্ন হইতেছে, তাহা জানিতে কাহারও বাঁকি নাই। এই সৌন্দর্য্যময়ী কনক-প্রতিমা বুঝি জমিদারের মেয়ে। কিন্তু তাহা হইলে এ বাপ মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিবে কেন?

তবু সন্ন্যাসীর হৃদয়ের সন্দেহ মিটিল না। তিনি বলিলেন "মা! আমি সন্ন্যাসী, বোধ হয় তুমি জান, সন্ন্যাসী মোহন্তের নিকট মিছে কথা বলিতে নাই। আর এ শ্যামসুন্দর ঠাকুরের কানন। মিথ্যা কথা বলিও না, আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিব, সত্য বলিও—কোন ভয় নাই, তোমার কোন বিপদ ঘটিবে না। ঠাকুর তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন।—তোমার নাম কি মা?

রমণীও মনে মনে তাই ভাবিল,—ভাবনা কিছু অতিরিক্ত। প্রতিভা কখন ফুটে, কখন নিভে। অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া যুবতী স্থির করিল, মরিতে হয় মরিব—তবু দেবতার নিকট সন্ন্যাসীর নিকট মিথ্যা কথা বলিব না। সে কর যোড়ে, কাতরে বলিল,

"দেব! আমার যাহাতে বিপদ না ঘটে, তাহা করিবেন। আপনারা সর্ব্বান্তর্য্যামি, আমাকে পায়ে ঠেলিবেন না। আমি মিথ্যা কথা বলিব না,—আমার নাম প্রমদা"

সন্ন্যাসী প্রমদা নামে চিনিলেন না,—পাঠক চিনিতে পারিয়াছেন কিনা জানি না। সন্ন্যাসী বলিলেন,

"তোমাদের বাড়ি কোথায়? শিবনগর কি?"

প্রমদা। হাঁ।

সন্ন্যাসী। তোমার বাপের নাম কি?

প্রমদা। প্রাণ থাকিতে মিথ্যা কথা বলিব না,—পায়ে ঠেলিতে হয় ঠেলিবেন, হিন্দুর মেয়ে মরণে ভয় করে না।

সন্ন্যাসী এই কথাতেই সব বুঝিতে পারিলেন। তবু সন্দেহ মিটাইবার জন্য বলিলেন, "ভয় নাই মা! তুমি আমার মা, আমি তোমার সন্তান। আমাদ্বারা তোমার হিতে বৈ অহিত হইবে না॥

আমার নিকট নিঃশঙ্ক চিত্তে অকপট হৃদয়ে তোমার পরিচয় প্রদান কর।"

প্রমদা তখন বলিল,—

"আমার বাপ শিব নগরের জমিদার, বিশ্বেশ্বর বাবু। পুলিন নামক জনৈক নির্ব্বাসিতাজ্ঞা প্রাপ্ত যুবককে আত্ম-সমর্পণ করিয়া তাহার গলে বর মাল্য প্রদান করিয়াছিলাম। বিবাহের রাত্রি প্রভাত না হইতেই তিনি আমার নিকট হইতে চলিয়া গিয়াছেন, শুনিয়াছি, তাঁহাকে সমুদ্র-গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া আসিয়াছে। তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করিয়াছি—হিন্দুর মেয়ের সুতরাং তিনি জীবনে মরণে স্বামী। পিতা কিন্তু তাহা জানেন না, জানিলেও শুনিবেন না, তাই আমি যে দিন দেখিলাম আমার স্বর্গ রত্ন সতীত্ব অপহৃত হইবার উপক্রম হইল, আবার অন্যের সহিত পাপ বিবাহের যোগাড় হইল, আমি সেই দিন গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িলাম। এক ব্রাহ্মণ আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন, ব্রাহ্মণের সন্তানাদি হয় নাই—তাই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী আমাকে আশ্রয় দিয়া সন্তানের মত প্রতিপালন করিতেছিলেন। শেষ আমার পিতার অত্যাচার স্মরণ করিয়া আমাকে লইয়া অন্যত্র যাইবার জন্য ব্রাহ্মণ আজ শেষ রাত্রে নৌকা যোগে বাটী হইতে বাহির হইয়াছিলেন, নৌকা ডুবি হইয়া মরিয়া যাইতেছিলাম—আপনারা রক্ষা করিয়াছেন।

সন্ন্যাসী। বাপ মায়ের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছিলে, বাপ মা কি?

প্রমদা। ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।

দয়াল চাঁদ সন্ন্যাসী দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "মা! আমি যখন তোমার উপকার করিব বলিয়াছি, তখন করিবই। কিন্তু তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কোন্ পথ অবলম্বন করিবে? একপথ অবলম্বন করিলে এখনই স্বামী পুলীনকে পাইতে পার, আর এক পথে গেলে কিছুদিন পরে স্বামীকে পাইবে এবং শিবনগরের উচ্চ প্রাসাদে অধিষ্ঠিতা হইতে পারিবে—দেশের রাজরাণী হইবে। আর ধর্ম্ম শিক্ষা করিয়া পরকালে পরমাগতি লাভ করিতে পারিবে। প্রথম পথে গমন করিলে স্বামী সহ বিজনে, গহনে—পিতৃ-ভয়ে লুকাইয়া বেড়াইতে হইবে। যেটি তোমার ইচ্ছা আমি তাহাই করিব।

প্রমদা অনেকক্ষণ অন্যমনে চিন্তা করিতে লাগিল। তাহার হৃদয়-মধ্যে যে তখন কত থানা সমুদিত হইতেছিল, কে তাহা বর্ণনা করিতে পারে। আর যে প্রমদা পুলীনের সেই প্রফুল্ল মুখকমল দেখিতে পাইবে—সে আশা সে করে নাই—এখন সে একি শুনিতেছে? তাহার হৃদয়-মধ্যে কেমন একটা অভাবনীয় ভাবের উদয় হইল। সে ভক্তি গদ গদ কণ্ঠে সন্ন্যাসীর পদ প্রান্তে বিলুণ্ঠিত হইয়া বলিল।

"দেব! হিন্দুর মেয়ের চিত্ত এত অধৈর্য্য নহে যে, ধর্ম্মপথ ভুলিয়া অন্যপথে পদার্পণ করিয়াও স্বার্থ সাধন করিবে। যে পথ ভাল, আমাকে সেই পথই দেখাইয়া দিন।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তবে বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হও। বল,—ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।"

প্রমদা।—ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

সন্ন্যাসী। বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে,—এই কয়টি কথা মনে রাখিতে হইবে। আত্ম-পর ভাবনা কিছুই থাকিবে না, পরের বলিয়া

কাজ করিবে না, আপন বলিয়াও করিবে না, কাজ করিতে হয়, বলিয়াই করিবে। নিজ স্বার্থ পরার্থ ভুলিয়া যাইবে। হৃদয় দৃঢ় চাই—ভিন্ন ভাব ভুলা চাই।—আবশ্যক হইলে অনেক কঠোর কার্য্যে হস্ত ক্ষেপ করিতে হয়।

প্রমদা। দেব! যখন বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিলাম, তখন অন্ততঃ তাহার মুটামুটী কতক-গুলি বিষয় আমাকে শিখাইয়া দিন।

সন্ন্যাসী। শান্তিদাসী সে সকল তোমায় শিখাইবে।

প্রমদা। সে কে?

সন্ন্যাসী। আমার প্রিয় শিষ্যা,—সেই স্থানে এখন তোমাকে যাইতে হইবে।

সন্ন্যাসী আর একজন সন্ন্যাসীকে ডাকিলেন, বলিলেন—'আনন্দ চাঁদ, এই বালিকাটি আমার শিষ্যা ইহাকে শান্তিদাসীর আলয়ে রাখিয়া আইস। আর তাহাকে বলিয়া আসিবে—এই রমণী হইতে আমাদের কার্য্যোদ্ধার হইবে, ইহাকে যেন সুশিক্ষা প্রদান করা হয়। আমি স্বয়ং একদিন তাহার সহিত দেখা করিয়া আসিব।"

আনন্দ চাঁদ "যে আজ্ঞা" বলিয়া প্রমদাকে সঙ্গে লইয়া গেল।

বন্দুক।

আমরা তৃতীয় সংখ্যক সমালোচকে সম্বাদ স্তম্ভে লিখিয়াছিলাম "কলস্ পয়ন্টের নিকট মাটির নীচে ৬॥০ ফুট দীর্ঘ ও ৯ ইঞ্চি পরিধি বিশিষ্ট এক বন্দুক পাওয়া গিয়াছে। তাহার গায়ে সোণার অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় কি লেখা আছে। অনেকে এই বন্দুক প্রাচীন হিন্দু রাজত্বের সময়ের বলিয়া অনুমান করিতেছেন।"

সম্বাদটা প্রকাশ হইতেই আমাদের কোন মুসলমান সহযোগী বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াছেন,— প্রাচীন হিন্দু রাজত্বকালে খুব বড় বড় বন্দুকই ব্যবহার হইত, যেটা পাওয়া গিয়াছে, সেটা তাহার মধ্যে ক্ষুদ্র। কর্ণার্জ্জুন দুর্য্যোধন প্রভৃতি বড় বড় বীরের জন্য আরও বড় বড় বন্দুক ব্যবহার হইত।—যা ছিল না, কোন ও গ্রন্থে পড়ি নাই. তাই এখন আমাদের ছিল বলিয়া গৌরব করা টা কি যুক্তি সঙ্গত।"

সহযোগী কোন গ্রন্থে পড়েন নাই—বা হিন্দুর কোন গ্রন্থ পড়েন নাই। নতুবা হিন্দু সমাজের অন্ততঃ যাহারা হিন্দুর পুরাতন গ্রন্থ পাঠ করিষা থাকেন, তাঁহারা সকলেই জানেন প্রাচীন হিন্দু রাজত্ব সময়েও বন্দুক ব্যবহার হইত।

শুক্রনীতি নামক সংস্কৃত নীতিশাস্ত্র বিষয়ক একখানি প্রাচীন গ্রন্থ আছে। গ্রন্থখানি প্রাচীন ও তখনকার সর্ব্বত্র সম্যক প্রকারে সমাদৃত ছিল। ইহার উল্লেখ অগ্নিপুরাণ ও মুদ্রা রাক্ষস নাটকে আছে। ইহাতে নালিকযন্ত্র (বন্দুক) ও

অগ্নিচূর্ণ বিষয় যে প্রকার লিখিত আছে, তাহাতে সকলেরই স্পষ্ট প্রতীতি হইবে যে, প্রাচীনকালে বন্দুক, বারুদ ও গোলা গুলি আমরা ব্যবহার করিতাম। ইংরেজই যে আমাদিগকে বন্দুক ও গোলা গুলি দেখাইতেছেন,—তাহা নহে।

নালিকযন্ত্র—বা বন্দুক।

নালিকং দ্বিবিধং জ্ঞেয়ং বৃহৎ ক্ষুদ্র বিভেদতঃ।
তির্য্যগূর্দ্ধং ছিদ্রমূলং নালং পঞ্চ বিতাস্তিকং ॥

নালিক দুই প্রকারের। বৃহৎ ও ক্ষুদ্র। কিঞ্চিৎ বক্র এবং ঊর্দ্ধ অর্থাৎ লম্বা ও পঞ্চ বিতস্তি পরিমাণ ও মূলস্থানে ছিদ্রযুক্ত।

মূলাগ্রয়োর্লক্ষ্যভেদি তিল বিন্দুযুতং সদা।
যন্ত্রাঘাতাগ্নিকৃৎ গ্রাবচূর্ণধৃক্ মূলকর্ণকম্ ॥

তাহার মূলে এবং অগ্রে লক্ষ্যভেদ সূচক দুইটি তিলবিন্দু থাকিবে, এবং মূলে ছিদ্র স্থানে কর্ণ অর্থাৎ কাণ থাকিবে; অগ্নিজনক প্রস্তর সেই স্থানে যন্ত্রাবদ্ধ থাকিবে।

সুকাষ্ঠোপাঙ্গ বুধ্নঞ্চ মধ্যাঙ্গুলি বিলান্তরম্।
স্বান্তেঽগ্নিচূর্ণ সন্ধাত্রী শলাকা সংযুতং দৃঢ়ম্ ॥

এই নালিকযন্ত্র উত্তম কাষ্ঠের উপাঙ্গে গ্রথিত ও তাহার মূল অর্থাৎ মুষ্টি বা ধারণ করিবার স্থান ও কাষ্ঠ নির্ম্মিত। মধ্যম অঙ্গুলি প্রবিষ্ট হয় এরূপ বিল অর্থাৎ মধ্যে ছিদ্র থাকিবে। তাহার গর্ত্তে অগ্নিচূর্ণের সংঘাতকারী শলাকা আবদ্ধ থাকিবে।

লঘু নালিকমপ্যেতৎ প্রধার্য্যং পত্তিসাদিভিঃ।
যথা যথাতু ত্বক্ সারং যথাস্থূল বিলান্তরম্।
যথা দীর্ঘং বৃহৎ গোলং দূরভেদী তথা তথা ॥

ইহার নাম লঘু নালিক। ইহা পদাতি সৈন্যগণ ধারণ করিবে। এই লঘু নালিকের ত্বক অর্থাৎ বেধ যেমন পুরু হইয়া থাকে, ছিদ্রও তদ্রূপ লম্বা ও দূরভেদী হইয়া থাকে।

মূলকীলভ্রমাল্লক্ষ্য সম সন্ধানভাজিযৎ।
বৃহন্নালিক সংজ্ঞন্তৎ কাষ্ঠবুধ্ন বিবর্জ্জিতম্ ॥

এইরূপ নালিকাস্ত্র যদি স্থূল হয় এবং কাষ্ঠ নির্ম্মিত বুধ্ন অর্থাৎ মূল বা ধরিবার স্থান না থাকে, তাহা হইলে তাহার নাম বৃহন্নালিক।

প্রবাহ্যং শকটাদ্যৈস্তু সুযুতং বিজয় প্রদম্।

ইহা এত বৃহৎ হইতে পারে, যে তাহা শকটাদি দ্বারা বহন করিতে হয় এবং ইহা বিজয় প্রদ শোভন-অস্ত্র। ইহাই এখনকার ইংরেজের প্রধান বিজয়াস্ত্র কামান বলিয়া বিখ্যাত।

এখন বারুদের কথা;—

(অগ্নি চূর্ণ,)—

সুবর্চ্চি লবণাৎ পঞ্চ পলানি গন্ধকাৎ পলম্।
অন্তর্ধূম বিপক্কার্ক স্নুহ্যাদ্যঙ্গারতঃ পলম্।
শুদ্ধাৎসংগ্রাহ্য সঞ্চূর্ণ্য সম্মীল্য প্রপুটেদ্রসৈঃ।
স্নুহ্যর্কাণাং রসোনস্য শোধয়েদাতপেন চ।
পিষ্ট্বা শর্করবচ্চৈতদগ্নি চূর্ণং ভবেৎখলু ॥

সুবর্চ্চি লবণ অর্থাৎ যবক্ষার বা সোরা ৫ পল গন্ধক ৫ পল, ধুম বদ্ধ করিয়া দগ্ধ করা অর্ক অর্থাৎ আকন্দ স্নুহী অর্থাৎ সীজ প্রভৃতি কাষ্ঠের অঙ্গার ১ পল, সংশোধিত ও চূর্ণ করিয়া তাহা সীজ কি অর্ক রসে মর্দ্দন করিয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিবে। পরে তাহা শর্করার ন্যায় চূর্ণ করিলে সেই চূর্ণের নাম অগ্নিচূর্ণ। ইহা নালাস্ত্রে ব্যবহার করিবে।

গোলো লৌহময়ো গর্ভ গুটিকঃ কেবলোঽপিবা।

সীসস্য লঘুনালার্থেহন্য ধাতুঃ যোহপিবা।
লৌহসারময়ংচাপি নালাস্ত্রন্ত্বন্য ধাতুজম্।
নিত্য সম্মার্জন স্বচ্ছ মস্ত্রং পত্তিভিবাবৃতম্॥

লৌহময় গোল, তাহার গর্ভে অন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গুটিকা কি কেবল অর্থাৎ নিরেঠ, ইহা বৃহন্নালাস্ত্রের ব্যবহার্য্য। লঘু নালের জন্য সীস নির্ম্মিত গুটিকা কি অন্য ধাতু নির্ম্মিত ক্ষুদ্র গুটিকা নির্ম্মাণ করিবে। লৌহের সার অর্থাৎ খাঁটি লৌহ কি তদ্বিধ অন্য ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত নালাস্ত্র নিত্য মার্জ্জন দ্বারা স্বচ্ছ রাখিবে। পদাতি ও অশ্বারোহীগণ তাহা ব্যবহার করিবে।

ক্ষিপ্যন্তি চাগ্নি যোগাচ্চ গোলং লক্ষেষু নালগম্।
নালাস্ত্রং শোধয়েদাদৌ দদ্যাত্তত্রাগ্নি চূর্ণকম্।
নিবেশয়েত দণ্ডেন নালমূলে যথা দৃঢ়ম্।
ততস্তু গোলকং দদ্যাৎ ততঃ কর্ণেহগ্নিচূর্ণকং।
কর্ণ চূর্ণাগ্নি দানেন গোলং লক্ষে নিপাতয়েৎ॥

নালাস্ত্রগত গুলিকা অগ্নি সংযোগ দ্বারা লক্ষ্যে নিক্ষেপ করিবে। তাহার বিধান এইরূপ,—প্রথমতঃ নালাস্ত্রটি শোধন করিবে, অর্থাৎ মলিনতা রহিত করিবে, পরে তন্মধ্যে অগ্নিচূর্ণ (বারুদ) প্রদান করিয়া তাহা দণ্ড দ্বারা নাল মূলে দৃঢ় প্রোথিত করিবে। তৎপরে তাহার মধ্যে গুলিকা নিক্ষেপ করিবে। কর্ণ স্থানে অগ্নিচূর্ণ দিবে, সেই কর্ণস্থ অগ্নিচূর্ণে অগ্নি প্রদান করিবে। এইরূপ করিয়া সেই গুলিকা লক্ষ্যে নিপাতন করিবে।

লক্ষ্যভেদী যথা বাণো ধনুর্জ্যাবিনি যোজিতঃ।
ভবেত্ত্বথা তু সন্ধায়—

ধনুকের দ্বারা বাণ যেমন বেগে যাইয়া লক্ষ্য ভেদ করে, ইহাও সেইমত বেগে যাইয়া লক্ষ্য ভেদ করিবে।

সমংন্যূনাধিকৈ রংশৈ রগ্নিচূর্ণাস্ত্ব নেকশঃ।
কল্পয়ন্তি চ তদ্বিদ্যাশ্চন্দ্রিকাভাদি মন্তিচ॥

অগ্নিচূর্ণ প্রস্তুত করিবার পূর্ব্ব কথিত দ্রব্য এবং তদ্ভিন্ন অন্যান্য দ্রব্যের ভাগের ন্যূনাধিক বশতঃ অনেক প্রকার অগ্নিচূর্ণ হইয়া থাকে। তাহা তদ্বিদ্যা বিশারদগণ কল্পনা করিয়াছেন।—তাহা চন্দ্রিকা তুল্য দীপ্তিযুক্ত।

(শুক্রে নীতি ৪র্থ প্রকরণ)

আমাদিগের সহযোগী কি ইহা পাঠ করেন নাই? বলা বাহুল্য শুক্রনীতি গ্রন্থ আধুনিক নহে, মুদ্রা রাক্ষস ও অগ্নিপুরাণে শুক্রনীতি গ্রন্থের নাম উল্লেখ আছে। শুক্রনীতি গ্রন্থখানি অন্ততঃ পুরাণের ও আগে।

—০—

গাও।

—০—

গাওরে ভরিয়া
অখিল সংসার
    গাওরে আমার মন;—
গাওরে নক্ষত্র
চন্দ্র দিবাকর
    গাও তরুলতাগণ।
গাওরে ভূধর
গাওরে সাগর
    গাও নদী কল-স্বরে,
পশু পক্ষী কীট

পতঙ্গ নিকর
গাওরে প্রণয়-ভরে।
গাওরে জলদ
সুগভীর রবে
দিগন্তে মিলাই'য়ে তান
গাওরে বিহঙ্গ
মধুরর্ব ছাড়ি
শ্রবণে জুড়া'ক প্রাণ।
গাও মহীরুহ,
গাও প্রভঞ্জন;
সেই সুধামাখা নাম,
ভূধরে কাণ্তারে
নির্জ্জনে, নির্ঝরে—
গাও সবে অবিরাম।
থেকনা ভুলিয়া
হ'য়না নিরব,
সদা প্রেম-ভক্তি-ভরে
অখিল ব্রহ্মাণ্ড
সৃজন যাঁহার
প্রাণে মনে গাও তঁারে।

শ্রীরাজেন্দ্র লাল চক্রবর্ত্তী।

—•—

কুইনাইন ও প্যাটেণ্ট ঔষধ।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে জ্বর চিকিৎসায় কুইনাইন এবং প্যাটেণ্ট ঔষধ অধিক ব্যবহার হইতেছে। বিদেশীয় চিকিৎসা ব্যবসায়ী মহোদয়গণ কুইনাইনকে এবং দেশীয় সাধারণ লোকে প্যাটেণ্টকে এক প্রধান অবলম্বন করিয়া বাস্তবপক্ষে জ্বর চিকিৎসা না করিয়া জ্বরকে স্থায়ী করিয়া ফেলিতেছেন। অনেক ব্যবসায়ী এ কথা অস্বীকার করিবেন, কিন্তু যাহা সতত চক্ষুর নিকট দেখিতেছি তাহাতে হাজার যুক্তি শত শত উদাহরণ লক্ষ লক্ষ প্রমাণ দিলেও তৃপ্ত হইব না। আমিও পূর্ব্বে কুইনাইনের বড় পক্ষপাতী ছিলাম এবং প্যাটেণ্ট ঔষধ বাহির করিয়াছিলাম। প্রায় দশ বৎসর ডাক্তারীমতে চিকিৎসা করিতেছি। এই নাতি দীর্ঘ সময় কুইনাইন ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। ৩।৪ বর্ষ প্যাটেণ্ট চালাইতেছি কিন্তু প্রায় স্থলেই আশু উপকার ভিন্ন স্থায়ী কোন ফল কোথাও দেখি নাই। এ কথায় হয়ত অনেকে বলিবেন যে, কুইনাইন ব্যবহার না জানিয়াই বোধ হয় ওরূপ দেখিয়া থাকবে; বা প্যাটেণ্টটী ভাল নহে। কিন্তু আমি বলিতেছি ইউরোপীয় চিকিৎসা বিদ্যায় কুইনাইন প্রয়োগ সম্বন্ধে যত প্রকার নিয়মাবলী আছে, আমার নিকট বোধ হয় তাহা তত অপ্রকাশিত নাই; এবং সাধারণের প্যাটেণ্ট আর আমার প্যাটেণ্ট যে এক প্রধান উপদানে প্রস্তুত তার সন্দেহ নাই। তথাপি কোন একটী জ্বরা রোগীকে কুইনাইন দিয়া তাহার জ্বর আরাম হইতে দেখা দূরে থাকুক কিছু দিন পরে হয় পুনঃ প্রকাশ পাইয়াছে না হয় ক্রমে ক্রমে অল্প অল্প জ্বর ভোগ করিয়া শেষে ঘোর এক জ্বরে পরিণত হইয়াছে। প্লীহা যকৃৎ শোথ তো সঙ্গে সঙ্গে আছেই। তবে এ কথা বলিতে পারি যে, জ্বরের আশু দমন জন্য কুইনাইন এবং প্যাটেণ্ট খুব শ্রেষ্ঠ। অতিরিক্ত পরিমাণে কুইনাইন ব্যবহার করিয়া অনেক

ডাক্তার তাহার পর "খোবার মান্দার" দিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। প্রায়ইত শুনা যায় ডাক্তারী চিকিৎসায় জ্বর বিকার কি প্রবল জ্বর কতক আরাম করিয়া তাহার পর কবিরাজী ঔষধী ব্যবহার করিতে হয় এবং প্যাটেণ্ট ব্যবহার করিয়া অমুকের পেটের পীড়া হইয়াছে। বাস্ত পক্ষে কুইনাইন ও প্যাটেণ্ট অতিরিক্ত হউক আর না হউক, আমাদের এ দেশীয়দিগের পক্ষে ভাল নহে,—বেশী পরিমাণে কুইনাইন ব্যবহার করিলে প্লীহা, যকৃৎ, শোথ, কামলা, শুক্র তারল্য, ধাতু দৌর্ব্বল্য, দৃষ্টিক্ষীণতা, শীরঃপীড়া ক্ষুধা মান্দ্য, তলপেটে উষ্ণতা, গা বমি বমি করা, উদরাময়, রক্তহীনতা, সঙ্গম শক্তি হীনতা, আদ্-কপালে মাথা ধরা, প্রভৃতি রোগ উপস্থিত হয়। আজ কাল ভারতবর্ষে বিশেষতঃ বঙ্গদেশে এ সমস্ত রোগ সাধারণ রোগের মধ্যে গণ্য হইয়াছে। একেত ডাক্তারী চিকিৎসায় কুইনাইন ব্যবহার; তাহার উপর আবার প্যাটেণ্ট ঔষধির ছড়াছড়ি। এখন দেশের হইয়াছে "বল মা দাঁড়াই কোথা'ই যদি এক রোগ সারিতে আর একটী রোগ সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হইল তবে চিকিৎসা হইল কই? আবার তাহা যেমন তেমন নহে, বড় বড় রোগ। পূর্ব্বে শুনিয়াছি আমাদের দেশে এত কথায় কথায় যকৃৎ, প্লীহার নাম ছিলনা। এখনত একে বিদেশীয় সভ্যতার ঝোঁকে মদ্য আমাদের নিত্য পানীয় মধ্যে গণ্য হইয়াছে। তাহাতে আবার পূর্ব্বকার সারদীয় জ্বরের স্থলে ম্যালেরিয়া নামক জ্বরের প্রকোপ, সর্ব্বোপরি মহাতীক্ত কুইনাইন। কাজেই এত প্লীহা যকৃতের ছড়াছড়ি। স্বীকার করি যে ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনাইন ব্রহ্মাস্ত্র, কিন্তু যখন এদেশে ম্যালেরিয়ার নামগন্ধ ছিলনা তখন কি সারদীয় জ্বর হয় নাই?—না তাহার চিকিৎসা হয় নাই? কবিরাজী শাস্ত্রে আছে, "তিক্তং জ্বরান জয়েৎ" অর্থাৎ অতিরিক্ত তিক্ত দ্রব্যে জ্বর আরাম হয়; ইহা ভিন্ন অমৃত (Aconite) সেঁকো (Arsenice) প্রভৃতি আরও ভাল ভাল অনেক ঔষধ আছে। তবে কুইনাইন চটক দেখাইতে গিয়া কতকগুলি প্রধান প্রধান রোগ প্রস্তুত করা কত যে অন্যায় ঈশ্বরই জানেন।

অতিরিক্ত কুইনাইন ব্যবহারে যে সমস্ত রোগ জন্মে বলিয়াছি, তাহা যে সুধু আমারই ন্যায় একজন চিকিৎসা ব্যবসায়ীর কথা, তাহা নহে—অনেকানেক নাম জাদা ইংরেজ ডাক্তার ও বলিয়াছেন—ডাক্তার এ, বি, গ্যারড এম্ ডি, এফ, আর, এস, বলিয়াছেন,—

In large doses it paralyses the heart, causing a sudden fall of blood pressure, convulsion and death.

A. B. Gorrod M. D., F. R. S.

12 th edition—page 290.

অর্থাৎ অধিক কুইনাইন ব্যবহার হইলে রক্তের চলাচল শীঘ্ৰ কমিয়া গিয়া আক্ষেপ (খেঁচুনি) হয়, এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

আবার মিষ্টার সিড্নি রিঙ্গার এম্, ডি, বলিয়াছেন—

The alkaloids if too long employed disorder the stomach, producing heat and weight at the epigastrium, loss of appetite nausea, sickness and even diarrhæ.

Sydney Ringer M. D.
11 edition—page 597.

অর্থাৎ কুইনাইন অধিক ব্যবহার করিলে, তলপেটের উষ্ণতা ও ভার বোধ, ক্ষুধামান্দ্য এমন কি উদরাময় পর্য্যন্ত উপস্থিত হয়।

আবার হেনরি বক্—এম্ আর, সি, এস, বলিয়াছেন—"

Induration and swelling of the liver, spleen—stirches and swelling hardness.

Henry Buck, M. R. C. S.
(101—102)

অর্থাৎ প্লীহা ও যকৃৎ বৃদ্ধি এবং শক্ত হয়। যদি ব্যবসা করিয়া লোক খুন করিব, ডাক্তারী চিকিৎসার ইহাই মূল মন্ত্র হয়; তবে ভগবান করুন যেন এই সর্ব্বনাশকারী বিশ্বগ্রাসী চিকিৎসা প্রথা ভারত হইতে অচিরেই উঠিয়া যায়। আর না হয়, যদি অর্থ উপার্জ্জন ও করিব লোক হিতকর কামনা ও করিব তবে কুইনাইন্ এবং প্যাটেণ্ট ঔষধী ছাড়িয়া আর্সে-নিক একোনাইট এবং তিক্ত বলকারক প্রভৃতি ঔষধী দ্বারা জ্বর চিকিৎসা অবলম্বন করুন। মনুষ্যের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্বরই প্রধান বিঘ্ন এবং সর্ব্বগত সুতরাং রোগকে যাহাতে ভালরূপে দূরীভূত করা যায় এবং তাহা হইতে পরিণামে যাহাতে বড় বড় ব্যারাম না জন্মে সেদিকে দৃষ্টি রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য। কুইনাইন্ ব্যবহার যত কম করা যাইতে পারে, ততই আমাদের দেশীয় দিগের মঙ্গলের কারণ। আমার বিবে-চনায় ডাক্তার মহাশয়েরা কুইনাইন্ ব্যবহার কম করিয়া, গরীব দেশীয়দিগকে ধনে প্রাণে সুখে থাকিতে দিন। প্যাটেণ্ট ঔষধী বিক্রেতা-গণ যাহা উপায় করিয়াছেন এই পর্য্যন্ত ক্ষমা করুন। আর দেশকে রুগ্ন দুর্ব্বল হইতে দেওয়া উচিত নহে। জীবন্ত আর দেখা যায় না * দেশের জল বায়ু গঠিত দেশী উদ্ভিজ্জ প্রস্তুত কবিরাজী ঔষধ ব্যবহার জন্য দেশীয়গণ প্রস্তুত হউন,—আবার পূর্ব্ব স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইবেন। আবার আপনাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের মত এক বগুনা কড়াইয়ের দাল ভোজন করিয়া জীর্ণ করিতে পারিবেন।

ডাক্তার শ্রীমোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্য্য
মাগুরা।

সামুদ্রিক-শাস্ত্র।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।

রোমহীনে সমে স্নিগ্ধে জঙ্ঘে চ ক্রমবর্ত্তুলে।
সা রাজপত্নী ভবতি বিশিরে সুমনোহরে ॥৩৬

জঙ্ঘাদ্বয় রোমহীন, সমান, স্নিগ্ধ, বর্ত্তুল, ক্রম সূক্ষ্ম, সুমনোহর ও শিরারহিত হইলে সেই রমণী রাজরাণী হয়।৩৬।

বর্ত্তুং পিশিত সংলগ্নং জানু যুগ্মং প্রশস্যতে।
নির্ম্মাংসং স্বৈর চারিণ্যা দারিদ্র্যায়শ্চ বিশ্লথম্ ॥৩৭

---

* প্রবন্ধটির অনেক স্থানের সহিত আমাদের মতের মিল নাই—তবে ঘটনা যে অনেক কঠোর সত্য, তাহাতে বোধ হয় দ্বিবিধ মতের পরিপোষণ করা যাইতে পারে না।—সম্পাদক।

যাহার জানু যুগল মাংসল ও গোল, সেই নারী সুখ সৌভাগ্য শালিনী হয়। যে নারীর জানুদেশে মাংস নাই ও যাহার জানুদেশ শ্লথ, সে দরিদ্রা ও দুশ্চারিনী। ৩৭।

বিশিরৈঃ করভাবৈরুরুভির্ম্মসৃণৈ র্ঘনৈঃ।
সুবৃর্ত্তৈ রোমরহিতৈর্ভবেয়ুর্ভূপ বল্লভাঃ॥৩৮

যে রমণীর উরুদ্বয় শিরাশূন্য করিকর সদৃশ সুগঠন, ঘন মসৃণ, সুগোল এবং রোমহীন, সে রাজার প্রণয় পাত্রী হইয়া থাকে। ৩৮।

চতুর্ভিবঙ্গুলৈঃ শস্তা কটির্বিংশতি সংযুতৈঃ।
সমুন্নত নিতম্বাঢ্যা চতুরস্রা মৃগীদৃশাম্॥৩৯

নারীদিগের কটিদেশের পরিধি এক হস্ত এবং নিতম্ব সমুন্নত ও মসৃণ হইলে প্রশংসনীয়া।৩৯।

নিতম্ব বিম্বো নারীনাম্ বন্নতোমাংসলপৃথুঃ।
মহা ভোগায় সংপ্রোক্তঃ তদন্যোহশর্ম্মণায় চ॥৪০

নারীগণের নিতম্ব উন্নত মাংসল ও স্থূল হইলে মহা ঐশ্বর্য্য ভোগ করে। ইহার বিপরীত হইলে দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে।৪০।

গম্ভীরা দক্ষিণাবর্ত্তা নাভিঃ স্যাৎ সুখ সম্পদে।
বামাবর্ত্তা সমুত্তানা ব্যক্তগ্রন্থী ন শোভনা॥৪১

নাভি গম্ভীর ও দক্ষিণাবর্ত্ত হইলে সেই রমণী সুখ সম্ভোগ করে। যে রমণীর নাভি বামাবর্ত্ত উত্তান (অগভীর) ব্যক্ত গ্রন্থী, (উচু) তাদৃশ কামিনী অলক্ষণা।৪১।

উদরেণাতিতুচ্ছেন বিশিরেণ মৃদুত্বচা।
যোষিদ্ ভবতি ভোগাঢ্যা নিত্য মিষ্টান্নসেবিনী॥৪২

যাহার উদরের চর্ম্ম মৃদু ও উদর কৃশ ও শিরাশূন্য, তাদৃশ নারী উত্তম সুখ সৌভাগ্য ভোগ করে এবং সে সর্ব্বদা মিষ্টান্ন ভোজন করিয়া থাকে।৪২।

কুম্ভাকারং দরিদ্রয়া জঠরঞ্চ মৃদঙ্গবৎ।
কুষ্মাণ্ডাভং যবাভঞ্চ দুষ্পূরং জায়তে স্ত্রিয়াঃ॥৪৩

যাহার উদর কুম্ভাকৃতি বা মৃদঙ্গতুল্য সে দরিদ্রা হয়। যে নারীর জঠর কুষ্মাণ্ডের তুল্য, তাহার জঠর কেহই সহজে পূরণ করিতে পারে না ৪৩।

নির্লোমিহৃদয়ং যস্যাঃ সমং নিম্নত্ব বর্জ্জিতং।
ঐশ্বর্য্যঞ্চাপ্যবৈধব্যং প্রিয় প্রেম চ সা ভবেৎ॥৪৪

যাহার হৃদয় নির্লোম, বক্ষঃস্থল অনিম্ন ও সমতল সেই রমণী ঐশ্বর্য্যশালিনী হয়, বিধবা হয় না এবং সে পতির প্রণয়পাত্রী হইয়া থাকে।৪৪।

ঘনৌবৃত্তৌ দৃঢ়ৌপীনৌ সমৌ শস্তৌ পয়োধরৌ।
স্থূলাগ্রৌ বিরলৌসূক্ষ্মৌবামোরুণাং ন শর্ম্মদৌ॥৪৫

স্তনদ্বয় ঘন গোল দৃঢ় স্থূল ও সমান হইলে প্রশস্ত। স্তনদ্বয় বিরল ও সূক্ষ্ম হইলে তাহা কল্যাণকর নহে।৪৫।

দক্ষিণোন্নত বক্ষোজাপুত্রিণীষ্ঠগ্রণীর্ম্মতা।
বামোন্নত কুচা সুতেকন্যাং সৌভাগ্য সুন্দরীম্॥৪৬

যে রমণীর দক্ষিণ স্তন উন্নত, সে পুত্রবতী ও গৃহেকর্ত্রী হয়। যে নারীর বামস্তন উন্নত, সে সৌভাগ্য যুক্তা সুন্দরী কন্যা প্রসব করে।৪৬।

মূলে স্থূলৌ ক্রমকৃশাবগ্রে তীক্ষ্ণৌ পয়োধরৌ।
সুখদৌ বাল্যকালেতু পশ্চাদত্যন্ত দুঃখদৌ॥৪৭

স্তনদ্বয়ের মূলদেশে স্থূল এবং উপরিভাগ ক্রমশঃ কৃশ হইয়া অগ্রভাগ সূক্ষ্ম হইলে সেই নারী বাল্যকালে সুখভোগ করিয়া পরে অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করে।৪৭।

অম্ভোজমুকুলাকার মঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলি সম্মুখম্।
হস্তদ্বয়ং মৃগাক্ষীণাং বহুভোগায় জায়তে ॥৪৮

যে রমণীর অঙ্গুষ্ঠের অগ্রদেশ পদ্ম-মুকুল তুল্য ক্ষীণাগ্র, সে সুখ সৌভাগ্য ভোগ করে।৪৮।

মৃদুমধ্যোন্নতং রক্তং তলং পাণ্যোররন্ধ্রকম্।
প্রশস্তং শস্তরেখাঢ্যামল্পরেখং শুভ প্রদম্ ॥৪৯

যে রমণীর পাদতল মৃদু, রক্তবর্ণ, ছিদ্র-শূন্য, অল্পরেখা বিভূষিত, প্রশস্ত রোমাযুক্ত, মধ্যভাগে উন্নত সে সৌভাগ্যশালিনী হয়।৪৯।

বিধবা বহুরেখেণ দরিদ্রিনী।
ভিক্ষুকী সুশিরাঢ্যেন নারী করতলেন বৈ ॥৫০

নারীদিগের হস্ততলে বহুরেখা থাকিলে বিধবা নির্দ্দিষ্ট রেখা নাকিলে দরিদ্রা এবং শিরা থাকিলে ভিক্ষুকী হয়।৫০।

মৎস্যেন সুভগানারী স্বস্তিকেন চ সুপ্রজা।
পদ্মেন ভূপতেঃপত্নী জনয়েৎ ভূপতিং সুতম্ ॥৫১

যদি রমণীর হস্তে মৎস্য রেখা থাকে, তাহা হইলে সে সুভগা হয়। যদি স্বস্তিক চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে উত্তম সে কুলপাবন পুত্র প্রসব করে। যদি রমণীর পদ্ম চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে সে রাজরাণী হয় এবং তাহার গর্ভজাত সন্তান ও নরপতি হইয়া থাকে।৫১।

চক্রবর্ত্তি স্ত্রিয়াঃ পাণৌ নন্দ্যাবর্ত্ত প্রদক্ষিণঃ।
শাঙ্খাতে পত্র কমঠা রাজ মাতৃত্ব সূচকাঃ ॥ ৫২

যে নারীর পাণিতলে দক্ষিণাবর্ত্ত মণ্ডল থাকে সে রমণী রাজ চক্রবর্ত্তীর রাণী হয়, কিম্বা সে স্বয়ং সাম্রাজ্যে অভিষিক্তা হইয়া থাকে। যাহার পাণিতলে শঙ্খ, ছত্র, ও কমঠ চিহ্ন থাকে, সে রাজ জননী হয়। ৫২

কৃষীবলস্য পত্নীস্যাৎ শকটেন যুগেন বা।
চামরাঙ্কুশ কোদণ্ডৈ রাজপত্নী ভবেদ্ ধ্রুবম্ ॥৫৩

যাহার করে চামর চিহ্ন অঙ্কুশ চিহ্ন বা চাপ চিহ্ন থাকে, সে রাজ রাণী হয়। যে রমণীর পাণি করতলে শকট চিহ্ন বা যুগ চিহ্ন (যোত চিহ্ন) থাকে, সে কৃষিজীবির স্ত্রী হয়। ৫৩

অঙ্গুষ্ঠমূলান্নির্গত্য রেখা যাতি কনিষ্ঠিকাম্।
যদিস্যাৎ পতি হন্ত্রী সা দূরতস্তাং ত্যাজংসুধী ॥৫৪

যে রমণীর অঙ্গুষ্ঠমূল হইলে রেখা নির্গত হইয়া কনিষ্ঠা পর্য্যন্ত গমন করে, সে নারী পতি ঘাতিনী হয়। ঈদৃশী রমণীকে কখনই গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। ৫৪

ত্রিশূলাসি গদাশক্তি দুন্দুভ্যাকৃতি রেখয়া।
নিতম্বিনী কীর্ত্তিমতী করেন পৃথিবীতলে ॥৫৫

যে নারীর করতলে ত্রিশূল চিহ্ন, অসিচিহ্ন, গদাচিহ্ন, শক্তিচিহ্ন ও দুন্দুভি চিহ্ন রেখা থাকে, সেই নারী অবনীমণ্ডল মধ্যে যশস্বিনীও কীর্ত্তি মতী হয়। ৫৫

পাটলো বর্ত্তুলঃ স্নিগ্ধো রেখো ভূষিত মধ্যভূঃ।
সীমন্তিনী নাম ধরো রাজ্ঞাশ্চৈব প্রিয়োভবং ॥৫৬

নারীর অধর সুগোল পাটলবর্ণ স্নিগ্ধ ও চিক্কণ এবং ঐ অধরের মধ্যদেশে একটি রেখা থাকিলে সে রাজার প্রণয় পাত্রী হয়।৫৬

শ্যামঃ স্থূলোঽধরোষ্ঠঃস্যাৎ বৈধব্য কলহ প্রদঃ।
মঙ্গলো মক্ষকাশিন্যাংশ্চোত্তরোষ্ঠঃ সুভোগদঃ ॥৫৭

যে নারীর অধরোষ্ঠ শ্যামবর্ণ ও স্থূল সে নারী বিধবা ও কলহ প্রিয় হয়, পরন্ত যদি উপরের ঠোঁট মসৃণ হয়, তাহা হইলে তাহা কল্যাণকর। ৫৭

পীতাঃ শ্যামাশ্চ দশনাঃ স্থূলা দীর্ঘাদ্বিপংক্তয়ঃ।
শুক্ত্যাকারশ্চ বিরলা দুঃখ দৌর্ভাগ্য কারণম্‌ ॥৫৮

যদি দন্ত সমূহ পীতবর্ণ বা শ্যামবর্ণ হয়, এবং তাহা স্থূল ও দীর্ঘ হয়, এবং ঐ দন্ত পংক্তি দুই শ্রেণীর ন্যায় দৃষ্ট হয়, অথবা ঐ দন্তের আকার শুক্তির তুল্য হয়, এবং ঐ দন্ত সমূহ ঘন না হইয়া বিরল হয়, তাহা হইলে সেই নারী দুঃখিনী ও দুর্ভাগা হয়। ৫৮

অধস্তাদধিকৈর্দন্তৈর্মাতরং ভক্ষয়েৎ স্ফুটম্‌।
পতি হীনাচ বিকটৈঃ কুলটা বিরলৈর্ভবেৎ ॥ ৫৯

রমণীর নীচের পংক্তিতে অধিক দন্ত থাকিলে সে মাতাকে ভোজন করে। দন্ত বিকট হইলে সে কুলটা হয়। ৫৯

সমবৃত্তপুটা নাসা লঘুচ্ছিদ্রা শুভাবহা।
স্থূলাগ্রা মধ্য নম্রাচন প্রশস্তা সমুন্নতা ॥ ৬০

নাসাপুট সমান সুগোল এবং ছিদ্রদ্বয় ক্ষুদ্র হইলে তাহা শুভ। নাসিকার অগ্রভাগ স্থূল, মধ্যদেশ নিম্ন এবং নাসিকা উন্নত হইলে তাহা শুভ। ৬০

ললনা লোচনে শস্তে রক্তান্তে কৃষ্ণ তারকে।
গোক্ষীরবর্ণ বিশদে সুস্নিগ্ধে কৃষ্ণ পক্ষ্মিণী ॥ ৬১

যে নারীর নেত্রদ্বয়ের প্রান্তভাগ রক্তবর্ণ, নয়ন তারা কৃষ্ণবর্ণ, তারার চতুর্দিক দুগ্ধের ন্যায় শ্বেত বর্ণ ও উত্তম স্নিগ্ধ এবং পক্ষ্ম লোমগুলি কৃষ্ণবর্ণ সে সুলক্ষণ বলিয়া গণ্য। ৬১

উন্নতাক্ষী নদীর্ঘায়ুঃ বৃত্তাক্ষী কুলটা ভবেৎ।
মেষাক্ষী মহিষাক্ষীচ কেকরাক্ষী ন শোভনা ॥৬২

যে নারীর নয়নদ্বয় গোল, সে কুলটা হয়। যে নারীর নেত্র মেষ কিম্বা মহিষের চক্ষুর ন্যায়, কিম্বা বক্রেবৎ তাহার অশুভ ঘটনা হয়। ৬২

কামিনী নাক্ত নিতরাং গোপিঙ্গাক্ষী সুদুর্মদা।
পারাচতাক্ষী দুঃশীলা রক্তাক্ষী ভর্তৃঘাতিনী ॥৬৩

নারীগণের মধ্যে যাহার নেত্র গাভীর চক্ষুর তুল্য ও পিঙ্গলবর্ণ, সে অত্যন্ত অহঙ্কৃতা হয়। যাহার নেত্র কপোতের ন্যায় সে দুঃশীলা হয়। যাহার নেত্র রক্তবর্ণ, সে স্বামীঘাতিনী হইয়া থাকে। ৬৩

কোটর নয়না দুষ্টা গজনেত্রা ন শোভনা।
পুংশ্চলী বামাকাণাক্ষী বন্ধ্যা দক্ষিণ কাণিকা ॥৬৪

যে রমণী কোটর নেত্রা সে দুষ্টা হয়। কোন নারীর নয়ন হস্তী চক্ষুর ন্যায় হইলে তাহা কুলক্ষণ। যে নারীর বাম চক্ষু কাণা সে পুংশ্চলী এবং যে নারীর দক্ষিণ চক্ষু কাণা সে বন্ধ্যা হয়। ৬৪

ক্রমশঃ।

ঋতু ও ঋতুসম্বন্ধীয় পীড়া।

—০০—

আজ কাল এদেশে ঋতু সম্বন্ধী পীড়ার খুব বাড়াবাড়ি দেখা যাইতেছে, গরীব দুঃখীদের চেয়ে মধ্যবিৎ মেয়েদের মধ্যে এ রোগের আক্রমণ বড়ই বেশী। কেন যে এ রোগের এত অধিক বিস্তার হইতেছে, তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না, তবে বিলাসের বাড়াবাড়ি হওয়ায় যে এ রোগের বাড়াবাড়ি হয়েছে, তা অনেকেই স্বীকার করেন। বিবিয়ানা ধরণে আহার বিহার,—কার্য্যকর্ম্মে তাচ্ছল্য, এই সকল কারণই যে এ রোগের মূলকারণ, তাহাতে অনেক বিজ্ঞ বহুদর্শী চিকিৎসকের সম্মতি আছে। এ কর্ম্ম ভূমি সংসারে, কার্য্য কর্ম্ম ছাড়িয়া বসিয়া খাওয়ান পরমেশ্বরের ইচ্ছা নহে, তাই—যেখানে আলস্যের আবির্ভাব, সেইখানেই একটা না একটা রোগের পূর্ণ প্রাদুর্ভাব হইবেই হইবে। প্রাচীন সময়ে হিন্দুললনাগণ সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত সাংসারিক কার্য্যে বিব্রত থাকিয়া দেহ চালনা করিতেন, তখন সেই গুণে তাঁহারা নীরোগ শরীরে দীর্ঘজীবনলাভ করিতে পারিতেন, আর আজ কালকার গৃহ লক্ষ্মীরা অলক্ষ্মীর অধিকারে পড়িয়া, আলস্যের অধীন হইয়া সদা শয়নে দিন যাপনা করিতেছেন, শরীর চালনা তো দূরের কথা, দুপদ পদ চালনাকে ঘোর বিপদ মনে করিতেছেন, গৃহ কার্য্য তো দূরে থাক, নীজের কার্য্যও নীজে করিতে অক্ষম হইয়াছেন, তেমনি রোগের হাতে পড়িয়া হাতে হাতে জ্বালাতন হইয়াছেন। নীজের দোষে নীজে ভুগিতেছেন, সাধের সংসার শ্মশান করিয়া তুলিতেছেন। ফল কথা,—

আলস্য ও বিলাসের ফলেই যে এ দেশে এত বাধকের ব্যামো হইতেছে, তাহা অনেকাংশে ঠিক। যে হোক সাময়িক বোধে ঋতু ও ঋতু রোগ বিষয়ে কিছু বলিতে অগ্রসর হইলাম।*

১ম ঋতু কার্য্য—

যৌবনের প্রারম্ভে যুবতী স্ত্রীলোকের জরায়ু হইতে মাসে মাসে যে শোণীতস্রাব হয়, তাহাকে ঋতুক্রিয়া বলে। আমাদের দেশে ১২।১৩ বৎসর বয়সেই প্রথম ঋতু হয়।†

শীত প্রধান দেশে একটু বেশী বয়সে ঋতু প্রকাশ পায়,—ইংলণ্ডের বালিকারা ১৬ বৎসর বয়সে প্রথম ঋতুমতী হয়, এবং ৪৫।৫০ বৎসরে ঋতুরোধ হয়। লাপলাণ্ড দেশে ২০।২৫ বৎসরে প্রথম রজঃদর্শন হয় এবং ৬০ বৎসরে শেষ হয়।

---

* মৎ প্রণীত ঋতুরোগ নামক পুস্তকে ঋতু বিজ্ঞান ঋতু ব্যাখ্যা, ইংরাজী ও আয়ুর্ব্বেদ মতে ঋতুরোগ সকলের উৎপত্তি কারণ, নিদান, লক্ষণ, ভাবীফল ও স্থায়ীকাল নির্ণয়তত্ত্ব এবং এলোপ্যাথিক হোমিওপ্যাথিক ও আয়ুর্ব্বেদ মতে উহাদের বিশেষ চিকিসা অতি প্রাঞ্জল ও বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।—লেখক।

† প্রাচীন শাস্ত্রমতে দশমবর্ষের উর্দ্ধ হইতেই ঋতু কাল হয়।

যথা,—"অষ্টম বর্ষা ভবেদ্ গৌরি,
নববর্ষাতু রোহিনী।
দশমে কন্যকা প্রোক্তা অতঃ উর্দ্ধং
রজস্বলা।—মনুসংহিতা।

সচরাচর স্ত্রীলোকের প্রতি মাসে একবার করিয়া ঋতু হয়, ঐ সময় তিন দিন ধরিয়া রক্ত পড়ে, পরে বন্ধ হয়। কাহার কাহার মাসে দুইবার করিয়া ঋতু হয় কিন্তু ইহার সংখ্যা খুব কম।

স্বাভাবিক অবস্থায় ঋতু শোণীত আধপোয়া হইতে একপোয়া মাপে স্রাব হয়। এই শোণীত পাতলা, ঘোর রক্তবর্ণ এবং অম্ল ধর্ম্মাক্রান্ত। এবং ইহাতে ফাইব্রিন নামক পদার্থ নাই।

লক্ষণ।—ঋতু হইবার দুই এক দিন পূর্ব্ব হইতেই, শরীর অবশ অবস বোধ হয়, কার্য্য কর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকে না, মাথা ধরে এবং বোঝা বোঝা বোধ হয়। ঘাড়ে ও পাঠের দাঁড়ায় ব্যথা হয়, কোমর ও উরত ভার বোধ হয়, মাজায় ব্যথা হয়, কখন কখন কামড়ায়। কাহার কাহার জ্বরভাব বা জ্বর হয়। এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইবার দুই এক দিন পরই রক্তস্রাব আরম্ভ হয়,—তখন আর ততো অসুখ বিসুখ থাকে না,—কেবল শরীর কতকুটা দুর্ব্বল এবং মুখ ময়লা থাকে। এই সময় স্ত্রীলোকের শরীরে একরূপ আঁস্‌টে গন্ধ হয়, ভাল ক্ষুধা থাকে না, কাহার কাহার মাইতে ব্যথা হয়—শুর শুর করে বা দুধের সঞ্চার হয়।

প্রথম রজঃ দর্শনের পর হইতেই স্ত্রীলোকের শরীর বেশ পুষ্ট হয়, গড়ন গোলাল হয়, নিতম্ব দেশ প্রসারিত হয়। সমস্ত অবয়ব সুন্দর ও শোভাযুক্ত হয়। এই সময় হইতে মনের ভাবেরও পরিবর্ত্তন উপস্থিত হয়,—বাল্যখেলায় আর আস্থা থাকে না, সংসার ধর্ম্মের কার্য্যের উপর দৃষ্টি পড়ে। পুরুষ মানুষ দেখলেই লজ্জিতা হয়, এমন কি আপন পিতা ভ্রাতা ও অন্যান্য নিকট আত্মীয়ের সুমুখে যাইতে ও সঙ্কুচিতা হয়। স্বামীর উপর ভক্তি ও শ্রদ্ধার উদয় হয়।

ঋতুকালে কর্ত্তব্য।—

আর্ত্তবস্থায় অনেকগুলি বিষয়ে সাবধান হওয়া খুব আবশ্যক, নচেৎ অনেক রকম কঠিন কঠিন রোগ জন্মাইতে পারে।

১। ঠাণ্ডা লাগান।—

ঋতু প্রকাশ সময়ে যাহাতে ঠাণ্ডা না লাগে সে বিষয়ে খুব দৃষ্টি রাখা উচিৎ।—ঠাণ্ডা জলে স্নান, ঠাণ্ডা হাওয়া লাগান—একেবারে ছাড়া চাই। খাবার জলটুকু ও গরম হলে ভাল হয়। এ সময় ঠাণ্ডা লাগিলে রক্ত বোধ হয়ে, বাধকের ব্যামো জন্মাহতে পারে। এ দেশে চারি দিনের দিন শুচী হবার জন্য যে "ঋতু স্নানের" নিয়ম আছে, সেটাও বুঝিয়া সুজিয়া করা উচিৎ; আমাদের মতে—এককালে যেদিন রক্তবন্ধ হয়ে যাবে, তার পর দিন স্নান করিলে আর কোন অসুখ বিসুখের ভয় থাকে না।

বন্যা বিড়ম্বনা।

"লাভের ত্বরে করে চাষ, ভাদ্রমাসে নৈরাশ"—কাযে কথায় এক হইয়া বিষয় সর্ব্বনাশ উপস্থিত, যে আশ্বাসে বুক ধরিয়া, একাহারে অনাহারে ভাদ্রমাসের দিকে চাহিয়া কৃষককুল প্রাণ ধরিয়া আসিতেছিল, সেই ভরা—ভাদ্রের তাদের হৃদয় ভরা আশায় কুলভরা ছাই পড়িয়াছে। সকল আশা সকল ভরসা অতলজলে ডুবিয়াছে আর রক্ষা নাই! উপায় নাই! গত ১৩ শ্রাবণ তারিখে ভৈরব ও মাথাভাঙার সঙ্গমস্থলের বাঁধ ছুটিয়া, ভৈরব নদের তীরবর্ত্তী হতভাগ্য নিঃসহায় গরীব প্রজাদির সর্ব্বনাশ—সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে। উপর্য্যুপরি পাঁচ সন বান আসিয়া, এদেশে ধান সকল নষ্ট হইয়া যাইতেছে, এতদিন মহাজনের গোলায় পূর্ব্বের মজুত ধান্য থাকায়, কোন রকমে প্রাণ বাঁচাইয়া আসিয়াছে, কোন গতিকে একাহার জুটীয়াছে, কিন্তু এবার গোলায় ধান্য কিছুই মজুত নাই, তাহার উপর এই সর্ব্বনেশে বন্যে সব নষ্ট করিল। আউস আমন সকলই অতল জলের তলে ডুবাইল। কেহই কিছুমাত্র সংগ্রহ করিতে পারে নাই, অপক্ব অবস্থায় ধান্য ফুলিতে না ফুলিতেই ভরা ভাদ্রে ভাসিয়া গেল। কৃষকের বাড়া ভাতে,—ছাই পড়িল। "ভাদ্রমাস-লক্ষীর মাস" উপবাসের আশঙ্কা নাই, বড় গরীব বড় দুঃখীও বড় পাতা পাতিয়া বসে,—পেট ভরিয়া খাইতে পায়। কিন্তু হায় বলিতে বুক ফাটীয়া যায়, একি বিষম দৃশ্য? একি বিষম বিড়ম্বনা! কি বিষম সর্ব্বনাশ? সেই বড় সাধের ভাদ্রমাসে আজ শত শত লোক উপবাসী। মুখ দেখিলে বুক ফাটীয়া যায়, দুঃখে চক্ষে জল আইসে—গরীব কৃষকদের এ দুর্দ্দশা দেখিয়া বড় পাষাণ প্রাণ যে গলিয়া যায়। যাহারা উচ্চাভিলাসে জল ঞ্জলি দিয়া,—ভাল খাওয়া—ভাল পরা, পরের ভাবিয়া—পর করিয়া,—কেবল একমুষ্টি মোটা ভাতের ভিখারী, আজ তারা সেই মোটা ভাতে বঞ্চিত এ দৃশ্যে কোন পাষাণের পাষাণ হিয়া না ফাটীয়া যায়। যে একমুষ্টি মোটা ভাতের দায়ে বৈশাখের সেই কঠোর রৌদ্র তাড়ন,—যে তাড়নে ঘরে বসিয়া রাশ রাশি বরফের পানী মাথায় ঢালিয়া বাবুদের গরম মাথার গরম যায় না টানাপাখায় যাহা টানাইয়া উড়াইতে পারে না, সেই বিষম সৌর্য্য তাড়ন সহ্য করিয়াছিল,—ধারা শ্রাবণের মুষল ধার,—যাহা চোকে দেখিলেও বাবুদের বুকে কফ বসে,—সেই ধারা মাথায় ধরিয়াছিল, আজ তাদের সেই বড় সাধের—বড় যত্নের—বড় পরিশ্রমের—বড় আশার—ধান্য সকল কালমেঘের মত—কশাড় বনের মত হইয়া, কেহ বাইল ছাড়িতে না ছাড়িতে—কেহ বা চাউল ভরে ইষন্নমিত অবস্থায়,—তাহাদের ফাকি দিয়া অতলজলে ডুবিয়াছে, তাহাদের জাতী কুল মান প্রাণ পর্য্যন্ত হারাইতে বসিয়াছে, অকুল ভাদ্রে ভাসিয়াছে।

উপায় কি?—হৃত সর্ব্বস্ব এ গরীব দুঃখীদের এখন উপায় কি? এই এক বৎসর দুর্ভিক্ষ (দুর্ভিক্ষ বৈ আর কি?) যাহার যাহা কিছু ছিল তাহা বেচিয়া কিনিয়া, খাইয়াছে। আমরা বিশেষ অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি, এখানকার কোন

মহাজনের গোলাতেই ধান্য নাই, আষাঢ় শ্রাবণ মাসে অনেক মহাজনেই ধান্যের বাবদ টাকা দিয়া আসামী রাখিয়াছেন, আর ত নাই ধান ও হইল না সব জলের তলে গেল এখন উপায় ?

এখন এ সকল গরীব দুঃখীরা খাইবে কি ? ভাদ্রমাসে যারা অনাহারা তাদের সারাবৎসর খাওয়াইবে কে ? কে তাঁহাদের এক মুষ্টি পেটের ভাত দিয়া বাঁচাইবে, হায় ! এ দরিদ্রদের সহায় কি দেশে কেহই নাই, এক কথায়—সহজ উত্তর—নাই। যে কালে ধর্ম্মের জয় ছিল—ভয় ছিল শাসন ছিল সেই কালে কাঙ্গালী ভোজনে ধর্ম্ম ছিল,—আস্থা ছিল, আজ আর সে কাল নাই—সে দিন নাই—এদিনে দীনে কে দান করিবে। যে দানে সাহেব সুবায় চেনে না, গ্যাজেটে উঠে না—দশের কাছে রটেনা—রাজা হওয়া ঘটে না, বড়লেডির আস্থা নাই—ছোট সাহেবের রাস্তা নাই,সে দানে আজ কেহই অগ্রসর হইবেন না,—তেলা মাথা ভিন্ন কেহই তেল ঢালিবে না। তবে একমাত্র ভরসা দুর্ব্বলের বল রাজা—তাইতে আমরা সবিনয়ে আমাদের দয়ালু গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, একবার এ দিকে কৃপা কটাক্ষপাত করুন। নচেৎ তাঁহার শত শত গরীব প্রজা সত্বর অনাহারে মারা পড়িবে। আর উপায় নাই, এমন সর্ব্বনাশ আর কখন ও দেখি নাই।

সমালোচনা।

[সমালোচক সমিতির বিবরণ।]

আয়ুর্ব্বেদার্থ চন্দ্রিকা।—ভাজন ঘাট নিবাসী কবিরাজ শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ সেন গুপ্ত প্রণীত। ইহা একখানি আয়ুর্ব্বেদীয় দ্রব্যাভিধান অনেকগুলি ভাল ভাল অভিধান ও আয়ুর্ব্বেদ পুস্তক অবলম্বনে লিখিত। গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া গ্রন্থকারের বিশেষ পরিশ্রম ও যত্নের পরিচয় পাওয়া গেল—শ্যামাচরণ বাবু এ পরিশ্রমের পুরস্কার পাইবার উপযুক্ত। তবে পুস্তকখানির পরিশিষ্ট খণ্ডে যে বাঙ্গলা ব্যাখ্যা বাহির করিতে চাহিয়াছেন, তাহা বাহির না করিলে সাধারণের নিকট সে আশা খুব কম, কারণ, সংস্কৃত অভিধান দেখিয়া বাঙ্গলার অর্থ বুঝিয়া লইবার ক্ষমতা আজ কাল সাধারণের মধ্যে খুব কম,—বর্ত্তমান খণ্ডগুলি সংস্কৃতাভিজ্ঞ চিকিৎসা ব্যবসায়ীদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে।

সমালোচনার্থ এ মাসে অনেকগুলি পুস্তক পত্রিকা ও কএকটী প্যাটেণ্ট ঔষধ আমাদের হস্তগত হইয়াছে, সময়াভাবে এবারে সে সকলের সমালোচনা বাহির হইল না, পূর্ব্বেই বলিয়াছি বিশেষ রূপে পাঠ ও পরীক্ষা না করিয়া আমরা তাড়াতাড়ি কোন বিষয়ের উপর সমালোচনা করিতে পারিব না।

সংবাদ ও মন্তব্য।

জ্বরের প্রকোপ—প্লাবনের সঙ্গে সঙ্গে জ্বরের প্রকোপ খুব বাড়িয়া উঠিয়াছে। হাতুরের দল হাঁসিভরা মুখে চারি দিকে ঘুরিতে আরম্ভ করিয়াছেন, এই সকল "ক" অক্ষর বর্জ্জিত যম দূতদের জ্বালায় বড়ই জ্বালাতন হইতে হয়। কুচিকিৎসা হতে অচিকিৎসা অনেক ভাল। চুয়াডাঙ্গার সুযোগ্য ডিঃ, ম্যাজিষ্ট্রেট এই সকল হাতুড়ে দলের উপর একটু দৃষ্টি রাখিলে ভাল হয়।

সম্প্রতি এখানকার কয়েকজন ড্যাংপিটে, দল বাঁধিয়া বাঁধভাঙ্গা স্রোতের মুখে সাঁতার দিতে যায়, কিছুক্ষণ সাঁতার খেলিতে খেলিতে তাহার মধ্যে একজন পাঁথারে, পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে আরম্ভ করে। সখের প্রাণের সুখের খেলা সাঙ্গ হইবার উপক্রম হয়, এমন সময় কয়েকজন ভদ্রলোক সেখানে উপস্থিত হইয়া, অনেক চেষ্টা ও যত্নে আহাম্মুখটীকে অর্দ্ধ মৃত অবস্থায় নৌকায় উঠাইয়া রক্ষা করিয়াছেন।—"এরেই বলে ড্যাকরার মরণ জলে ডুবে?"

আঁতুর ঘর।—শ্রীমতী কদম্বিনী গাঙ্গুলী সহরের স্থানে স্থানে নূতন ধরণের আঁতুর ঘর বাঁধিবার জন্য কলিকাতার স্বাস্থ্যরক্ষক মহাশয়কে অনুরোধ করিয়াছেন, তাঁহার মতে সহরের অনেক শিশু আঁতুরঘরের দোষেই আঁতুরে রোগে মারা যায়। প্রস্তাবটী কার্য্যে পরিণত হইলে সহরেপেঁচো পালাতে পারে, তবে পাড়াগাঁয়ে যে উৎপাত সেই উৎপাত।

মানুষপুতুল—হায়দারাবাদে এক মজার মেয়ের দেখা মিলিয়াছে, তাহার বয়স ২১ বৎসর কিন্তু দেহ দুই ফিটের উপর নহে, তাহার উপর মাথাটা তোমার আমার মত পুরা মাত্রায় চড়ান, আর আর গড়ন সব পুতুলের মত।—ছায়াবাজির দেশে কায়াবাজির পুতুল কাযে লাগিবে?

কলির হিড়িম্বি—মহাভারতে হিড়িম্বির বর্ণনা পড়িয়া অনেকেই আতকাইয়া উঠেন, সংপ্রতি পারিসে এক প্রত্যক্ষ হিড়িম্বির আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহার বিরাট মূর্ত্তির বর্ণনায় মহাভারতের হিড়িম্বি হার মানিয়াছে,—দেহ সুবৃহৎ পেটটী ঢাকাই জালার মত, আটজনের কম তাহাকে উঠাইতে পারিত না।—এ সংবাদে বাবুদের অনাস্থা বা অবিশ্বাস নাই,—যতো দোষ মহাভারত আর রামায়ণের রূপ বর্ণনার?

বিবির কাছে বাবুর দীক্ষা—বর্দ্ধমান সঞ্জীবনী বলেন;—সহযোগী 'সময়' একটী রহস্যজনক সম্বাদ প্রচার করিয়াছেন। তাহার মর্ম্ম এই,—কলিকাতার কোন বাবু দারজিলিঙ ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। বাবুটী মূর্খ বয়স কাঁচা, কিন্তু বিপুল ধনরাশির অধীশ্বর। বাবুর চক্ষু এক শ্বেতাঙ্গিনীর উপর পতিত হয়। যেমন প্রথম দর্শন, অমনি বাবুর বিমোহন ঘটে। বাবু অধৈর্য্য হইয়া সেই বিবির নিকট নিজের মনোবাঞ্ছা ব্যক্ত

করেন। রমণী বড়ই চতুরা; তিনি বাবুকে রীতিমত শিক্ষা দিবার জন্ত মনে মনে এক উপায় স্থির করিলেন। বাবু তাহাতে স্বর্গ পাইলেন। রমণী স্বীয় স্বামীকে সকল কথা বলিবেন। এ দিকে বাবু সেই নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষায় ছটফট করিতে লাগিলেন। সময় আগতপ্রায়, বাবু বেশভূষা করিয়া বিবির বাটীর দিকে ছুটী-লেন। তথায় উপস্থিত হইবামাত্র বিবি তাঁহাকে সাদরে গৃহে লইয়া গেলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে রুদ্রমূর্ত্তিতে সাহেব সেই ঘরে প্রবেশ করিলেন। সাহেবের হস্তে পিস্তল, চক্ষু আরক্ত বর্ণ। সাবে-বকে দেখিয়া বাবুর আত্মা পুরুষ উড়িয়া গেল। সাহেব বাবুকে গুলি করিতে চাহিলেন। বাবু তখন সাহেব ও বিবির পদপ্রান্তে পড়িয়া জীবন ভিক্ষার জন্ত বিস্তর অনুনয় বিনয় করিতে লাগিলেন। অবশেষে স্থির হয়, বাবু যদি সেই খানে বসিয়া সাহেবকে দশ সহস্র টাকা প্রদান করেন, তবেই তাঁহার নিস্তার, নতুবা নিশ্চয়ই তাঁহার প্রাণ নাশ হইবে। বাবু অগত্যা তাহা-তেই সম্মত হইলেন। তখন সেই স্থান হইতে বাবু তারযোগে দশ হাজার টাকা প্রেরণের জন্ত কলিকাতায় স্বীয় বাটীতে সংবাদ প্রেরণ করি-লেন। কলিকাতা হইতে টাকা গেলে বাবু সেই টাকা দিয়া অব্যাহতি প্রাপ্ত হন। সহযোগী এই বাবুর নাম প্রকাশ করেন নাই। ইহাকেই বলে "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।"—আমরা সম্প্রতি "নেশনল গার্জ্জনে" এই ধরণের একটী গল্প পাঠ করিয়াছি।—স।

রেলের প্রস্তাব—চট্টগ্রাম হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত রেলওয়ে প্রস্তুত হইবার প্রস্তাব চলি-তেছে, আগামী শীতকালে এ বিষয়ের কর্ত্তব্যাব-ধারণ হইবে।

গোবধে নিষেধাজ্ঞা—রাজসাহীর মাজিষ্ট্রেট বাহাদুর পুটীয়ার মহাণীর অধিকারভুক্ত স্থান সকলের মধ্যে গো হত্যা করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এ আজ্ঞায় হিন্দুমাত্রেই আন্তরিক সন্তুষ্ট হইবেন। মুসলমান সম্প্রদায়েরও সন্তুষ্ট হওয়া উচিত যেহেতু এ গরম দেশে গোমাংস ব্যবহারে স্বাস্থ্য নষ্ট হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা—সত্বরই আমাদের ভূত-পূর্ব্ব বড়লাট ডফরিণ বাহাদুরের প্রতিমূর্ত্তি কলিকাতার গড়ের মাঠেই প্রতিষ্ঠিত হইবে। দুর্ভিক্ষের ভীষণ মূর্ত্তিও প্রস্তুত প্রায়।

অগ্নিকাণ্ড—মাঞ্চেষ্টরের একটী কাপড়ের কলে আগুণ লাগিয়া, প্রায় ১২ লক্ষ টাকার সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে—আমাদেরও কপালে আগুণ লাগিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা অতল জলে ডুবিয়াছে।

গোমড়ক—বসন্ত রোগে প্রত্যহ বহু সংখ্যক গরুমারা যাইতেছে। নিঃস্বনিরন্ন প্রজাদের সর্ব্বস্ব ধন গোধনও ফাকি দিল—এবার আর কোন রকমেই কৃষক কূলের রক্ষা নাই?

THE SAMALOCHAKA,

সমালোচক।

533 ... 8 2423

সম্পাদক—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

১ম খণ্ড, ১২৯৭ } সমালোচক সমিতির মাসিক পত্র। { ৫ম সংখ্যা, ভাদ্র।

চৈতন্য-ধর্ম্ম।

রাধিকা,—দ্বিতীয় কথা।

প্রেম-ভক্তি সাধকের পক্ষে স্বর্গীয় জিনিষ কিন্তু ইহার মধ্যে—

"রাধার প্রেম সাধ্য-শিরোমণি।"

কেন রাধিকার প্রেম-ভক্তি সাধনার শ্রেষ্ঠ আদর্শ? কেন কুলটার পীরিতি এত পবিত্র?

সকল রূপ প্রেম-ভক্তিই স্বর্গীয় সামগ্রী। কিন্তু বৈকুণ্ঠের নহে। স্বর্গ পবিত্র-পুরী, বৈকুণ্ঠ আনন্দধাম। যে প্রেম-ভক্তি কর্ত্তব্যতার সহচরী তাহা বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্তি নহে। যাহা উপদেশে উঠে, বা কৃতজ্ঞতায় জন্মায়, তাহাও বৈষ্ণবের প্রেমভক্তি নহে। বৈষ্ণবের প্রেমভক্তি সৌন্দর্য্য বোধের সহচরী,—উপদেশে উহা হয় না, কঠোর কর্ত্তব্য জ্ঞানের সহিত ও কোন সম্পর্ক নাই। কর্ত্তব্য জ্ঞানের গাম্ভীর্য্য ইহাতে নাই,—সৌন্দর্য্যের আকর্ষণী আছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের উচ্ছ্বাস আছে। অনন্ত সুন্দরের শোভায় তাঁহার প্রতি চিত্তের যে একাগ্র গতি,—তাহাই প্রকৃত প্রেম-ভক্তি। আর যে রসে হৃদয় উথলিয়া উঠে,—তাহাই প্রকৃত মাধুর্য্যরস। ঐ মাধুর্য্য-রসে এই প্রেম-ভক্তি ভরে বৈষ্ণব জগদীশ্বরকে দেখেন,—রাস-রসিকরাসেশ্বর।

অতএব আদর্শ সাধিকার, প্রেমময়ী রাধিকার প্রেম-ভক্তি—গুরূপদেশের ফলও নহে; কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের সহচরীও নহে। তিনি ব্রজ-সুন্দরের সৌন্দর্য্যে, আনন্দময়ের আনন্দে, রসিক শেখরের রস-লোভে কুলত্যাগিনী। যে কুলকামিনী শাস্ত্রের বিধানানুসারে, বা সমাজের সুদৃষ্টান্ত দেখিয়া, গুরুজনের উপদেশ মত, পতি-পরায়ণা, পতিরতা, পতিব্রতা; স্বামীকে ইহকালের ও পরকালের পরম দেবতা বলিয়া জানেন,—তিনি নারী-চরিত্রের আদর্শ, ভারতের গৌরব, পৃথিবীর অলঙ্কার, স্বর্গের বাঞ্ছনীয় সামগ্রী। তিনি সীতা, তিনি সাবিত্রী—তিনি ধরিত্রীর পবিত্রকারিনী। কিন্তু তাঁহার পতি-ভক্তি, বৈষ্ণবের অনুকরণীয়া

নহে। যে ভাবে যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছেন, যদি পিতা, মাতা, পরিবার পরিত্যাগ করিতে পার, তবে আমার শিষ্য হও, সেইভাবে রাধিকা সর্ব্বত্যাগিণী হইয়া তবে শ্রীকৃষ্ণে পাইয়াছিলেন। বৈষ্ণব বলেন, যিনি শাস্ত্রের শাসনে পতি-পরায়ণা, তিনি পূজনীয়া হইয়াও বালিকা; যিনি সমাজের দৃষ্টান্তে পতিব্রতা, তিনি মাননীয়া হইলেও গুড় ডলিকা; যিনি উপকারের প্রত্যুপকার-স্থলে পতি-সেবায় নিযুক্তা, তিনি বেণেনী; যিনি কঠোর কর্ত্তব্য-সাধনে পতি-প্রাণা, তিনি ব্রত ধারিণী দেবী। কিন্তু যে প্রেমের বলে—কুল মানিল না, মান দেখিল না, লজ্জা ভয় পাইল না, শাস্ত্র ভাবিল না, কিছুই গণনা করিল না,—সর্ব্বস্ব ত্যাগিনী হইয়া কলঙ্কিনী হইল,—তিনিই যথার্থ প্রেমময়ী। তুমি ধর্ম্মধ্বজী, ইহাতে শিহরিয়া উঠিলে; তুমি হিতবাদী, শনৈঃ শনৈঃ মস্তক সঞ্চালন করিতেছ; তুমি নীতিবিৎ তোমার মস্তক আজি বজ্রাহত হইল, তুমি সতীত্বের গৌরবাকাঙ্ক্ষী—হতাশ হইতেছে। না, তোমরা কেহই হতাশ হইও না—প্রকৃত প্রেম ভক্তির সহিত শাস্ত্রের দ্বন্দ্ব নাই, সমাজের বিরোধ নাই, নীতির বিবাদ নাই, কর্ত্তব্য পালনের শত্রুতা নাই। রাধিকার প্রেমভক্তি কিছুরই বিরোধিনী নহে।

রাধিকা-ক্লীবে বিবাহিতা, সুতরাং শাস্ত্রমতে অমূঢ়া। পরকীয়া হইয়া পরস্ত্রী নহেন, কুলটা হইয়াও স্বৈরিণী বা ব্যভিচারিণী নহেন। এই খানেই বাঙ্গালি বৈষ্ণবগণের আদর্শ সৃষ্টির আশ্চর্য্য কৌশল। যিনি মহৎ হইতে মহৎ,—তিনি ক্ষুদ্রকে বিস্মৃত হয়েন না। বৈকুণ্ঠের প্রেমভক্তি পৃথিবীর রীতি, মানব-ধর্ম্মশাস্ত্রে নীতি, বিস্মৃত হয়েন নাই। প্রেমময়ী শাস্ত্রে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, নীতির দিকে নয়ন হেলাইয়া প্রেমময়ের দিকে একাকিনী অভিসারিণী হইয়াছেন, শাস্ত্র—ধীরপদে দূরে থাকিয়া, তাঁহার দেহ রক্ষার্থ তদীয় অনুসরণ করিতেছেন, নীতি—পরিচারিকা ভাবে চামর লইয়া পশ্চাতে যাইতেছেন। বৈষ্ণব চিত্রিত এই অপূর্ব্ব ছবি বড়ই সুন্দর, সরস এবং সারময়।*

প্রেম-ভক্তির উৎপত্তি ঐরূপ; ঐ ভক্তির বিকাশ এবং স্থিতি আরও বিস্ময়কর। কঠোর কর্ত্তব্যের সহিত প্রেমভক্তির কোন সম্পর্ক নাই। সৌন্দর্য্যের মাধুর্য্যেই উহার উৎপত্তি—এবং সেই জন্য শ্রীমতী কুলত্যাগিনী। আর প্রেমভক্তির পূর্ণ বিকাশের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বভোগী অথবা লম্পট।

শ্রীমতীর মত শ্রীকৃষ্ণের যদি এক গতি, এক মতি তুমি দেখিতে চাও,—তবে তুমি আবার সেই পালটি প্রকৃতি খুঁজিতেছ, বিনিময় চাহিতেছ, প্রেমের বাণিজ্য করিবে মনে করিতেছ। ঈশ্বর সাধনায় সেরূপ বাণিজ্যের বাসনা,—অসম্ভবের আবদার। এই অসংখ্য চন্দ্র সূর্য্য পরিশোভিত বিশ্ব মণ্ডল; যাঁহার আনন্দের উপাদান, তুমি—ধ্রুব হও, প্রহ্লাদ হও—সনক হও, সনাতন হও, যীশু হও—মহম্মদ হও,—শ্রীদাম হও,

* এক সময়ে নবজীবনে এইরূপ লিখিয়াছিলাম —তাহার একটা প্রতিবাদ হইয়া তখন উত্তর দিতে পারি নাই,—অবসর ছিল না। এখন প্রতিবাদের উত্তরটা স্থল একেবারে লিখিয়া গেলাম,—লেখক।

শ্রীমতী হও,--তিনি যে তোমাতেই তাঁহার প্রেম সীমাবদ্ধ করিবেন, এ তোমার কোন্ আব্দার? তবে হৃদয়ে যদি বাস্তবিকই ভক্তি থাকে, এতটুকু আব্দার করিতে পারি বটে, যে তুমি অনন্ত হইয়াও সর্ব্বদৃক্, আমি ক্ষুদ্র হইয়াও যেন তোমার চরণে শরণ পাই।

এই জন্যই শ্রীরাধিকা বলিয়াছেন,—

ভুলনা ভুলনা প্রাণ বঁধু মোর,
তুঁহু সো আমার গতি—
তুঁহু সো আমার জীবন যৌবন
তুঁহু সো আমার মতি।
অন্যেরও অনেক আছে
মোর কেহ নাই আর।

গোকুল মাঝারে রাধার হে নাথ তুমিই সব।

ঐ কয়টী কথায়, প্রেম-ভক্তির কেমন মনোহর উচ্ছ্বাস, হৃদয়ের কেমন সুন্দর বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়!

"অন্যেরও অনেক আছে"—কত লোক কত বিষয়ের উপাসনা করিতেছে, কত বিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া মনের তৃপ্তি সাধন করিতেছে। কেহ ধন, কেহ জন, কেহ মান লইয়া ব্যাস্ত, কেহ রূপ-গুণ কুল লইয়া মত্ত—কেহ রাজসভার ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট, কেহ বা সমর সজ্জায় মোহিত। সাধকের কিন্তু—তিনি এই মায়া মোহময়, লীলাখেলা পূর্ণ অথচ বিপজ্জাল জড়িত সংসারেই থাকুন, আর ঘন বিরল বিটপ বিন্যস্ত, স্বভাবের শান্ত শোভা শোভিত হিমালয়ের সানুদেশেই থাকুন,—সাধকের সেই, জগদীশ্বরই একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র গতি, জগদীশ্বরই তাঁহার অব-লম্বন এবং জীবনের জীবন। "অন্যের ও অনেক আছে,—গোকুল মাঝারে রাধার হে নাথ,কেবল তুমিই সব।"—আমায় ভুলিও না। আমি ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্র, অণু হইতে অণু—এই অসংখ্য গ্রহ নক্ষত্র-পরিব্যাপ্ত সহস্র কোটি সৌরমণ্ডলের মধ্যে নিতান্ত অকিঞ্চন, তুমি সর্ব্বময় সর্ব্বাধার, তোমারও অনেক আছে। ভুল তোমাতে সম্ভব হইলে,—তুমি ভুলিলে ভুলিতে পার, কিন্তু নাথ! তাহা হইলে আমার গতি কি হইবে? আমার যে কেবল তুমি হে। অতএব মিনতি করি নাথ—তুমি আমায় ভুলিও না। ভক্তির কি মনোরম উচ্ছ্বাস, হৃদয়ের কি সুন্দর বিকাশ। তোমার অনেক আছে, থাকিবারই কথা। তুমি রাজরাজেশ্বর, অসংখ্য প্রাণী তোমার প্রজা, তুমি রসিক শেখর, ষোড়শ সহস্র গোপিণী তোমার সেবিকা, কিন্তু আমার এই আব্দার তুমি তা' বলিয়া আমাকে যেন ভুলিও না, ভুলিলে আমার গতি কি হইবে? আমার যে কেবল তুমি হে। অতএব মিনতি,—তুমি আমায় ভুলিও না, প্রেম ভক্তি সাধিকা ভক্ত প্রধানা রাধিকার সরল প্রাণের ঐ একমাত্র কামনা। বৈষ্ণব শক্তি সেবকের মত "ধনং দেহি, মানং দেহি" বলেন না,—বলিতে জানেন না। বৈষ্ণব কৃপাময়ের কৃপাকণা কখন যাচ্ঞা করেন না—কোন দেশে এমন মূর্খ নায়িকা নাই যে, নাথ, আমাকে কৃপা কর বলিয়াছেন। প্রবাস-গমন-প্রয়াসী নায়কের নিকটে বাষ্পভার প্লাবিত নয়নে নায়িকা আসিয়া যেমন ধীর গম্ভীর স্বরে বলেন "দেখ মনে রেখ, যেন ভুল না।" বৈষ্ণব [illegible] সেই ভগবৎ সাক্ষাৎকারে সেইরূপ বলিয়া থাকেন "ভুল না

ভুলনা নাথ। মিনতি করি আমি হে।’ বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্তির ঐ একমাত্র প্রার্থনা।

প্রেম-ভক্তির মহাযাত্রায় চন্দ্রাবলীর পালা ছাড়িতে পারা যায় না। প্রেম বৈকুণ্ঠ হইতে অবারিত। প্রেমে কুণ্ঠা নাই, সঙ্কোচ নাই; কিন্তু পরিমিত প্রেমে অভিমান আছে। অভিমান নায়িকার পরিমিত প্রেমের চিরসঙ্গী।

সীতা যখন শুনিলেন, রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন, সস্ত্রীক হইয়া সেই যজ্ঞ করিতে হয়,—তখন অভিমানের উৎকণ্ঠায় বলিলেন,—কি বলিলে? রামচন্দ্র কি পুনরায় পরিণীত? বর্ণনাকারিনী কহিলেন,—না, রামচন্দ্র স্বর্ণ-সীতা নির্ম্মাণ করিয়া বামে রাখিয়াছেন, তখন অভিমান সেই পূর্ণ প্রীতিকে পথ ছাড়িয়া দিল, প্রীতির উচ্ছ্বাস নয়নে আসিল; সীতা নয়নাঞ্চলে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া বলিলেন—“সেই ধর্ম্ম-ব্রত মহারাজের জয় হউক।” যখন পতিভক্তির পূর্ণ প্রতিমা সীতাতেই এইরূপ প্রেমাভিমান, তখন অন্যপরে কা কথা! কিন্তু নায়িকার পরিমিত প্রেমে অভিমান আছে, বলিয়া সাধকের ঈশ্বর প্রেমেও কি অভিমান আছে? আছে; আবদারের সঙ্গে সঙ্গে অভিমান না থাকিলে প্রেম কখন বিকশিত হয় না। এই অভিমান ছিল বলিয়াই সাধক প্রধান রাম প্রসাদ বলিয়াছিলেন,—“মায়ের এম্নি বিচার বটে!” ভক্তিতে অভিমান ছিল বলিয়াই, মহাত্মা রাম মোহন রায় বলিয়াছিলেন—“কোথায় আনিলে, আমায় পথ ভুলালে।”

শ্রীমতীর সেই অভিমানের পূর্ণ স্ফূর্ত্তি,—চন্দ্রাবলীর পালায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাধক সাধিকার একমাত্র কামনা, ‘নাথ! আমায় ভুলিও না।’ যদি একবার মনে হয়, যে আমার কেবল তিনিই’ ইহা জানিয়াও তিনি আমায় ভুলিয়াছেন, তবে সাধকের আর অভিমানের ইয়ত্তা থাকে না। কিন্তু সেই অভিমানে ভক্তি শিথিল হয় না,—দৃঢ় হয়। সরল ভক্তিতে অভিমানের গ্রন্থি আরও সুদৃঢ় করে। এই অভিমান-গ্রন্থি সবল ভক্তেই দেখিতে পাওয়া যায়। জোবে আছে, দায়ুদে আছে, সাদীতে আছে, মহম্মদে আছে, ধ্রুবে আছে, প্রহ্লাদে আছে। প্রেম-ভক্তির আদর্শ প্রতিমা শ্রীরাধার প্রেম-বিকাশের এই অভিমানই প্রধান উপকরণ। এই অভিমান প্রেম-সাগরের মানরজ্জু। যেখানে প্রেম যত গভীর; সেখানে মানরজ্জু ততই বিস্তৃত। কিন্তু সাগর যেখানে অগাধ,—সেখানে মানরজ্জু হারাইয়া যায়। প্রেম অগাধ হইলে, অভিমান প্রেমে লীন হয়। তখন নায়িকা বলেন,—

> “প্রণয়-মোর সাগর তুল,
> সে কি অনাদরে শুখাবার;
> বর্ষয়ে ভানু অনল যদি,
> না তাতয়ে সাগর-মাঝার।
> সখি কতদূরে ভানু রয়,
> সাগর তাহে কাতর নয়।
> পসারি তার অগাধ হৃদয়
> তবু তার পানে ধায়।”

প্রভাস খণ্ডে শ্রীমতীর প্রেম-ভক্তির পূর্ণ বিকাশ। তখন অভিমান অতলের অতলে গিয়াছে। তখন বৃন্দাবনের সেই বিলাসিনী কেবল কৃষ্ণ সাক্ষাৎকারের জন্য উন্মাদিনী।

তখন আর রুক্মিণী বা সত্যভামার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বোধ নাই।

বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্তির পরমোৎকৃষ্ট আদর্শের আমরা এতক্ষণে ঐহিক চরম সীমায় আসিয়া উপনীত হইলাম। এখন ভাদ্রের সেই কুলভঙ্গকর স্রোতে তরঙ্গ আর নাই, এখন আশ্বিনের এক টানা পড়িয়াছে; আপনার বেগে মন্দাকিনী আপনি সাগরে চলিয়াছেন; বর্ষার সেই ঘোর ঘটার বজ্র বিদ্যুৎ চলিয়া গিয়াছে,—এখন শারদের মাধুর্য্যে জগৎ পরিপুরিত হইয়াছে। প্রভাসের রাধিকা শারদের সেই মন্দাকিনী বিমল উজ্জ্বল পূর্ণচন্দ্রের সুন্দর ছবি প্রশস্ত হৃদয়ে ধারণ করিয়া তিনি তখন কুলকুল স্বরে অনন্ত প্রেমের অনন্ত সাগরে মিলিতেছেন। বৈষ্ণবের প্রেম-ভক্তির এই চরমাদর্শ।

বোধ হয়, এতক্ষণে আমরা কতক কতক বুঝিয়াছি, যে শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব স্বামী সকলের উপাস্য বলিয়াই তিনি গোপাঙ্গনাগণের নায়ক বলিয়া বণিত এবং প্রেম-ভক্তি তত্ত্বের অনুষ্ঠান। বা শাস্ত্রের অনুসরণ নয় বলিয়াই রাধিকা কুল-ত্যাগিনী।

চৈতন্য-ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক আলোচনায় বুঝিলাম, যে বৈষ্ণবের মতে যৌবনের উৎসাহময় মাধুর্য্য রসই সাধকের চিত্ত-বৃত্তির উৎকৃষ্ট অবস্থা; ঈশ্বরে ঐকান্তিকী প্রেম-ভক্তিই তাঁহার সহজ সাধনা; বৃন্দাবনের বিলাসিনী, প্রভাসের তপস্বিনী, প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধিকাই প্রধানা সাধিকা ও ভক্তের আদর্শ এবং অনন্ত সুন্দর, রসশেখর শ্রীকৃষ্ণই অনন্ত অসংখ্য সাধকের একমাত্র আনন্দ-কেন্দ্র।

অনেকে বলেন,—"অষ্টাদশ পর্ব্ব মহাভারতে ব্রজগোপী বা রাধিকার কোন প্রসঙ্গ কোথাও নাই। নাম মাত্র নাই। ইঙ্গিতমাত্র নাই। ইহাতে কি সিদ্ধান্ত হয়? এই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, কৃষ্ণ-সম্বন্ধে ব্রজ-গোপীর কথা সব অমূলক,—সব মিথ্যা, সব পরবর্ত্তী পুরাণকারদিগের কাব্য-কল্পনামাত্র। যদি কৃষ্ণচরিত্রের এমন কদর্য্য পরিচয়ের কিম্বদন্তী মহাভারত প্রণয়ন কালে ঘুনাক্ষরেও প্রচলিত থাকিত, তবে শিশুপালের তিরস্কার বাক্যে তাহা অবশ্য সন্নিবেশিত হইত। শিশুপাল কৃষ্ণের যতগুলি দোষ দেখাইয়াছেন, সর্ব্বাপেক্ষা এইটি গুরুতর হইত। যদি ইহার কিছুমাত্র প্রবাদ প্রচলিত থাকিত, আত্মীয় কাব্যকুশল মহাভারতের কবি কখনই তাহা ছাড়িতেন না। সুতরাং সিদ্ধান্ত এই যে, ব্রজগোপীর কথা একেবারে অমূলক। পরম পবিত্র কৃষ্ণ-চরিত্র এদোষে দুষ্ট নহে।

তবে কথাটা আসিল কোথা হইতে? ভাগবতকার ইহা প্রথম প্রচার করিয়াছেন। আবার রহস্যের কথা এই যে, ভাগবতকার সাধারণতঃ ব্রজগোপীদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন বটে, কিন্তু ভাগবতে রাধিকার নাম গন্ধও নাই;—সে আবার ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণকারের সৃষ্ট।

এখন এই বহুতত্ত্বদর্শী বিচক্ষণ কবি ও দার্শনিকেরা যাঁহাকে পরব্রহ্ম বলিয়া পরিচিত করিতেছেন, তাঁহার সম্বন্ধে এমন কদর্য্য কথার সৃষ্টি করিলেন কেন? কথাটা অনেকবার বুঝান হইয়াছে। বুঝিলে কথাটা আদৌ কদর্য্য নহে। কুমার সম্ভবের উমা যা, এই রাধাও তাই, ঈশ্বরা সুযামিনী, ঈশ্বরময়ী ঐশিক সৌন্দর্য্য বিমুগ্ধা

বহিঃ প্রকৃতি। ঈশ্বর জগতে এবং জগৎ ঈশ্বরে। প্রাত জড় পিণ্ডের প্রতি পরমাণুতে ঈশ্বর আছেন এবং প্রতি জড়পিণ্ডের প্রতি পরমাণু ঈশ্বরে আছে। ঈশ্বর জগতে রত, জগত ঈশ্বরে রত। রম $\frac{+}{\cdot}$ ক্ত=রত। তাই কৃষ্ণ রাধারমণ।* এই রাধা জগৎ। ঈশ্বর হইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন। জগদীশ্বর বলিলে যাহা বুঝায়, রাধানাথ বলিলেও তাহাই বুঝায়। তবে রাধানাথের ভিতর একটা অনন্ত পবিত্র অনির্ব্বচনীয় প্রেম আছে, যাহা শুধু জগদীশ্বরে বুঝায় না। ঈদৃশ রাধা-বল্লভকে আমরা প্রণাম করি। এ রাধা-বল্লভকে হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্ম, খৃষ্টান সকলেই প্রণাম করিতে পারে। এ রাধা কৃষ্ণের উপাসনার সঙ্গে পৌত্তলিকতার কোন সম্বন্ধ নাই। এ উপাসনার পুতুল জগৎ, আর জগতের অন্তরাত্মা। সে দুই পুতুল সকলের সমক্ষেই বর্ত্তমান আছে। তবে যে তুলসী চন্দন দিবার জন্য পাদ পদ্ম খুঁজিয়া না পায়, সে পুতুল গড়ুক—আপত্তি করিয়া কাজ নাই।'

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

এমন কথা—এমন মধুর ও পবিত্র কথা আমার কর্ণ কুহরে খুব কমই প্রবিষ্ট হইয়াছে।

---

*। রাধন সাধনে প্রাপ্তৌ তোষে পূজনে। যিনি ঈশ্বর সাধিকা ঈশ্বর প্রাপ্তা, ঈশ্বরে তুষ্টা, ঈশ্বর পূজাকারিণী,—তিনিই রাধা বা রাধিকা।

আত্ম-বলিদান।

নিবন্ত অনল-শিখা জ্বালিতে আবার,
কেন দেখা দিলে প্রাণ-পুতুলী আমার!
এ যে ইসে ভীমানলে
আবার জ্বালিয়া দিলে,
এত দিন ছিল বহ্নি ভস্মাবৃত প্রায়;
পুন দেখা দিয়ে তু'ন জ্বালিলে তাহায়।

অহো! অহো! হৃদি-মাঝে জ্বলিল অনল,
দাবাদগ্ধ বন সম হ'ল হৃদি-স্থল।

দাও দেখি প্রাণ প্রিয়ে,
প্রেম-বারি ছিটাইয়ে
যাক্ নিভে,—পারিবে কি নিভাইতে ?
যদি না পারিবে,—আমারে দহিতে শুধু বাসনা কি তবে ?

পারিবে কি নিভাইতে,—কেমনে পারিবে
দারুণ সমাজ-বেড়ি কেমনে ছিঁড়িবে ?
যদি না পারিবে প্রিয়ে
কেন পুনঃ দেখা দিয়ে,
পোড়াইলে মর্ম্মস্থল, আলোড়িলে হৃদি-তল,
অহো ! কি যাতনা,—

তবে—

দাও প্রিয়ে, সুরাপাত্র—ওই বিষ-বারি
নিবাই স্মৃতির জ্বালা
অহো ! প্রিয়ে ;
নিষ্ঠুর হৃদয় তব
নাহি কর অনুভব
সুরাপাত্র, হায় ! কত সন্তাপ সংহারী।

কিম্বা আন তীক্ষ্ণ ছুরি দেখাই তোমারে,
আন ছুরি চিরি বক্ষ
দেখাই স্মৃতির কক্ষ
তোমার ও চারু-ছবি গোপনে আদরে
রাখিয়াছি কত কাল অন্তর অন্তরে।

গোপনে প্রণয়-পুষ্পে নয়নের জলে—
পূজেছি ; তোমায় ওলো হৃদয়-বাসিনি !

প্রতি দিন বলিদান
দিয়াছি হৃদয় প্রাণ
আত্ম-ঘাতী পূজা হায়! তথাপি কখন
দারুণ যন্ত্রণা কেহ করেনি দর্শন।

যন্ত্রণা!—না, না, প্রিয়ে!
এই সুখ,—জ্বালা যদি জীবনে আমার,
কোথায় প্রকৃত সুখ?
আমার জীবনে আমি
এই এক সুখ জানি,
যন্ত্রণা বলিলে তারে ফাটিবে যে বুক,
অতীতের স্মৃতি মোর জীবনে সুখ।

অয়ি মম মানস মোহিনি—
দাঁড়াও সম্মুখে আসি
মোর হাতে দাও ঐ তীক্ষ্ণ ছুরি খানি
জগৎ ছাড়িয়া যাই
দেখিতে দেখিতে ওই
তোমার সুন্দর ছবি চারু মুখখানি।

* * *!
আবার দারুণ বহ্নি জ্বলিয়াছে বুকে,
হু হু করিতেছে প্রাণ
সংসার শ্মশান জ্ঞান—
কি পিপাসা! আন সুরা, আনবিষ, ছুরি,
নিবাই দারুণ জ্বালা যন্ত্রনা পাশরি।

সঙ্গীতে রমণী হৃদয়।

(৫৫ পৃষ্ঠার পর হইতে।)

মনে আগুণ জ্বলিয়াছে,—প্রেম-হৃদয়ের উৎস খুলিয়া গিয়াছে। ধৈর্য্যরূপ সামান্য বালির বাঁধ কতক্ষণ সে বেগ সহ্য করিতে পারিবে? দেখিতে দেখিতে একখানি ছায়ার মত তাঁহার হৃদয় হইতে ধৈর্য্যটুকু সরিয়া গেল,—প্রাণের আবেগে তাই গাহিতেছে,—

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেন হেরেছিলাম তারে;
বিষম প্রেমের জ্বালা বুঝি ঘটিল আমারে।
সহজে অবোধ মন, না জানে প্রেম কেমন
সাধে হ'য়ে পরাধীন, নিশি দিবা ভাবে পরে,
কত করি ভুলিবারে, মন তা'ত নাহি পারে,
যারে যে ভাবনা করে, সে জাগে অন্তরে।
শরমে মরম ব্যথা, নাহি প্রকাশিতে কোথা,
জড়ের স্বপন যথা, মরমে মরি গুমরে॥

কথাটা ঠিক্,—যদি তাহাকে না দেখিতাম, তবে কি আজি প্রাণ এমন করিয়া পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইত! দেখিলাম, কিন্তু কত লোককেত দেখিয়া থাকি,—এমন ত আর কখনও হয় নাই। তাহাকে দেখিয়া যে, সব ভুলিলাম। সে হইতে কতসুন্দর, কত রূপ ত দেখিয়াছি, কিন্তু এমন আত্ম-হারা ত আর কখন হইনাই—

বাহার খাম্বাজ—কাওয়ালি।

সে মোহন রূপে কেন ভুলিল প্রেম নয়ন,
চারুহাসি ভাল বাসি, প্রাণ উদাসী কি কারণ?
সখি-সনে বনে বনে, শিখেছি কুসুম-খেলা,
সে খেলা খেলিতে প্রাণে, বাড়ে যে বিরহ-জ্বালা,
কে দিবারে কোথা তারে, পাব আমি দরশন?

তাহার রূপেই কেন আমার নয়ন ভুলিল? তাঁহার হাসি—সে হাসি হইতে যে, কত সুখ, কত আনন্দ ঝরিয়া ঝরিয়া পড়ে, কেমন করিয়া বলিব সে হাসি কেমন? তা কি ছাই মনে থাকে যে কেমন সে হাসি! সে হাসি কেমন, আমিই কি তা ছাই ঠিক্ করিতে পারিয়াছি,—আমি যখনই সে হাসি দেখিয়াছি, তখনই যে আপন ভুলা হইয়া গিয়াছি, তবে আর কেমন করিয়া জানাইব সে হাসি কেমন। সেই রূপ, সেই হাসি আর একবার দেখিব,—দেখিবার জন্য প্রেমময়ীর প্রাণ বড় অস্থির হইয়াছে,নয়ন পিপাসু হইয়াছে। পোড়া চোখের সে সে রূপ দেখিয়া দেখার সাধ আর মিটে না। যত দেখে, ততই দেখার আশা উত্তরোত্তর বাড়িতে থাকে। পোড়া চোখ,—চোখইত যত দোষের। তাই প্রেমিকা হতাশ-মনে উদাস প্রাণে গাহিতেছে,—

কালাংড়া।

ভালবাসিলে যদি সে ভাল না বাসে
কেন সে দেখাদিল?
মধুর অধরে মধুর হাসি
প্রাণে কেন বরষিল!
দাঁড়িয়ে ছিলাম পথের ধারে,
সহসা দেখিলাম তারে,
নয়ন দুটি তুলে কেন, মুখের পানে চেয়ে গেল?

কি কুক্ষণে দেখিয়াছিলাম,—সে যে দেখা, আর ত ভুলিতে পারিলাম না। ভুলিবার জন্য কত চেষ্টা করিয়াছি, মনকে কত প্রবোধ দিয়াছি, কিন্তু পোড়া মন ত কিছুতেই প্রবোধ মানে না।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

ভোলা হ'ল দায় সখি তায় পড়ে মনে।
কি ক্ষণে সে ধনে ছি ছি হেরেছি নয়নে।
ভয় লোক লাঞ্ছনা স্বরে গুরু গঞ্জনা
সই কারে কই, তারে বই দুখ রইল মনে।

এখন প্রাণের সে কেবল দেখার ভাব অন্ত র্হিত হইয়াছে। একটুকু লালসা বৃত্তি প্রস্ফুটিত হইতেছে। লালসা অর্থে মদন—যাহা আমরা প্রবন্ধান্তরে বুঝাইয়াছি। এখন প্রেমময়ী মদনের পঞ্চশরের লক্ষ্য স্থানীয় হইয়াছেন। ফুলের সুবাস, কোকিলের গুঞ্জরণ ভ্রমরের ঝঙ্কার—এ সকলে এখন চিত্ত চঞ্চল হইতেছে। যাহা কিছু জগতের শোভার বস্তু, তাহাই যে এখন তাঁহার নিকট বিষময়—যেন সে সকলে তাঁহার প্রাণের মাঝে কি জাগাইয়া দিতেছে; থাকিয়া থাকিয়া কি যেন ভাসিয়া উঠিতেছে—প্রাণ উদাস করিতেছে। অই সখীর নিকটে প্রাণ খুলিয়া—হৃদয়ের কবাট উদ্ঘাটন করিয়া নিরাশার অশ্রুজলে বুক ভাসাইয়া বলিতেছে;

পরজ—কাওয়ালী।

সখি! কেন এমন হইল।
দুরন্ত মদন, হানিয়ে পঞ্চবান,
অবলার প্রাণ বুঝি বধিল।
কোকিলের কুহুরব মম শ্রবণে,
মেঘ-গর্জ্জন-সম লাগে সঘনে,
মম মানস-পাখী বুঝি উড়িল।
ফুল্ল কমলিনী পরে মধুপ নিকরে,
গুণ গুণ গুণ রবে ঝঙ্কারে,
লাগিছে হৃদয়ে মম বিষম শেল।
বিষম হইল সখি, এ যৌবন-ভার,
সহা নাহি যায় আর কর প্রতিকার,
লোক-লাজ ভয় মোর বিড়ম্বনা হইল।

প্রেমময়ী জানিত,—সখী-মুখে এবং অন্যান্য লোকের মুখে শুনিয়াছে, মদনের পঞ্চবানের লক্ষ্যস্থানে পতিত হইলে, আর উপায় নাই, প্রাণধন বিহনে তখন আর বাঁচিবার কোন অবলম্বন নাই, তাহাতেই তো প্রাণ খুলিয়া বলিতেছে, "সখিরে! দুরন্ত মদন পঞ্চশর হানিয়াছে, তাহার বিষম বাণাঘাতে বুঝি অবলার প্রাণ আর থাকিবে না। তাহাতে আবার মদন সহচর কোকিলের কুহুরব, ভ্রমরের ঝঙ্কার,—মলয়ার সমীরণ এসকল যে, আর ও কাল হইল। হায়! সখি, কেমনে এখন সে কান্তকে প্রাপ্ত হইতে পারিব? আমি কি করিব? কি কুক্ষণেই যে, আমার যৌবন কাল সমাগত হইয়াছে,—যদি যৌবন না আসিত, তবে কি আমার এমন দুর্দ্দশা হইত। হায়রে! এখন কি করি? সখি, আমার এই যাতনার প্রতিকার কর,—নতুবা আমার এ দেহ-পিঞ্জর ছাড়িয়া প্রাণপাখী উড়িয়া যাইবে। বল, কত দিন আর এ যাতনা সহ্য করিতে পারিব? আর তো থাকিতে পারিতেছি না। যাতনা যে অসহ্য! না দেখিয়া আর যে দুদণ্ডও থাকিতে পারিতেছি না; পলকে যে প্রলয় জ্ঞান হইতেছে। একবার তাহাকে দেখিয়া আসি,—আর কিছু নহে, কেবল দেখা,—করে ধরিয়া, আঁচলে চোখের জল মুছিয়া সখীর নিকটে দমে দমে নিশ্বাসে নিশ্বাসে, তাই বলিতেছে,—

বাহার খাম্বাজ—কাওয়ালী।

একবার চোকের দেখা দেখে আসি তারে,
প্রাণের অধিক ভালবাসি যারে।

হায় রে সজনি, আমি কি করিলাম,
মিছে কেন তারি করে প্রাণ সঁপিলাম,
তবু তারে সখি, না পাইলাম,
সে যে হয় মম প্রতিবাদী নিষ্ঠুরতা করে।

সখী কি তাহাতে স্বীকৃত হইতে পারে? সে কেমনে তাহাকে যাইতে দিবে? কত নিষেধ করিল,—কত মতে বুঝাইয়া বলিল,—"তাহার নিকট গেলেই কি তোমার প্রাণের আশা পূর্ণ হইবে? সে কি তোমার দুঃখে দুঃখিত হইবে? যদি তাহাই হয়, তবে সেকেন এখন আইসে না, কেন তোমার দুঃখ দূর করিতে তাহার ইচ্ছা হয়না?" প্রেমময়ী কি প্রাণনাথের নিন্দা শুনিতে পারে, সে বলিল,—সখীকে বিধিমতে বুঝাইয়া বলিল, "আমি যে তাঁহার লাগিয়া এত কাতরা হইয়াছি, তাহা কি সে আমার জানে? যদি জানিত, তবে কি সে আসিত না? একবার নির্জ্জন, নিভৃত স্থানে তাঁহার দেখা পাইলে, তাঁহাকে প্রাণ খুলিয়া প্রাণের ভিতর আমার যে বহ্নি জ্বলিতেছে, তাহা দেখাইতাম,—দয়াময়, প্রাণধন আমার অবশ্যই আমাকে ভাল বাসিতেন।

মালকোষ বাহার—কাওয়ালী।

প্রাণে প্রাণে ভালবাসি যারে,
কোথা হবে দেখা, দেবে ভালবাসা সে আমারে।
কাঁদে প্রাণ তারি তরে, সে তা কি বুঝে অন্তরে।
জেনে শুনে কোমল প্রাণে বেদনা সে দিতে নারে।

সখী দেখিল, ধৈর্য্যময়ীর ধৈর্য্য বিলোপ হইয়াছে, আর সে থাকিতে পারে না। মনে মনে হাসিল,—মনে মনে বুঝিল, এমন দিন সকলেরই হয়। এমন জ্বালা একদিন না এক দিন সকলকেই সহ্য করিতে হয়। কিন্তু তবু কি সে বুঝাইতে ভুলিল! একটা গভীর কথা তাহার কানে কানে শুনাইয়া দিল, সখী বলিল,—

ইমন্ বেহাগ—একতালা।

হায়রে হায় প্রেমিক যে জন,
সে কেন চায় ভালবাসা।
দিলে নিলে বদল পেলে,
ফুরিয়ে গেল প্রেম-পিপসা।
প্রেমে চায় ভালবাসি,
পরাবো না পোর্‌বো ফাঁসি,
চায় না প্রেম কেনা বেচা
ভালবেসে পুরায় আশা।

সখী বলিল, যে প্রেমিক হইবে, প্রেম যাহার জপমন্ত্র হইবে, সে কেন ভালবাসা চায়? সে ভালবাসা দিউক, বা না দিউক, আমিত তাহাকে ভালবাসিবই। সেও আমাকে ভালবাসা দিবে, আমিও তাহাকে তবে ভালবাসিব, সে বদল,—বা ক্রয় বিক্রয়।

কিন্তু কথাটা তত সত্য নহে। অনেক পরিমানে, অনেক সময়ে সত্য হইলেও যে, নিশ্চয় সত্য নহে; একথা বোধ হয়, কাহাকেও আর বুঝাইয়া দিতে হইবে না। উভয়ের ভালবাসা না হইলে, যে ভালবাসার স্থায়ীত্ব সম্ভবে না, সে কথা বোধ হয় সকলেই বুঝেন। ভালবাসার ঘাত প্রতিঘাতেই সুখ। অন্যকে আমি ভাল বাসিব—সে আমাকে ভাল বাসুক, আর নাই বাসুক, তাহা হইলেও আমারি হৃদয়ে পরম সুখ বোধ হইতে থাকে, সত্য,—কিন্তু সেই ভালবাসায় যদি প্রিয় জনের ভালবাসা আঘা-

ভিত হইয়া উহা হইতে প্রতিঘাতে ভালবাসার উদ্রেক হয়, তাহা হইলে যে সুখ উপলব্ধি হয়, সে সুখ আর ইহ জীবনে—ইহ সংসারে নাই। আর সে ভালবাসুক আর নাই বাসুক, আমি কিন্তু ভালবাসিব—একথাটী উচ্চ হইলেও কাজে টাঁকা বড়ই কঠিন।—দুদিন এরূপ থাকিলেও থাকিতে পারে। কিন্তু আমি তাহাকে প্রাণ হইতে ভালবাসি—সে আবার অন্যকে ভালবাসে, আমার দিকে ফিরিয়াও চাহে না। তাহাকে কি ভালবাসা যায়?

—ফলতঃ সে ভালবাসিবে না, কেবলেই আমি ভালবাসিব, সহচরীর এ পরামর্শ কি এখন তাহার ভাল লাগে? এখন যে, একবার সে মুখখানি না দেখিলে প্রাণ দেহে থাকিতে পারে না। তাহার মুখের মধুর হাসি, তাহার সুমিষ্ট কথা—এক বার শুনিতে পাইলে যে, স্বর্গ-সুখ লাভ হইত। আর চলে না, প্রাণ যে, আকুল হইল, একবার দেখিব। যাও সখি, আর ছল না করিও না, আর মিথ্যা কথায় আমাকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিও না,—তাহাকে একটা সম্বাদ দাও,

সিন্ধু ভৈরবী—কাওয়ালী।

সখি, সেকি তা জানে,
আমি যে কাতরা তারি বিরহ বানে।
নয়নেরি বারি,নয়নে নিবারি,পাসরিতে নারি সে জনে
দেহে মন প্রাণ আছে সতত তাহারি ধ্যানে।

সখী বুঝাইতে বিরত হইল। বুঝিল, আর বুঝান বৃথা। স্রোতস্বতীর বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে, আর কতক্ষণ বুঝাইয়া রাখা যায়! এখন আসল কথা শুনাইতে বসিল—বলিল প্রেম অতি কঠিন, এখানে কেবলি যন্ত্রনা, বিষম কাণ্ড কাণ্ড! সুখ অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী। তাহাতেই আমরা প্রেমের দিক দিয়া ঘেঁসিনা,—

লগ্‌নী—দাদরা।

ধীরে ধীরে মোরা তীরে খেলি,
তরি দোলে।
ঢেউয়ে টানে যত ফিরি তত,
না জেনে অকুলে যাইনে চ'লে।
লহরে লহরে মন ভুলে, তবু ফিরি কূলে,
কেঁদে কেঁদে ফিরি, প্রাণ টলে,
তরি দোলে—
কূলে চ'ল্‌তে নারি তাই পড়ি চ'লে।

আর সহ্য হইল না। সখীর কথা শুনিবার সময় আর হ'ল না। প্রেমময়ী শুনিতে পাইল, তাহার প্রাণ চোরা তাহার সেই প্রাণধন গোপনে অদূরে দাঁড়াইয়া কাহার সহিত কথা কহিতেছে। তাহার প্রাণের ভিতর বসন্ত সমীরণ প্রবাহিত, মধুরবংশী-রব নিস্পন্দিত হইল,—সে সখীর গলা ধরিয়া বলিতে লাগিল,

পূরবী।

মরিলো মার,
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!
ভেবেছিলাম ঘরে রব কোথাও যাব না;
ঐ যে বাহিরে বাজিল বাঁশি বল কি করি।
শুনেছি কোন্ কুঞ্জবনে যমুনা তীরে,
সাঁজের বেলা বাজে বাঁশি ধীর সমীরে,
ওগো তোরা জানিস যদি (আমায়) পথ বলেদে।
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে!
দেখিগে তার মুখের হাসি
(তারে) ফুলের মালা পরিয়ে আসি,

(তারে) ব'লে আসি, তোমার বাঁশি
(আমার) প্রাণে বেজেছে!
আমায় বাঁশিতে ডেকেছে কে।

জন্মাষ্টমী।

শ্রাবণ মাসের অসিতাষ্টমী,—নিশিথ কাল, টীপ টীপ করিয়া বৃষ্টি পতন হইতেছে, এসময় প্রাণ মন বিভোর করিয়া ও কিসের শব্দ হইতেছে? ঘন ঘন হরিধ্বনি,—হুলু, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁশর বাজিতেছে! থাকিয়া থাকিয়া ঢোল, কাঁশি, সানা'য়ের ঐক্যতান বাদ্য হইতেছে—খোল করতালের সুমধুর ধ্বনি হইতেছে,—আজি এ নিরানন্দ, বন্যাবিপ্লাবিত বঙ্গে এ অর্দ্ধ রাত্র সময়ে কিসের এত আনন্দ! কেন এ রজনীযোগে মাঙ্গলিক ব্যাপার!—আজি আমাদের কি পর্ব্ব?

বুঝিয়াছি,—ভূভার হরণ জন্য, ভক্ত দেবগণের মনোবাঞ্ছা পূরণ জন্য ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু ভগবান কমলা পতি এই পবিত্র তিথির এই সময়ে পবিত্রগর্ভা দেবকীর গর্ভ হইতে ভূতলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আজি ভগবানের জন্মতিথি পূজা—আজি শ্রীকৃষ্ণদেবের জন্মাষ্টমী। ভক্তগণ ভগবানের জন্মাষ্টমীব্রত করিতেছেন।

ধন্য তাঁহাদিগের জীবন,—যাঁহাদিগের ঐকান্তিকীভক্তি বাসুদেবে বিন্যস্তা। বিষ্ণুপরায়ণ ব্যক্তির ত্রিসীমায় রিপুগণ উপস্থিত হইতে পারে না, গ্রহগণ তাহাদিগের সুখের পথে বাধা বিঘ্ন স্থাপন করিতে সক্ষম হয় না, রাক্ষসগণ তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। দেবদেব জনার্দ্দনে যাহাদিগের ভক্তিদৃঢ়া, তাহাদিগের সমস্ত মঙ্গল সাধিত হইয়া থাকে। আহা! হরিভক্তি পরায়ণ ব্যক্তিদিগের জীবনই সার্থক,—সফল—পবিত্র। যে চরণযুগল বিষ্ণুগৃহে প্রবেশ করে, তাহা সফল; যে হস্তদ্বারা গন্ধ পুষ্পাদি লইয়া নারায়ণের পূজা করা হয়, তাহা ভাগ্যের নিলয়; যে নয়নদ্বয় জনার্দ্দনের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করে, তাহাই সার্থক, যে জিহ্বা সদা হরিনাম কীর্ত্তনে রত, তাহাই সফল জিহ্বা।

বেদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র নাই, বিষ্ণুর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেব নাই,—ইহা সত্য হিত ও সার বচন। এই অসারদগ্ধ সংসারে একমাত্র বিষ্ণু পূজাই সার। সংসার-পাশ অতি দৃঢ়, তাহাতে আবদ্ধ হইয়া মানব মহামোহে পতিত হইয়া থাকে, আপনারা হরি-ভক্তি-কুঠার দ্বারা সেই সুদৃঢ় পাশ ছেদন করিয়া অনন্ত সুখ লাভ করুন।

যে মন কেবল সেই জগন্ময় সনাতন বিষ্ণুতেই নিবিষ্ট, তাহাই প্রকৃত মন; যে কথা কেবল তাঁহারই মাহাত্ম্য কীর্ত্তনে রত তাহাই প্রকৃত কথা এবং যে শ্রবণ তাঁহার কথা মৃতে পরিপূরিত তাহাই উপযুক্ত শ্রবণ,—তাহাই লোক বন্দিত শুদ্ধ, অক্ষয়, সদানন্দ, ত্রিদশপূজিত আকাশ মধ্যস্থ দেবকে ভক্তি সহকারে পূজা করিলে, নিশ্চয়ই তাঁহার প্রীতি লাভ করা যাইতে পারে—ইহা বেদের বাক্য। যে ব্যক্তি নিরহঙ্কার, অসূয়াহীন, দেবপূজায় যিনি নিরন্তর ব্যাপৃত, কেশব সেসব ব্যক্তির প্রতি নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হয়েন।

হায়! আমরা যে শ্রী, গৌরব ও ধন সম্পত্তিতে

মুগ্ধ হইয়া অহঙ্কারে মত্ত হইয়া থাকি,—তাহাত বিদ্যুল্লতার ন্যায় চঞ্চল,—অনিত্য; তবে সেই ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের জন্য অনর্থকর অহঙ্কারে মত্ত হইয়া কি হইবে? এই শরীর মৃত্যুরই আয়ত্ত, জীবন ও নলিনী-দলগতজল বত্তরল, সুখ সম্পদ ও ক্ষণভঙ্গুর,—তবে আর আমাদিগের আমার বলিতে কি আছে? হায়! কেন বৃথা আমরা নিদ্রালস্যে আয়ু শেষ করিতেছি,—কবে আমাদিগের জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হইবে?

পুণ্যতিথি জন্মাষ্টমিতে জগন্নাথ যে, জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন,—সেই অনাদি অাদ্ধতায় অশরীরি পরব্রহ্ম যে শরীর গ্রহণ পূর্ব্বক জরা মৃত্যু, রোগ শোক পরিপুরিত পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন,—অনেক দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক,—নির্গুণবাদী তাহা স্বীকার করিবেন না। জগন্নাথের জগতে জন্ম গ্রহণ সম্বন্ধে অস্বীকার লইয়া তাঁহারা যে ভুল করেন,—এ কথা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি।

তাঁহারা বলেন,—ঈশ্বর অশরীরি, তিনি সর্ব্বশক্তিমান, তাঁহার জগতের পালন জন্য, সৃজন জন্য—অথবা দুষ্টের দমনের জন্য, কি জন্মগ্রহণ করিতে হয়! যিনি ইচ্ছাময়,—যাঁহার ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি ধ্বংশ হয়,—তিনি আবার মাতৃ জঠর-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া এই শোক দুঃখ জরা মৃত্যু পরিপুরিত জগতে জন্ম গ্রহণ করিয়া, গুরুর নিকটে শাস্ত্রাধ্যয়ণ করিয়া—অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা করিয়া—বনে রণে শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া কখন আহত কখন বা পরাজিত হইয়া দুষ্টবধের আবশ্যক কি? তিনিত ইচ্ছামাত্রেই তাহাদিগকে ধ্বংশ করিতে পারিতেন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মটা এই জন্যই বটে! কংস জরাসন্ধ প্রভৃতি দুষ্টগণের ভারে পৃথিবী নিতান্ত গুরু ভারা ক্রান্তা হইয়া ধেনুরূপে দেবগনের নিকট গমণ করিয়া নিজ মনোবেদনা অবগত করান। পৃথিবীর যন্ত্রণা অপনোদনের জন্য তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া অমরগণ ক্ষীর সাগরের উত্তর তীরে উপস্থিত হইয়া জগদ্গুরু পদ্মনাভের স্তবে প্রবৃত্ত হইলেন। দেবতা দিগের স্তুতি শ্রবণ করিয়া ভগবান কমলাপতি, শঙ্খচক্র গদাধর মূর্ত্তিধারণ করিয়া তাঁহাদের সকলের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। তাঁহার নয়ন যুগল বিকচ কমল পলাশ বৎ বিস্তৃত; তাঁহার জ্যোতিঃ কোটি সূর্যের ন্যায় ভাস্বর; সর্ব্বাঙ্গে নানাবিধ অলঙ্কার সুশোভিত; বক্ষস্থলে শ্রীবৎস-চিহ্ন সমঙ্কিত; পরিধানে পীতাম্বর, গলদেশে স্বর্ণ যজ্ঞোপবীত।

দয়ার্ণব হরি শরনাগত সুরবৃন্দকে সম্বোধন পূর্ব্বক মেঘ গম্ভীর নিনাদে সাগর কল্লোল অতিক্রম করিয়া ধীর ও প্রশান্ত ভাবে বলিলেন,—"আমি দেবকী গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভুভার হরণ ও ধর্ম্ম-সংরক্ষণ করিব।"

আপত্যবাদীগণ বলিতে পারেন, সে ভুভার হরণ—কংস শিশুপাল বধের জন্য তাঁহাকে জন্ম গ্রহণ করিতে হইল কেন? যিনি ইচ্ছামাত্রেই কোটি কোটি বিশ্ব সৃষ্ট ও বিধ্বস্ত করিতেছেন—তাঁহার নিকট কংস শিশুপাল কি অনন্তসাগরের এক বিন্দু বিম্ব হইতে ও ক্ষুদ্র নহে? তাহাদিগের বধের জন্য তিনি মানব জন্মের দুঃখ ভোগ করিতে আসিবেন কেন?

এই সকল কথা যাহারা বলেন,—তাঁহাদিগের

এমি একটা ধারণা আছে যে, মানব-জীবনের যে সকল দুঃখ,—গর্ভে অবস্থান, জন্ম, স্তনপান, শৈশব, শিক্ষা, জয়, পরাজয়, ঈশ্বরের ও বুঝি তাহাই। তাঁহাদিগের স্থূল বুদ্ধিতে এইটুকু আইসে না যে, তিনি সুখ দুঃখের অতীত। তাঁহার কিছুতেই দুঃখ নাই। কষ্ট নাই। জগতের সৃজন, পালন, লয় যেমন তাঁহার লীলা এ সকল তেমনি তাঁহার লীলা হইতে পারে। তুমি বলিতেছ, তিনি মুহূর্ত্তমাত্রে যাহাদিগকে ইচ্ছা ক্রমে সংহার করিতে পারেন, তাহাদের ধ্বংসের জন্য তিনি মনুষ্য জীবন পরিমিত কাল ব্যাপিয়া আয়াস পাইবেন কেন? তুমি ভুলিয়া যাইতেছ যে, যাঁহার কাছে অনন্ত কালও পলকমাত্র, তাঁহার কাছে মুহূর্ত্তে ও মনুষ্য-জীবনে প্রভেদ কি?

তবে কথা হইতেছে,—তিনি ইচ্ছামাত্রে জগতের সৃষ্টি স্থিতি সংহার করিতে পারেন, তিনি আবার জগতে আবির্ভূত হইয়া দুই একটা কংস শিশুপাল বধ করিবেন, কেন? কথাটা ভগবদ্গীতায় অতি পরিষ্কার করিয়া বলা হইয়াছে,—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

আমি সাধুদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত, দুষ্টদিগের বিনাশের জন্য—আর ধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্য যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকি। কিন্তু ধর্ম্ম সংরক্ষণ কি? অনেকে ভাবেন, এ শ্লোকটির অর্থ,—দুষ্টদিগকে সংহার করিয়াই শিষ্টগণের পালন ও ধর্ম্ম সংরক্ষণ করা। তাহা নহে,—আমাদিগের শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি সকলের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থতাই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম অনুশীলন সাপেক্ষ, অতএব কর্ম্মই ধর্ম্মের প্রধান উপায়। এই কর্ম্মকে স্বধর্ম্ম পালন (Duty) বলে।

ইহা লইয়া আমি অধিক বকিতে চাহিনা, বা আমার বকুনি ততটা গ্রাহ্য নাও হইতে পারে। ভগবদ্গীতায় স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিয়াছেন,—তাহাতেই ইহার পরিষ্কার ও পবিত্র উত্তর প্রদত্ত হইয়াছে,—সে অতি মধুর ও পবিত্র কথা,—

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তোহ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥ ১৯
কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধি মাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোক সংগ্রহ মেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥২০
যদ্‌যদাচরত শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরে জনাঃ।
স্বয়ং প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনু বর্ত্ততে ॥২১
ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানা বাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এবচ কর্ম্মনি ॥২২
যদিহ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥২৩
উৎসীদেয়ু রিমে লোকান্ কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহং।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥২৪

"পুরুষ আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া, কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে মোক্ষলাভ করেন; অতএব তুমি আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর, জনক প্রভৃতি মহাত্মাগণ কর্ম্ম দ্বারাই সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যাহা আচরণ করেন, ইতর ব্যক্তিরা তাহাই করিয়া থাকে এবং তিনি যাহা মান্য করেন, তাহারা তাহারই অনুষ্ঠান অনুবর্ত্তী হয়। অতএব তুমি লোকদিগের ধর্ম্ম-রক্ষণার্থ কর্ম্মের

অনুষ্ঠান কর। দেখ, ত্রিভুবনে আমার কিছুই অপ্রাপ্য নাই, সুতরাং আমার কোন প্রকার কর্ত্তব্যও নাই, তথাপি আমি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি। যদি আমি আলস্যহীন হইয়া কখন কর্ম্মানুষ্ঠান না করি, তাহা হইলে সমুদায় লোকে আমার অনুবর্ত্তী হইবে, অতএব আমি কর্ম্ম না করিলে এই সমস্ত লোক উৎসন্ন হইয়া যাইবে, এবং আমি বর্ণ শঙ্কর ও প্রজাগণের মলিনতার হেতু হইব।”

কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ।

বোধ হয় আর বলিতে হইবে না যে, সেই অনাদি অনন্ত পুরুষ—মানবের আদর্শ হইয়া যুগে যুগে জগতে আবির্ভূত হয়েন। তিনি অনন্ত, আমরা সান্ত—অতি ক্ষুদ্র। অতএব যদি ঈশ্বর স্বয়ং সান্ত ও শরীরী হইয়া লোকালয়ে দর্শন দেন, তবে সেই আদর্শের আলোচনায় যথার্থ ধর্ম্মের উন্নতি হইতে পারে। এই জন্যই ঈশ্বরাবতারের প্রয়োজন। মানব কর্ম্ম জানে না, কর্ম্ম কিরূপে করিলে ধর্ম্ম পরিণত হয়, তাহা জানে না;—ঈশ্বর স্বয়ং অবতার হইলে সে শিক্ষা হইবার বেশী সম্ভাবনা। এমত স্থলে ঈশ্বর জীবের প্রতি করুণা করিয়া শরীর ধারণ করিবেন,—ইহার অসম্ভাবনা কি?

অতএব কামাদি রিপুগণকে দমন করিয়া অব্যয় নারায়ণের পূজা করাই পরম মঙ্গলকর। আকাশে যেমন চরাচর বিশ্ব ও স্থাবর জঙ্গম ব্যপ্ত অর্থাৎ আকাশ যেমন নিত্য ও অনন্ত মূর্ত্তিতে সর্ব্বস্থলে রহিয়াছে,—বিশ্বাত্মক বিষ্ণু ও সেইরূপ সর্ব্বত্রই বিরাজ করিতেছেন। তিনি সর্ব্বগত ও সর্ব্বব্যাপী, তাঁহাকে তুষ্ট করিতে পারিলে, সমস্ত জগৎ পরিতুষ্ট হইয়া থাকে। জন্ম হইলেই মৃত্যু হয়; মৃত্যু হইলেই আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। জন্ম মৃত্যু সকলেরই সন্নিহিত,—একমাত্র হরি পূজা ব্যতিত আর কিছুতেই এই জন্ম মৃত্যুরূপ ঘোর আবৃত্তি হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায় না। যাঁহাকে ধ্যান করিলে, পূজা করিলে, স্মরণ করিলে, যাঁহার চরণতলে ভক্তি সহকারে প্রণত হইলে সংসার-পাশ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়—হায়! আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া রহিয়াছি! যাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে মহাপাতকী ও মুক্তিলাভ করিতে পারে, যাঁহাকে অর্চ্চনা করিলে পরম মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়—হায়! মূঢ়াত্মা মোহান্ধ আমরা তাঁহাকে পূজা করি না, ভ্রমেও একবার তাঁহার মধুর নামামৃত পান করি না—আমাদের গতি কি হবে?

শান্তি! শান্তি!! ওঁ!!!

সুখ যামিনী।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

আনন্দচাঁদ প্রমদাকে সঙ্গে লইয়া একটা বনপথে চলিলেন,—জ্যোৎস্নারাত্রি! বর্ষাবারি-স্নাত গাছ পালা, লতা পাতা সব জ্যোৎস্নায় চিক্ চিক্ করিতেছে—সেই জল নিষেকনিরতা লতা পাতার মধ্যে জোনাকী পোকাগণ ঝাঁক বাঁধিয়া ঝিকি মিকি করিতেছে। কোথাও বা জলভার-নমিতা লতাগ্র হইতে দুই এক বিন্দু জল ঝরিয়া

পড়িতেছে,—কোথাও বা পত্রান্তরাল হইতে দুই একটা পক্ষী পক্ষ সাপট দিতেছে।

জ্যোৎস্না-বন্যায় বিভাসিত সেই প্রকাণ্ড ঘনবিন্যস্ত বৃক্ষ বল্লরীর ভিতর দিয়া যাইতে—প্রমদা যেন বড় ভীত হইয়া পড়িতেছিল। তাহার উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি দেখিয়া,—আনন্দচাঁদ তাহা সহজেই বুঝিতে পারিতেছিলেন। অনেকক্ষণ হাঁটিয়া তাঁহারা একটা গ্রামের নিকটে উপস্থিত হইলেন। গ্রামের প্রান্তভাগে—একটা আম্রের বাগান। সেই আম্রবাগানের মধ্যস্থলে একটি দেবমন্দির। আনন্দচাঁদ সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রমদাকে বলিলেন,—

"তুমি এখানে প্রনাম কর।"

আনন্দচাঁদ ও প্রণাম করিলেন। তাঁহার দেখা দেখি, সঙ্কুচিত ভাবে—দূরে দাঁড়াইয়া প্রমদা প্রণাম করিল, কিন্তু সে জানিল না যে, সে মন্দিরে কোন্ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত।

আবার দুইজনে চলিল।—এবার গ্রামের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড বাড়ির নিকট পেঁাছিল। সম্মুখে, দরজার নিকট ত্রিপাদাবশিষ্ট—একখানি ভগ্নটুলের উপর বসিয়া একজন পশ্চিম দেশীয় দ্বারবান ঘুণ ঘুণ করিয়া গান গাহিতেছিল। আনন্দচাঁদ সেখানে উপস্থিত হইলে,—দ্বারবান সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইয়া—তাঁহার পথ ছাড়িয়া দিল। আনন্দচাঁদ প্রমদাকে লইয়া বাটির মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

দুইটি মহল ছাড়াইয়া,তাঁহারা অন্দর মহলে প্রবেশ করিলেন। বাহিরের ঘরে একজন দাসী শয়ন করিয়াছিল, আনন্দচাঁদ তাহাকে ডাকিলেন, সে উঠিলে বলিলেন, "শান্তিদাসীকে ডাকিয়া দে।"

দাসী চোখ কচালাইতে কচালাইতে উপরে উঠিয়া গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে—শান্তিদাসীর সহিত পুনরাগমণ করিল। শান্তিদাসীর হাতে একটা আলো—সে আসিয়া গলবস্ত্রে আনন্দচাঁদের পায়ের নিকট ঢিপ করিয়া এক প্রণাম করিল। প্রমদার দিকে চাহিয়া বলিল,—

"এ কে?"

আনন্দ।—গুরুদেবের নূতন শিষ্যা, এ এখন তোমার নিকট থাকিবে। ইহাকে উপযুক্ত শিক্ষা দিবে, ইহার দ্বারা তাঁহার অনেক কাজ হইবে।

শান্তিদাসী আর কোন কথা কহিল না,—প্রমদার হাত ধরিয়া লইয়া উপরে গেল। আনন্দচাঁদ সেখানে আর মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব করিলেন না; তিনি মৃদু মধুর গান গাহিতে গাহিতে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শান্তিদাসী প্রমদাকে লইয়া উপরে গেল। প্রমদা দেখিল,—সে অতি সুসজ্জিত গৃহ—দেখিয়া শুনিয়া প্রমদা বুঝিল এ খুব বড়লোকেরই বাড়ি, তাহাতে ভুল নাই। শান্তিদাসীরও চেহারা বড় লোকের মেয়ের মত,—তাহার বয়স চব্বিশ পঁচিশ বৎসরের কম নহে। তবে প্রমদা তাহার অঙ্গসৌষ্ঠবাদি দর্শনে বুঝিল,—তাহার সন্তানাদি কিছুই হয় নাই, তাহার অধর নবকিশলয়ের অরুণাভ রাগে লোহিত, বাহুদ্বয় পেলব-শাখা সৌকুমার্য্যে-সুকোমল—আর দেহযষ্টি মনোজ্ঞ যৌবন কুসুমভারে সজ্জিত।

—বস্তুতঃ শান্তিদাসী সৌন্দর্য্যে বাসন্তী-মল্লিকার ন্যায়, ভ্রূযুগ ভ্রমর পাঁতির মত; চঞ্চল কটাক্ষ, সান্ধ্য-সমিরণ-কম্পিত নীলোৎপল তুল্য; উন্নত গ্রীবা—দৃপ্তা রাজহংসীর মত।—প্রমদা এক দৃষ্টে তাহাকে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিল।

শান্তিদাসী বলিল,—

"তোমার নাম কি?"

প্রমদা নিজ নাম বলিল,

শান্তিদাসী তাহা শ্রবণ করিয়া কহিল,

"তোমার বাড়ি কোন্ গ্রামে?"

প্রমদা এদিক ও দিক করিতে লাগিল। শান্তিদাসী তাহার সে ভাব অবলোকন করিয়া বলিল,

"আমার সহিত কোন কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইও না। যাহা ঠাকুরের সাক্ষাতে বলিয়াছ, আমিও তাহা শুনিতে পাইব,—তবে আমার নিকট বলিতে তোমার আর লজ্জা কি?"

প্রমদা আর গোপন করিল না। নিজ পরিচয়াদি তাহার নিকট বর্ণনা করিল। শেষ জিজ্ঞাসা করিল,—

"বনাশ্রমে যাঁহাদিগকে দেখিয়া আসিলাম, তাঁহারা কে? কি জন্যই বা সেখানে থাকেন, তোমার সহিতই বা তাঁহাদিগের সম্বন্ধ কি,—এ সকল আমার নিকট বলিতে যদি কোন বাধা না থাকে, তবে আমাকে বল।"

শান্তিদাসী মৃদু হাসিয়া বলিল,

"ঠাকুর যখন এখনও সে কথা তোমার নিকট বলেন নাই, তখন তিনি যখন বলিবেন, বা আমাকে বলিতে অনুমতি করিবেন, তখন বলিব। তবে এখন এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে,—উহাঁরা সকলেই বৈষ্ণব। বিষ্ণুদেব উহাঁদিগের উপাস্য; এবং তাঁহারই চরিত্র উহাঁদিগের কর্ম্মের আদর্শ।"

প্রমদা বলিল,—"উহাঁদিগের পরিচয় জানিবার আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু তুমি যদি না বলিলে, তখন আমি শুনিব কি প্রকারে? কিন্তু তোমার পরিচয় টা কি আমাকে দিবে?"

শান্তিদাসী মৃদু হাসিল; বলিল,

"এই বাটী আমার, আমার নাম শান্তিদাসী।"

শান্তিদাসী এই বলিয়া নিরস্ত হইল। প্রমদা ও মৃদু হাসিল। বলিল,

"যে পরিচয় দিয়াছ, উহা আমি আগেই জানিতাম। যে সন্ন্যাসী আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছিলেন, তিনি তোমাকে শান্তিদাসী বলিয়া ডাকিয়াছিলেন,—তাহাতেই বুঝিয়াছিলাম, তোমার নাম শান্তিদাসী, আর এ বাড়ী যে তোমার, তাহাও আমি বুঝিতে পারিয়াছি।"

শান্তিদাসী হাসিতে হাসিতে বলিল,

"এ যে আমার বাড়ি তাহা তুমি কেমন করিয়া জানিলে?"

প্রমদা। তা' জানিতে কি আর বাঁকি থাকে?

শান্তি। কি সে জানিলে?

প্রমদা। তোমার আকৃতি প্রকৃতি দেখিয়া—সে যাউক। ইহা তোমার পিতৃ-আলয় না শশুরালয়?

শান্তি। এটা আর আমার চেহারায় অনুভব করিতে পারিলে না?

প্রমদা। না।

শান্তি। শশুর বাড়ি।

প্রমদা। এত স্বাধীনতা! তোমার শ্বশুর নাই?

শান্তি। না।

প্রমদা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল,—যেন একটা কি কথা সে বলিতে গিয়া বলিতে পারিতেছে না। তাহার সেই ভাব দেখিয়া শান্তিদাসী মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিল,"

"স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ,—বটে!

প্রমদা নতবদন হইল। কোন কথা কহিল না,—শান্তিদাসী বলিল,—

"হাঁ, আমার স্বামী আছেন।"

প্রমদা। তিনি কোথায় থাকেন? বাড়ি নাই কি?

শান্তি। না,—

প্রমদা। তবে কোথায়?

শান্তি। পরে বলিব, এখন না।

প্রমদা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। এদিকে ভোর হইয়া আসিল। বাহিরে গাছের ডালে, লতাকুঞ্জে বসিয়া নানা পাখী নানা স্বরে গান আরম্ভ করিল।

শান্তিদাসী প্রমদাকে বলিল,

"তুমি ঘুমা'বে?"

প্রমদা বলিল,—

"রাত্রি এখন কত?"

শান্তি। রাত্রি আর নাই—ভোর হইয়া গিয়াছে।

প্রমদা। তবে আর ঘুমাব না।

তাহারা দুইজনে তখন বাহিরে চলিয়া গেল।

ঘোমটা।

ঘোমটা! সতি! তুমি স্বর্গীয় না পার্থিব? যদি স্বর্গীয় হও তো কথাই নাই। কিন্তু যদি পার্থিব হও, তাহা হইলে বলিবার শুনাইবার ও দেখাইবার অনেক আছে। যদি সৃষ্ট বস্তু দেখিয়া স্রষ্টার গুণাগুণ বিচার করিতে হয়, তাহা হইলে তোমাকে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি অনেক গুণের আধার। তোমার মাহাত্ম্য বুঝিতে হইলে, তোমার উপকারিতা জানিতে হইলে, সূক্ষ্ম-দৃষ্টি, বহুজ্ঞানী ও পরিণামদর্শী হওয়া আবশ্যক। স্থূলদৃষ্ট, অল্পজ্ঞানী ও অপরিণামদর্শী লোকেরা তোমার মাহাত্ম্য বুঝিতে, তোমার উপকারিতা জানিতে সক্ষম নহেন। প্রাচীন হিন্দুগণ পূর্ব্বোক্ত গুণ সম্পন্ন ছিলেন বলিয়াই তুমি তাঁহাদিগের নিকট আদর ও যত্নের সামগ্রী ছিলে, এখন ও যাঁহাদের উক্ত গুণ সকল আছে, তাঁহারা তোমাকে যত্ন ও আদর করিয়া থাকেন। কিন্তু আজ কা'ল ওরূপ লোক অতি বিরল, কাজেই তোমারও অনাদর ও অযত্ন হইতেছে। তোমার মাহাত্ম্য যাহারা বুঝিতে পারে এবং সেই হেতু তোমাকে যত্ন ও আদর করিয়া থাকে, তাহাদের বিধবা বিবাহের আবশ্যক হয় না, ডাইভোর্স (divorce) প্রথা প্রচলিত করিবার প্রয়োজন করে না। তুমি যে দেশে আছ, সে দেশে অসতীর দল অল্প। তুমি যে দেশে স্ত্রীলোকের মস্তকের ভূষণ, সে দেশের রমণী পতিব্রতা লজ্জাশীলা ও সচ্চরিত্রা। কিন্তু যত তোমার অনাদর

হইতেছে,অযত্ন হইতেছে, ততই আমাদের দেশ হইতে রমণীগণের পতিপরায়ণতা লজ্জাশীলতা সচ্চরিত্রতা একে একে অন্তর্হিত হইতেছে, নব্য সম্প্রদায়ের লোকেরা ইহা দেখিয়াও দেখেন না, বুঝিয়াও বুঝেন না, শুনিয়াও শুনেন না। যাহা আপাতঃ মধুর তাহাই তাঁহাদিগের নিকট সুমিষ্ট। যাহা বাহ্যতঃ মনোহর,তাহাই তাঁহাদিগের নিকট সুন্দর। কিন্তু এ সকল যে পরিণাম বিরস, তাহা একবার দেখেন না, ভাবেন না। তাঁহাদেরই বা দোষ কি? কেন না, তাঁহারা স্থূলদৃষ্ট অল্প জ্ঞানী ও অপরিণামদর্শী। কাজেই তাঁহাদিগের দেখিবার শক্তি নাই, বুঝিবার সামর্থ্য নাই, ভাবিবার ক্ষমতা নাই। বিলাতী দ্রব্যই তাঁহাদিগের চক্ষে সুন্দর, বিলাতী সুর তাঁহাদিগের কর্ণে শ্রুতি মধুর। তাঁহাদিগের মতে পাশ্চাত্য শিক্ষাই শিক্ষা—তদ্ভিন্ন সমুদায়ই কুশিক্ষা। তাঁহাদিগের মতে ইংরেজ সুশিক্ষিত,সুসভ্য, জ্ঞানী ও পরিণামদর্শী, নচেৎ এত উন্নতি তাহারা কোথা হইতে করিবে। আর সমগ্র হিন্দু অসভ্য অশিক্ষিত অজ্ঞান; নতুবা তাহাদিগের অবনতি হইবে কেন? কাজেই তাঁহারা ভাবেন, ইংরেজেরা যাহা করে, যাহা পরে, যাহা খায়, এক-কথায় তাহারা যাহা ভাল বলে তাহাই ভাল। আর হিন্দুরা যাহা ভাল বলে, তাহা সমস্তই কুৎসিৎ ও কুসংস্কার সম্পন্ন। কাজেই ঘোমটাও কুৎসিৎ ও কুসংস্কার-সম্পন্ন। কিন্তু আজ যদি ইংরেজেরা ঘোমটাকে ভাল বলে, তাহা হইলে কা'ল দেখিবে নব্য সম্প্রদায়ভুক্ত বাঙ্গালীরা তাহাকে আদর করিবে, যত্ন করিবে। নব্য যুবকেরা আপন কর্ণে শুনিতে জানেন না, আপন চক্ষে দেখিতে জানে না। কথায় বলে আপ রুচি খানা, আর পররুচি পর্‌না। কিন্তু আ'জ কা'ল-কার বাঙ্গালীগণের নিকট সকলই পররুচি—ইংরেজের রুচিতেই তাঁহাদিগের রুচি। কাজেই ঘোমটা, তাঁহাদিগের বিষ নয়নে পড়িয়াছে। যদি আমরা চক্ষে দেখিতে জানিতাম, আপন মনে ভাবিতে পারিতাম, তাহা হইলে ঘোমটা আমাদিগের নিকট কুৎসিৎ ও কুসংস্কারাপন্ন হইত না। কিন্তু আমরা বুঝি না যে, যাহা আমাদিগের ন্যায় সামান্য মানবের চক্ষে সুন্দর তাহাই পাপে পরিপূর্ণ। আর যাহা আয়াস সাধ্য তাহাই আমাদিগের নিকট নীরস। কাজেই ধর্ম্মের পথ আমরা দেখিতে অক্ষম।

বলিতে দুঃখও কষ্ট হয়, আজি কালি যখন ঈশ্বরের অস্তিত্বেও প্রমাণ আবশ্যক, তখন যে এই সামান্য জিনিষটা বিনা প্রমাণে কেহই গ্রহণ করিবে না, তাহা পূর্ব্ব হইতে জানি। জানি বলিয়াই আমার সামান্য ক্ষমতায় যতদূর সম্ভব ততদূর প্রমাণ দিতেছি। কার্য্য থাকিলেই তাহার কোন কারণ আছে ইহা স্থির নিশ্চয়। আ'জ কা'ল দেশে যখন বিজ্ঞানের ছড়াছড়ি তখন সকলকেই আছে বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে, অস্বীকার করিবেন না। কার্য্য মাত্রেরই উদ্দেশ্য, সাধনোপায় ও পরিণাম ফল এই তিনটি অঙ্গ আছে। দেখা যাউক এই ঘোমটা বলিয়া জিনিষটার সৃষ্টির কারণ কি, উদ্দেশ্য কি আর তাহার ফল শুভ না অশুভ। পাঠক বলিতে পারেন, যে প্রণয়িণীর কমল-বদন মুহু মুহু বিলোকন করিয়াও পরিতৃপ্ত হওয়া যায় না, তাহা কি না আবার আবরণে আবৃত। ইহাও কি

প্রাণে সহ্য হয়? কিন্তু ভাবিয়া দেখ, ঐ আবরণে আবৃত থাকে বলিয়াই তুমি তাহা দেখিতে উৎসুক। তাহাতেই তোমার নিকট প্রণয়িণীর বদন নিত্য নূতন বোধ হয়; আর যে এই ঘোমটা সৃজন করিয়াছে, সেও তো তোমার ন্যায় মানব, তাহার ও তোমার ন্যায় ইচ্ছা, তোমার ন্যায় স্পৃহা ছিল। যদি ঘোমটা সৃজনে কোন উপকারই না থাকিবে, তবে সে সাধ করিয়া কেন নিজের পথে কণ্টক দিবে, কেন নিজের পায় নিজে কুঠারাঘাত করিবে আর কেনই বা তাহা অপরে গ্রহণ করিবে?

এখন অবশ্যই স্বীকার করিবে যে, ঘোমটা বৃথা সৃষ্ট হয় নাই; আর ইহা একটা ফ্যাসান (Fashion) ও নহে। সুখের জিনিষ, আমোদের জিনিষই (Fashion) ফ্যাসান হইয়া থাকে। যাহা সুখের কণ্টক তাহা ফ্যাসান হইতে পারে না। যদি বল এককালে ইহার প্রয়োজন হইয়াছিল, কিন্তু এখন প্রয়োজন নাই। কালের পরিবর্তণানুসারে কার্য্যের ও পরিবর্তন হয়। যদি বল মুসলমান শাসনকর্ত্তারা অত্যাচারী ছিল, তাহারা সুন্দর স্ত্রীলোক দেখিলেই বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়া লইত; সেই হেতু সেই সৌন্দর্য্যরাশি গোপন রাখিবার জন্য ঘোমটার প্রয়োজন হইয়াছিল। এখন আর অত্যাচারী মুসলমানদিগের রাজত্ব নাই, সেই জন্য আর ঘোমটারও প্রয়োজন নাই।

ভাবিয়া দেখ, রাজার অত্যাচার ভিন্ন কি আর অত্যাচার নাই! তুমি যদি পল্লীগ্রামবাসী হও আর যদি তোমাদের গ্রামে জমিদার থাকেন, তাহা হইলে তাঁহারা যে কিরূপে অত্যাচার করিয়া থাকেন, তাহা আর তোমার বুঝিতে কষ্ট পাইতে হইবে না। সকল দেশের সকল সময়েই সবল দুর্ব্বলকে পীড়ন করিয়া থাকেন; তা কি ইংরেজের রাজত্বে, কি মুসলমানের রাজত্বে। আরও প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কোন ব্যক্তির স্ত্রীর ধর্ম্ম যদি অপর ব্যক্তি বলপূর্ব্বক নষ্ট করে, আর যদি পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তি আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করে, প্রায়ই তাহার সুবিচার হয় না; হইবে আশা করাই অন্যায়! যে ইংরেজ আমাদিগের রাজা, যে ইংরেজ আমাদিগের বিচারকর্ত্তা, সেই ইংরেজ যখন সতীত্বের মর্ম্ম বুঝেন না, তখন সুবিচার হইবে কোথা হইতে? আর বিচারে জয়লাভ হইলেই বা কি ফল। যে অমূল্য সতীত্ব-রত্ন নষ্ট হইল, তাহা তো আর ফিরিল না। যদি বল পাপীর শাস্তি হইলে লোকে আর পাপ করিবে না। সে আশা করা বৃথা। বৎসর বৎসর, মাস মাস, দিন দিন কতলোক পাপকার্য্যের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইতেছে, কারা-যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, নির্ব্বাসিত হইতেছে, এমন কি জীবন পর্য্যন্ত হারাইতেছে। কৈ, তবু কি লোক পাপ কার্য্য করিতে ক্ষান্ত হইতেছে?

আরও দেখিবে নিত্য পৃথিবীতে যতরূপ পাপ কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে, তাহার অধিকাংশের মূল, রমণীর সৌন্দর্য্য। ঘোমটা করে কি, না এইরূপ নানাবিধ পাপ কার্য্যের প্রবর্ত্তক রমণী বদনের সৌন্দর্য্যকে আবৃত করিয়া রাখে। পাছে তাহাতে মুগ্ধ হইয়া মানব ধর্ম্ম ভুলিয়া যায়, কর্ম্ম ভুলিয়া যায়, পাছে সে রূপের অনল দেখিয়া পতঙ্গ বৃত্তি প্রাপ্ত হয়; এই জন্য ঘোমটা সেই রূপরাশি মানব দৃষ্টি হইতে গুপ্ত রাখিয়া

তাহাদিগকে পাপ পথে পতিত হওয়া হইতে রক্ষা করে। ইহাতেও ঘোমটা কুৎসিত কুসংস্কারের আকর?

আরও যাঁহারা বিজ্ঞান বিজ্ঞাত আছেন, তাঁহাদিগের অজ্ঞাত নাই যে, মানব-দেহে সর্ব্বদাই তাড়িৎ নিহিত আছে এবং এই তাড়িতের অভাব হইলে মনুষ্য মৃত্যু-মুখে পতিত হয়। শুদ্ধ মনুষ্য শরীরে কেন, সর্ব্ব জীব শরীরে এমন কি সমস্ত জড় পদার্থেও এ তাড়িৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। মনুষ্যের শরীর হইতে, বিশেষতঃ মুখ চোখ হইতে সর্ব্বদা এক এক প্রকার জ্যোতি নির্গত হইতে থাকে। কিন্তু এ জ্যোতি যে কি এবং ইহার আকরই বা কি, তাহা অনেকে বলিতে পারেন না, ইংরেজীতে এই জ্যোতিকে frightners বলে। আমার বোধ হয় মনুষ্যের চক্ষু ও বদন দ্বারা অন্তর্নিহিত তাড়িৎ কিম্বা চুম্বক নির্গত হয়। সকলেই জানেন যে, এই তাড়িৎ দুই জাতীয়, এস্থলে তাহাদিগের দুইটি বিপরীত ভাবাপন্ন কার্য্যের দ্বারা তাহাদিগের জাতি বিভাগ হইয়াছে। অন্য নামাভাবে ইহারা সম তাড়িৎ ও বিষম তাড়িৎ বলিয়া অভিহিত হইল। ইংরেজীতে ইহাদিগকে (positive elictricity) পজিটিভ ইলেক্ট্রিসিটি ও (negative elictricity) নেগেটিভ ইলেক্ট্রিসিটি বলে।

ইহাদিগের কার্য্য এক নূতন প্রকারের; সম তাড়িৎ সম তাড়িৎকে বিকর্ষণ করে; কিন্তু বিষম তাড়িৎকে আকর্ষণ করে। আবার বিষম তাড়িৎ বিষম তাড়িৎকে বিকর্ষণ করে, কিন্তু সম তাড়িৎকে আকর্ষণ করে। চুম্বক ও ঠিক ঐরূপ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মানব এমন কি জীবমাত্রেরই মুখ চোখ হইতে সর্ব্বদা এই তাড়িৎ বহির্গত হইতেছে। কিন্তু কাহার শরীর হইতে কোন্ জাতীয় তাড়িৎ নির্গত হয়, তাহার ঠিক নাই। কাহারও শরীর হইতে সম তাড়িৎ নির্গত হইতেছে, কাহারও বা শরীর হইতে বিষম তাড়িৎ নির্গত হইতেছে। আরও বলা হইয়াছে যে, তাড়িৎ দ্বয় ভিন্ন জাতীয় হইলে অর্থাৎ সম ও বিষম তাড়িৎ পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে এই হেতু যাহাদিগের শরীর হইতে সম তাড়িৎ নির্গত হয়, তাহারা যাহাদিগের শরীর হইতে বিষম তাড়িৎ নির্গত হয় তৎকর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এ আকর্ষণে পরস্পরের শরীর পরস্পরের দিকে না যাইয়া একের চিত্ত অপরের চিত্ত কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হয়। কিন্তু এ বিষয়ে একটু আপত্তি আছে।

সম ও বিষম তাড়িৎ সম্পন্ন সামগ্রী পরস্পর পরস্পরকে বিকর্ষণ করে, কিন্তু মনুষ্য চিত্ত সর্ব্বদা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ কিম্বা পরস্পর পরস্পরকে বিকর্ষণ করে না। তাহা যাহাই হউক, ইহাই যথেষ্ট যে, সকল চিত্ত সকল চিত্তকে আকর্ষণ করে না; আর এই আকর্ষণ প্রধানতঃ চক্ষুর দ্বারায় সম্পন্ন হয়। তাহারই জন্য অন্ধের নিকট সুন্দর কুৎসিৎ সকল সমান। এখন বল দেখি কোন লোকের স্ত্রী নিখুঁত সুন্দরী হইলেও সে তাহার স্বীয় স্ত্রী অপেক্ষা সহস্র গুণে কুৎসিতা পরস্ত্রীতে আসক্ত হয় কেন, এবং একজন স্ত্রীলোকের স্বামী কার্ত্তিকের ন্যায় সুন্দর পুরুষ হইলেও সে স্ত্রীর মন অন্য পুরুষের দিকে ধাবিত হয় কেন। অবশ্যই স্বীকার

করিবে যে, আমাদের চক্ষে তাহারা সুন্দর হইলেও সে স্ত্রী তাহার স্বামীর চক্ষে কিম্বা সে স্বামী তার স্ত্রীর চক্ষে সুন্দর নহেন। অর্থাৎ তাহাদিগের চক্ষু পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করে না, কিন্তু যে চক্ষু তাহাদিগকে আকর্ষণ করে, তাহাদিগের চিত্ত সেই দিকে ধাবিত হয় এবং একবার আকৃষ্ট হইলে, আর ধর্ম্ম মনে থাকে না, কর্ম্ম মনে থাকে না। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কর্ম্ম ও অপকর্ম্ম, পাপ ও পুণ্য সকলই সমান হয়। সাধুর সাধুতা যায়, ধার্ম্মিকের ধর্ম্ম যায়—সতীর সতীত্ব যায়, লজ্জাশীলার লজ্জা যায়। তাই বলিতেছি এ আকর্ষণ বড় ভয়ানক আকর্ষণ। আণবিক আকর্ষণই বল, আর মাধ্যাকর্ষণই বল, কিন্তু এ আকর্ষণের কাছে আর কোন আকর্ষণই নহে। মাধ্যাকর্ষণ ও আণবিকার্ষণ পৃথিবীর মঙ্গল সাধক, কিন্তু ইহা পৃথিবীর পাপের আকর।

ঘোমটা করে কি না, ঘোমটা এই আকর্ষণ নিবারণ করে, পৃথিবীস্থ লোকের পাপ কার্য্য নিবারণ করিতেছে, কাযেই ঘোমটা কুৎসিত ও কুসংস্কারের জ্বলন্ত উদাহরণ! ভাই! একজন তোমাকে অন্তরের সহিত ভক্তি করে, তোমাকে আন্তরিক ভাল বাসে, তোমার মনস্তুষ্টির জন্য সর্ব্বদা যত্নবান্, তোমার সেবা শুশ্রূষায় সর্ব্বদা নিরত, ভুলেও তোমার উপকার ভিন্ন অপকার করে নাই; তবুও তুমি তাহাকে বিষ দেখ কেন? অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, পূর্ব্বোক্ত আকর্ষণের ফল। ঘোমটা করে কি, না সেই আকর্ষণের যন্ত্র চক্ষু, রমণীর চক্ষুকে আবৃত রাখিয়া তাহাকে অন্য পুরুষের চক্ষু দ্বারায় আকৃষ্ট হইতে দেয় না,—ঘোমটার অপরাধ এই। এই জন্য আধুনিক শিক্ষিত লোক ঘোমটার বিরোধী। কিন্তু ভাই, যদি সুযোগ থাকিত, তাহা হইলে আমি পুরুষ হইলেও ঘোমটা পরিতাম, এবং বন্ধু বান্ধবকে পরিতে বলিতাম।

সমালোচনা।

[সমালোচক সমিতির বিবরণ।]

সংক্ষিপ্ত ঋতু পথ্য।—(আয়ুর্ব্বেদীয় স্বাস্থ্যরক্ষা) শ্রীচন্দ্রভূষণ মণ্ডল সংকলিত। কলিকাতা ৪নং কলেজ স্কোয়ার সাম্যযন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ছয় পয়সা মাত্র। ইহা একখানি প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (নেচারেল ফিলো জফি) এই পুস্তক খানিতে সরল কবিতায় ষড়ঋতুর বর্ণনা আছে; বর্ণনা বেশ হইয়াছে। তদ্ভিন্ন প্রত্যেক ঋতুতে শরীরের ধর্ম্ম কি, এবং পথ্যবিধি লেখা হইয়াছে। যে উদ্দেশ্যে পুস্তক খানি লেখা হইয়াছে, অর্থাৎ বিদ্যালয়ের বালক বালিকার পাঠোপযোগী করিতে গ্রন্থকার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাহাতে সাফল্যলাভ করিয়াছেন, একথা স্বীকার করিতে কেহই অস্বীকার করিবে না। তবে যেরূপ মহৎ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহাতে আরও একটু সুবিস্তৃত করিয়া এবং এই যুক্তি তর্কের দিনে দুই একটি যুক্তি তর্কের সহিত সঙ্কলন করিলে পুস্তকখানি সাধারণের পাঠোপযোগী হইত। তবে তিনি যাহা করিয়াছেন,—তাহা বেশ প্রস্ফুটিত হইয়াছে। এরূপ

গ্রন্থকারকে সকলেরই উৎসাহ দেওয়া কর্ত্তব্য। আমরা পুস্তক হইতে বর্ত্তমান শরৎ ঋতুটি তুলিয়া দিলাম,—ঋতু সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

"শরৎ ঋতু।

(আশ্বিন ও কার্ত্তিক।)

শরৎ ঋতুর লক্ষণ।

চন্দ্র তারা সরোবর বন উপবন,
হাসিতেছে উল্লাসেতে গিরির ভবন।
দৃষ্টিমাত্র ধান্য ক্ষেত্র নেত্রতৃপ্তি হয়;
শিশিরে শ্রীভ্রষ্ট হায়! কমল নিচয়!
সেফালিকা ইন্দীবর কুমুদ কহ্লার;
কাশাদি বিবিধ পুষ্প শোভে চমৎকার।
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নানা জাতি তরু লতাগণ;
নিম্ন উচ্চ সমভূমি, করে আচ্ছাদন।
কভু কভু নীলাকাশে উঠি মেঘদল,
'গর গর' গর্জ্জে কিন্তু বর্ষে অল্প জল।
হংস বক চক্রবাক—নানাজলচর;
নির্ম্মল সলিল পেয়ে, পুলক অন্তর,
পূর্ব্বমত নাহি আর, কর্দ্দমের ক্লেশ;
তাল লেবু নারিকেল, গুবাক প্রভৃতি,
পাকে নানাবিধ ফল শরতের রীতি।

শরীরের ধর্ম্ম।

বর্ষার সঞ্চিত পিত্ত, এইকালে সহসা সূর্য্যের তীক্ষ্ণ তেজ স্পর্শে কুপিত (দূষিত) হইয়া জ্বরাদি বিবিধ রোগ উৎপাদন করে।

পথ্য বিধি।

প্রাতে সম পরিমাণ চিনির সহিত হরিতকী চূর্ণ এক তোলা।

পটল পত্রাদি তিক্তদ্রব্য, যে জলে চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ বিশেষরূপে পড়ে সেই জল পান; সঘৃত শালী তণ্ডুলের অন্ন, মুগ যুষ, চিনি সংযুক্ত দুগ্ধ, নিশার বায়ু ও চন্দ্রকিরণ সেবন এবং কাষায় বস্ত্র পরিধান।"

পত্রাষ্টক কাব্যোত্তর কাব্য।—এবারে এখানি সমালোচনা হইল না, আগামী বারে হইবে। গ্রন্থকার যদি অনুগ্রহ করিয়া পত্রাষ্টক কাব্য খানি পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে মিলাইয়া সমালোচনা করিতে পারি। বলা বাহুল্য উভয় পুস্তক দেখিলে সমালোচনার সুবিধা হয়।

স্থানীয় সংবাদ।

কিহবে—বন্যায় এ দেশত ভাসিয়া গিয়াছে। বন্যা সরিল, এখন সে সকল গরীব, নিঃসম্বল, অসহায় দরিদ্র প্রজাগণের উপায় কি? তাহাদিগের আহারের অন্ন, থাকিবার ঘর সকলি গিয়াছে—এখন তাহারা কেমন করিয়া বাঁচিবে? গভর্ণমেণ্ট সাহায্য করিয়াছেন, সে অনন্ত সমুদ্রে দেশলার কাটী!

বর্ষার বিরাম নাই—এখনও এদেশে বর্ষার প্রাদুর্ভাব কমে নাই; জল কাদা আজি ও সর্ব্বত্র সমভাবে বিরাজিত।

জ্বর ও আছে—জ্বরের এবার খুব প্রাদুর্ভাব, মৃত্যু ও অনেক হইতেছে।

গোদের উপর বিষ ফোঁড়া—সর্প ভয় অত্যন্ত হইয়াছে। ইহার দংশনে ইতি মধ্যেই অনেকগুলি লোক ইহজীবনের লীলা খেলা সাঙ্গ করিয়াছে।

THE SAMALOCHAKA,

সমালোচক।

সম্পাদক—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

১ম খণ্ড, ১২৯৭ } সমালোচক সমিতির মাসিক পত্র। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা, আশ্বিন।

সুখ-যামিনী।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

দিবাপতি দিবামুখ—চলি গেল অস্তাচলে,
প্রকৃতি ঝাঁপিল মুখ—মলিন-বসনাঞ্চলে।
দিবাকর-বিরহিনী, সরসি-বাল্য-নলিনী,
হ'য়ে অতি বিষাদিনী ঢলিয়া পড়িল জলে।
যামিনী যাপিবে ব'লে, ঝাঁকে ঝাঁকে কুতূহলে,
কাকলি করিয়া কুলায় পশিল পাখী সকলে।

(কোরস)

পূর্ব্বনীল-নভো পরি, আঁধার উজল করি—
উদিল যামিনী-কান্ত জগতে আলোক ঢেলে।
মঞ্জু কুঞ্জে কুসুম-কলি, সমীর ভরে হেলেদুলি,
পাতার ঘোমটা খুলি হ'ল প্রস্ফুটিত—
ঘুচিল দুঃখের ভরা, বহিল সুখের ধারা,
মসি রাশি নাশি জগত হ'ল আলোকিত।—
মম হৃদয় মাঝারে যে, আঁধার স্তরে স্তরে
র'য়েছে জমিয়া যাহা যাবে কি তা কোন কালে
যাবে যাবে একদিন, হয় হে লোচনের নিধি
নন্দ মম হৃদি-চাঁদ হৃদয় মাঝে উদিলে।

একদা সন্ধ্যাকালে ক্ষুদ্র বীচিবিক্ষেপ-চপলা, সুস্নিগ্ধ চন্দ্রকরোৎ-ফুল্ল নদী-সৈকতে বসিয়া বেহালচাঁদ এই গীতটি গাহিতেছিলেন। সায়াহ্ন সমীরণের সহিত—নদীর কুল কুল ধ্বনির সহিত স্বর মিশাইয়া তাপস গান গাহিতেছিলেন। হৃদয় আবেগেপূর্ণ—সেই গানের প্রত্যেক শব্দকে যেন ভাবময় লাগিতেছিল। গান অনেকেই গায়, সুস্বর অনেকেরই আছে, কিন্তু যে, প্রাণ খুলিয়া স্বরের সহিত ভাব মিশাইয়া গান করে—সে গান শুনিলে প্রাণ মাতিয়া উঠে; মন যেন কাহাকে খুঁজে; প্রাণ যেন কাহার সহিত মিশিতে চায়, মর্ত্তে যেন স্বর্গ সুখানুভব করিতে পারা যায়। নবীন তাপস গান গাহিতেছে, বসন্ত-পবন সেই গানের ভাব লইয়া হো হো করিয়া ছুটিতেছে;

প্রতিধ্বনি তাহা আবার উচ্চরবে গাহিয়া সকলকে শুনাইতেছে। ক্রমে গীতধ্বনি অদূরস্থিত নিবিড় কাননে প্রবেশ করিল। সেখান হইতে আর একটি তাপস বাহির হইয়া আসিয়া বেহালচাঁদকে ডাকিলেন। বেহালচাঁদ উত্তর দিলেন,—

আগন্তুক বলিলেন,

"তুমি এখানে বসিয়া কি করিতেছ? আমরা তোমার অনেক খোঁজ করিয়াছি।"

বেহালচাঁদ পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখিলেন; বলিলেন,

"কেন তোমরা আমার অনুসন্ধান করিয়াছ.—আমার ত এমন বেশি বিলম্ব হয় নাই। এই নদী-তীরে বসিয়া সন্ধ্যাহ্নিক করিয়া একটা গান গাহিতেছিলাম। আমাকে কেন খোঁজ করিতেছিলে—বিশেষ কোন আবশ্যক আছে নাকি?"

আগন্তুক। হাঁ,—অদ্যই আমাদিগকে রূপ নগরে যাত্রা করিতে হইবে, এতক্ষণ যাইতাম; কেবল তোমার অপেক্ষায় আছি। আর আর সকলেই প্রস্তুত হইয়াছেন। দয়ালচাঁদ ঠাকুরও সুসজ্জিত,—তুমি শীঘ্র এস।

বেহাল। কেন এই যে, আগামী কল্য যাইবার কথা ছিল।

আগন্তুক। রূপ নগরের রাজা লোক পাঠাইয়া দিয়াছেন। অদ্যই যাইতে হইবে।

বেহালচাঁদের মনে কিসের একটা চিন্তা আসিয়া অধিকার করিল,—প্রাণ যেন কি ফেলিয়া যাইতে স্বীকৃত হইল না, হৃদয় যেন কাহার জন্য বিচলিত হইল। তিনি বলিলেন,—

"না,—আমি যাইব না।"

আগন্তুক। তুমি যাবে না? সে কি বেহালচাঁদ। ঠাকুর যে, তোমার দ্বারা সকল কার্য্য সমাধা করিবেন, এরূপ আশা করেন,—তোমাকে সকল অপেক্ষা যত্ন করেন; কাজের সময় তুমি এত অবহেলা কেন করিতেছ?

বেহাল। আমি ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র,—আমার দ্বারা কি কার্য্য সমাধা হইতে পারে?

আগন্তুক। তবে এতদিন, এরূপ কষ্ট করিয়া থাকিবার আবশ্যক কি ছিল? এতদিন এরূপ দুরাশাকে হৃদয়ে স্থান দিয়া অশেষ ক্লেশ সহ্য করিবার কারণ কি? প্রবল তুফানে প্রাণপণে কর্ণ ঠিক করিয়া রাখিয়া নির্ব্বাত সময়ে হা'ল ত্যাগ করিয়া নৌকা ডুবাইবার হেতু কি? বহু পর্য্যটনে তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়া অন্ন প্রস্তুত করিতে আলস্য কেন? যাহা হউক,—যাও, বা না যাও; আশ্রমে যাইয়া ঠাকুরকে বল।

"চল যাই।"

এই বলিয়া তাপসবর উঠিলেন:—তরু-কোটর-পতিত বিশাল ফণিসম জটাভার ঝুলিয়া পদচুম্বন করিয়া দুলিতে দুলিতে চলিল। পশ্চাতে সেই অন্যতর তাপস। বোধ হইতে লাগিল,—যেন পুণ্ডরিকও পাতঞ্জল কানন-ভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

দয়ালচাঁদ ঠাকুর ডাকিলেন,—

"বেহালচাঁদ।"

বেহালচাঁদ উত্তর না করিয়া দয়ালচাঁদ ঠাকুরের মুখের দিকে চাহিলেন।

দয়ালচাঁদ ঠাকুর বলিলেন,

"আজ তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? আসিতে এত বিলম্ব হইল কেন? আমাদিগকে রূপনগর যাইতে হইবে, সেখানে গিয়া তথাকার রাজার অর্থবল ও লোকবল লইয়া আমরা স্বকার্য্য সাধন করিব। আর বিলম্ব করিও না;—তোমার কবচ ও অস্ত্র শস্ত্রাদি বাহির করিয়া লও।"

বেহালচাঁদ কথা কহিলেন না, মুখনত করিয়া রহিলেন। দয়ালচাঁদ ঠাকুর বিস্মিত বদনে কহিলেন,

"বেহালচাঁদ, তোমার এ কি ভাব? তুমি কোন উত্তর করিতেছ না কেন? যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইতেছ না কেন?"

উত্তর নাই।

দয়ালচাঁদ। তুমি কি তবে যাবে না?

উত্তর নাই।

দয়ালচাঁদ। কি জন্ত যাবে না?

তথাপিও উত্তর নাই।

দয়ালচাঁদ। ভয় হইতেছে?

এই বার বেহালচাঁদ কথা কহিলেন; বলিলেন, "ভয়! আপনার শ্রীচরণাশীর্ব্বাদে ভয় কাহাকে বলে, বেহালচাঁদ তাহা জানে না।"

দয়ালচাঁদ। আর দু'দণ্ড আগেও তাহাই বিশ্বাস ছিল,—

বেহালচাঁদ। এখন সে বিশ্বাস কিসে গেল?

দয়ালচাঁদ। প্রত্যক্ষ করিয়া।

বেহালচাঁদ। আপনি কি তবে স্থির করিলেন, আমি ভয় পাইয়া যাইতেছি না?

দয়ালচাঁদ। নতুবা কিসে?

বেহালচাঁদ। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, বেহালচাঁদ প্রাণের মমতা করে না। শত্রু বিনাশের জন্ত—আপনার কার্য্য, দেবতার কার্য্য সাধনের জন্য, আমি এদেহ, এ প্রাণ তুচ্ছাদপি তুচ্ছ জ্ঞান করি।

দয়ালচাঁদ। আগে তাহাই বিশ্বাস ছিল বলিয়া তোমাকে এত যত্ন করিয়া শিক্ষা দিয়াছি। এক্ষণে বল দেখি, এ সময় তুমি যাইতে কেন অস্বীকৃত হইতেছ?

বেহালচাঁদ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষ বলিলেন,—

"আমি যাহার জন্য উন্মত্ত,—যাহার জন্য আমার প্রাণ দিবানিশি অন্তর্দাহে দহ্যমান হইতেছে,—সেই প্রমদাকে পাইয়া একবার তাহাকে না দেখিয়া যাইতে আমার প্রাণ নিতান্ত কাতর হইতেছে। আমি একবার তাহাকে দেখিয়া তবে যাইব।"

দয়ালচাঁদ ঠাকুর বলিলেন,

"বুঝিয়াছি বেহালচাঁদ! তুমি রমণীর জন্য আত্মহারা হইয়া, তুমি কাপুরুষ শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছ। তোমার বল, বাহ্য, সাহস, অধ্যবসায় বীরত্ব, ধীরত্ব, বিদ্যা, বুদ্ধি—সকলই গিয়াছে। যাও তুমি বনাশ্রম হইতে দূর হও। আর তুমি বৈষ্ণবদলের কেহ নহ।"

বেহালচাঁদ বাষ্প বিগলিত নেত্রে বলিলেন,

"আমি ত যাইতে অস্বীকৃত নহি,—একবার তাহাকে দেখিয়া যাইব,—যদি যুদ্ধে হত হই—আর দেখিতে পাইব না। আমাকে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হইবে, আপনিই বলিয়াছেন, মৃত্যুর সময় প্রাণে কোন কামনা থাকিলে, তাহা

ভোগ জন্য আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। নিষ্কামী হইয়া মরিলে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।”

দয়ালচাঁদ। সে কার্য্য এখনকার নহে,—নিষ্কামবৃত্তি আগে হইতেই অনুশীলন করা চাই, সময় মতে একথা আর একদিন তোমাকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিব। কিন্তু তুমি প্রমদাকে দেখিতে গেলে, যুদ্ধ করিতে পারিবে না,—তাহা। সে মধুময়ী মূর্ত্তি তোমার সম্মুখে উপস্থিত হইলে তুমি কঠোর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবে না।

বেহাল। না দেখিয়াও যাইতে পারিব না।

দয়াল। শুন বেহাল! ধর্ম্ম সম্বন্ধে তোমাকে অনেক উপদেশ দিয়াছি।—আর বলা বৃথা। দেখ, এ শরীর ক্ষণস্থায়ী, এখন যদি মৃত্যু আসিয়া তোমাকে গ্রাস করে, তবে কিছু আর তুমি মৃত্যুকে বলিতে পারিবে না যে, আমি একবার প্রমদার প্রফুল্ল মুখখানি দেখিয়া আসি। জীবের যখন মৃত্যুই স্থির—তখন যতক্ষণ প্রাণ থাকে ততক্ষণ সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া দেশের হিতসাধন করাই কর্ত্তব্য। আর তুমি যে মুখখানি না দেখিয়া যাইতে পারিতেছ না,—সে তোমাকে প্রকৃত ভালবাসে কি না, তাহা তুমি কেমন করিয়া জান?

বেহাল। আমি সকলই বুঝি দেব! তবু একবার না দেখিয়া যাইতে পারিব না।

দয়ালচাঁদ ঠাকুর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—

“হায় রমণী! এ সংসার রসাতলে দিবার জন্যই কি বিধাতা তোমাদিগকে স্বজন করিয়াছেন। তোমাদিগের নিদাঘ-কাদম্বিনী বিরাজিত হাসি, কুলীশ সম বিলোল কটাক্ষ,—আমি নিশ্চয়ই বলিতে পারি—উহা সৃষ্টিধ্বংস করিতে, পুরুষের বলবীর্য্য হত করিতে, মায়াজালে জড়িত করিতে বিধাতা স্বজন করিয়া রাখিয়াছেন। তোমাদিগের রূপ অনল, মানবগণ পতঙ্গ-রূপে তাহাতে ঝাঁপ দেয়। তোমাদের এই অনলে শুম্ভ নিশুম্ভ ধ্বংস হইয়াছিল—এই অনলে রাবণ-বংশ নির্ব্বংশ হইয়াছিল; এই অনলে ট্রয় পুড়িয়াছে, বিশু খৃষ্ট বন্দী হইয়াছেন। আরও কত মানব পতঙ্গ ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আজি তোমার অনলে পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্ম লোপ হইল; শিষ্টের প্রভুত্ব ফুরাইল, অত্যাচারীর একাধিপত্য বিস্তার হইল,—

দয়ালচাঁদ ঠাকুরের কথা শেষ হইতে না হইতেই বিজন বনান্তরাল হইতে সহস্র-কণ্ঠ সমুদ্ভূত বজ্রগম্ভীর স্বর উঠিল,—

হরে হরে মুরারে দৈত্যকুল নাশনং,
হরে হরে মুরারে শিষ্টকুল পালনং
হরে হরে মুরারে সত্যধর্ম্ম স্থাপনং
হরে হরে মুরারে বেদ উদ্ধারনং
হরে হরে মুরারে বলং দেহি হৃদয়ে
পৃথিবী উদ্ধারি নাথ! সত্যধর্ম্মং স্থাপিয়ে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দয়ালচাঁদ ঠাকুর বনান্তরালোত্থিত স্বর শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং একটা শিঙ্গা লইয়া রব করিলেন। শিঙ্গাটি প্রায় সর্ব্বদাই তাঁহার হস্তে থাকিত,—সে শিঙ্গারব কানন

মাতাইয়া, প্রকৃতিকে মত্ত করিয়া দিগন্তে বিলীন হইল। আর সেই "হরে হরে মুরারে" রবও নিস্তব্ধ হইয়া গেল,—কানন নিস্তব্ধ, নিঃশব্দ।

কিয়ৎক্ষণ পরে সেখানে মৃদু মধুর গান করিতে করিতে একটি সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—দয়ালচাঁদ তাঁহাকে দেখিয়া বলিলেন,

"কে, প্রেমচাঁদ! প্রেমচাঁদ, তুমি বেহালচাঁদকে সঙ্গে লইয়া যাও।"

বেহালচাঁদ দয়ালচাঁদের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,

"ঠাকুর! আমি কোথায় যাইব?"

দয়ালচাঁদ। শান্তদাসীর বাড়ি—যেখানে প্রমদা আছে।

বেহালচাঁদের প্রাণের ভিতর তাহাতে একটা সুখের ঊর্ম্মিমালা নাচিয়া উঠিল কি না;—আমি তাহা বলিতে পারি না, তবে শুনিয়াছি প্রণয়িণী দর্শন সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে, প্রণয়িণার প্রাণের ভিতর কেমন একটা আনন্দ—কেমন একটা উচ্ছ্বাস, কেমন একটা কি হয়। কিন্তু বেহালচাঁদ তখন যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। বলিলেন,

"আজি আর এখন যাইব না, কা'ল সকালে যাইব।"

দয়ালচাঁদ বলিলেন,

"তবে তাই।"

আগন্তুক প্রেমচাঁদ বলিলেন,

শিঙ্গারবে বৈষ্ণব-সৈন্যকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন কেন? আজি কি তবে রূপনগরে আমাদিগের যাওয়া হইবে না?"

দয়ালচাঁদ ঠাকুর বলিলেন,

"না, আজি আর যাওয়া হইবে না। সম্ভবতঃ আগামী কল্য রাত্রে রওনা হইব।"

প্রেমচাঁদ চলিয়া গেলেন।

তখন দয়ালচাঁদ ঠাকুর বেহালচাঁদের মুখের দিকে চাহিয়া ডাকিলেন,

"বেহালচাঁদ!"

বেহাল উত্তর করিল,

"আজ্ঞা।"

দয়াল। তবে তুমি তাহাকে না দেখিয়া আর যাইতেছ না?

বেহালচাঁদ ধীরে ধীরে অর্দ্ধস্ফুট স্বরে বলিলেন,

"আমিত যাইতে ইচ্ছা করি, কিন্তু আমার প্রাণ যেন কিছুতেই যাইতে চাহিতেছে না। কা'ল একবার তাহাকে দেখিয়া রাত্রে নিশ্চয়ই যাইব।"

তদুত্তরে দয়ালচাঁদ বলিলেন,

"দেখ, এ জগতে সব একা একা। আবার সকলেই সেই অবিনশ্বর একাত্মায় আবদ্ধ। যেমন বৃক্ষের কাণ্ডপত্রাদি সমস্ত বিভিন্ন হইলেও সে সমস্তই এক, তদ্রূপ মনুষ্য প্রভৃতি জীবজন্তু সব স্বতন্ত্র হইলেও সব এক। তোমার প্রমদার মুখখানিতে যাহা দেখিয়াছ, তাহা ক্ষুদ্রাদপি—সে বিকাশ, এই জগতীয় সমস্ত দৃশ্য পদার্থেই বিদ্যমান। কেন তুমি সসীমে আসক্ত—অসীমে প্রাণ সমর্পণ কর। সে তোমার এখন একটু—প্রাণ পরিসর কর, প্রেমের দুয়ার খুলিয়া দাও—অসীম ধরিতে অগ্রসর হও—সে প্রেমে অনন্ত সুখ পাইবে কেন প্রেমকে ক্ষুদ্রে মিশাইতে চেষ্টা

করিতেছ? অবিনাশী জগদাত্মার প্রেমে প্রমত্ত হইলে, অনন্ত সুখ প্রাপ্ত হইতে পারিবে।"

বেহালচাঁদ, সে কথার কোন উত্তর করিলেন না—মুখাবনত করিয়া রহিলেন।

দয়ালচাঁদ বলিলেন,

"যখন প্রত্যেক মানবের মন, প্রত্যেক মানবে বুঝিতে পারে না, যখন কাহারও প্রাণের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায় না, আমার জন্য যখন কাহারও কিছু নহে, তখন মায়ায় আবদ্ধ থাকিয়া কেন কষ্ট পাওয়া?—যাহার জন্য তুমি উন্মত্ত সে তোমাকে ভালবাসে কি না, তাহার প্রমাণ কি?"

বেহাল সে বার ও কোন উত্তর করিলেন না। তখন দয়ালচাঁদ বলিলেন,

"বেহাল, যে যুবতী দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়াছে, কত পুরুষের সহিত আলাপ করিয়াছে—তাহার সতীত্ব যে, ঠিক্ আছে,—তাহার প্রমাণ কি?"

বেহাল। প্রমাণ নাই, কিন্তু—আমি জানি সে আমা ভিন্ন আর কিছু জানে না।

দয়ালচাঁদ বলিলেন,

"এতটা যদি ঠিক্ জানিয়াছ, তবে তুমি কা'ল সকালে গিয়া একবার দেখা করিয়া আসিও। এখন আশ্রমে যাও।"

বিনাবাক্যব্যয়ে বেহালচাঁদ চলিয়া গেলেন।

তখন দয়ালচাঁদ ঠাকুর উঠিয়া দাঁড়াইলেন—একবার উর্দ্ধনত যুক্ত করে—আকাশের দিকে চাহিয়া মনে মনে কি বলিলেন। শেষ মৃদু মধুর গান গাহিতে গাহিতে শান্তিদাসীর বাড়ি অভিমুখে গমন করিলেন।

যাইতে যাইতে দয়ালচাঁদ ঠাকুর দেখিতে লাগিলেন,—চারিদিকেই প্রেমময়ের অনন্ত বিকাশ—ফুলে ফুলে সৌরভ ছুটিয়াছে—সমীর ভরে দুলিয়া দুলিয়া বৃক্ষবল্লরী প্রেমময়ের প্রেমময় নামের গুণ গান করিতেছে—জগৎ যেন আনন্দে বিভোর। চতুর্দ্দিকেইর আনন্দময়ে ছুরিতানন্দ যেন খেলিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে। তিনি দেখিতে লাগিলেন,—সেই সমস্ত সৌন্দর্য্য রাশি মধ্য হইতে যেন এক জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি বিকশিত হইতেছে। দয়ালচাঁদ ঠাকুরের সর্ব্বাঙ্গ পুলকে পূর্ণিত হইয়া উঠিল, হৃদয় মন আনন্দে বিভোর হইল,—তিনি প্রেম-কারুন্য-কণ্ঠে গান গাহিতে গাহিতে চলিলেন,

প্রাণে প্রাণে ভাল বাসি যারে—
বলহে—আমি কেমন পাইব তারে।
যারে ভালবাসি মনে বল থাকে সে কোন্ স্থানে
সেযে বেদাগোচর তন্ত্র মন্ত্র না জানে রে।
যাহারি তরে ফুটয়ে ফল,যাহারি তরে মেঘেতে জল'
যাহারি কারণে করম সকলি দেব-দানব ঘুরে।

যোগ।

(পৌরাণিক মত।)

যোগের দ্বারা মানব মোক্ষলাভ করিতে পারে, যোগবলেই আত্মার মুক্তি হয়, এবং যোগই সংসার দুঃখার্ত্ত মানবগণের যন্ত্রণা নিবারণের উপায়। এই যোগ কর্ম্ম ও জ্ঞান ভেদে বহুবিধ।

কিন্তু ক্রিয়াযোগ ব্যতিরেকে কখনও জ্ঞান যোগ সাধিত হয় না। কর্ম্ম, মন ও বাক্যে সর্ব্বলোকের হিতানুষ্ঠানে রত থাকিয়া যে দেব দেব নারায়ণের অর্চ্চনা করা হয়, এবং স্তোত্রপাঠ, পুরাণ শ্রবণ, উপবাস ও পুষ্পাদি দ্বারা জগত-যোনি বিষ্ণুর যে পূজা করা হয়, তাহাই ক্রিয়া যোগ নামে বর্ণিত হইয়া থাকে। এইরূপ ভক্তি সহকারে ক্রিয়া যোগের সাহায্যে বিষ্ণুকে পূজা করিলে সমস্ত পাপ, এমন কি পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত পাতক রাশিও বিনষ্ট হইয়া যায়। পাপ রাশি ক্ষয়িত হইয়া গেলে, চিত্ত শুদ্ধি জন্মিয়া থাকে, তখন সেই বিগত পাপ, শুদ্ধচেতা ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান লাভের জন্য উৎসুক হয়েন।—এ জীবন অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর বিষয়াদি ইন্দ্রজাল—এইরূপ ভাবনা হইতেই নিত্যজ্ঞান জন্মিয়া থাকে, সুতরাং তখন বুঝিতে পারা যায়, ঈশ্বরই নিত্য। তখন কামনা বিবর্জ্জিত হইয়া অনিত্য পদার্থের অনুরাগী না হইয়া জগন্ময় পরমাত্মাকে উপাসনা করিবে।

আত্মা দ্বিবিধ,—পর ও অপর। যিনি পর, তিনি নির্গুণ, তিনিই পরমাত্মা; যিনি অপর তিনি সগুণ অর্থাৎ অহঙ্কার যুক্ত,—তিনিই জীবাত্মা। ইহাদের উভয়ের সংযোগ অর্থাৎ অভেদ জ্ঞানই যোগ। এই পঞ্চভূতাত্মক দেহে যিনি হৃদয়ে সাক্ষী স্বরূপ নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন, পণ্ডিতগণ তাঁহাকেই অপর নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, আর যিনি পরমাত্মা, তিনিই পর। সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ মনীষিগণ শরীরকে ক্ষেত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন,—সেই ক্ষেত্রে যিনি বিরাজ করেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ। পরমাত্মায় ও জীবাত্মায় যখন কিছুমাত্র ভেদ ভাব না থাকে, তখনই সংসার-পাশ ছিন্ন হয়। পরমাত্মা এক, নিত্য, শুদ্ধ অক্ষর ও অনন্ত,—তিনি জগন্ময়। মানবের বিজ্ঞান ভেদেই তিনি কেবল ভেদ ভাবে পরিলক্ষিত হইয়া থাকেন, নতুবা তিনি এক ও অদ্বিতীয়। বেদান্ত শাস্ত্রে সেই পরমাত্মা পরব্রহ্ম সনাতনের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে। তিনিই শ্রেষ্ঠ, তাঁহার শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই। পরমাত্মা নির্গুণ—সেই জন্যই তাঁহার কর্ম্মকার্য্য, রূপবর্ণ, কর্ত্তৃত্ব অথবা ভোক্তৃত্ব নাই। তিনি সর্ব্বহেতুর নিদান, তিনি কারণেরও কারণ, তাঁহার তেজ অপরিমেয়। অতএব মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ তাঁহাকে জানিতে প্রয়াসী হইবে। পরাৎপর পরমাত্মা এক অদ্বিতীয় ও নির্গুণ,—কেবল মায়ামুগ্ধ লোকদিগের জ্ঞান ভেদে তিনি বহুরূপ ধর বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন। অবিদ্যার প্রভাবে যখন মানবগণ পরমাত্মাতে ভেদ ভাব আরোপ করে, তখন মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ অগ্রে সেই অবিদ্যারূপিণী মায়াকে বিনষ্ট করিতে চেষ্টা করিবেন। যখন যোগ লব্ধ পরমা বিদ্যার প্রভাবে লোকের মায়া নষ্ট হইয়া যায়, তখন সনাতন পরব্রহ্ম তাহাদের হৃদয়ে অপূর্ব্ব আলোকের সহিত প্রকাশ পাইতে থাকেন,—সেইজন্য বলিতেছি যে, মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ যোগের সাহায্যে অজ্ঞান নাশ করেন।

যোগের অষ্টবিধ সাধন বর্ণিত আছে। তাহাদিগকে যোগাঙ্গ কহে। সে আটটি এই—(১) যম (২) নিয়ম (৩) আসন (৪) প্রাণায়াম (৫) প্রত্যাহার (৬) ধারণা (৭) ধ্যান (৮) সমাধি।

ইহাদিগের সংক্ষিপ্ত বিধান যথাক্রমে লিখিত হইতেছে।

১—যম।

অহিংসা, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, অক্রোধ ও অনসূয়া যম নামে বিখ্যাত।

যাহার দ্বারা সর্ব্বভূতের মঙ্গল ও অক্লেশ সাধিত হয়, তাহাই অহিংসা।

অস্তেয়—চৌর্য্য অথবা বলপূর্ব্বক যে পরধন হরণ করা যায়, তাহাকে স্তেয় কহে, ইহার বিপরিত অস্তেয়।

ব্রহ্মচর্য্য—সর্ব্বত্র মৈথুন পরিত্যাগের নামই ব্রহ্মচর্য্য।

অপরিগ্রহ—আপদে পতিত হইলেও যে, পরের দান গ্রহণ করা না হয়, তাহাই অপরিগ্রহ।

অক্রোধ—আত্মার সমংকর্ষ সাধন করিতে করিতে যে নিষ্ঠুর ভাব উদ্রিক্ত ও ভাষা উচ্চারিত হয়, তাহাই ক্রোধ, ইহারই বিপরীত অক্রোধ।

অনসূয়া—পরের ধন ধান্য ও শ্রীবৃদ্ধি দেখিলে মনোমধ্যে যে নিদারুণ তাপ জনিত হয়, তাহাই অসূয়া, অনসূয়া ইহার ঠিক বিপরীত ভাব।

২—নিয়ম।

তপ, সাধ্যায়, সন্তোষ শৌচ, হরিপূজন, সন্ধ্যাবন্দনা ও উপাসনা—এই কয়টি নিয়ম নামে বিখ্যাত।

তপ—চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের অনুষ্ঠান দ্বারা শরীরের যে বিশুদ্ধতা সাধিত হয়, তাহাই তপ।

সাধ্যায়—প্রণবোচ্চারণ, উপনিষদ, দ্বাদশ ও পঞ্চ এবং অষ্টাক্ষর রূপ মহামন্ত্রাদির জপ সাধ্যায় নামে কীর্ত্তিত।—জপ আবার ত্রিবিধ—বাচিক, উপাংশু ও মানস। এই ত্রিবিধ জপের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব হইতে পর পরটি শ্রেষ্ঠ। মন্ত্রের সম্যক্ ও স্ফুটস্ফুট উচ্চারণ বাচিক জপ নামে প্রসিদ্ধ; মন্ত্রের প্রতিপদ বিচার পূর্ব্বক উচ্চারণ করার নাম উপাংশু এবং প্রতিপদের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন পূর্ব্বক মনে মনে যে জপ উচ্চারণ করা হয়, তাহা মানস জপ নামে অভিহিত;—মানস জপে মানব যোগ সিদ্ধিলাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে।

সন্তোষ—যদৃচ্ছা লব্ধ দ্রব্যে যে তৃপ্তি জন্মে, তাহাই সন্তোষ।

শৌচ—শৌচ দ্বিবিধ;—বাহ্য ও আভ্যন্তর মৃত্তিকা ও জল দ্বারা বহিঃশুদ্ধি এবং চিত্তেরশুদ্ধি দ্বারা আন্তরিক শৌচ সাধিত হয়।

হরিপূজন, সন্ধ্যা বন্দনা—এতদুভয়ের ব্যাখ্যা করা বোধ হয় প্রয়োজন হইবে না।

যাহাদিগের মানস এই যম ও নিয়ম দ্বারা যখন শুদ্ধ হইবে, ইন্দ্রিয় সকল হস্তগত হইবে, তখন জিতেন্দ্রিয় শান্ত হৃদয় ব্যক্তি যোগের সাধন স্বরূপ আসনগুলি অভ্যাস করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

৩—আসন।

আসন—পদ্ম, স্বস্তিক, পীঠ, সৌবর্ণ, কুঞ্জর, কৌর্ম্ম, বজ্র, বরাহ, মৃগচৈলিক, ক্রৌঞ্চ, তালিক, সর্ব্বতোভদ্র, বার্ষভ, নাগ, বৈয়াঘ্র, অর্দ্ধচন্দ্রক, দণ্ড, তার্ক্ষ্য, শৈল, খড়্গ, মুদ্গর, মাকর, ত্রিপথ, স্থানু, কার্ষ, হস্তিকর্ণিক, ভৌম, বীরাসন, সিংহাসন ও কুশাসন—এই ত্রিংশদ্বিধ আসন কথিত হইয়াছে।

এই সকলের মধ্যে যে কোন একটিতে বদ্ধ

হইয়া বীতরাগ, বিমৎসর ও গুরুভক্তি পরায়ণ ব্যক্তি অভ্যাস দ্বারা পক প্রাণকে জয় করিবে; এবং যোগী প্রাক্‌ উদক্‌ অথবা প্রত্যঙ্মুখে বসিয়া প্রাণায়ামে প্রবৃত্ত হইবে।

৩—প্রাণায়াম।

প্রাণায়াম শব্দের ব্যুৎপত্তি এই যে—শরীরস্থ বায়ু প্রাণ নামে অভিহিত, সেই প্রাণের আয়াম অর্থাৎ নিগ্রহকে প্রাণায়াম বলা যায়।

প্রাণায়াম—প্রাণায়াম দ্বিবিধ,—অগর্ভ ও সগর্ভ। জপ ও ধ্যানবিনা যে প্রাণায়াম সাধিত হয়, তাহা অগর্ভ;—সগর্ভ ইহার ঠিক বিপরীত; অর্থাৎ সগর্ভ প্রাণায়ামে জপ ধ্যান আবশ্যক।

এতদ্ব্যতীত প্রাণায়াম চতুর্ব্বিধ উপায়ে সাধিত হইয়া থাকে, সেই চতুর্ব্বিধ উপায়,—রেচক, পূরক, কুম্ভক ও পৃথক্‌।

জীবগণের দক্ষিণ নাড়ী পিঙ্গলা এবং বাম নাড়ী ইড়া নামে পরিকীর্ত্তিত; চন্দ্র ইহার অধিষ্ঠাতা। ইহাদের উভয়ের মধ্যে যে নাড়ী, তাহা সুষুম্না নামে অভিহিত। সুষুম্না অতি সূক্ষ্ম ও গুহ্যতম ইহা ব্রহ্ম দৈবতা নামে প্রসিদ্ধ। বাম ভাগস্থ নাড়ী দিয়া বায়ু রেচন করিয়া দক্ষিণ ভাগস্থ নাড়ী দিয়া পূরণ করিবে। এই রেচন ও পূরণ হইতেই রেচক ও পূরক নামক দুইটি যোগ সাধন অভিহিত হইয়াছে। এইরূপ বায়ু সম্পূর্ণ হইলে তাহাকে দেহ মধ্যে আবদ্ধ রাখিয়া কুম্ভবৎ অবস্থিত থাকিবে; ইহাই কুম্ভক আর বাহা অন্তবায়ু পরিত্যাগ করিতেছে না, এবং বাহ্য বায়ুও গ্রহণ করিতেছে না, তাহাই শূন্যক নামে প্রসিদ্ধ। শনৈঃ শনৈঃ প্রাণায়াম সাধন করা কর্ত্তব্য, নতুবা ভয়ঙ্কর মহারোগে আক্রান্ত হইতে হয়।

৪—প্রত্যাহার।

প্রাণায়াম সাধক পূর্ব্বক বিষয় প্রসক্ত ইন্দ্রিয় সকলকে যে, নিগ্রহ করা যায়, তাহাই প্রত্যাহার।

যাঁহারা সমস্ত ইন্দ্রিয় বশীভূত করিতে সক্ষম হইয়াছেন, হৃদয় যাঁহাদের পবিত্রীকৃত হইয়াছে, তাঁহারা ধ্যান শূন্য হইলেও পরম পদ লাভ করিতে সমর্থ হয়েন,—আর তাঁহাদিগকে জন্ম-মরণ ক্লেশ ভোগ করিতে হয় না। কিন্তু ইন্দ্রিয় সকলকে জয় না করিয়া যে ব্যক্তি ধ্যানে মনো-নিবেশ করিয়া থাকে, সে নিতান্ত মূঢ়; ধ্যান তাহাকে মুক্ত করিতে পারে না, তাহার ধ্যান সিদ্ধ হয় না। যোগীর যাহা কিছু নয়নগোচর হইবে, তৎ সমস্তকেই তিনি আত্মবৎ দেখিবেন।

৬—ধারণা।

জগদাত্মা কারণে একাগ্রতার নামই ধারণা। ইন্দ্রিয়সমূহ প্রত্যাহৃত হইলে যোগী ধারণা সাধন করিবে।

৭—ধ্যান।

পণ্ডিতগণ প্রত্যয়ের একতানকে ধ্যান বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। ধ্যান হইতে সমস্ত পাপ নষ্ট হইয়া যায়,—মোক্ষ লাভ করিতে পারা যায়,—জগদাত্মা প্রসন্ন হইয়া থাকেন। ধ্যান সর্ব্বার্থ সাধন। ভগবান মহাবিষ্ণুর যত প্রকার রূপ আছে, তৎসমস্তই যোগী ধ্যান করিবে।

৮—সমাধি।

যোগী স্বীয় মনকে নিশ্চল করিয়া ধ্যেয় বস্তুকে ধ্যান করিবে। ক্রমে যখন তাহার জ্ঞাতৃ জ্ঞেয়াদি উপাধি বিনষ্ট হইয়া যায়, যখন জ্ঞানামৃত পানে তাহারা একমাত্র সত্য স্বরূপ সনাতন পরব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না তখন যোগীর সমাধি হয়। যোগিগণ সমাধিকে সর্ব্বোপাধিমুক্ত নিশ্চল, পরিপূর্ণ সদানন্দকে বিগ্রহকে সমাধি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। যোগী সমাধি অবস্থায় শুনিতে পান না, দেখিতে পান না, গন্ধ আঘ্রাণ অথবা স্পর্শ করিতে পারেন না—কোন কথাই উচ্চারণ করেন না। তাঁহাদিগের আত্মা তখন সর্ব্ব প্রকার উপাধি হইতে নির্মুক্ত হইয়া শুদ্ধ, নির্ম্মল ও অচঞ্চলভাবে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রূপে বিমল জ্যোতি প্রদান করিতে থাকে।

পরমাত্মা নির্গুণ হইলেও অজ্ঞদিগের পক্ষে গুণবৎ প্রকাশ পান; কিন্তু মায়ামুগ্ধ মানবগণের যখন সে মোহাত্ম ভাব বিদূরিত হইয়া যায়, যখন তাহারা মায়াপাশ ছিন্ন করিয়া প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে সক্ষম হয়, তখন তাহাদিগের আর সে ভাব থাকে না, তখন তাহারা পরব্রহ্মের প্রকৃত মূর্ত্তি দেখিতে পায়।—দেখে সেই নিত্যনিরঞ্জন পরম জ্যোতির্ম্ময় এক ও অদ্বিতীয় পুরুষ আনন্দময় মূর্ত্তিতে চারিদিকে বিরাজ করিতেছেন। তিনি অণুরও অনীয়ান্, মহতেরও মহত্তর, জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ পরম যোগীগণ তাঁহার ভক্তবৎসল মূর্ত্তি নিরন্তর দেখিতে পান। যিনি অকার হইতে ক্ষকার পর্য্যন্ত বর্ণভেদে ব্যবস্থিত; যিনি পুরাণ পুরুষ অনাদি ব্রহ্ম শব্দ বলিয়া গীত হইয়া থাকেন, পঞ্চভূতাত্মক দেহে অন্তঃকরণ যুক্ত হইয়া যিনি পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত হয়েন, যিনি পূর্ণ, যিনি নিত্য, যিনি বিশুদ্ধ,যিনি অজরামর,যিনি আকাশ মধ্য; পরমানন্দ স্বরূপ নির্ম্মল শান্ত পরব্রহ্ম বলিয়া তিনিই অভিহিত হইয়া থাকেন। সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা, পালক বিষ্ণু, অন্তক মহেশ্বর যাঁহার অযুত অংশেরও অংশ, তিনিই পরব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।

এ মায়া মোহময় সংসারে সেই পরব্রহ্মতত্ত্ব পিপাসু না হইলে আর কিছুতেই মুক্তিলাভ করিবার উপায় নাই।

হরি! হরি!! ওঁ!!!

প্রসূতি পালন।

বা

সূতিকা অবস্থায় স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়।

(Management of Women in Child bed)

প্রসব অন্তে প্রসূতিকে যে যে নিয়মে রাখিতে হয়, তাহা সাধারণেরই বিশেষ করিয়া জানা আবশ্যক; কারণ যে সময়ে সামান্য মাত্র প্রসূতি-পালন দোষ ঘটিলেই কঠিন কঠিন সূতিকা ক্ষেত্রজ ব্যাধি উপস্থিত হইয়া প্রসূতির জীবনান্তের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। দুঃখের বিষয় আজ কাল এ অবস্থার কর্ত্তব্য অবধারণ সম্বন্ধে বিশেষ মতান্তর ও মনান্তর উপস্থিত হইয়াছে।

একদল যাঁহারা আজ কাল সেকেলে অশিক্ষিত বলিয়া বিড়ম্বিত তাঁহাদের মতে আঁতুরে

পোয়াতির নিয়ম ও সেই সেকেলে রকমের—ময়লা জঞ্জালযুক্ত ভিজে আঁতুর ঘর, ঝাল-মরিচ খাওয়ান,—সেক তাপ দেওয়া প্রভৃতি সাবেক ব্যবস্থা তাঁদের মতে খুব ভাল সুতরাং হালের—নূতন ধরণের সাহেবী ব্যবস্থার উপর তাঁরা খড়্গা হস্ত। আর নবীন দল-যাঁরা এখন শিক্ষিত-সভ্য জ্ঞানী বলিয়া আখ্যাত, তাঁদের মতে সেকেলে ঐ সকল ব্যবস্থা অত্যন্ত অপকারী সুতরাং উহা বন্ধ করিয়া নূতন নিয়মে সূতিকা নিয়ম, প্রতিপালন করা উচিৎ। সে মতে আঁতুর ঘর খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হাওয়া দার খট্‌ খটে শুষ্ক এক কথায়, বাটীর মধ্যে যে ঘরটী সব চেয়ে ভাল সেইটীই হওয়া আবশ্যক; সেক তাপ লওয়ায় স্বাস্থ্য নষ্ট হয় সুতরাং ইহার কিছুমাত্র আবশ্যক নাই, ঝাল মরিচে বিষের কার্য্য করে উহা ছাড়া চাই,—ব্রাণ্ডি প্রভৃতি সুরার ব্যবহার ভিন্ন বলরক্ষা স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না সুতরাং উহা দেওয়া চাই—এই প্রকারের বিবিধ আধুনিক ব্যবস্থার প্রবর্ত্তনে আধুনিক সম্প্রদায় একান্ত পক্ষপাতী।

এই মত ভেদে "পোয়াতিদের বড় শোচনীয় অবস্থা দাড়াইতেছে,—না এ দিক না ওদিক—তাঁতী বৈষ্ণব দুকূল যাওয়ার মত হইয়া পোয়াতিদের লাঞ্ছনা ও বিড়ম্বনার এক শেষ হইতেছে, ভাল করিতে মন্দ হইতেছে, অমৃতে বিষ উঠিতেছে। মোটামটী হালের বাবু, ইংরাজী শিখিয়াছেন,—ইংরাজী "প্রসব তত্ত্ব" পড়িয়াছেন ছোট বড় ডাক্তারের কাছে এ বিষয়ের দুই দশটা নিয়ম জেনেছেন,—নানা রকমে ইংরাজী ব্যবস্থার উপর তাঁহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আসিয়াছে, কাযেই তিনি আপন স্ত্রীর প্রসব সময় সব রকম ইংরাজী ব্যবস্থা চালাইয়া ইংরাজী প্রসব তত্ত্বের নিয়মে আপন স্ত্রীর সূতিকাস্বাস্থ্যরক্ষা করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ লইয়া "সেক তাপ দিও না ঝাল মরিচ খাওয়াইওনা," এই সকল হুকুম করে বসলেন—একটী ভাল ঘর আতুর ঘর মনোনীত করলেন, দিনের মধ্যে দুই দশ বার আতুরঘরে যাতায়াত কত্তে লাগিলেন, এতে একটা ঘোর গণ্ডগোল বেধে উঠ্‌লো,—বাবুর মা খুড়িমা জ্যাঠিমা প্রভৃতি সেকেলে লোক সকলেই তাঁর এ নূতন ব্যবস্থায় চটে বসিলেন, চাকর চাকরানী এমন কি গাঁর মধ্যে তাঁর মতে মত দেয় এমন লোক খুজে পাওয়া দায় হ'ল। "আতুর মানে না, আতুর বাছে না, আতুর ছুয়ে সব একাকার কল্লে,—জাতী ধর্ম্ম সব নষ্ট কল্লে,—আঁতুরে পোয়াতিকে সেক তাপ দেয় না, এতো কখন শুনিনি, ঝাল মরিচ না খাওয়ালে কি কাঁচা নাড়ী কখন শুকায়, কি সর্ব্বনাশ? কালে কালে কিবা হল,—যাহা হউক ও সব ব্যবস্থার মধ্যে আমরা থাকবো না, ওদের মনে যা লাগে তাই করুক" এই রকম বলে সকলেই তাঁর ভাল মন্দ সব ছেড়ে দিলেন, পোয়াতির দিকে আর ফিরে চান্ না, ডাক্‌লে কথা কয় না—অসুখ বিসুখ হলেও ফিরে চান্ না? রাগে পর পর ভাব—মনে বিষম অশ্রদ্ধা, কোন বিশেষ ব্যাধির সময়েও জিজ্ঞাসা কল্লে, "আমরা ও সব কিছু জানি না। ওসব সাহেবীধরণ—সাহেবী চলনের আমরা কিছু বুঝি সুজি না—যারা জানে তাদের কাছে জানুন" এই রকম উত্তর দেন।*

* মধ্যে আমরা ঠিক এইরূপ একটী ঘটনায় পড়িয়াছিলাম।

অপর পক্ষে স্বোয়ামী বাবুও স্বয়ং হ'য়ে সব পেরে উঠেন না, নূতন কাকের আহার অভ্যাসের মত নূতন ব্যবস্থা তিনি নূতন চালা ইতে-খাটাইতে আরম্ভ করিয়াছেন-ভাল মন্দের ভয় আছে। তাতে আবার মুখের কথায় তো আর কাজ হয় না, যাঁদের দিয়া সেবা সুশ্রূষা করাতে হবে তাঁরা সকলেই পূর্ব্বমত নারাজ। কাজেই তাঁর ব্যবস্থা কাজে দাঁড়াইতেছে না।—মাঝে থেকে পোয়াতী টীর কি না দুর্গতি কি না দুর্দ্দশা দাড়াইয়াছে। একেতো অপ্রাপ্তপালন তার উপর আত্মীয়াদের খাক্য যন্ত্রণা, এ বিষম সময় কি তা সহ্য হয়? ডাক্তার ব'লেছেন দুধ সাগু, গিন্নিরা ব'লেছেন আজ তিন দিন চিঁড়ে ভাজাই ব্যবস্থা; কাজেই ব্যবস্থা শঙ্কট হ'য়ে এ শঙ্কট সময়ে অভাগিনীর দুরাবস্থার শেষ হ'ল,—ভাড়াই পর উত রে গেল না ডাক্তারী মতের সাগু, না গিন্নির মতের চিঁড়েভাজা কিছুই জুটলো না, মাঝে থেকে বাক্যযন্ত্রণায় ভাজা ভ'জা হ'তে লাগ্‌ল।

বাস্তব পক্ষে সূতিকানিয়মে দুইটি মতের চলন হ'য়ে, অভিনব দলাদলিতে পোয়াতিদের মধ্যে বড়ই বিষম বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, সহরে ঠিক অতটা না হোক, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে প্রকৃতই এ রকম অবস্থা দাঁড়াইয়াছে। আমরা পাড়াগাঁয়ের অনেকানেক সূতিকা ঘরের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়াছি, যেখানে বাবুটী হালের পক্ষপাতী সেই খানেই পোয়াতির বিষম দুর্দ্দশা। এ আমরা সকল স্থলেই দেখিয়াছি; এমন কি কোন কোন স্থলে এ "বিষমস্য বিষমের" ফলে বিষম অনিষ্টও ঘটিতেছে।

ত্বরিতে বলি, সত্বর এ দলাদলির মীমাংসা করা একান্ত আবশ্যক হইয়া দাঁড়াইয়াছে কিন্তু সে ব্যাপারটী বড় সহজ নহে, কারণ প্রাচীন সম্প্রদায় এতকাল যে নিয়মে সূতিকা স্বাস্থ্যরক্ষা করিয়া আসিতেছেন, দুই দশটা প্রসব ব্যাপারে যে ব্যবস্থাতে সুফল পাইয়াছেন, তাঁরা যে হঠাৎ তাঁদের সেই সুপরীক্ষিত সুফলপ্রদ ব্যবস্থার অনাস্থা করিবেন এমন ভরসা করা যায় না, চিরাভ্যস্থ—ব্যবস্থার যে বিন্দুমাত্র অন্যথা বা সংস্কার ক'রবেন বিশ্বাস হয়না, আবার অপরদিকে হালের বাবুরা যে মন্ত্রে দীক্ষিত শিক্ষিত হইয়াছেন, তাঁরাই যে সহজে তাহা ত্যাগ করিবেন সে আশাও নাই। দুদিকেই কাঁকড়ার কামড়, কার সাধ্য এর একটুকু ছাড়াইতে পারে। তাহ'লেই দেখুন,—ক্ষেত্র কত কঠিন—এমত অত্যাবশ্যকীয় স্বাস্থ্যব্যাপারে কি মহাবিভ্রাট। মীমাংসা হওয়া বিষম কঠিন অথচ মীমাংসা না হইলে বিষম সর্ব্বনাশ—আতুর ঘরে যেরূপ "ইতঃভ্রষ্ট ততোনষ্ট" ভাব দাড়াইয়াছে, বিশেষ প্রতিবিধান পূর্ব্বক দেখিলে স্পষ্টই দেখা যাইবে—ধারণা হইবে যে, দেহ জননী স্বভাবের পূর্ণ অধিকার না থাকলে—সূতিকা ক্ষেত্র স্বভাবেরই রক্ষাক্ষেত্র না হইলে, এত দিন সূতিকা-ক্ষেত্রজ মৃত্যুর সংখ্যা সংখ্যাতীত হইয়া দাঁড়াইত।

যাহোক কর্ত্তব্যানুরোধে আমরা নবীন ও প্রবীন উভয় সম্প্রদায়ের অবগতির জন্য নিম্নে প্রসূতি পালন বিষয়ে কিছু বলিতে অগ্রসর হইলাম, ভরসা করি উভয় সম্প্রদায় আপন আপন গোঁড়ামী ছাড়িয়া প্রাচীন ও আধুনিক মতে সম্মত এই "প্রসূতি পালন" প্রস্তাবটী প্রাপ্তপালন

করিয়া, প্রসূতাদিগের আন্তরিক কষ্টের অন্ত করিবেন——————।

আঁতুর ঘর—আঁতুর ঘর লইয়াই আজ কাল গোলযোগটা খুব বেশী। তাই আমরা একটী একটী করে তার দোষগুণ দেখাইব। প্রথমতঃ দেখা যায়, যেখানে আঁতুর ঘরটী বাঁধা হয় সে জায়গাটী খুব নোংরা, প্রায়ই আস্তাকুড়ের মত গমাগম শূন্যস্থান। এ ব্যব-স্থাটী বড় অনুচিত বাবুদের অনুমতি, মত দোতা-লায় আঁতুর করার আবশ্যক নাই, তবে অমন তর ময়লা জায়গাটায় হওয়াও উচিৎ নয়। যেখানে সহজ অবস্থায় গেলে গা বমি বমি করে, মনে করুন দিকি,—সেই স্থানের সেই দুর্গন্ধ সহ্য করিয়া একটী সদ্যজাত বাললেকর মাছির প্রাণের মত প্রাণ কেমনে রক্ষা পাইবে। আমরা বলি নাচ ঘরেও তুলনা, আস্তাকুড়ে ও ফেলনা—বাটীর মধ্যে বেশ একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থান দেখে আঁতুড় ঘর বাঁধ সকল গোল মিটে যাবে।

(ক্রমশঃ)

ডাঃ শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

আগমনী।

আশ্বিন মাস,—আমাদের মা আসিতেছেন কিন্তু কৈ,—আনন্দময়ীর শুভাগমন জন্য মানব মানসে যে আনন্দ উচ্ছ্বাস স্ফুরিত হইতেছে না কেন?—কেন চারিদিকে অনন্ত বিষাদ লহরী খেলিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছে—মা যে আমাদের আনন্দময়ী, আনন্দময়ীর আগমন সময়েও কেন বঙ্গে এত বিষন্নতা?

ওমা পাষাণ দুহিতে! তোমার পিতা মাতা পাষাণ বলিয়া আমাদের মা তুমিও কি পাষাণী হইলে? পুরাণ তন্ত্র বেদাদিতে শুনিয়াছি—তুমি যে দয়াময়ী। পাষাণের সুতা! কৈ মা তোমার দয়ামায়ার পরিচয়। তুমি আসিতেছ মা,—কিন্তু তোমার সন্তানগণের সে হাসি কৈ, সে আনন্দ কৈ—সে প্রাণের উচ্ছ্বাস কৈ, সে মনমাতয়ারা ভাব কৈ, সে আকুলতা কৈ?

কিসে এ সকল হইবে বল দেখি মা? আজি যে বাঙ্গালীর গৃহে কিছু নাই,—কাল বন্যা, প্রবল বর্ষা, এ সকলে যে তাহাদের সর্ব্বস্বান্ত করিয়াছে,—এখন এক বেলাও যে তাহাদিগের পেটে অন্ন পড়িতেছে না,—লক্ষ্মীর সন্তান আজি যে লক্ষ্মীছাড়া—অন্নপূর্ণার ভক্ত, অন্নাভাবে পথের ভিখারী। এদিনে—দুর্দ্দিনে দীনদয়াময়ী! বল দেখি কেমন করিয়া তাহাদিগের মনে আনন্দের হাসি ফুটিবে?

ঐ দেখ মা,—বঙ্গের গৃহে গৃহে সন্তানগণ অন্নাভাবে ক্লিষ্ট, তাহারা কেমন করিয়া সন্তান গণের আবার নববস্ত্র ক্রয় করিয়া দিবে? যখন তব শুভাগমন হইবে,—তখন যে ঘরের ছেলে পিলে "রাঙা কাপড় নেব" বলিয়া ক্রন্দন করিবে, হায়! যাহারা এক বেলাও খাইতে পাইতেছে না, তাহারা তখন কোথা হইতে তাহাদিগের বাসনার তৃপ্তি সাধন করিবে! মা গো! এই শ্মশানবৎ বঙ্গভূমে এবার তোমার না আসাই ছিল ভাল,—তুমি যে রাজার মেয়ে, তোমার তো রাজ ভোগ না হইলে চলিবে না, বল দেখি মা

কোথা হইতে বঙ্গবাসী এবার তাহা জোগাইবে? তাহাদিগের যে গৃহ শূন্য—তাহাদিগের যে কিছুই নাই;—এবার কেমনে তোমার পূজা তাহারা করিবে মা?

তবে আশা আছে, মা আসিয়া স্বচক্ষে সন্তানগণের এ দুর্দশা দেখিলে অবশ্যই একটা না একটা উপায় করিয়া যাইবেন। তোমার আসার আশায় থাকিলাম—দেখি বঙ্গবাসীর কপালে কি আছে কপালকুণ্ডলা, রণভূজে মা—আজি তবে বিদায়, দেখিস্ মা, মা হ'য়ে সন্তানগণের দুঃখ দুর্দশা বিদূরিত করিতে ভুলে যাস্না। বড় যাতনায় এক বৎসর কাটাইয়া তোর দেখা পাইয়াছি—যে-ভুলে যাসনা মা! মা বিনে সন্তানের আর কি গতি আছে?

দুর্গোৎসবে দেশাগন।

—oo—

এক বৎসর নাগর দোলার দোলার মত ঘুরিয়া ফিরিয়া—উল্টে পাল্টে—কত লোকের সুখের হাসি, দুঃখের অশ্রু লইয়া শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হইল। যাঁহারা চৈত্র মাসকে বাঙ্গলা বৎসরের শেষ মাস বলিয়া ভাবেন ভাবুন, আমরা কিন্তু আশ্বিন মাসকেই বৎসরের শেষ বলিয়া ভাবি। এই সময়ই সমগ্র বঙ্গবাসী স্ব স্ব দেনা পাওনা,—হাসি কান্না—পুরাণ ব কম্ম ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া ধুইয়া পুঁছিয়া এক নূতন ঢংয়ে, নূতন রংয়ে, গুপ্তিপাড়ার সংএর মত—রঁথো টেয়ার মত—বলাই বাবুর বৈঠকখানার মত—হিন্দুস্থানীর পাকড়ীর মত, পুরাণত্ব ত্যাগ করিয়া এ কি এক নব ভাবে সুসজ্জিত।

কাজেই আমাদের ধারণা এই বৎসরের নূতন মাস—নূতন বলিয়াই আজি নূতন কাপড়ের জ্বালায় দুঃখী বিব্রত, বালক বালিকা উন্মত্ত, সেকেলে ধরণের গৃহ লক্ষ্মীদিগের শাঁখা শাড়ীর জন্য আয়োজন—আর বিকারগ্রস্ত বাবুদলের নিউ পেটেন্ট কাপড়ের জন্য চিন্তা-বিকারের পূর্ণোচ্ছ্বাস। তাই তাঁহারা এক বৎসর পরে আজ কাপড়ের বিজ্ঞাপন দেখিবার জন্য বাঙ্গলা সম্বাদ পত্র হাতে করিয়াছেন।

বাঙ্গলা সম্বাদ পত্রের সম্পাদকগণেরও কসুর নাই—তাঁহারা ঘুরিয়া ফিরিয়া যাচিয়া প্রার্থনা করিয়া অন্ততঃ পূজার কাপড় সংগ্রহ করিবার জন্য—রাশি রাশি নিউপেটেন্ট কাপড়ের বিজ্ঞাপন বাহির করিয়াছেন, নাম গুলি সব আমাদের মনে নাই, যাহা আছে—অভিসম্পাৎ ভয়ে আমাদের শৌখী বাবুদের জন্য তাহার একটা তালিকা দিয়া গেলাম,—

যথা——

১ নং বিদ্যুৎপাচা—এতদিন রমণী নিতম্বস্থ সচেতন বায়ুর বলেই কবিগণ কম্পিত ছিলেন—এখ সেথায় বিদ্যুদ্দাম স্ফুরণ হইল,—কবিগণের এবার বালির কলসী গলায় বাঁধিয়া কূলহীন সাগরে ভাসিতে হইল।

২ নং মেঘের কোলে সৌদামিনী—পরলে পরে ঝলক দিবে—খেল্‌বে মেঘে সৌদামিনী; চাতক হবে উল্লাসিত—হাঁস্‌বে প্রাণের গুণমান।

৩ নং হীরের বালা—হীরের বালা পর পাছায়—কাট্‌বে তোমার সাধের কাচ; উঠ্‌ ব'য়ে উঠ্‌বে নেচে, নাচ্‌বে সদা বাঁদর নাচ।

৪ নং পদ্মপাছা—পদ্মপাছা প'রে পাড়ায় ঘুরে এস যদি, ভোমরার পাল সাধ্‌বে কত ওপার নিরবধি।

৫ নং সোণার চুরি—সোণার চুরি কোর্‌বে চুরি বোকা বাবুর মন, পর্‌লে পরে জ্বল্‌বে সেথা দারুণ হুতাশন।

৬ নং মানকুমারী—মানকুমারী মানকুমারী মনের সাধে পরি; বেমানি বাবুকে রাখ মানের প্রজা করি।

৭ নং পানাগড়—চঞ্চল নয়না চারু নিতম্বে তোমার, পর যদি এ বাজারে সাধের পানাগড়, বাহবে বসন্ত সেথা সদাসর্ব্বক্ষণ; কত ভ্রমর দেখে গমন কোর্‌বে গুঞ্জরণ।

বাঙ্গালা দেশের যখন এতদূর শ্রীবৃদ্ধি—বঙ্গবাসীর যখন এতদূর প্রতিভা, তখন আমরাও বাঙ্গালী হইয়া এ বাজারে বোকার মত নিউ-পেটেন্ট কাপড়ের একটা বিজ্ঞাপন না দিয়া থাকিতে পারিলাম না, তাই—ছুইটি পেটেন্ট বাহির করিয়াছি।

প্রথমতঃ——

দীদীবাবুদের জন্য—

১নং গোল্লায় যাও——

দ্বিতীয়তঃ—

সেকেলে ধরণের গৃহ-লক্ষ্মীদিগের জন্য

২নং পতি-ভক্তি—

কাপড়ের ও উপহারের বন্দোবস্ত হইয়াছে, সুতরাং তাহা দিতে আমরাও অপরাগ নহি—তবে আবার বিজ্ঞাপনটী খোলাখা করিয়া লেখা যাইতেছে।

সুলভ! মহাসুলভ!! তাতে ... উপ...

প্রথমতঃ দীদীবাবুদের জন্য—

১ নং গোল্লায় যাও—কাপড়ের সাহত কেলেঙ্কারি, চিত্তবিকৃতি, সতীত্বের—অপব্যবহার, বান্ধব-বিহার—শেষ উপহার মুড় ঝাঁটা।

দ্বিতীয়তঃ গৃহ-লক্ষ্মীদিগের জন্য—

২নং পতিভক্তি—কাপড়ের সহিত শ্রদ্ধা, দয়া লজ্জা, সদাশয়তা, সতীত্বরক্ষা, ধর্ম্মরক্ষা, ভারতের গৌরব; এবং শেষ উপহার সুখ-সৌভাগ্য।

আরও দুই একটা বিষয়ের বিজ্ঞাপন দিবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু পূজা উপলক্ষে বিজ্ঞাপনের যেরূপ হুড়াহুড়ি ছড়াছড়ি লেগেছে, তাতে আর সোণায় সোহাগা দিয়ে সোহাগিনীদের হাতে বাবুদের দুর্গতি করা উচিৎ বোধ করিলাম না। "মরার উপর খাঁড়ার ঘা" দিতে প্রবৃত্ত হয় না। খাঁড়ার কোপে মহিষমর্দ্দিনী সম্মুখে যে সকল ছাগশাবক বধ হবে, তাদের মধ্যে এখনও মরনের ভয় বোধ হয় উঠেনি, কিন্তু বাবু মর্দ্দিনী বাবু বিমোহিনীদের মান উপচারের অঙ্গ পূর্ণ জন্য বাবুদের যে অনেক কোপ সহ্য কর্ত্তে হবে তা আগে থেকে বুঝতে পেরেছেন, তাই মুখুর্য্যেমহাশয়ের কাপড়ের দোকানে, পোদ্দার মহাশয়ের গহনার আড্ডায়, বাটপাড়া বাবুর দল আড্ডা ধারী হয়েছেন, অপর খদ্দেরের সুমুখে দোকানের পসার বাড়ান দুই চারিটী কথা বলে, এক ছিলুম আধ ছিলুম তামাক সেজে তাদের প্রসাদ ভিকারী হয়েছেন। এক টাকার

জিনিস দেড় টাকায় লইতে প্রস্তুত আছেন, তবে কিনা কিছি টাকাটা বাকী রেখে পরে নেবেন। প্রায় পাঁচ সাতদিন ধরে এইরূপ উমেদার আছেন কিন্তু আর দিন নাই—গোনা দিন কেটে গিয়ে বন্ধের দিন পড়েছে, আজ ২।০ দিন হল আফিস বন্ধ হইয়াছে।

পূজার বন্ধ,—বন্ধনবিমুক্ত কলুর গরুর মত বাবুরদলের বড় আনন্দের দিন সুমুখে, তাই ঘর মুখে যাবার জন্ম বড়ই ব্যতিব্যস্ত। মনে বড়ই সুখ—বড়ই আনন্দ তবে যে দুঃখ অন্ন বস্ত্রের,বস্ত্র ঢাকা আগুনের মত সেটী চেপে রাখাও বড়দায়, কাজেই বিদায় পেয়েও দুদিন বেড়াতে হচ্চে,—বাড়ীতে অনেকগুলি ছোট ছোট ভাই বোন আত্মীয় স্বজন আছে; বৃদ্ধ পিতা মাতা আছেন, তা নয় চুলায় যাক্, শ্রী শ্রীমতীর প্রীতি না পেলে যে বড়ই বিষাদ—বড়ই প্রমাদ হবে।

তাইতে আমাদের নির্ব্বংশচন্দ্র ছুটী পেয়েও আজ কদিন বাটী আসিতে পারেন নাই, যম ছটপটানি ধরে কলিকাতায় আছেন। সংযোজক শৃঙ্খল ছিন্ন ইঞ্জিনের মত তার মনইঞ্জিন খানি বাড়ির দিকে ছুটেছে, কিন্তু দেহ মাল গাড়িখানি সেই গড়ডার মাঠে গড়াগড়ি দিচ্ছে—মনে ভাবছেন ছুটী হয়েছে এখনি বাটী যাই, আবার ভাবছেন যাব কি লইয়া ঝাঁটার ভয় তো আছে। এই রকম গোলমালে—উভয়সঙ্কটে পড়িয়া আমাদের নির্ব্বংশচন্দ্র ক দিন বাটী আসিতে পারেন নাই।

ক্রমে দৈবের দয়ায় আর সুধখোরদের কৃপায় আজ ১২ টার গাড়িতে নির্ব্বংশচন্দ্রের দেশাগমনের ধার্য্য দিন। তাই তাঁহার জন্মস্থানে—শ্রীপাইবাইপল্লি গ্রামে আজ বড়ই একটা হৈ চৈ পড়ে গিয়েছে,—বসুদের বাটীর ছোট ছোট ছেলে গুলা, কেউ দাদা আসছে দাদা আসছে বলে,কেউ বা আর কিছু বলে—তা ধেই তা ধেই করে নেচে বেড়াচ্ছে. বৃদ্ধ পিতা মাতা অনেক দিনের পর ছেলে বাড়ি আসছে দেখিয়া মন প্রাণ জুড়াইবেন—তাপিত হৃদয় শীতল করিবেন, ভাবিয়া আনন্দ সাগরে ভাসিতেছেন। যাহাকে সুমুখে পাইতেছেন, তাহাকেই বলিতেছেন, "ষে, আজ আমার নির্ব্বংশচন্দ্র বাটী আসবে।"—আর সেই ধনী গুণমনীর মিলন আশে, সকের প্রাণে সুখের হাঁসি হাঁসিয়া বাড়ি মাতাইয়া তুলিতেছেন, এক কথায় যাত্রাদলের সং আশার সময় যেমন একটা গণ্ডগোল পড়ে যায়, শ্রীমানের বাটী আগমন উপলক্ষে ঠিক সেই রকমের একটা জাঁক পসার জেঁকে উঠেছে।

ক্রমে বেলা ১২ টা বাজিল। গরীব রেলের গাড়ি সমান দৌড়াদৌড়ি করিয়া, নির্ব্বংশচন্দ্রের মত কতকগুলা ভূতের বোঝা বহিয়া গঞ্জের ষ্টেসনে আসিয়া দাঁড়াইল, তখন গুণবান ও শ্রীমান, হনুমান বৎ উল্লম্ফনে গাড়ি হইতে গঞ্জের প্লাটফরম বক্ষে শ্রীচরণ দান করিয়া তাহাকে তাহার আশ্রিত সমাগত সহ কৃত কৃতার্থ করিলেন। নির্ব্বংশের বাটী ষ্টেসন হতে প্রায় এক ক্রোশ। যদিচ অনেক সময় তাঁহার পিতা ভ্রাতা খুড়া জ্যাঠা এই স্থান হইতে জিনিষ পত্র খরিদ করিয়া আপন মাথায় বহিয়া বাড়ি লইয়া যান, কিন্তু তাই বলে নির্ব্বংশ চন্দ্রের ন্যায় একজন বুনিয়াদ বিশেষতঃ চাকুরে বাবুর এতটা পথ হাটীয়া যাওয়া কখনই সঙ্গত হইতে পারে না।

কাযেই একখানি গরুর গাড়ির খোঁজ কত্তে লাগিলেন। কিন্তু কোন নচ্ছার বেটাই বাবুর কথায় কান দিতে চায় না। সকলই বাপ খুড়ার পরিচয় তুলিয়া, বংশ মর্য্যাদা ধরিয়া মান্য করিতে অসম্মত কেহই চলিতে রাজী হয় না, উপরন্তু নির্ব্বংশের ওরে হ্যারে সম্বোধনে বিরক্ত হইয়া তারাও তাহাই আরম্ভ করিল।—মর অভাগার বেটারা ছোট লোকের কি জ্ঞানকাণ্ড আদৌ নাই, বাপের পরিচয়ে ছেলের কি যায় আসেরে? নির্ব্বংশের বাপ যাই করুক না কেন? যতো দুরাবস্থায় পড়ুক না কেন, দুরাবস্থার পড়িয়া যতো নীচ কার্য্যই করুক না কেন, তাতে নির্ব্বংশের মান দর্প কমে কিসেরে বাপ্? বুঝিলাম ছোটলোক গোড়া ধরেই টানে।

যাহা হউক নির্ব্বংশের গরখাতির সম্বন্ধে গাড়োয়ানরা কেহই নির্ব্বংশের ভাড়ায় যাইতে রাজী হইল না। নির্ব্বংশচন্দ্র অগত্যা বড়দায় পড়িলেন—উচিৎ পয়সা দিয়া গাড়ি লইব তাহাদের দাদা খুড়া বলিতে পারিব না—ছোটলোকের সঙ্গে বাবা গ্রামসম্পর্ক রাখিতে পারেন, যেহেতু তিনি অশিক্ষিত অজ্ঞান বিশেষতঃ মানী নহেন, তাই বলিয়া আমি তাহাতে কখনই রাজী হইতে পারিব না,—বেটাদের ঘোর অন্যায় যে, তাহারা আমাকে সবডিবিসনের হাকিম বা গ্রামের জমিদারের মত খাতির করে না। যে হউক সত্বরই এর একটা বিহিত করব। গ্রামের মধ্যে আমার মত শিক্ষিত দীক্ষিত গুণী মানী আর কে আছে, সকলের উপরই আমার মান সম্মান (বা অপমান) হওয়া উচিৎ। এইরূপ নানা চিন্তায় উৎসাহে অপমানে নির্ব্বংশের মন চটিয়া উঠিল। গঞ্জের ষ্টেসন মাষ্টার রায়বাবুলোকটী খুব ভদ্র, বুনিয়াদি বংশ কাযেই রেলের বাবুর মত মেজাজটা আজও দুরস্ত করিয়া লইতে পারেন নাই, দায় অদায় সকলকেই সাহার্য্য করা আছে, জান বাহনের বন্দোবস্ত করে দেওয়া আছে,—উপস্থিত ব্যপার দেখিয়া নির্ব্বংশচন্দ্রের জন্য তিনি একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া দিলেন।

নির্ব্বংশ বাটী চল্লেন। ক্রমে নিজ গ্রামের মধ্যে তাঁহার রথ প্রবিষ্ট হইল, গাঁর মধ্যে একটা হৈ চৈ ডেকে গেল, খুব একথা গোল উঠল যে বসুদের নির্ব্বংশে বাটি আসিল,—ছোঁড়াছুড়ি বুড়বুড়ি এমন কি মুচি হাড়ি পর্য্যন্ত তাড়াতাড়ি সবাই তাঁহার গাড়ির পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়িতে লাগিল। নির্ব্বংশ ভাবিল যে আমিইবা কে আর বড় লাটইবা কে?

ক্রমে ভূতের বোঝা বহিয়া গো জন্মের শাস্তি ভোগ করিয়া স্বজাতী বাহনের আনন্দ বা দুঃখ অনুভব করিয়া শ্রীযুক্ত গোকুলেশ্বর শকট বাহক বলদদ্বয়, ময়লাফেলা গাড়ির মত নির্ব্বংশ বোঝাই গাড়ি খানি বহিয়া নির্ব্বংশের বাটির সুমুখে হাজির করিল: তিনি গাড়ি হইতে নামিয়া "ওরে আমার পোটমেণ্টটা উঠাইয়া দে?" বলিয়া সটানে বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন, পিতা মাতা ভ্রাতা আর আর আত্মীয় স্বজন একে একে সকলেই তাহার সুমুখে আসিলেন, ঢাকুরে বাবুর বাটী আগমন সাদর সম্ভাষণের খুব কড়াকড়ি থাকা চাই, কাযেই কেহবা পা ধুবার জল লইয়া, কেহ বা হাতে পাখা লইয়া নির্ব্বংশের সেবা শুশ্রূষার জন্য ব্যতিব্যস্ত হইলেন, অবস্থা মত

(বাটীতে যা ছিল) একটী অর্দ্ধদেহ-স্খলিত গলিত কুষ্ঠরোগ গ্রস্থবৎ মাদুর দাওয়ার উপর বিছান হইল। নির্ব্বংশ "মংকি গড" বা বানর রাজার মত আসন গ্রহণ করিলেন, তবে প্যানটন আটা শ্রীচরণ খানি দাওয়ার নীচে ঝুলিতে লাগিল। "আকার গাঁয়ে সেয়াল রাজা," গুণতিলক নির্ব্বংশ সেই গাঁয়ের একমাত্র চোক মুখ ফোটা ছেলে, দশের কাছে যেতে আস্‌তে ফিরিতে ঘুরিতে খেতে এমন কি শুতে তিনি একজন পাকা তায়েনসান। তাতে আবার মাঝে মাঝে জুতা মড়ান দুই একখানি সংবাদপত্র দেখা থাকায় তিনি গ্রামের- দেশের মুলুকের খবর প্রায় সবই রাখেন, বিশেষতঃ কলিকাতায় থাকেন—কলিকাতায় খান—কলিকাতায় ঘুমোন, এমন কি কোষ্ঠ ত্যাগ পর্য্যন্ত করেন, কাযেই সহরের যতো কিছু খবর এমন কি লাট অনুলাটর প্রাইভেট কথা ও অনেক জানা শুনা আছে।

কাজেই এ হেন সর্ব্বজ্ঞানীর সমাগম বার্ত্তায় গ্রামের দুই এক জন তাঁহার সহিত দেখা সাক্ষাৎ করিতে আসিল। একজন প্রবীন অথচ বালক, বুদ্ধিমান অথচ খুব বোকা, পণ্ডিত অথচ অতি বড় মূর্খ। (যেহেতু মাখাল ফলে ভুলে) তাহাকে জিজ্ঞাসা কল্লে,"কেমন নির্ব্বংশ বাবু ভালছিলেন তো" নির্ব্বংশ ভরন্ত—পূরন্ত—ফুটন্ত—একসক স্বর বিনিন্দিত স্বরের সহিত—উড়ে মেড়ার গলা কাটা পটের মত ঘাড়টী একটু বাঁকাইয়া কাঁপাইয়া উত্তর কল্লেন, "আজ্ঞা হাঁ ভাল ছিনু" কপালগুণে এক কথাতেই পশার বেড়ে গেল, মিন্সেদের মধ্যে বোকা গুল, আর মাগীদের মধ্যে প্রায় সব গুলো মনে মনে ভাবলে,—আ—মরি মরি! এরেই বলে "পড়াবি তো পো, নয় সভায় নিয়ে গিয়ে থো" সৎ সঙ্গের অশেষ গুণ। রামচন্দ্রের সঙ্গে থেকে বিদ্‌কিচ্ছিৎ বানর গুল সুসভ্য হইছিল, আর কলিকাতায় বাস ক'রে প্রায় দুমাস ক ঘণ্টা থেকে নির্ব্বংশ বাবু ছিলাম ছেড়ে ছিনু ধরেছে। আমরা ভাবলাম কলিকাতার লোক পাড়া-গেঁয়ে মূর্খ গুলাকে শীঘ্রই ছিনু হনু বানাতে পারে।

ক্রমে ভারি একটা বিভ্রাট হ'য়ে উঠলো; শান্তিনিকেতন প্রিয় নির্ব্বংশের মনে অশান্তির হাওয়া লাগলো। ছোট ছোট ছেলে গুল, নূতন কাপড় নূতন জামার জন্য বড় পীড়ন কর্ত্তে লাগলো, ব্যাগ ধ'রে টানাটানি আরম্ভ কল্লে, "আমাদের জন্য যে কাপড় এনেছ দ্যাও" ব'লে কাঁদাকাটি আরম্ভ কল্লে, এই ব্যাপারে তিনি একটু বিরক্ত হ'য়ে উত্তর ক'রলেন "তোদের কাপড় কিনতে সময় পাইনি আফিসের মধ্যে আমি ভিন্ন বড় সাহেবের আর কারও কাজ পছন্দ হয় না, এত বড় বড় চার পাঁচ শত টাকা মাহিয়ানার চাকর আছে তা ছেড়ে এই বার টাকা মাহিনার আমার উপর তাঁর সকল কাজের ভার। কাল সন্ধ্যা পর্য্যন্ত আফিসের কায কত্তে হ'য়েছে, শেষে আজ সকালে পালিয়ে এলুম, কাপড় চোপড় কিছুই কিনতে পারিনি, যে হোক তোদের কাপড় এখনি বাজার থেকে যাতে আসে সে জন্য বাবাকে অর্ডার দিচ্ছি।" এই বলিয়া পার্শ্বোপবিষ্ট বৃদ্ধ পিতা—যাঁহার সহিত এতক্ষণ পর্য্যন্ত বাক্য ব্যয় হবারও অবকাশ হইনি—ব্যাগ খুলিয়া তাঁর হাতে নগত সাবে চারিটী টাকা দিয়া বলিলেন;

আপনি এখনি বাটীর পরিবারবর্গের উপযুক্ত মত কাপড় লইয়া আসুন।

বৃদ্ধ পিতার বড় আশা—বড় উৎসাহ ছিল যে, ছেলে সকলের কাপড় লইয়া বাটি আসিবে; সে আশায় ছাই পড়িল, সাড়ে চারি টাকা মোট সাহার্য্য—পরিবার সংখ্যা পোনর জন, প্রাণ পণ ধল্লেও তাতে সকলের কাপড় হয় না, কিন্তু কি করেন উপায়ান্তর নাই কাজে কাজেই হাত পাতিয়া "বন্যা পীড়িতের পেটভরা ক্ষুধায় হাতভরা চাউল সাহার্য্য গ্রহণের ন্যায়" অগত্যা তাহা গ্রহণ করিলেন।

এই অবকাশে ছেলেগুল খোলা ব্যাগের ভিতর থেকে, রং চং করা চকচকে—ঝকঝকে একটা কি টেনে বার কল্লে। নির্ব্বংশচন্দ্র ও "রেখে দে রেখে দে, তোদের নয়, বলিয়া ঘোর ব্যস্ততাসহ সেটী ছেলেদের হাত থেকে কেড়ে নিলেন। একজন জিজ্ঞাসা কল্লে ও কার?

উঃ। ঊটী রসময়ীর জন্য আনিয়াছি,—রসময়ী নির্ব্বংশের প্রেতাত্মার অর্দ্ধাধিকারিণী। তা বোধ হয় বুঝতে কারও বাকী নাই।

প্রঃ। ওর নাম কি?

উঃ। ইহার নাম "বডি।"

প্রঃ। বটী কি হইবে?

এই সময় আমরা একটু দূরে ছিলেম ভাবিলাম বুঝি এলকেশী ব্যাপারের বটি খানা সৌভাগ্য ক্রমে আবার জুটায়াছে। দৌড়িয়া গিয়া দেখিলাম—তা নয় উহা রসময়ীর গাত্র আবরণ জামা বিশেষ।

জনৈক অবোধ আবার প্রশ্ন করিল এর দাম কত?

নির্ব্ব। বার টাকায় দরে বাজারে পাওয়া যায়। মল্লিক ব্রাদারের বাটী থেকে অর্ডারে প্রস্তুত করান জন্য ষোল টাকা পাড়য়াছে।—মনে মনে ভাবিলাম হারে আঁটকুড়ির বেটা, তোর বাপের হাতে গুষ্টি সমেদের কাপড়ের জন্য পুরা পাঁচটী টাকা দিতে পাল্লিনে, আর তোর বডির দাম বার টাকা তার উপর মল্লিকদের প্রণামী চারি টাকা অবাধে দিয়ে এলি। এবার "দেবীর দোলায় গমন ফলং মড়কং" এই ফল যদি তোর উপর ফলে তবেই বুঝবো যে, আজ ও ধর্ম্ম আছে।

পরে আর এক জোড়া কাপড় বার হ'ল, নাম শুনলেম কি পাছা, বলা বাহুল্য তাহাও সেই রসেভরা রসময়ীর। ক্রমে ২ জোড়া তাস, একটী ও'ডকলম, এক শিশি ল্যেভেণ্ডার, একটা পোড়া মুখ রাঙা করার গুড়া, কতকগুলি সাবান আরও কত কি ছাই ভস্ম মাথামুণ্ড বার হলো সবই রসময়ীর রস সাগরের তুফান থামাতে। পিতা মাতা অত্যন্ত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হলেন, ছোট ছেলেদের কিছুই আনে নাই, তাদের কান্না কাটাতে মন উচাটন হইল। কিন্তু কি করেন হাত নাই—উপায় নাই, অবস্থা অতিমন্দ হাতে একটা পয়সাও নাই—কি দিয়ে যে এ দুঃখ দূর করিবেন, ইহা ভাবিয়াই অস্থির হইয়া পড়িলেন, উপস্থিত ব্যপারে মর্ম্মাহত হলেন—দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বোল্লেন, হরি হে দীনবন্ধু!—আমরা বলি হরি হে। এমন নির্ব্বংশ চন্দ্রের বংশ নির্ব্বংশ করিয়া যতার্থ ভুভারহারি নামের কার্য্য কর নাথ।

এদিকে নির্ব্বংশচন্দ্র আর অপেক্ষা না করিয়া ত্বরায় বংশ উজ্জলকারিণী শ্রীমতী প্রেমময়ীর প্রেমকুঞ্জে প্রবেশ করিয়া শান্তিনিকেতনের প্রকৃত অর্থ বোধ করিলেন, আমরাও এই ব্যপারে যদবংশ ধ্বংশের তত্ত্ব যতার্থ বোধ করিলাম। আর অনেক দিনের এই পুরাণ গানটী আবার মনে প'ড়ে গেল——

গীত।

দেশে টেঁকা হ'ল ভার॥
অন্ন বিনা আঁত শুকাল অস্থি চর্ম্ম হ'ল সার॥
বৈষ্ণব বৈরাগী যত এ দেশে ছিল,
পেটের দায়ে পালাল (মরি হায়)
এখন ভিক্ষা দেন্ না দীক্ষা লন না গো,
যতো কলির বাবু অবতার॥
হরি বলে ভিক্ষা চালে বাবু রেগে অন্ধকার॥
বলেন খেটে খেগে, মজুর কর্‌গে রে,—
ভিক্ষা পাবি না রে ড্যাম স্থুয়ার॥
সন্ধ্যা আহ্নিক ভুলে গেল বামুনের ছেলে,
নীজের পরকাল খেলে (মরি হায়)
হল বোতল কোসা গ্লাস কুশী,
প্লেট্ পেয়ালা পুষ্প্যাধার,—
প্রতিমা সব ঘরের গিন্নি রে বড় ঘটা লেগেছে পূজার॥
দাঁড়ি রেখে, চসমা চোকে, পায়ে কালাবুট্,
বাবুর মুখেতে চুরুট্ (মরি হায়)
ডান হাতে ছড়ি পকেটে ঘড়ি রে,
বাবুর বাঁ হাতে নিউজ পেপার॥
সতর গণ্ডা সিতি কাটা টেরির বা কত বাহার,
যেন লাঙ্গল দিয়েছেন মাথাতে গো—
কিম্বা পৈ কেটেছেন জল খাবার॥
বলবো কি আর দুঃখের কথা,
খাবার দাবার নাই বিচার॥

ওযে কুঁকুড়া বংশ ধ্বংশ হলো গো,—
মা ভগবতীর আধাসার ॥
চাকুরি বাকুরি করেন এখন,
বিদেশে থাকেন্ বাড়ীর খবরনা রাখেন,
(মরি হায়) আবার জেলের পোঁদের হাঁড়ির মত,
বাবুদের সঙ্গে চলে পরিবার।
বাপ গেলে—ছেলের চাকরি স্থানে,
হলে খরচ পত্রের অনুসার।
ইয়ার মহলে জিজ্ঞাসিছিলে গো—
ব'লেন ওটী বাড়ির চৌকীদার ॥
অন্ন বিনা ছন্ন ছাড়া বাপের পরিবার,
বোনের হাড় কখানি সার (মরি হায়)
আবার শাল গ্রামের পৈতা বেচে, গো—
হ'ল মেগের পোঁদের চন্দ্রহার ॥
কলার দাল খাবি—পগারে যাবি শুবি মাদুরে,
তোদের এ সব কেন রে (মরি হায়)
তোরা বুক ফুলইয়ে বেড়াস্ কেন ভাই,
তোদের সাহেব সাজার কি দরকার।
আবার উচিৎ কথা বোল্‌তে গেলে,
গরীব দুঃখীর বাঁচা ভার।
এখনি ঘুঁসইয়ে কাঁঠাল পাকাইয়ে দেবে গো—
বাবুদের কিল চাপড়ের নাই ব্যবহার ॥

শ্রীদ——

সংবাদ ও মন্তব্য।

নৌকাডুবি—অদ্য কএক দিবস হইল এক খানি মাল বোঝাই নৌকা ডুবিয়া একজন গরীব দোকান দারের প্রায় ১৫০ টাকা ক্ষতি হইয়াছে।

বন্য পীড়িতের সাহার্য্য—চুয়াডাঙ্গার সুযোগ্য ডিপুটী মেজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গাদাস চৌধুরি মহাশয়ের যত্নে এখান কার গরীব নিরন্ন দিগের মধ্যে সাহার্য্য দান আরম্ভ হইয়াছে, অত্রস্থ জামদার ও অনারারি মেজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু গীরিশ্চন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় ও বাবু হারদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের হাতে এ থানার সাহার্য্য ভার দেওয়া হইয়াছে, তাঁহার বিশেষ যত্ন লইয়া দুই চারি আনা দিতেছেন, এখন ও অনেক লোকের সমাগম হইতেছে কিন্তু সাহার্য্যের পরিমাণ এত অল্প যে, খুব গরীব বাছিয়া দান করিলে ও সংকুলান করা কঠীন হইতেছে, দুঃখের বিষয় সে দিন এখান হইতে প্রায় ৬ ক্রোশ দূরবর্ত্তী পুটাখালি নামক গ্রামের কতকগুলি গরীব কিঞ্চিৎ সাহার্য্যজন্য আইসে ঐ সময় পূর্ব্বদত্ত ৫০, টাকা (যাহা একটা থানার পক্ষে অতিসামান্য) ফুরাইয়া যাওয়ায় পৌছুবামাত্র তাহাদিগকে রুক্ষ হস্তে বিদায় করার বন্দোবস্ত হয়। তাহাতেও আবার বিষম বিঘ্ন উপস্থিত বাঁকাগ্রামের পারঘাটার পাটনি পারানির পয়সা নাপাইলে তাহাদিগকে আর পার করিবে না সুতরাং অভাবত, দুইটা করিয়া পারানির পয়সা পাইলে তাহারা বাটী ফিরিয়া ও যাইতে পারে না। অনেক বিবেচনার পর শেষে পাটনিকে একখানি অনুরোধ পত্র দিয়া তাহাদিগকে বিদায়করা হয়।—এরেইবলে ভিক্ষাতে কাজনাই বাবা. কুকুর ডেকেনে।

তাগাবি সাহার্য্য—এখানে তাগাবির টাকা দেওয়া ও হইতেছে, কিন্তু তাহার পরিমাণ অতি সমান্য, অনেক স্থলেই ১৪।১৫ টাকার অধিক দেওয়া হইতেছে না কিন্তু এই টাকার গরু কেনা বীজ কিনা কিছুরই সংকুলান হইবার কথা নহে ভরসা করি আমাদের সুযোগ্য ডিপুটী বাবু এবিষয়ে যথা সাধ্য উচিৎ সাহার্য্য পক্ষে দৃষ্টি রাখিয়া গরীব প্রজাকুলের আশীর্ব্বাদ ভাজন হইবেন।

গোমড়ক—এদিকে গো বসন্ত আজও থামে নাই;প্রত্যহই বহুসংখ্যক গরুর গুটী হইয়া মারা যাইতেছে—বড়ই সর্ব্বনাশ হইল ?

অগ্নিকাণ্ড—গত ১৩ই আশ্বিন রবিবার রাত্রে চুয়াডাঙ্গার বাজারে আগুণ লাগিয়া অনেকগুলি গৃহ দগ্ধ হইয়াছে, অনেক টাকার দ্রব্যাদি নষ্ট হইয়াছে। এদুর্ব্বৎসরে কেবল দুর্ঘটনারই পূর্ণপ্রভাব ?

ষ্ট্যাম্পে-গোয়েন্দা—রেভিনিউ বোর্ড সম্প্রতি এক বিজ্ঞাপন জারি করিয়াছেন যে, ২০ টাকার অধিক প্রাপ্ত স্বাকার পত্রে /০ আনার রসিদ আঁটিবার যে বিধি (১৮৭৯ সালের ১ আইনের ১ নং তপসিলে ২৫ ধারায়) আছে, সকল সময় তাহা প্রতিপালিত হয় না উকিল মোক্তার সদাগর জমাদার কণ্ট্রেক্টর ও অন্যান্য ব্যবসায়ী লোক অনেক সময়েই এবিধির অন্যথা করেন অতএব বোর্ড এক্ষণে মাজিষ্ট্রেট দিগকে জানাই-

তেছেন যে, ঐ বিধি মত কার্য্য না করিলে তাঁহারা অপরাধী দিগকে পূর্ব্ব মত পাঁচ শত টাকা পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড করিতে পারিবেন অধিকান্ত যে ব্যক্তি ঐ অপরাধীকে ধরাইয়া দিতে পারিবেন তাঁহাকে অপরাধীর জরিমানার টাকা হইতে ৫০ টাকা পর্য্যন্ত পুরস্কার দিতে পারিবেন। সকলে সাবধান হউন. এবার অনেক ঘরের ঢেঁকি কুমীর হইবে রসিদ ষ্ট্যাম্পের গোয়েন্দা অনেক জুটীবে।

হুজুক বুঝি যায়—হরি মাইতির পার্শব ব্যাপারের ছুতা ধরিয়া এতদিন বাবুর দল যে, কাণ্ড খেলিতেছিলেন—হিন্দু সমাজটা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া গড়িবার যে একটী সুযোগ বাহির করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সে হুজুক বুঝি ফুরাইল, প্রকাশ যে বড়লাট বাহাদুর ঐ সকল সামাজিক ব্যাপারের উপর কোন বিধি চালাইতে ইচ্ছুক নহেন—তবেই ত বাবুরদলের যে ..যম মনস্তাব?

বিহার বিভ্রাট—সংপ্রতি সেণ্ট ওমূনি নামক স্থানে, ডিবর্জ্জ নামক জনৈক যুবা প্রম সাগরের তুফানে ভব-সাগর পার হইয়াছেন, জাংজিনি নামক এক ইটালিয়ান যুবতীর প্রেম প্রার্থনাই হতভাগ্যের অমূল্য জীবন নষ্টের কারণ হয়। যুবতীর রূপে মন হারাইয়া যুবক তাহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হয়, খৃষ্টানি ব্যবহার মত "কোর্ট সিপের" ব্যবহার ও চলিতে আরম্ভ হয়, কিন্তু কি জানি কি কারণে এ হেন সময়ে যুবকের মনবেগ থামিল তিনি আর যুবতীকে বিবাহ করিতে চাহিলেন না। এদিকে "উচ্চ মাথা হ'ল হেঁট" দৈববশে যুবতী পূর্ণগর্ভা—বিবাহের পূর্ব্বেই অনরাপত্যা হইয়াছেন, এ সময় নায়েক গররাজী শুনিলে কাযেই ক্রোধের উদয় হয়—কাযেই যুবতীর আত্মীয় স্বজন সকলেই অসম্মতি শুনিয়া ক্রোধান্ধ হইলেন, এবং সককে মিলিয়া এক পারিবারিক সভা করিয়া স্থির করিলেন যে, একবার যুবককে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করা হউক, যে সে এ বিবাহে সম্মত কি না। যদি না হয় তবে সেই দণ্ডেই তাহার প্রাণ দণ্ড হইবে। পর দিবস বেলা ১ টার সময় যুবতীর খুল্লতাতদ্বয়, লংগাস নামক একব্যক্তির দ্বারা ডিবর্জ্জকে ডাকাইয়া আনিলেন, ডিবর্জ্জ অসন্দিগ্ধ মনে তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন, তখন তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন তুমি জাংজিনাকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছ?—হঠাৎ এই প্রশ্নে ডিবর্জ্জের প্রাণ উড়িল তিনি নিস্তব্ধ ও নিরুত্তর হইয়া রহিলেন কিন্তু আর উত্তর অপেক্ষা রহিল না—অ বিলম্বেই প্রশ্নকারী দ্বয়ের হস্থস্থিত বন্দুকের গুলিতে তাহাকে চির নিরুত্তর করিয়া ইহজীবনের লীলা খেলার অন্ত করিল। আরও আশ্চর্য্যের বিষয়, যে কুহকিণীর প্রণয় বিভ্রাটে এ বিভ্রাট ঘটীল এই নিদান কালে সে অবিচলিত চিত্তে সম্মুখে দাঁড়াইয়া ছিল।—কোর্টসিপে প্রণয়ের গাঢ়ত্ব হয়—প্রণয় পরীক্ষার সুযোগ হয় এই হুযোগধরা বাবুর দল কি বলিতে চান।

নকল প্রাণ—এত দিন বিজ্ঞান বলে কত অঘটনই ঘটীয়াছে কিন্তু মানুষের নকল প্রাণ

এ পর্য্যন্ত তৈয়ার হয় নাই। তাহাও বুঝি হইল সম্প্রতি ইউনাইট ষ্টেটের কোন বৈজ্ঞানিক তাড়িৎ চালিত এক মানুষের মূর্ত্তি তৈয়ার করিয়াছেন. মূর্ত্তিটী ৫ ফিট ৮ ইঞ্চি ইহার মুখশ্রী—ঠিক রসিক নাগরের মত রসে ভরা—হঠাৎ দেখিলে ২৫ বৎসরের যুবা বলিয়া ভ্রম হয়, ইচ্ছামত এদিক ওদিক করিয়া বেড়াইতে পারে। অত্যন্ত বলযুক্ত যেহেতু তিনি ছয়নী অশ্বের শক্তিযুক্ত "ব্যাটারি" দ্বারা পরিচালিত, দুঃখের বিষয় এমন সুন্দর রূপ গুণযুক্ত নকল বাপাজীকে নাকি গাড়ি টানা কাজে লাগান হইয়াছে।

নকল বিড়াল—আবার নকল বিড়াল ও তৈয়ার হইয়াছে, মেউ মেউ করে আচড়ায় কামড়ায়—ইন্দুর তাড়াইবার জন্যই না কি এ অবতারের অবতারনা।

ফড়িংয়ের তৈলে সাবান—একজন স্পেন দেশীয় বৈজ্ঞানিক ফড়িঙের তৈল সংযোগে এক প্রকার উৎকৃষ্টতম সাবান তৈয়ার করিবেন স্থির করিয়াছে।—এই বারে মলরে ফরিঙ—

সর্পের ঔষধ—জনৈক বিখ্যাত ডাক্তার বলেন যে, ১০—১১ মিনিম মাত্রায় "নাইকর ষ্ট্রিকনিয়া" নামক ঔষধের চামড়ার নীচে পিচকারি দিলে সর্প বিষের প্রতীকার হয়" যদি রোগী অসাড়—হইরা পড়ে তাহা হইলে ১৫ মিনিট অন্তর ঐরূপ পিচকারি দিতে হয়।—পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

কাঠের আয়না—জর্ম্মন দেশীয় জনৈক পণ্ডিত নিয়মমতে কাঠের আয়না তৈয়ার করিয়াছেন, একখণ্ড কাঠ তিন দিবস কাল ১৭৫ ডিক্রী তাতের "কষ্টীকয়্যালকেলাইড" ভিজাইয়া পরে ২৪ হইতে ৩৬ ঘণ্টা পর্য্যন্ত "হাইড্ সলফেট অব ক্যালসিয়মে" ডুবাইয়া রাখিয়া উহার উপর "গন্ধকদ্রাবক" মাখাইতে হয়, পরিশেষে ১০০ ডিক্রী তাতে গলান সীসা উহাতে মাখাইয়া কাঠখানি শুকাইয়া তাহার উপর সীসা টীন বা দস্তা দিয়া মা্জিলেই বেশ ঝক্‌ঝকে আয়নার মত হইবে।

গ্রাহকগণের প্রতি।

সম্পাদক মহাশয়! কঠিণ রূপে পীড়িত হওয়ায় ভাদ্রমাসের সমালোচক যথা সময়ে বাহির হয় নাই, সে ক্রটীর জন্য আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করিলাম। এক্ষণে ভাদ্র ও আশ্বিন উভয় মাসের পত্রিকা একত্রে পাঠান হইল। যাহাতে নিয়মিত রূপে পত্রিকা প্রকাশিত হয় সে পক্ষে আমাদের বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা আছে, আপনাদের কৃপাদৃষ্টি থাকিলে শত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সে কার্য্যে সক্ষম হইব। এক্ষণে আনন্দময়ী মার আগমনে আনন্দের দিন সমুপস্থিত, ভরসা করি জননী জগদম্বার কৃপায় আপনারা আনন্দ উৎসবে মাতিয়া মনানন্দে দিন কাটাইবেন, আমরাও এই কদিনের জন্য বিদায় গ্রহণ করিলাম যথা সময়ে সাক্ষাৎ করিয়া সুতৃপ্ত হইব। নিবেদন ইতি— নিবিনয়াবনত

শ্রীসতীশচন্দ্র বসু।

THE SAMALOCHAKA,

সমালোচক।

সম্পাদক—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

১ম খণ্ড, ১২৯৭ | সমালোচক সমিতির মাসিক পত্র। | ৭ম ও ৮ম সংখ্যা কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ।

বিজয়া।

—•—

ফুরাইয়া গেল,—বাঙ্গালীর মহত্‌ৎসব শারদোৎসব দুর্গোৎসব ফুরাইয়া গেল। বঙ্গবাসীর এক বৎসরের প্রাণের আশা, উচ্ছ্বাস, উন্মত্ততা আজি অতল জলধি তলে ডুবিয়া গেল।

সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী দিনত্রয় বাঙ্গালী বিবিধ বিধানে মায়ের রাঙ্গা চরণ অর্চ্চনা করিয়াছে—আজি দশমীকৃত্য আজি সকলেরই প্রাণের ভিতর যেন কেমন একটা গাঢ় অন্ধকারের ঘনচ্ছায়া অবিলিপ্ত হইয়াছে,—আজি সুখের বাসন্তী-আকাশ করাল মেঘের বিস্তার হইয়াছে। প্রাণের এতাদৃশ ভাব বলিয়াই বাঙ্গালী—ভক্ত বঙ্গবাসী আজি দেখিতেছে,—মায়ের পূর্ণেন্দু সদৃশানন যেন বিষন্ন—যেন সেই মন্দ মধুর হাসি আজি সে বদন হইতে বিদূরিত হইয়াছে।

চরলগ্নে দশমী-কৃত সমাপন করিবার জন্য পূজক প্রত্যুষেই স্নান করিয়া আসিয়া দেবী সমীপে উপস্থিত হইলেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহার পূজা সমাপ্ত হইল—মা আমাদের আজি পর্য্যুসিতান্ন ভোজন করিয়া বিদায় হইবেন, ঐ—পর্য্যুসিতান্ন প্রদান করা হইল। আর অমনি ভক্তের মনে শেল হানিয়া, আমোদ বিলাসীর প্রাণ কাঁদাইয়া, প্রকৃতিকে অশ্রুীভূত করিয়া বিজয়ার বাদ্য বাজিয়া উঠিল—হায়রে! মা বুঝি আমাদের আর এই রোগ শোক দারিদ্র্য পীড়িত মর্ত্তভূমে থাকিলেন না,—পুরোহিতগণ দেবী-সিংহাসন ধারণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন,—

গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরী।

দেখিতে দেখিতে দর্পণ জলে পড়িয়া গেল। মা আমাদের মর্ত্তভূমে আর নাই। সেই প্রাণ কাঁদান বিজয়া-বাদ্যের সহিত সানাই অমনি গাহিয়া উঠিল,—

বঙ্গ অন্ধকার ক'রে মা আমার
কৈলাস-বাসিনী গ্যাছেন কৈলাসে।

মা! এক বৎসর পরে এসেছিলি—তিন দিনের উপর এক দিনও কি থাকিতে পারিলে না? আমরা যে ভাল করিয়া তোমায় দেখ্‌তে পায়নি মা! আজিও বর্ষার বজ্রবিদ্যুৎ থামে নাই—আজিও পথ ঘাট শুকায় নাই—সকলে কেমন করিয়া তোমায় দেখিবে মা? ঘরের বাহির যে অনেকে হইতে পারে নাই—মা ভক্ত-বাঞ্ছাপূর্ণ কারিণি! আর একবার দেখি এস মা! একবার এই অধম সন্তানের হৃদয় মাঝারে সেই মহিষ-মর্দ্দিনী রূপে আবির্ভূত হও দেখি মা! মহামায়ে এ হৃদয় যে মহামায়ায় সমাচ্ছন্ন—তোমার কৃপা দৃষ্টি ভিন্ন সে দুর্জ্জয় পাশচ্ছিন্ন করিবার আর কি উপায় আছে? এস মা,—সংসার-সাগরত্রাণ কারিণি, একবার হৃদয় মাঝে উদয় হও—আর একবার সেই দশভূজা মধুর মূর্ত্তিতে এ হৃদয়ে সমুদিত হও—আর একবার প্রাণ ভরিয়া মা বলিয়া ডাকিয়া লই।

প্রেম ও ভক্তি।

হৃদয়ের আবেগ পূর্ণ অনুরাগ উচ্ছ্বাসের নাম প্রেম। আর স্বাভাবিক মনস্তুষ্টির ঐকান্তিক ইচ্ছার পূর্ণ বিকাশের নাম ভক্তি। মনুষ্য যে যে প্রকারে যাহাকে ভাল বাসুক না কেন; তাহার এক একটী ভাবকে, এক একটী আখ্যা প্রদান করা যায়। পিতা মাতার প্রতি পুত্রের যে ভালবাসা, তাহার নাম ভক্তি। দম্পতির ভাল বাসাকে প্রণয়; আর ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসাকে ভক্তি বল, প্রেম বল আর প্রীতি বল, সকলই সেই হৃদয়ের আবেগ পূর্ণ উচ্ছ্বাসের গতি।*

এই দুই স্বর্গীয় ভাবের সম্মিলনে এক অতি বিপুল আনন্দজনক ভাবের উচ্ছ্বাস পূর্ণ স্রোতে উৎপত্তি হইয়াছে। সেই স্রোতের গতি যে দিকে চালাইবে অবিরাম ভাবে সেই দিকেই চলিতে থাকিবে। পর্ব্বত প্রস্তরের বাঁধও সেখানে খাটিবে না। এই সুখাবহ প্রবাহের গতি ধর্ম্ম ভাবের সহিত এমন সুদৃঢ় ভাবে গ্রথিত যে কস্মিন্‌ কালেও এ জগতে তাহার গতি প্রতিরুদ্ধ হইবে না। ভক্তি ও প্রেমের চক্ষে যাহাকে দেখিবে তাহার রূপ অনন্ত, গুণ অনন্ত, মূর্ত্তি অনন্ত এবং তাহার প্রত্যেক কার্য্যই অনন্তের সঙ্গে লীন দেখিতে পাইবে। ভাষায় এমন শব্দ নাই যে, তদ্দ্বারা সেই প্রেম ও ভক্তির ভাজনাকে ডাকিলে প্রাণ শীতল হয়। কিন্তু নিজে প্রকাশ করিতে পারুক আর নাই পারুক, হৃদয় তাহার রূপ গুণ মূর্ত্তি ও কার্য্য অনুপম ভাবে ধরিয়া রাখে। যদি

---

* প্রেমের অর্থটা একটু স্বতন্ত্র রকমের হইয়াছে। কিন্তু পৌরাণিক মত এই রকমই—আধ্যাত্মিক বা প্রাচীন মতই এই প্রকারের আধুনিক বিজ্ঞানের সূক্ষ্ম-দর্শনে জড় জগৎ প্রেমরহিত। জড় জগতে ইহার অস্তিত্ব নাই,—জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি লয়, আকর্ষণ শক্তির অধীন. কিন্তু এই আকর্ষণ শক্তিই প্রেম,—সে অনেক কথা। "প্রেমের বিকাশে" তাহার আলোচনা করা যাইবে। এক্ষণে এখনকার পণ্ডিতগণ বস্তুগত আকর্ষনী শক্তির নাম প্রেম রাখিয়াছেন। হিয়া হিয়া মিলি, চোখে চোখে খেলি, আপনা পাশরি, বদন নেহারি।"—এই প্রেমের পূর্ণভাব।—সম্পাদক।

কেহ বাস্তবিকই একজনের প্রতি ভক্তি ও প্রেম স্থাপন করে, তবে তাহা এই অনন্ত বিশ্বের অনন্ত কার্য্যে সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। সেই ভক্তি ও প্রেমের রাজ্যে জাতি ভেদ নাই, ধর্ম্ম ভেদ নাই, খাদ্যাখাদ্যের ইতর বিশেষ নাই। জরা, মৃত্যু, রোগ, শোক তাপ কিছুই নাই। সে স্থান অজর, অমর, অব্যয়, অক্ষয়, নিত্য, বুদ্ধ, শুদ্ধ, ও সুখময়। কেবল এক অত্যাশ্চর্য্য দিব্য বিশ্বাসই তাহার অস্থি, মজ্জা, মেদ, রক্ত ও রস। পারমার্থিক জগতের কথা দূরে থাকুক, এই বাহ্য জগতে তাহার কত দৃষ্টান্ত যে নিত্য চক্ষুর উপর প্রতিভাসিত হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা রাখে! প্রেম ও ভক্তি স্থাপন করিয়া বিশ্বাস করিলে অতি জঘন্য জড় পদার্থেও ঈশ্বরত্ব বোধ হইতে পারে। পত্রে, পুষ্পে, ফলে, জলে, অনলে, অনিলে পর্ব্বতে, আকাশে, সর্ব্বত্রই সেই অনন্ত সুন্দর জ্যোতির্ম্ময়ের অনন্ত জ্যোতিঃ প্রতিভাসিত দেখা যায়। সর্ব্বত্রই তাহার অনন্ত এবং অব্যয় ঐশী শক্তির পূর্ণ বিকাশ স্ফুরিত হইতে দেখা যায়।

হিন্দু ধর্ম্ম এই বিশ্বাস বলে পরিচালিত তাই হিন্দুর দেবতা তেত্রিশ কোটি। হিন্দু কবি সেই জন্ম পর্ব্বত বা সাগর দেখিয়া তাহাকে—ঈশ্বর জ্ঞানে, নিজের কবিত্বকে অযথা রঞ্জিত করেন না। হিন্দু কবি বাল্মীকি সাগর দেখিয়া একরূপ কহিয়াছেন আর ইংরেজ কবি "বায়রণ" সাগর দেখিয়া ঈশ্বর বোধে আর একরূপ গাহিয়া গিয়াছেন। প্রেম ও ভক্তির ছায়া হিন্দুর হৃদয়ে চির দীপ্যমান। হিন্দুর তুলনায় অন্যান্য জাতিকে এ বিষয়ে চারি ভাগের এক ভাগ বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না, তাই পিপাসিত নর হৃদয় সাগরেও ঈশ্বর দেখিয়াছে। হিন্দুর প্রেম ভক্তির-জীবন্ত-ভাব শুদ্ধ বিশ্বাসের উপরই নির্ভর করে; এই নির্ভরত্ব যাঁহার উপর প্রতিপাদিত হইয়াছে, তিনিই ঈশ্বর অথবা ঈশ্বর তুল্য। পার্থিব জগতের প্রত্যেক মনুষ্যের প্রতি এইরূপ ভক্তি ও প্রেম স্থাপন করিয়া বিশ্বাস করা অতীব সুকঠিন। তবে কোন না কোন অংশে, নির্ভরত্ব পাইয়াই মনুষ্য অমরত্ব লাভ করিতেছে। এই জন্ম কাহার নাম জগতের চির স্মরণ পটে অঙ্কিত আছে; কাহারও নাম চির আঁধারে বিধ্বস্ত হইয়াছে।

কৃষ্ণ খৃষ্ট, বুদ্ধ, মহম্মদ ইহাঁরাই এই ভক্তি ও প্রেম রাজ্যের বিশ্বাস সিংহাসনের সম্রাট। নানক চৈতন্য প্রভৃতি রাজা। হোমর, বায়রণ, সেক্সপীয়র, বাল্মীকি, ভবভূতি, কালিদাস, "ফরদৌসিও" হাফেজগণ সামন্ত। সিজর, আলেকজাণ্ডার, প্রতাপ সিংহ, আকবর, রস্তম প্রভৃতি স্তম্ভ। এই সকল মহাপুরুষদিগের প্রতি যে ভক্তি ও প্রেমের ছায়া পড়িয়াছে, তাহা আধ্যাত্মিক জগতের আধ্যাত্মিক ছায়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। ভক্তি ও প্রেম স্থাপন করিয়া বিশ্বাসের জীবন্ত আদর্শ, যে ব্যক্তির প্রতি আরোপিত হইয়াছে, তাহাকে দেবতা ভিন্ন আর কি কহিব। প্রাণের স্বাভাবিক গতি অটল ও অক্ষুন্ন ভাবে তাঁহার প্রতি নিবদ্ধ আছে। তাঁহার কার্য্য, তাঁহার জন্ম, তাঁহার গমন, তাঁহার শয়ন সকলি অলৌকিক, সকলি অমানুষিক, এই জন্য বৈষ্ণবেরা চৈতন্যকে নারায়ণ জ্ঞানে পূজা করে।

জগতের প্রত্যেক সাম্প্রদায়িক মনুষ্য ভক্তি ও প্রেম স্থাপন করিয়া বিশ্বাসের মূলে দাঁড়াইয়া

আপন আপন চির প্রচলিত প্রথাকে প্রয়োগ কর্ত্তাকে ও সম্প্রদায়কে অপর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং ভক্তি ও প্রেমের গুণে বিভিন্ন বস্তু অপর বস্তুর সহিত সংমিশ্রিত করে। আপন হৃদয়ের এক অংশ বলিয়া জ্ঞান করিয়া লোকের নিকট বলিয়া বেড়ায়, ও দেবতার ন্যায় মান্য করে। এই জন্যে কোন কোন মুসলমান সম্রাটের প্রতি ভারতের হিন্দু অধিবাসীর প্রায় দেবত্ব জ্ঞান জন্মিয়াছিল। "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" এই মহদ্বাক্য সেই ভক্তি ও প্রেমের জীবন্ত আদর্শ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কথিত আছে, ভারতের হিন্দু অধিবাসীগণ মোগল ভূপতি মহম্মদ জেলালাদ্দিন আকবরকে কোন সময়—"নারায়ণের এক অংশ, কোন সময় কোন এক সাধু পুরুষের মূর্ত্তি পরিগ্রহ ইত্যাদি প্রচার করিয়া থাকেন। যাঁহারা এলাহাবাদ (আল্লার স্থান) বা প্রয়াগ ভ্রমণ করিয়াছেন, তাঁহারা বোধ হয় শুনিয়া থাকিবেন যে, পাণ্ডারা কহিয়া থাকে, যে গুহার মধ্যে "অক্ষয় বট" বৃক্ষ আছে, তাহারই অতি সন্নিকটে একটী নিভৃত গুহায়, বাল মুকুন্দ নামে একজন ব্রহ্মচারী বাস করিতেন। এক দিন তাহার শিষ্যেরা তাঁহারে দুগ্ধপান করিতে দিয়াছিল, দৈব ক্রমে একগাছি গরুর রোম তাহার মধ্যে দৃষ্ট হইল। যোগী কহিলেন। শিষ্যগণ করিলে কি? আমার ধর্ম্ম নষ্ট করিলে? এই বলিয়া দেহ ত্যাগ করত সেই পাপে মুসলমান গৃহে আকবর রূপে জন্ম গ্রহণ করিলেন।*

আবার আর এক জন প্রাচীনের নিকট শুনিয়াছি, একজন ব্রাহ্মণ বহুকাল নারায়ণের ধ্যান করিয়াছিলেন। এক দিন প্রত্যাদেশ হইল যে আমাকে দেখিতে চাহিতেছিস্ দিল্লী গিয়া আকবর সাহাকে দেখিয়া আয়, তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। শুনিয়া ব্রাহ্মণ কিছু স্তম্ভিত হইল। আবার ভাবিল বিচিত্র কি? ভগবান সর্ব্ব ঘটে সর্ব্ব ভূতে বিরাজ করেন। তাঁহার কার্য্য অনন্ত, দয়া, অনন্ত, মায়া অনন্ত তাঁহার নিকট হিন্দু মুসলমান প্রভেদ নাই, যাই দিল্লী গিয়া ভগবচ্চরণ দর্শন করিয়া আসি। এই ভাবিয়া ব্রাহ্মণ দিল্লী উপস্থিত হইল। কিন্তু ভাগ্য ক্রমে তাহার সহিত আকবরের দেখা হইল না; ব্রাহ্মণ তখন ভাবিল, ভগবানকে সহজে দেখা যায়না। কিন্তু একদিন স্নানের সময় ব্রাহ্মণ স্নান প্রাসাদের সন্নিকট পড়িয়া কান্দিতে ছিল। অন্তর্যামী আকবর তাহা জানিতে পারিলেন। চাকরকে কহিলেন, একটি ব্রাহ্মণ নিকটে পড়িয়া কান্দিতেছে, আমার নিকট লইয়া আইস, চাকর ব্রাহ্মণকে লইয়া আসিল। ব্রাহ্মণ গিয়া দেখিল, আকবর সাহা চতুর্ভুজ মূর্ত্তিতে বসিয়া রহিয়াছেন। ব্রাহ্মণ দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিল, আকবর রূপ পরিগ্রহ করিয়া কহিলেন, খবরদার প্রকাশ করিলে মরিয়া যাইবে, তোমার কার্য্য হইয়াছে চলিয়া যাও। ইত্যাদি প্রকার কিম্বদন্তি যাহার জন্য প্রকাশিত তিনি ভক্তি ও প্রেমের সম্পূর্ণ পাত্র ভিন্ন, আর কেহই নহেন। এবং যাহারা এই সকল প্রকাশ করে বা কল্পনা করে তাহাদের হৃদয়ে সত্য সত্যই সম্পূর্ণ ভক্তি ও প্রেমের জীবন্ত ছায়া অঙ্কিত হইয়াছে। এই দিব্য অঙ্কন কার্য্য

* ভারতী ১২৯০—আষাঢ়।

জন্যই বহির্জ্জগতে আর অন্তর্জগতে অতি কমই ইতর বিশেষ আছে। যাহার হৃদয় দর্পণে ভক্তি ও প্রেমের রেখা অঙ্কিত হইয়া বিশ্বাস বলে অনন্ত দীপ্তি পাইতেছে, তিনিই প্রকৃত ব্রহ্মত্ব বোধ করিতে পারিবেন এবং তিনিই "সোঽহং ব্রহ্ম"। এইজন্য প্রত্যেক মানব বিশ্বাসের মূলে দাঁড়াইয়া ভক্তি ও প্রেমের জীবন্ত ভাব আজীবন, অনুকরণ করিতে চেষ্টা করে। এবং এই চেষ্টাই মনুষ্যের প্রকৃত মনুষত্ব। তাই বলিতেছিলাম ভক্তি ও প্রেমের গুণে মনুষ্য "অহং ব্রহ্ম" "আনূণ হক্" এই সকল বাক্য কহিতে পারে এবং প্রত্যেক ভক্ত বিন্দুতেও দেখাইতে পারে।

বঙ্গের প্রেম ভক্তির পূর্ণাবতার গৌরাঙ্গ দেব হরি প্রেমে মত্ত হইয়া জগাই মাধাই প্রভৃতির প্রহার, কাজি এবং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক অত্যাচার বুক পাতিয়া সহ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারই দলভুক্ত হরিদাস যবনগণ কর্ত্তৃক প্রহারিত হইয়াও তাহাদের জন্য মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন বস্তুতঃ প্রেম বলে এই বিশ্বসংসার পরিচালিত। তাই মানব প্রেমের আশায় এবং ভক্তির আবেগে সর্ব্বদা উন্মত্ত—প্রেম ও ভক্তি মানব হৃদয়ের প্রকৃত মনুষত্ব।

শ্রীমোক্ষদা চরণ ভট্টাচার্য্য।

পূজার লীলা।

নির্ব্বংশচন্দ্র বাটী আসিয়া পূজার সময় কি কি কাণ্ড করিলেন, জানিবার জন্য বোধ হয়, সমালোকের পাঠকগণ—উচাটন, উৎকণ্ঠা, উদ্গ্রীব এমন কি উৎক্ষিপ্ত সম্মার্জ্জনী হইয়া আছেন। আমরাও তাঁহাদিগের মনস্তুষ্টির জন্য প্রস্তুত,—সুতরাং নির্ব্বংশচন্দ্রের পূজার লীলা প্রকটন করিলাম।

নির্ব্বংশচন্দ্র বাটী আসিয়া যখন প্রেমময়ী-প্রেমাকুঞ্জে গমন করিলেন,—তখন সোহাগের সোহাগিনী, বিলাসের বিলাসিনী, আদরের আদরিণী, এমন কি তাঁহার ভারত উদ্ধারের পতাকা, আঁধারের উজ্জ্বল চান্দ্রমা, জ্বরের কুইনাইন, কাশীর ইপিক্যাক—সিন্দুকের চাবি, বিছানার চাদর, শ্রীমতী রসময়ী একটী বিছানার উপর অর্দ্ধ শয়নাবস্থায়—বাবু গৃহ প্রবেশ করিলেন, শ্রীমতীও তাঁহার প্রতি মৃদু কটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া মৃদু হাসিলেন, শ্রীমান্ শ্রীমতীর কথা শুনিবার আগে এ গরীব লেখকের কথাটা আপনাদিগের শুনিতে হইতেছে। শ্রীযুত নির্ব্বংশচন্দ্র যখন দিব্যালোক প্রাপ্ত, এবং ভারত উদ্ধারী, তখন যে তদীয় সহধর্ম্মিণী আলোক প্রাপ্তা নহেন—একথা যেন কেহ ভ্রমেও না ভাবেন, বিশেষতঃ শ্রীমতীর পিতা পুরাণ পুলীশের দারোগা কাজেই নবীন হইবার জন্য অন্ততঃ তিনি আলোক প্রাপ্তা, ভ্রাতা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের পূর্ণ মূর্ত্তি। এ হেন ঘরের কন্যা রসময়ীর যে অনালোক

প্রাপ্ত। বা নেটিভ নিগার গোবরখাটা মেয়ে মানুষের মত, তাহা কখনই নহে। রসময়ীর বয়স ১৭ কি ১৮ বৎসর হইবে।

নির্ব্বংশচন্দ্র গৃহ প্রবেশ করিলে, সেইরূপ ভাবেই নিথর, নিশ্চল থাকিয়াই রসময়ী একটু মৃদু হাসিলেন। সে হাসিতে নির্ব্বংশচন্দ্রের মস্তক ঘুরিয়া গেল। তিনি বিকম্পিত মস্তকে বলিলেন,—"গুড মর্ণিং।"

রসময়ী আবার এক বিলোল কটাক্ষ বিক্ষেপ করিয়া বলিলেন,—"ওয়েল কাম্, ডিয়ার ফ্রেণ্ড! এত দিন আমায় ছাড়িয়া কেমনে ছিলে?"

সে আদর পূর্ণ সভ্য বাক্যের বুকনি সমেত ... নির্ব্বংশচন্দ্র অনেকক্ষণ ভাসমান থাকিলেন। শেষ এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া প্রেমময়ীর হস্ত বিলোড়ন করিয়া বলিলেন, "যেমন জল হীন মীন, চাঁদ হীন আকাশ, কমল হীন সরোবর, কালী হীন দোয়াত, পাখী হীন খাঁচা, আর দোকানী হীন দোকান তদ্রূপ তোমা হীন আমি কোন রূপে কাল যাপন করিয়াছি—মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড।"

রস। তুমি কি আমায় মনে কর্ত্তে?

নির্ব্বংশ। তোমার এ নির্দ্দয় বাক্যে আমার বুকে যেন শক্তি শেল বিদ্ধ হ'ল। তোমাকে আমি মনে ভাবি না? এ সংসারে তবে আর কাহাকে মনে করিব, মাই ডিয়ার লেডী?

রস। আমি জানি তুমি আমাকে ভাল বাস। যদি হৃদয় চিরিয়া দেখাবার হ'ত, তবে দেখাতাম।

নির্ব্বংশ। তোমার প্রতি কথায় বোধ হচ্চে আমি যেন স্বর্গে যাচ্চি।

রস। যা হোক,—এখন আমার জন্য পূজার প্রাইস্ কি আনিয়াছ, দেখিতে চাই।

তখন নির্ব্বংশ চন্দ্র ছুটাছুটি করিয়া পোর্টমেণ্ট আনিলেন, এবং তাহা খুলিয়া তাহা হইতে এক জোড়া শাড়ি বাহির করিলেন। রসময়ী শাড়ি দেখিয়া বলিলেন, ডিয়ার ফ্রেণ্ড, এই কি আমার উপযুক্ত?"

নির্ব্বংশ। যদিও ও কোমল গাত্রের শোভা ইহাতে কিছু মাত্র বৰ্দ্ধিত হইবে না বটে, কিন্তু উহা নিউ পেটেণ্ট কাপড়। লেবেল খানি পড়িয়া দেখুন;

রসময়ী পড়িলেন,—

মেঘের কোলে সৌদামিনী—পর্‌লে পরে ঝলক দিবে, খেল্‌বে যেমে সৌদামিনী; চাতক হবে উল্লাসিত—হাঁসবে প্রাণের গুণমণি।

পাঠান্তে একটু মৃদুহাসিয়া বলিলেন, "আর কি?"

নির্ব্বংশ চন্দ্র বডি বাহির করিলেন। শ্রীমতী সেটা একটু নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিলেন, শেষ এক পার্শ্বে তাহা স্থাপিত করিয়া বলিলেন, "আর কি আছে?" নির্ব্বংশ এসেন্স, সাবান, চিরুণী প্রভৃতি আরও কতকগুলি বাহির করিয়া দিলেন। তখন রসময়ী বলিলেন, "পূজার আমোদের জন্য কি আনিয়াছ?"

নির্ব্বংশ। দুইটা হুইস্কি, একটা রমু আর দুইটা ওলটুম্।

রস। তুমি জান, আমি ওসকলের কিছুই পসন্দ করি না।

নির্ব্বংশ। তোমার জন্য একটা রোজালকর আনা হ'য়েছে।

রস। রোজলিকর কি মাথায় দিব?

আমি কি খুকী যে, রোজলিকর ব্যাবহার করিব? সেরি আন নাই কেন?

নির্ব্বংশ। সেরি অত্যন্ত উগ্র ব'লে আনা হয় নি।

রস। তবে এখন যাও হাত পা ধোও গিয়ে।

নির্ব্বংশচন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিলেন।

—৮—

সভ্য জগতের শিক্ষিতা রমণী রসময়ীর অবশ্য একটী টীচার বা ফ্রেণ্ড আছে। শ্রীমতী যে গৃহে থাকিতেন, তাহার দুই লম্বা দেওয়ালে দুইটি দ্বার, একদিকে খুলিয়া দিলে বাটীর মধ্যের ঘর হয়। আর এক দিকের দ্বার খুলিয়া দিলে, রাস্তার দিকে মুখ হয়—অর্থাৎ সদর হইয়া পড়ে, বাটীর দিকের দ্বার বন্ধ করিয়া দিলে, আর তাহার সহিত বাটীর মধ্যের কোন সম্পর্কই থাকে না।

আজি অষ্টমী পূজা। রসময়ীর টীচার কোন আত্মীয়ের বাড়ি পূজা উপলক্ষে ষষ্ঠীর দিন গমন করিয়াছিলেন,—আসিলে তিনি সচ্ছন্দেই চলিয়া আসিতে পারিতেন, কিন্তু নির্ব্বংশ বাটী আসিয়াছে, সুতরাং রসময়ীকে পড়ান শুনানয় অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটিবে ভাবিয়া তিনি আর এ কয় দিন বাটী আইসেন নাই।

রাত্রি প্রহরাতীত, এই সময় টীচার বিনোদ বাবু, ছাত্রী রসময়ীর রস-কুঞ্জে আসিয়া দর্শন দান করিলেন, নির্ব্বংশ তখন গৃহে ছিলেন না। বিনোদ বাবু আসিবা মাত্র শিষ্যা রসময়ী তাঁহার হস্ত বিলোড়ন করিয়া সাদর সম্ভাষণের পর বলিলেন, "আসুন, আসুন, আমার ডেরি ডিয়ার ফ্রেণ্ড আসুন। আপনাকে এই কয় দিন না দেখে To speak the truth. আমার হৃদয়ে এক রূপ বেদনা হ'য়েছিল।"

বিনোদ। আমি কি ভাগ্যবান পুরুষ! আমা হ'তে সৌভাগ্যবান পৃথ্বীর মণ্ডলে আর কেহ নাই! ভগিনি, আমায় অনুমতি কর, আমি এক বার করুণাময়কে ইহার জন্য ধন্যবাদ দি।

এই বলিয়া বিনোদ বাবু সেই স্থানে জানু পাতিয়া মুদিত নয়নে জগদীশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময় তথায় আর এক জন প্রবেশ করিলেন,—ইনি নির্ব্বংশ চন্দ্র।

বাবু তখন টলিতেছিলেন, এতক্ষণ পাড়ার মধ্যে কোথায় পড়িয়া খাটী টানিয়া এখন গৃহে ফিরিলেন। সহধর্ম্মিণীর শিক্ষককে তথায় সশরীরে উপস্থিত দেখিয়া—একেবারে যাইয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলেন,—বলিলেন "এত দিন কোথায় ছিলেন যাদু?—আমাকে এতদিন কেন দেখা দাও নাই।"

বিনোদ বাবু চমকিত হইয়া চক্ষু মেলিলেন; —শ্রীমতী তাড়াতাড়ি বলিলেন,

"অমন মানুষ আর হয় না, উনি ঋষি তুল্য সর্ব্বদাই ঈশ্বর ধ্যান-পরায়ণ। দেখিলে না, এখনও সেই জ্যোতির্ম্ময়ের ধ্যান করিতেছিলেন।"

বাবু বলিলেন,

"না হবে কেন?" বিনোদ বাবুর দিকে চাহিয়া বলিলেন,

"আপনার সহবাসে আমার স্ত্রী পবিত্রা, সে জন্য আমিও পবিত্র।"

বিনোদ বাবু চক্ষু বুঁজিয়া বলিলেন,

"সকলই সেই পরম দয়াল ঈশ্বরের মহিমা।

নির্ব্বংশ চন্দ্র তখন শ্রীমতীর দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"রস! হৃদয়েশ্বরি!"

শ্রীমতী উত্তর করিলেন,

"কেন মাই ডিয়ার ফ্রেণ্ড।"

নির্ব্বংশ। সেই ক ক্ষর বোতলটা বাহির কোরে ফ্রেণ্ড বিনোদকে একটু ঢেলে দাও।"

বিনোদ। আমিত মদ খাইনা—ফ্রেণ্ড!

নির্ব্বংশ। ইউ ষ্টুপিড,—আমরাও কি খাই!

শ্রীমতী বোতল গ্লাস বাহির করিয়া ফেলিল।

বিনোদ বাবু প্রলোভিত হইয়া বলিলেন, "সাবিত্রী-চরিতে, রস! আমার আজ একটু অসুখ হ'য়েছে"

নির্ব্বংশ। বটে! তবে মেডিসিন্ ডোজে খাও।

বিনোদ বাবু রসময়ীর দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আপনি কি বলেন? মেডিসিন ডোজে খেলে কি দোষ আছে? শাস্ত্রেও তো বলে, "ঔষধার্থে সুরাং পিবেৎ।"

রস। ঔষধার্থে কিছু মাত্র দোষ নাই।

বিনোদ। তবে আপনি অনুগ্রহ ক'রে ঢাল্‌তে পারেন।

রসময়ী আউন্সটাক গ্লাসে ঢালিল দেখিয়া বিনোদ বাবু বলিলেন, "মেডিসিন ডোজ হ'য়েছে কি? বোধ হয়, একটু কম প'ড়েছে। নির্ব্বংশ বাবু কি বল?"

নির্ব্বংশ। ঠিক ব'লেছ—আরও ঢাল।

রস প্রায় আধ গেলাস ঢালিল। বিনোদ বাবু গ্লাসটি তুলিয়া লইয়া দূরে ধরিয়া বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া বলিলেন, "এও ঠিক মেডিসিন ডোজ হয় নি? কি বল নির্ব্বংশ বাবু? একটু কম হ'য়েছে না?"

নির্ব্বংশ রসময়ীর হস্ত হইতে বোতল কাড়িয়া লইয়া গ্লাস পূর্ণ করিলেন—বিনোদ বাবু তাহা পান করিলেন। তার পর ক্রমে ক্রমে উভয়ে সে বোতল পার করিলেন। মধ্যে মধ্যে এক এক বার লেডীও পান করিলেন। সুরা বিষ যখন মস্তিষ্কে উঠিয়া ক্রিয়া বৎ করিল—তখন তাহারা তিন জনে উলঙ্গ হইয়া হাত ধরাধরি করত বল্ নাচ আরম্ভ করিল। এবং সেই তিন জনের তিন কণ্ঠের তিন স্বরে "রাজ বাড়িতে দুধ্ যোগাতে যাইগো আমার বেল হ'ল" এই গীত উত্থিত হইয়া একটা ভারি গোলযোগ আরম্ভ করিল।

এই গোলযোগে নির্ব্বংশের বৃদ্ধ পিতার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। তিনি এক বাঁশ হাতে করিয়া ত ায় দৌড়ে আসিলেন। তাহাদিগের সেই বিভৎস অবস্থাদর্শন করিয়া তিনি ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন, "কুলাঙ্গার দুরহ, দূরহ, আমি তোর মুখ দেখিতে চাহিনা।"

নির্ব্বংশচন্দ্র আস্তেন গুড়াইলেন বলিলেন "আমরা ভারত উদ্ধার ব্রতে ব্রতী সিংহ,—আমাদিগকে রাগাইওনা।"

রসময়ী নাচিতে নাচিতে নির্ব্বংশের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"মাইডিয়ার ফ্রেণ্ড, বুড়োর উপর রাগ করিও না—আমার বিশেষ অনুরোধ। উনি বুড়া—স্পেন্সার বলিয়াছেন, বুড়া হ'লেই লোক পাগল হয়। আচ্ছা উনি তোমার মুখ দেখিতে না চাহেন, এখন হইতে পাছা দেখাইও। না হয় বল মাইডিয়ার ফ্রেণ্ড, আমিই সেকার্য্য আগে সমাধা করিতেছি। আমরাও ত আর্য্য মহিলা, আমরা কি ভয় করি।"

শশুর গুণবতী পুত্রবধূর কথা শুনিয়া পরম আশান্বিত হইলেন, ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন,—"ও খেগোরবেটা কি আর বোল্‌বো।"

নির্ব্বংশ। ওঃ! লেডীর অপমান! প্রাণে কি সহ্য হয়—সাবধান! পূজনীয়া রসময়ীর অনুরোধ না হইলে এতক্ষণ——"

পিতা। চুপ কর গাধা।

নির্ব্বংশ। হোল্ড ইওর টং, ইউ ওলড ফুল।

পিতা। বেটা পাজি—এখনই তোকে—

নির্ব্বংশ। এখনই তোমাকে কি ফাইট করিব?

পিতা। রামা, রামা, পাজির গলা ধ'রে বার কোরে দেত। কুলাঙ্গার—আমার জাতি, কুল, মান, সম্ভ্রম সব খেলে।

নির্ব্বংশ। ছো! ছো! কাউয়ার্ড। আবার লোক ডাকিতেছ, লজ্জা করে না? কাম অন ফাইট।

ক্রোধে নির্ব্বংশ চন্দ্রের পিতা সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া গেলেন,—তিনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, কা'ল উহাকে বাটীর বাহির করিয়া তবে আমার আর কাজ।

—•—

প্রতিমা-পূজা।

—০••০—

ভারতবাসী পৌত্তলক—আর্য্য—ঋষিগণ পৌত্তলিক, কাজেই আমরাও সেই বংশোদ্ভূত বলিয়া প্রতিমা-পূজায় আমাদিগের এত আনন্দ, এত উৎসাহ।—প্রতিমা-পূজায় আমাদের প্রাণের এমন বিমল শান্তি।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, একদল নিরাকারবাদী হইয়া এক চিবসত্ব হইতে ছলে, বলে, আমাদিগকে বিতাড়িত করিবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের যে,—ঘোঁড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইতে শিক্ষা দেওয়া, তাহাতে আর কিছুমাত্র ভুল নাই।

হে নিরাকার ঈশ্বরবাদী। তুমি আমাকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন, অজ্ঞান, অশিক্ষিত বলিয়া উপহাস করিতেছ। বলিতেছ, হে অজ্ঞান যুবক! কুসংস্কারপূর্ণ সাকার প্রতিমা পূজা ত্যাগ করিয়া নিরাকার ঈশ্বরের জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি মনে মনে কল্পনা পূর্ব্বক ভক্তি-সহকারে সেই মূর্ত্তির পূজা করতঃ ভারত হইতে কুসংস্কার দূরীভূত কর। হে নিরাকার ঈশ্বরবাদী; তোমার জ্ঞান অগাধ, শিক্ষা অসীম, বিদ্যা অপরিমিত, কল্পনা অদ্ভুত তাই ভাই, তুমি নিরাকার ঈশ্বরের উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি কল্পনা করিতে সক্ষম। তোমাতে অসম্ভব সম্ভবে। কিন্তু আমি অজ্ঞান, অশিক্ষিত, মূর্খ; আমার কল্পনাশক্তি যৎসামান্য। তবে আমি কেমন করিয়া তোমার নিরাকার ঈশ্বরের উজ্জ্বল জ্যোমির্ম্ময়ীমূর্ত্তি কল্পনায় আনিতে সক্ষম হইব। ভাই, যাহা আমার ক্ষমতার অতিরিক্ত, কল্পনার অতীত, শিক্ষার অসাধ্য, জ্ঞানের বহির্ভূত, তাহা কি আমাকে শিক্ষা দেওয়া কল্পনা করিতে বলা উচিত হয়? যাহাতে আমার শিক্ষা বর্দ্ধিত হয়, জ্ঞান [illegible]র্দ্ধিত হয়, কল্পনাশক্তি বর্দ্ধিত হয়, বুদ্ধি [illegible] তাহাই করা উচিত। ভাই, তুমি বিদ্বান্ দ্বারা শিক্ষ

বুনাইতে চাও, থলের ভিতর হাতী পুরিতে চাও, যেখানে ছুঁচ না চলে সেখানে বেটে চালাইতে চাও, ছাগলের দ্বারা যব মাড়িতে চাও। চাহিলেই বা তোমার আশাপূর্ণ হয় কোথা হইতে? যদি তুমি নিরক্ষর হিন্দে জোলাকে সাংখ্যদর্শন পড়াইতে চাও, যদি তুমি পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর স্কন্ধে ১০ মণ ভার চাপাইতে চাও, যদি এক ঘটী জলের দ্বারা মরুভূমির বালুকারাশি সিক্ত করিতে চাও, যদি বিকারগ্রস্ত রোগীকে গুরুপাক ভোজন করাইতে চাও, তাহা হইলে তুমি নিরক্ষর অজ্ঞান লোককে নিরাকার ঈশ্বরের উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়ীমূর্ত্তি কল্পনা করিতে শিক্ষা দিতে পার। আরও বল দেখি ভাই, আমরা সাকার সীমাবিশিষ্ট জীব হইয়া কোন্ কল্পনার সাহায্যে নিরাকার অনন্ত অসীম পঞ্চেন্দ্রিয়ের অগোচর ঈশ্বরের উজ্জ্বলমূর্ত্তি কল্পনা করিতে সক্ষম? ভাই আমাদের কল্পনায় কতদূর সম্ভবে। আমাদের কল্পনা দ্বিবিধ। প্রথমতঃ পঞ্চেন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাহা আমাদের জ্ঞান পথে পতিত হয়, আমরা তাহাই অবিকল কল্পনায় আনিতে সক্ষম (Reprodlctive imagination)। কিম্বা আমরা উদর পিণ্ডি বুধর ঘাড়ে দিতে পারি। আমরা সুবর্ণ দেখিয়াছি, পর্ব্বত ও দেখিয়াছি। কিন্ত সুবর্ণের পর্ব্বত কখন দেখি নাই। তবে আমরা পর্ব্বতে সুবর্ণের আরোপ করিয়া সুবর্ণের পর্ব্বত কল্পনা করিতে পারি। এই আমাদের দ্বিতীয় প্রকারের কল্পনাশক্তি (Constructive imagination)। প্রত্যক্ষীত আর সমস্ত আমাদের কল্পনার অতীত। যাহা আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত, তাহা আমাদের কল্পনারও অতীত। অনন্ত, অসীম, অনাদি ঈশ্বর আমাদের জ্ঞানের অতীত, পঞ্চেন্দ্রিয়ের অতীত, কাযেই তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়ীমূর্ত্তি আমাদের কল্পনারও অতীত। এখনও কি তুমি, আমাকে নিরাকার ঈশ্বরের জ্যোতির্ম্ময়ীমূর্ত্তি কল্পনা করিতে শিক্ষা দিবে? ভাই, যথার্থ বল দেখি, তুমি আমাকে যে নিরাকার ঈশ্বর কল্পনা করিতে শিক্ষা দিতেছ, তুমি নিজে কি তাহা কল্পনায় আনিতে সক্ষম। তুমি জ্ঞানী, সত্যবাদী, পরম ধার্ম্মিক, অপলাপ করিও না, যথার্থ বল সে উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময়ীমূর্ত্তি কল্পনা করিতে তুমি সক্ষম কি না। তা যদি না হও; নিরাকার যদি তোমার কল্পনার অতীত হয়, তাহা হইলে আমি প্রতিমাকে দেবীজ্ঞানে, ঈশ্বরীজ্ঞানে ভক্তিসহকারে পূজা করি; বলিয়া কি আমাকে উপহাস করিবে! যদি বল ইহ অজ্ঞানের কার্য্য, অশিক্ষার পরিচয়, কুসংস্কারের জ্বলন্ত ছবি। আমি স্বীকার করিতেছি আমি অজ্ঞান অশিক্ষিত। ইহাতে আমার রাগ নাই, দুঃখ নাই। চোরকে চোর না বলিয়া কি সাধু বলিবে! কিন্ত ভাই, প্রতিমা পূজা অশিক্ষার পরিচায়ক হইলেও কুশিক্ষার উদাহারণ নহে। কিন্ত তোমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে তোমার নিরাকার ঈশ্বরের জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি কল্পনা করিতে শিক্ষা দেওয়া কুশিক্ষার পরিচয়। তোমার শিক্ষার উপকার কি? তুমি ভাবিতেছ, আমি লোক সমূহকে যথার্থ ধর্ম্ম উপদেশ দিতেছি। কিন্ত কাযে তাহাদিগের মন হইতে ধর্ম্মভয় দূর করিতেছ, তাহাদিগকে ধর্ম্মপথ হইতে অধর্ম্মপথে লইয়া যাইতেছ। আমি মাটির পুতুলই পূজা করি; প্রস্তরখণ্ডই পূজা করি

আর বৃক্ষ পূজাও করি আমি ঈশ্বরকেই পূজা করিয়া থাক। ঈশ্বর পূজা যদি অপকর্ম্ম হয়, অধর্ম্ম হয়, কুসংস্কারের কার্য্য হয়, তাহা হইলে আমার প্রতিমা পূজা, প্রস্তর পূজা, বৃক্ষপূজা অপকর্ম্ম অধর্ম্ম ও কুসংস্কারের কার্য্য। যদি বল, সামান্য প্রস্তর খণ্ডকে ঈশ্বর জ্ঞান করিলে ঈশ্বরের গৌরবের লাঘব হয়। ভাই, পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার জ্ঞানে ও তোমার জ্ঞানে বিস্তর প্রভেদ। আমার জ্ঞানে আমার কল্পনায় যতটা সম্ভব, আমি ততটাই বুঝিতে সক্ষম। তদতিরিক্ত আমার অসাধ্য। তজ্জন্য কি আমি দোষী?

হে নিরাকার ঈশ্বরবাদী; তোমার সমাজে ধর্ম্মের আলোচনা হয় শুনিয়া ধর্ম্ম উপদেশ পাইব এই আশায় বুক বাঁধিয়া তোমার সমাজে গেলাম। তুমি পরম জ্ঞানী, শিক্ষিত, বিদ্বান ও ধার্ম্মিক, কাযেই তোমার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ভক্তি ও বিশ্বাস আন্তরিক। তাহাতেই যদি তুমি জলকে অগ্নি বল, কিম্বা অগ্নিকে জল বল, যদি সাদাকে কাল বল, কিম্বা কালকে সাদা বল, আমি তাহাই বিশ্বাস করিব। প্রত্যক্ষ বিপরীত দেখিলেও মনে করিব আমারই চক্ষের ভ্রম। সুতরাং তুমি যখন বলিলে তোমরা চর্ম্ম চক্ষু মুদ্রিত করিয়া জ্ঞানচক্ষুর সাহায্যে সেই পরম করুণাময় অনাথের নাথ দরিদ্রের সহায় নিরাকার ঈশ্বরের জ্যোতির্ম্ময়ীমূর্ত্তি হৃদয় মধ্যে কল্পনা করতঃ তাঁহার ধ্যান করিয়া দিবসকৃত পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর। অমনি আমি চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। কিন্তু কোথায় বা সেই জ্যোতির্ম্ময়ীমূর্ত্তি—কেবল অন্ধকার ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। ভাই, আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মিলীত হইল না। কিন্তু লাভের মধ্যে তোমার সুরঞ্জিত সুললিত মনোহর ভাষার গুণে আমার পৈতৃক দেব দেবীর প্রতি অশ্রদ্ধা হইল। ভাবিলাম, যখন আপনার ন্যায় শিক্ষিত, জ্ঞানী, বিদ্বান্ ও ধার্ম্মিক লোক বলিতেছেন, যে প্রতিমা পূজা বৃথা, তখন তাহাই সত্য। আমার ভ্রম। ভাই তোমার বিবেকশক্তির সহিত তোমার ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আছে। তুমি সেই বিবেকশক্তির সাহায্যে সেই জ্ঞানের বলে ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে সক্ষম। তোমার বিবেক, তোমার নীতিশিক্ষা তোমাকে অধর্ম্মে পতিত হইতে দেয় না। কিন্তু ভাই আমার সেরূপ বিবেকশক্তি নাই, সেরূপ জ্ঞান নাই, সেরূপ নীতিশিক্ষা নাই, সেরূপ ইন্দ্রিয় সংযম করিবার ক্ষমতা নাই। ছিল দেবদেবীতে বিশ্বাস, দেবদেবীতে ভক্তি, পাপ পুণ্যের ভয়। এতদিন পর্য্যন্ত সেই বিশ্বাস, সেই ভক্তি, সেই পাপ পুণ্যের ভয়, আমাকে ধর্ম্ম পথে রাখিয়াছিল। কিন্তু তোমার উপদেশে আমার সে বিশ্বাস, সে ভক্তি, সে পাপ পুণ্যের ভয় গেল; সুতরাং আর কে আমাকে ধর্ম্মপথে রাখিবে? ভাই, তোমার নিরাকার ঈশ্বরের জ্যোতির্ম্ময়ীমূর্ত্তি কল্পনা করিতে গিয়া, তোমার বাহ্যিক মনোরম উপদেশে ভুলিয়া আমার শাক্ত-কুলও গেল বৈষ্ণব কুলও গেল। নিরাকার ঈশ্বরের জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তিও পাইলাম না; প্রতিমা পূজায়ও অশ্রদ্ধা জন্মিল।

ভাই, তোমার শিক্ষার ফল তো এই। এখন বল তোমার প্রদত্ত ধর্ম্ম শিক্ষা কুশিক্ষার উদাহরণ কিনা। এখন বল ভাই, তুমি অজ্ঞান লোক

সমূহকে জ্ঞান শিক্ষা দিবে, না তাহাদের কল্পনার অতীত নিরাকার ঈশ্বরের জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি কল্পনা করিতে শিক্ষা দিবে। দিতে হয় তুমি দাও, কিন্তু আমি তোমার উপদেশে আর ভুলিব না। এখন দেখিতেছি, তোমাদের নিকট মুড়ি মিছরীর একদর। তোমরা মহাজ্ঞানীকে যে উপদেশ দিতেছ, অজ্ঞানকেও সেই উপদেশ দিতেছ; বিদ্বানকে যে শিক্ষা দিতেছ, মূর্খকেও সেই শিক্ষা দিতেছ। একবারও ভাবিতেছ না তাহারা সে উপদেশ, সে শিক্ষা গ্রহণ করিতে সক্ষম কি না। তোমরা উপদেশের পাত্রাপাত্র বিবেচনা কর না, তাহাতেই বলিতেছি, তোমাদের শিক্ষা তোমাদের নিকট সুশিক্ষা হইলেও আমাদের ন্যায় অবোধ মানবের ভাগ্যে কুশিক্ষার ফল উৎপাদন করিতেছে। এখন দেখিতেছি হিন্দুরাই যাহার যেমন ক্ষমতা, যাহার যেমন জ্ঞান, যাহার যেমন কল্পনা শক্তি তাহার জন্য তেমনি ঈশ্বরারাধনার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে অনেকে নিরাকার ঈশ্বর বাদী ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা জানিতেন যে, এ বিধান সকলের জন্য করিতে গেলে বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, তাহাতেই তাঁহারা নানারূপ উপাসনার বিধান করিয়া গিয়াছেন। আরও তাঁহারা বুঝিতেন যে উপদেশ দিয়া লোককে নিরাকার ঈশ্বর উপাসক করা যায় না; করিতে চেষ্টা করিলে বিপরীত ফল ফলে। লোকের বিবেচনাশক্তি বর্দ্ধিত হইলে বুদ্ধি মার্জ্জিত হইলে, কল্পনা শক্তি বাড়িলে তাহারা আপনা আপনিই নিরাকার ঈশ্বর উপাসক হইবে। উপদেশ দ্বারা নিরাকার ঈশ্বর উপাসক করা আর বল পূর্ব্বক ধর্ম্ম পথ হইতে অধর্ম্মপথে লইয়া যাওয়া একই কথা। যখন আমি সমাজে যাইয়া "হা ঈশ্বর হা ঈশ্বর" করিতে থাকি, তখন বোধ হয় যেন আমি অরণ্যে রোদন করিতেছি, আবার যখন আমার মাতৃকাল্পনিক দেবীমূর্ত্তির নিকট ক্রন্দন করি, তখন আমার এমনই মনে হয়, যেন আমি আমার সর্ব্বশক্তি রূপিণী আনন্দময়ী মার কাছে ক্রন্দন করিতেছি। আরও যেন মনে হয়, আমার ক্রন্দন মার কর্ণে গিয়াছে। তিনি যেন আমাকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনা করিতেছেন। যেন আমার ক্রন্দন দেখিয়া নিজেই ক্রন্দন করিতেছেন, তাই বলিতেছি। ভাই নিরাকার ঈশ্বরবাদী! তোমার উপদেশে আর ভুলিব না! মা আমায় পারেন না কি? তিনি যখন এই নশ্বর মাটীর মানবদেহে প্রাণদান দিয়াছেন, তখন যে তিনি মাটির প্রতিমায় নিজে আবির্ভাব হইবেন তাহার আর বিচিত্র কি?

শ্রীকালীবর বন্দ্যোপাধ্যায়।

হিন্দুধর্ম্ম ।

—•—

প্রথম প্রস্তাব ।*

হিন্দুধর্ম্মের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি ও উপাসনা প্রভৃতির আলোচনা করিবার অগ্রে দেখা উচিত, হিন্দুধর্ম্ম কি। হীনকে দূষিত করে যে, তাহার নাম হিন্দু। যে ধর্ম্ম অন্য হীন ধর্ম্মকে দূষিত অর্থাৎ ঘৃণা করে, তাহার নাম হিন্দুধর্ম্ম। এখন ধর্ম্মের অর্থ! এটি বড় সহজ কথা নহে। ধর্ম্ম শব্দের সম্যক প্রকারে সমন্বয় করা যে কতদূর কঠিন ও গুরুতর ব্যপার তাহা বোধ হয়, আর কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। ইতিপূর্ব্বে "নব-নন্দিনী" পত্রিকায় "ধর্ম্মশব্দের সমন্বয়" শীর্ষক প্রবন্ধে এ বিষয়ে কিছু লিখিত হইয়াছিল। এস্থলে আমরা আর্য্য ঋষিগণ প্রচারিত ধর্ম্মের অর্থই কেবল লিপিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব। কেন না, ধর্ম্ম-প্রদর্শক মনু, অত্রি, বিষ্ণু, হারীত, যাজ্ঞবল্ক্য, উশনা, অঙ্গিরা, যম, আপস্তম্ব, সম্বর্ত্ত, কাত্যায়ন, বৃহস্পতি, পরাশর, ব্যাস, সংখ, লিখিত, দক্ষ, গৌতম, শাতাতপ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি মহর্ষিগণ তপঃ প্রভাবে ভূত, ভবিষ্যত, বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ হইয়া পরোপকারোদ্দেশে, দেশ, কাল, পাত্র পরিবেচনায় খাদ্যাখাদ্য, পেয়াপেয়, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের অবধারণ বিষয়ে, যে সকল নিয়মাবলীর সৃষ্টি করিয়াছেন, ভারতবর্ষীয় জনগণের তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক, তদনুসারে কার্য্য করাই সর্ব্বতোভাবে শ্রেয়স্কর।

একোদ্বৌবা ত্রয়োবাপি যদ্ব্রুয়ুর্ধর্ম্ম পাঠকাঃ ;
সধেব ইতি তজ্জ্ঞেয়ো নেতরেষাং সহস্রশঃ।

ধর্ম্মশাস্ত্র বেত্তৃগণের মধ্যে তিন, দুই, অথবা একজনেও ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহাই বেদ স্বরূপ। অনাত্মজ্ঞ ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন সহস্র ব্যক্তির কথাও অগ্রাহ্য। সেই আধ্যাত্মিক চরমোৎকৃষ্ট তেজঃপুঞ্জ ঋষিগণ ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন, আমরা তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া তাহারই সমালোচনা পূর্ব্বক সাধারণ্যে প্রকাশ করিব।

যাহা সত্য অর্থাৎ সাধারণের হিতজনক ● সম্পদের উপায়, তাহাই ধর্ম্ম শব্দে ব্যবহৃত হয়। ইংরাজেরা ইহাকে Religion * কহে।

* কয়েক বৎসর গত হইল, আমি উত্তর বঙ্গ হিতৈষী নামক একটী পাক্ষিক পত্রে "হিন্দুধর্ম্ম" শীর্ষক এই প্রবন্ধটি লিখিতেছিলাম। কিন্তু জানি না, কি কারণে উহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়—সেই পর্য্যন্ত এ বিষয়ে আর কিছুই লেখা হয় নাই। কিন্তু কয়েকজন হিন্দু ভদ্রলোক প্রবন্ধটি সমাপ্ত করিয়া লিখিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করেন। সমালোচকে তাহা প্রকাশ করিব স্থির করিয়াছি—কিন্তু যে কয়টি প্রস্তাব তাহাতে প্রকাশ হইয়াছিল,—সে কয়টি প্রথম ; প্রথম হইতে না পড়িতে পাইলে, সমালোচকের পাঠকগণের প্রস্তাবটি সুখপাঠ্য না হইলেও পারে। এই বিবেচনায় প্রথম প্রস্তাব হইতেই ইহাতে প্রকাশিত হইল।—সম্পাদক।

* Religion.—(Re. back. and ligo. to bind.) "That which binds one back from doing something wrong, the performance of our duties of Love and obedience towards God ; Piety, any System of faith and worship.

বলা বাহুল্য মাত্র Religion আর হিন্দুধর্ম্ম আকাশ পাতাল প্রভেদ। Religion শব্দের আভিধানিক অর্থ—যাহার টীকা করিলাম, উঁহা হইতেই Religion এর মর্ম্ম অনেকাংশে বোধগম্য হইবে। এক্ষণে হিন্দুধর্ম্মের অর্থ সম্বন্ধে প্রাচীন ঋষিগণের মত আলোচনা করিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিব।

ধ্রিয়তে ধর্ম্ম ইত্যাহুঃ স এব পরমঃ প্রভুঃ।
তেনবৈ সর্বথা পাল্যঃ সর্বদা পূজ্য এবতু॥
বরাহ সংহিতা।

সমুদয় ধারণ অর্থাৎ রক্ষা করেন বলিয়া ইহার নাম ধর্ম্ম। এইহেতু সর্বদা সর্বতোভাবে ধর্ম্মের পালন ও পূজা করা কর্ত্তব্য।

মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত হইয়াছে "যাহা সাধারণের একান্ত হিতজনক তাহাই সত্য। সত্যই শ্রেয়োলাভের অদ্বিতীয় উপায়। সত্য প্রভাবেই যথার্থ জ্ঞান ও হিতসাধন হয়।" এস্থলে সত্য শব্দ ধর্ম্ম অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। কর্ণপর্ব্বে লিখিত "হিংস্রকদিগের হিংসা নিবারণার্থই ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে। উহা প্রাণীগণকে ধারণ করে বলিয়াই ধর্ম্ম নাম নির্দ্দিষ্ট হইতেছে। অতএব যদ্দ্বারা প্রাণীগণের রক্ষা হয়, তাহাই ধর্ম্ম।" লৌগাক্ষি ভাস্কর প্রভৃতি বলেন, "বেদ প্রতিপাদ্য প্রয়োজন বদার্থো ধর্ম্মঃ।" মহাভারতেও স্থল বিশেষে বলা হইয়াছে,—

শ্রাদ্ধ কর্ম্ম তপশ্চৈব সত্য মক্রোধ এবচ,
স্বেষু দারেষু সন্তোষঃ শৌচং বিদ্যানসূয়তা।
আত্মজ্ঞানং তিতিক্ষাচ ধর্ম্মঃ সাধারণোনৃপঃ॥

মনু বলেন,—

ধৃতিঃক্ষমা দমোহস্তেয়ং শৌচ মিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্বিদ্যা সত্য মক্রোধো দশকং ধর্ম্ম লক্ষণম্॥

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য এবং অক্রোধ এই দশটি ধর্ম্মের লক্ষণ; অর্থাৎ ধার্ম্মিক ব্যক্তির এই সমুদয় রত্ন সংগ্রহ করা উচিত। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ঐ সকলের নিম্নলিখিত রূপ অর্থ করিয়াছেন।

মনুর টীকাকার কল্লুকভট্ট বলেন; ধৃতি—সন্তোষ। ক্ষমা—অপকৃত হইয়াও প্রত্যপকার না করা। সনন্দন ঋষি এইরূপ বলেন যে, বিকারের হেতুভূত বিষয় সকল উপস্থিত থাকিলেও মনের বিকৃতি না হওয়ার নাম দম; অর্থাৎ কোন ব্যক্তি ধ্যান পরায়ণ হইয়া পূজাদি করিতেছেন, এমন সময়ে মহান্ কোলাহল কিম্বা বাদ্যোদ্যম উপস্থিত হইলেও যদি তাঁহার ধ্যানভঙ্গ না হয়, তবে তাঁহাকে দমবিশিষ্ট বলা যাইতে পারে। গোবিন্দরাজ শতাতপ, সুখ, দুঃখ, ইষ্টানিষ্ট, ইত্যাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতাকেই দম কহিয়াছেন। ভগবান্ উদ্ধবকে বলিয়াছেন;

শমোমন্নিষ্ঠতা বুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।

আমাতে বুদ্ধি নিয়োজিত করাই শম এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করাই দম।

ছল, বল ও গোপনে পরধন হরণ না করাই অস্তেয়। যথা শাস্ত্র মৃজ্জলাদি ও ভগবানের নাম স্মরণদ্বারা দেহ শোধনের নাম শৌচ। ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত রাখার নামই ইন্দ্রিয় নিগ্রহ। কেহ কেহ বলেন, "ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় ভোগ হইতে বঞ্চিত করাই ইন্দ্রিয় নিগ্রহ" কথাটা সর্ব্বত্র গ্রাহ্য নহে। যেহেতু বিবেচক ব্যক্তিও স্বীয় স্বভাবের অনুরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। যখন সকল প্রাণীই স্বভাবের অনুবর্ত্তী,

তখন ইন্দ্রিয়গণকে স্ব স্ব বিষয় ভোগ হইতে কিরূপে বঞ্চিত করা যাইতে পারে? অথবা বঞ্চিত করিলেই বা কি হইতে পারে?

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই স্ব স্ব অনুকূল বিষয়ে অনুরাগ ও প্রতিকূল বিষয়ে দ্বেষ আছে, ঐ উভয়ই অস্মদ্দন প্রতিবন্ধক; অতএব উহাদের বশবর্ত্তী হইবে না। এই পর্য্যন্ত। শাস্ত্রাদিতে তত্ত্বজ্ঞানের নাম ধী। আত্মজ্ঞানের নাম বিদ্যা। ক্রোধের কারণ উপস্থিত হইলেও ক্রোধ না করার নাম অক্রোধ। মনু, শীলকে অন্যতম ধর্ম্ম মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

হারীতনামা ঋষি সেই শীল সম্বন্ধে এইরূপ বলেন, শীল ত্রয়োদশ প্রকার; যথা—(১) দেবপিতৃভক্তিতা, (২) মিষ্টাবুদ্ধিতা, (৩) সৌম্যতা, (৪) পরকে ক্লেশ না দেওয়া, (৫) অনসূয়তা, অর্থাৎ পরগুণে দোষারোপ না করা, (৬) মৃদুতা, (৭) অপারুষ্য, (৮) মৈত্রতা, (৯) প্রিয়বাদিত্ব, (১০) কৃতজ্ঞতা, (১১) শরণ্যতা, (১২) কারুণ্য, (১৩) প্রশান্তি। গোবিন্দরাজ, রাগদ্বেষ ত্যাগকেই শীল কহিয়াছেন। যাহা হউক, পূর্ব্বোল্লিখিত রত্নগুলি সংগ্রহের নামই ধর্ম্ম সংগ্রহ করা। যাঁহার হৃদয়ে প্রাগুক্ত রত্নগুলি কল্প-হার-সম সর্ব্বদাই গ্রথিত, এজগতে তিনিই ধার্ম্মিক। প্রাগুক্ত বিষয়গুলি পরিত্যাগ করিয়া, শুদ্ধ লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাস বা ভক্তি করাকে যাঁহারা ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত করেন, অনেক বিষয়ে তাঁহাদিগের মতের সহিত আমাদিগের মতের ঐক্যতা হয় না। ধর্ম্মের আভিধানিক অর্থের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেও লোকাতীত চৈতন্যে বিশ্বাস মাত্রকে ধর্ম্ম বলা যাইতে পারে না। ধর্ম্ম=ধৃ-।-মন্ (ধ্রিয়তে লোকো অনেন; ধরতি লোকং বা)। অথবা, ধর্ম্ম—পুং, ক্লী, (ধৃ-মে,-মন্) শুভাদৃষ্ট, পুণ্য। শাস্ত্রানুযায়ী আচার, সৎকর্ম্ম, যজ্ঞ, স্বভাব, গুণ, রীতি, অহিংসা, উপনিষদ্, সাদৃশ্য। তবেই প্রাগুক্ত গুণাদি বিশিষ্ট হইয়া যাঁহারা ঐকান্তিক ভক্তিসহকারে ঈশ্বরে মনোভিনিবেশ পূর্ব্বক নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারাই ধার্ম্মিক নামে আখ্যাত হইবার যোগ্য।

আমার বোধ হইতেছে, অনেকে ধর্ম্মের এরূপ ব্যাখ্যায় সন্তোষ লাভ করিতে সক্ষম হইতেছেন না। কেন না, আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি সাহেবরা যাহাকে Religion বলেন, এখানে আমি সেই ধর্ম্মেরই ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। কিন্তু আমি যেরূপে ঋষিগণ প্রণীত ধর্ম্ম-শ্লোকাদি দিয়া ধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিয়া আসিলাম; তাহা Religion এর না হইয়া কতকাংশে Moralityর অর্থের ন্যায় হইয়া পড়িল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, সাহেবদিগের Religion আর হিন্দুধর্ম্ম অনেক প্রভেদ। সাহেবরা যাহাকে Religion বলে, আমরা তাহাকে যদি ধর্ম্ম বলি, তবে ধর্ম্মের অর্থ এইরূপ হয়; যথা,—হিন্দুধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম, খৃষ্টধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম ইত্যাদি। তাহা হইলে ধর্ম্ম অর্থে বর্ত্তমানকালীন অসাম্প্রদায়িকতা ভাব হইল না। আরও সাহেবেরা যাহাকে Morality বলেন, সেই নীতিধর্ম্ম হইতে সম্পূর্ণ রূপে স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। হিন্দুধর্ম্মে ধর্ম্ম ও নীতি একই পদার্থ। হিন্দুর

বিশ্বাস, ফলে ফুলে যে সম্বন্ধ, বীজে বৃক্ষে যে সম্বন্ধ, ধর্ম্ম ও নীতিতে সেইরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। আলোক যেমন ছায়া পরিত্যাগ করিতে পারে না,—সেইরূপ ধর্ম্মেও কখন নীতি পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হয়না। সৌর হীন জগৎ আর নীতি হীন ধর্ম্ম একই কথা। আজি কালি কুশিক্ষার মোহিনীমায়ায় অথবা কূটজালে পতিত হইয়া "ধর্ম্ম" এই পবিত্র এবং সুমহান্ শব্দের মুখ্যার্থ সম্বন্ধে অনেককেই মনোমধ্যে নানা প্রকার কুসংস্কার পোষণ করিতে দেখা যায়। ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক সুগম্ভীর চিন্তায় যাঁহাদের মনশ্চক্ষুর অন্ধতা তিরোহিত হইয়াছে, অথবা বিজ্ঞানের দিব্যজ্ঞানালোকে যাঁহারা জগতের গতি নিরীক্ষণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে ধর্ম্মের যত প্রকার অর্থই আনিয়া উপস্থিত কর না কেন, তাঁহারা কিছুতেই প্রকৃত বর্ত্ম হইতে স্থানান্তরিত হইয়া পড়েন না। তার্কিকের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, রাজনীতিজ্ঞের কুটিল কৌশল কিম্বা পণ্ডিতের সাহিত্য-সাগর-মথিত সুকোমল শব্দ রাশির মাধুর্য্য, প্রকৃত প্রশস্তচেতা জ্ঞানীর বিশ্বাস ও অভিমতিকে বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না। আজি যদি সমগ্র সাহিত্য-সংসার-শব্দ-সাগর মন্থন করিয়া ধর্ম্মশব্দের নির্দ্দিষ্ট ও চির প্রচলিত মুখ্যার্থকে খণ্ডন করতঃ স্বার্থসিদ্ধি অথবা অন্যবিধ কারণ জন্য অন্য প্রকার অর্থ নির্দ্দেশের ব্যবস্থা দেন, তাহা হইলেও তাহা ধার্ম্মিকের চক্ষে অভ্রান্ত বলিয়া কখনই পরিদৃষ্ট হইতে পারিবে না।

সামুদ্রিক-শাস্ত্র।

———•:•:•:•———

(৯০ পৃষ্ঠার পর হইতে।)

মধু পিঙ্গাক্ষী রমণী ধনধান্য সমৃদ্ধিভাক্।
প্রলম্বমলিকং যস্যা দেবরং হন্তি সা ধ্রুবং ॥৬৫

যে নারীর নয়ন যুগল মধুর ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ, সে ধন ধান্য সমৃদ্ধি ভোগ করে। যে নারীর নয়ন প্রান্তে কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন লম্বমান থাকে, সে দেবর ঘাতিনী হয়।৬৫।

রোমশেন শিরালেন প্রাংশুনা রোগিনীমতা।
স্থূল মূর্দ্ধা চ বিধবা দীর্ঘ শীর্ষাচ বন্ধকী ॥৬৬

যে রমণীর দেহ দীর্ঘাকার ও তাহাতে লোম এবং শিরা লক্ষিত হয়, সে রোগ যুক্তা হইয়া থাকে। যে নারীর মস্তক স্থূল, সে বিধবা হয়। যে নারীর মস্তক দীর্ঘ, সে বন্ধ্যা হয়।৬৬।

বিশালেনাপি শিরসা ভবেদ্দৌর্ভাগ্য ভাগিনী।
কেশা অলিকুলচ্ছায়াঃ স্নিগ্ধাঃ সূক্ষ্মাঃ সুকোমলাঃ।
কিঞ্চিদাকুঞ্চিতাগ্রাশ্চ কুটিলাশ্চাতি শোভনাঃ ॥৬৭

যে নারীর মস্তক বিশাল, সে দুর্ভাগা হয়। যে রমণীর কেশপাশ ভ্রমর পুঞ্জের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ, স্নিগ্ধ, সূক্ষ্ম ও সুকোমল এবং ঐ কেশের অগ্রদেশ কিঞ্চিৎ আকুঞ্চিত ও কুটিল, সে সৌভাগ্য যুক্তা হইয়া থাকে।৬৭।

ভ্রুবোরন্তে ললাটে বা মশকো রাজ্য সূচকঃ ॥৬৮

যাহার ভ্রূর পার্শ্বে বা ললাটে মশক অর্থাৎ আঁচিল চিহ্ন থাকে, সেই রমণী রাজ্য ভোগ করে।৬৮।

যে নারীর অঙ্গুলী সকল বিরল এবং যাহার গাত্র কর্কশ, ও রোম সম্পন্ন ও যাহার স্তনদ্বয় ভেকের ন্যায় এবং যাহার আকার খর্ব্ব, তাদৃশ নারী সৌভাগ্য শালিনী হয় না।৭৯।

ত্রীণি যস্যাঃ প্রলম্বানি ললাট মুদরং ভগং।
ত্রীণি সা ভক্ষয়েন্নারী শ্বশুরং দেবরং পতিং॥৮০

যে রমণীর ললাট, উদর ও ভগ এই তিন অংশ লম্বমান থাকে, সেই নারী শ্বশুর, পতি ও দেবর এই তিন জনকে ভোজন করে।৮০।

ললাটে শ্বশুরং হন্যাৎ জঠরে দেবরং তথা।
ভগঞ্চ হন্যাদ্ ভর্ত্তারং মহাদোষাস্ত্রয়ঃ স্মৃতাঃ॥৮১

ললাট প্রলম্বিত হইলে শ্বশুরকে বিনাশ করে, উদর প্রলম্বিত হইলে দেবরকে বিনাশ করে, ভগ বিলম্বিত হইলে ভর্ত্তাকে বিনাশ করে। অতএব নারীগণের পক্ষে এই তিনটি মহাদোষের হেতু।৮১।

যস্যা অত্যুৎকটং নার্য্যা বক্ষশ্চ বিস্তৃতং ভবেৎ।
উত্তরৌষ্ঠেচ লোমানি শীঘ্রং সা ভক্ষয়েৎ পতিং॥৮২

যে নারীর বক্ষদেশ অত্যুৎকট ও বিস্তৃত এবং যাহার উপরের ঠোঁটে লোম, সে শীঘ্রই বিধবা হয়।৮২।

উন্নতৈর্ব্বিপুলৈঃ শঙ্খৈর্ললাটৈ র্বিষমস্তথা।
নির্ধনস্য ধনাঢ্যোঽস্য বর্দ্ধেন্দু সদৃশৈর্নরঃ॥৮৩

যাহার কপাল উন্নত, বিশাল, শঙ্খাকৃতি, উচ্চ, নীচ বা অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, সে নির্ধনের পুত্র হইলেও স্বয়ং ধনশালী হয়।৮৩।

আচার্য্যঃ শুক্তি বিশালৈঃ শিরালৈঃ পাপকারিণঃ॥৮৪
উন্নতাভিঃ শিরাভিস্তু স্বস্তিকাভি র্ধনেশ্বরঃ॥৮৫

যাহার কপাল ঝিনুকের ন্যায় আকৃতি বিশিষ্ট ও বিপুল আয়ত, সে অধ্যাপক হয়।৮৪।

যাহার ললাটে স্বস্তি নামক মাঙ্গল্য দ্রব্যের ন্যায় চিহ্ন থাকে এবং উহা উন্নত শিরা সমূহে পরিব্যাপ্ত থাকে, সে ব্যক্তি মহা ধনবান হয়।৮৫।

নিম্নৈ র্ললাটৈর্ব্বধার্হঃ ক্রূর কর্ম্মরতস্তথা।
সংবৃতৈশ্চ ললাটৈস্তু কৃপণ উন্নতৈর্নৃপঃ॥৮৬

কপাল নিম্ন হইলে মনুষ্য-বধ-যোগ্য ও নিষ্ঠুর কর্ম্মে লিপ্ত হয়, আবৃত হইলে কৃপণ ও উন্নত হইলে নরপতি হইয়া থাকে।৮৬।

ললাটোপগতাস্তিস্রো রেখাঃ স্যুঃ শতবর্ষিণঃ।
নৃপত্বং স্যাচ্চতস্রভি রায়ুঃ পঞ্চনবত্যথ॥৮৭

ললাটে তিনটী রেখা থাকিলে শতবর্ষ জীবী, এবং চারিটী রেখা থাকিলে পঞ্চ নবতি বৎসর জীবী ও রাজা হয়।৮৭।

কেশান্তোপগতাভিশ্চ অশীত্যায়ু র্নরো ভবেৎ।
নবতিঃ স্যাদরেখাভি র্বিচ্ছিন্নাভিস্তু পুংশ্চলঃ॥৮৮

যাহার ললাটে রেখা কেশের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, সে ব্যক্তির পরমায়ু অশীতি বৎসর। যাহার কপালে রেখাহীন, সে নবতি বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। যাহার ললাটে রেখাগুলি পৃথক্ পৃথক্ অঙ্কিত থাকে, সে লম্পট হয়।৮৮।

পঞ্চভিঃ পঞ্চভিঃ ষড়্ভিঃ পঞ্চাশতদ্বহুভি স্তথা।
চত্বারিংশত্ত্ব বক্রাভি স্ত্রিংশদ্ ভ্রূতলগামিভিঃ।
বিংশতির্বাম বক্রাভিরায়ুঃ ক্ষুদ্রাভিরল্পকম্॥৮৯

ললাটে যাহার ছয়টি কিম্বা অনেকগুলি রেখা থাকে, তাহার পঞ্চাশ বৎসর পরমায়ু হয়। ললাটে বক্র রেখা থাকিলে আয়ুঃ চল্লিশ বৎসর ব্যাপী হয় এবং ভ্রূতল পর্য্যন্ত আয়ত রেখা থাকিলে আয়ুঃ ত্রিরিশ বৎসর স্থায়ী হয়। যাহার ললাটের রেখা সমূহ বামদিকে বক্র হইয়া অঙ্কিত থাকে, তাহার বিংশতি বৎসর পরমায়ুঃ

হয়। এই সকল রেখা ক্ষুদ্র হইলে, জীবনের পরিমাণ অতি অল্প জানিবে ৮৯।

শুভমর্দ্ধেন্দু সংস্থাপনমতুঙ্গং গাদলোমগম্।
নৃপতীনাং ভবেচ্চিহ্নং ললাটং শুভ দর্শনং ॥৯০

যাহার ললাট অর্দ্ধচন্দ্রাকার, অনুচ্চ, লোমশূন্য ও দেখিতে মনোহর, সে ব্যক্তি নরপতি ও মঙ্গলাস্পদ হয়।৯০।

কক্ষাশ্চত্থদলাঃ শ্রেষ্ঠা সুগন্ধিন্যূর্দ্ধ রোমিকা।
অন্যথার্থহীনাঃ নাম দারিদ্র্যস্য চ কারণম্ ॥৯১

স্ত্রী অথবা পুরুষের কক্ষ অশ্বত্থ পত্রের ন্যায় আকৃতি যুক্ত সুগন্ধি ও উর্দ্ধলোম সম্পন্ন হইলে শুভ, ইহার বিপরীত হইলে সেই স্ত্রী কিম্বা পুরুষ দরিদ্র হয়।৯১।

সমাংসৌ বক্রৌ সংশ্লিষ্টৌ চ বিপুলৌভুজৌ।
আজানুলম্বি বাহু বৃত্তৌ পীনৌ নৃপেশ্বরঃ ॥৯২

যাহার বাহুদ্বয় মাংসল, কিঞ্চিৎ বক্র, সুমিলিত, বিশাল, আজানু লম্বিত, সুগোল, পরিচ্ছন্ন ও পীবর, সে সম্রাট হয়।৯২।

নির্মাংসৌ রোমশৌ হ্রস্বৌ ভুজৌ দারিদ্র্যদায়কৌ।
অলোমশৌ তু সুখিনৌ শ্রেষ্ঠৌ করিকরপ্রভৌ ॥৯৩

বাহুদ্বয় অমাংসল, রোম সম্পন্ন ও ক্ষুদ্র হইলে মনুষ্য দরিদ্র হয়, লোম শূন্য হইলে সুখী এবং করিশুণ্ডের ন্যায় প্রশস্ত হইলে শ্রেষ্ঠ হয়।৯৩।

অল্পরোমযুতাঃ শ্রেষ্ঠা জঙ্ঘা হস্তি-করোপমাঃ।
রোমৈকৈকং কূপকেস্যাং নৃপাণাঞ্চ মহাত্মনাং॥৯৪

যাহার জঙ্ঘা অল্পলোম সম্পন্ন ও করিশুণ্ডের ন্যায় প্রশস্ত, সে সমাজের অগ্রগণ্য হইয়া থাকে ৯৪।

রোমত্রয়ং দারিদ্র্যাণাং রোগী নির্মাংস জানুকঃ।
মহাদারিদ্র্যজং দুঃখং ভুঙক্তে রোম চতুর্থকে॥৯৫

যাহার জঙ্ঘার প্রতিলোম-বিবরে তিন তিনটী করিয়া রোম থাকে, সে দরিদ্র হয়। জানুদেশ মাংস হীন হইলে মনুষ্য রোগী এবং জঙ্ঘার প্রতিলোম বিবরে চারি চারিটি রোম থাকিলে, মহাদারিদ্র্য দুঃখভোগ করে।৯৫।

নিগুঢ় গুল্‌ফৌ চরণৌ পদ্মকান্তি তলৌ শুভৌ।
সস্বেদিনৌ মৃদুতরৌ মৎস্যাঙ্ক মকরাঙ্কিতৌ ॥৯৬

যাহার পদযুগলের গুল্‌ফ উন্নত ও প্রকাশিত মৃদু এবং চরণতল পদ্মের ন্যায় সুকোমল ও মনোহর, সর্ব্বদা ঘর্ম্মযুক্ত ও মৎস্য এবং মকরের চিহ্নে অঙ্কিত সে নিরন্তর মঙ্গলাভ করে।৯৬।

বজ্রাব্জ হলচিহ্নক দাস্যাঃ পদে সদান্বিতং।
রাজপত্নীতুলাজ্ঞেয়া রাজভোগ প্রদায়কম্ ॥৯৭

যে নারীর পদে বজ্র, পদ্ম ও হলের চিহ্ন থাকে, সে স্ত্রী দাসী হইলেও রাণীর ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এবং নিত্য রাজ ভোগে জীবন কাটায়।৯৭।

জঙ্ঘেচ রোমরহিতে সুবৃত্তে সরলে শুভে।
অনুল্বণং সন্ধিদেশে সমং জানুদ্বয়ং শুভম্ ॥৯৮

স্ত্রীলোকের জঙ্ঘা রোমহীন, সুগোল ও সরল হাঁটুর সংযোগস্থল উচ্চনীচতাবিহীন এবং দুইটী হাঁটু সমান হইলে, শুভফল দেয়।৯৮।

উরু করিকরাকারৌ বরমাণৌ সমৌ শুভৌ।
রোম জঙ্ঘেচ নারীণাং মহাদুঃখ প্রদায়কে ॥৯৯

নারী জাতির উরু করি-শুণ্ডের ন্যায় স্থূল, সরল, সমান, সুবর্ত্তুল, সুন্দর ও সুকোমল হইলে শুভাবহ হয়, কিন্তু জঙ্ঘাদেশ লোমশ হইলে মহা দুঃখ প্রদান করে ৯৯।

অশ্বত্থ পত্র সদৃশং বিপুলং গুহ্যমুত্তমম্।

তেজপুরের নিকট যে সকল ভগ্নস্তূপ এখনও বিদ্যমান আছে ও তৎসম্বন্ধে অধিবাসীদের মধ্যে যেরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে, আমরা নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

ব্রহ্মপুত্র নদের ধার দিয়া একটী পর্ব্বত শ্রেণী অবস্থিত। আমাদের অন্তর্গত তেজপুর সহর ইহারই উপরে। পর্ব্বতের পশ্চাতে বরাবর ভূটান পর্য্যন্ত একটী সমতল ক্ষেত্র। এই ক্ষেত্রটীকে লোকে 'শোণিত ক্ষেত্র' বলে। ইহার কিয়দংশ বেঙ্গলের আমোদপ্রিয় চাকর সাহেবেরা ঘোড়দৌড়ের মাঠ করিয়া লইয়াছেন। এখনে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ খোদিত প্রস্তর খণ্ড ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে, তাহা দেখিলে বোধ হয় যে অতি প্রাচীন কালে এই প্রদেশে একটী সুবৃহৎ প্রস্তরময় প্রাসাদ ছিল, কিন্তু সে প্রাসাদের আয়তন যে কিরূপ, তাহা আর এখন এই সকল ভগ্ন খণ্ড দেখিয়া অনুমান করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহারই নিকটে আমাদের সিভিল সার্জ্জনের বাঙ্গালা, বাঙ্গালার সম্মুখে দুইটী স্তম্ভ এখনও অক্ষুণ্ণভাবে দণ্ডায়মান। নিকটস্থ কাছারী বাড়ীর চতুষ্পার্শ্বে অসংখ্য চতুরস্র কত রঙ্গের প্রস্তর পড়িয়া আছে। ইহার উপর বড় বড় পদ্ম ও নানা প্রকার লতা পাতা খোদাই করা। তৎকালের কারুকার্য্য ও এই সকল প্রস্তরখণ্ডের শিল্পচাতুর্য্য দেখিলে মোহিত হইতে হয়। এখানকার লোকের বিশ্বাস এইগুলি বলিরাজার বাটীর ধ্বংসাবশেষ। বলিরাজ পরম বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পুত্র বাণ পরম শৈব হইয়া নিজ প্রাসাদের চতুর্দ্দিকে শিব মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন. কিন্তু পুরীর ধ্বংসের সহিত সে সকলও ধ্বংস হইয়াছে। ইহার মধ্যে একটী প্রাচীন মন্দির একজন উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় সন্ন্যাসীর যত্নে অনেকটা আধুনিক গঠনে পুনঃ সংস্কৃত হইয়াছে। এই মন্দিরের নাম মহাভৈরবের মন্দির। এই মন্দিরের নামানুসারে এ প্রদেশকে মহাভৈরব প্রদেশ বলে। তেজপুর কাছারীর নিকট একখানি সুবৃহৎ প্রস্তর খণ্ড আছে; দেখিলে হঠাৎ বলি উৎসর্গের যূপস্থান বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু দেশীয় লোকেরা বলে যে, উহা বাণ-নন্দিনী উষার স্নান-মঞ্চ। উষা ও অনিরুদ্ধের বৃত্তান্ত এখনে সকলেই জানে এবং তাহা যে এই প্রদেশেই ঘটিয়াছিল, তাহাতে কাহারও সন্দেহ নাই। অন্যান্য প্রস্তর গুলির সম্বন্ধে বিশেষ প্রবাদ আর কিছু পাওয়া যায় না। কিন্তু, ইহাই যে বাণরাজের প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, ইহা আমাদের আবাল-বৃদ্ধ বনিতার ধ্রুব বিশ্বাস।

এতৎ সম্বন্ধে কাপ্তেন ওয়েষ্টমেকট এসিয়াটিক সোসাইটী জর্ণালে বহুপূর্ব্বে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে তিনি ইহাদের শিল্প মনোহারিতা ও চিত্রাদির বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেন; আর কালাপাহাড়কে এই প্রাসাদের ধ্বংস-কর্ত্তা বলিয়া অনুমান করেন, কিন্তু কেহ কেহ সে মতের প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, আমাদের অধিবাসী হিন্দুদিগকে এখনও যেরূপ স্বধর্ম্মানুরাগী ও স্বদেশ বৎসল দেখা যায়, তাহাতে যে, আরও প্রাচীন কালে একজন মুসলমান আসিয়া, হিন্দু-কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া যাইবে, তাহা বোধ হয় না। ইহাদের মতে ইহা অপর কোন কারণে ধ্বংস হইয়া থাকিবে, কিন্তু তাহা যে কি তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

মেঘদূত ।

—-•:•:•:•—

নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেশরৈরর্দ্ধরূঢ়ৈ-
রাবির্ভূত প্রথমমুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্ ।
জগ্ধারণ্যেষ্বধিক সুরভিং গন্ধমাঘ্রায়চোর্ব্যাঃ
সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্ ॥২২

অম্ভোবিন্দু গ্রহণচতুরাংশ্চাতকান্ বীক্ষ্যমাণাঃ
শ্রেণীভূতাঃ পরিগণনয়া নির্দ্দিশন্তো বলাকাঃ ।
ত্বামাসাদ্য স্তনিত সময়ে মানয়িষ্যন্তি সিদ্ধাঃ
সোৎকম্পানি প্রিয় সহচরী সম্ভ্রমালিঙ্গিতানি ॥২৩

উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং যিযাসোঃ
কালক্ষেপং ককুভসুরভৌ পর্ব্বতে পর্ব্বতে তে ।
শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজলনয়নৈঃ স্বাগতী কৃত্য কেকাঃ
প্রত্যুদ্যাতঃ কথমপি ভবান্ গন্তুমাশু ব্যবস্যেৎ ॥২৪

পাণ্ডুচ্ছায়োপবন বৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈ-
র্নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলিভুজামাকুল গ্রাম চৈত্যাঃ ।
ত্বয্যাসন্নে পরিণত ফল শ্যামজম্বু বনান্তাঃ
সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিন স্থায়িহংসা দশার্ণাঃ ॥২৫

তেষাং দিক্ষু প্রথিত বিদিশা লক্ষণাং রাজধানীং
গত্বা সদ্যঃফল মবিকলং কামুক ত্বস্য লব্ধা ।
তীরোপান্ত স্তনিত সুভগং পাস্যসি স্বাদু যস্মাৎ
সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যাশ্চলোর্ম্মি ॥২৬

নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেস্তত্র বিশ্রামহেতো-
স্ত্বৎ সম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রৌঢ়পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ ।
যঃপণ্যস্ত্রী রতি পরিমলোদ্গারিভির্নাগরাণা-
মুদ্দামানি প্রথয়তি শিলা বেশ্মভি র্যৌবনানি ॥২৭

বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বননদীতীরজাতানি সিঞ্চ-
ন্নুদ্যানানাং নবজলকণৈর্যূথিকাজালকানি ।
গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজা ক্লান্তকর্ণোৎপলানাং
ছায়াদানাৎ ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাম্ ॥২৮

বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং
সৌধোৎসঙ্গ প্রণয়বিমুখো মাস্মভূরুজ্জয়িন্যাঃ ।
বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং
লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোহসি ॥২৯

বীচিক্ষোভস্তনিতবিহগ শ্রেণিকাঞ্চীগুণায়াঃ
সংসর্পন্ত্যাঃ স্খলিত সুভগং দর্শিতাবর্ত্তনাভেঃ ।
নির্ব্বিন্ধ্যায়াঃ পথি ভব রসাভ্যন্তরঃ সন্নিপত্য
স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু ॥৩০

বেণীভূত প্রতনুসলিলা সাবতীতস্য সিন্ধুঃ
পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহতরু ভ্রংশিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ ।
সৌভাগ্যং তে সুভগ বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী
কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ ॥৩১

প্রাপ্যাবন্তী নুদয়ন কথাকোবিদগ্রাম বৃদ্ধান্
পূর্ব্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্ ।
স্বল্পীভূতে সুচরিত ফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং
শেষৈঃপুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎখণ্ডমেকম্ ॥৩২

দীর্ঘকুর্ব্বন্ পটু মদকলং কূজিতং সারসানাং
প্রত্যূষেষু স্ফুটিত কমলামোদমৈত্রী কষায়ঃ ।
যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরত গ্লানি মঙ্গানুকূলঃ
শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তমইব প্রার্থনা চাটুকারঃ ॥৩৩

জালোদ্গীর্ণৈরুপচিত বপুঃ কেশ সংস্কারধূপৈ-
র্বন্ধু প্রীত্যা ভবন শিখিভির্দত্ত নৃত্যোপহারঃ ।
হর্ম্ম্যেষ্বস্যাঃ কুসুম-সুরভিষ্বধ্বখেদং নয়েথাঃ
লক্ষ্মীং পশ্যন্ ললিতবনিতা পাদরাগাঙ্কিতেষু ॥৩৪

ভর্ত্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ
পুণ্যং যায়াস্ত্রিভুবন গুরোর্ধাম চণ্ডেশ্বরস্য ।
ধূতোদ্যানং কুবলয় রজো গন্ধিভি গন্ধবত্যা-
স্তোয় ক্রীড়ানিরত যুবতী স্নান তিক্তৈর্মরুদ্ভিঃ ॥৩৫

অপ্যন্যস্মিন্ জলধর মহাকাল মাসাদ্য কালে
স্থাতব্যন্তে নয়ন বিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ ।
কুর্ব্বন্ সন্ধ্যাবলি পটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়া-
মামন্দ্রাণাং ফল মবিকলং লপ্স্যসে গর্জ্জিতানাম্ ॥৩৬

পাদন্যাসৈঃ ক্কণিতরশনা স্তত্র লীলাবধূতৈঃ
রত্নচ্ছায়া খচিত বলিভিশ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ ।
বেশ্যাস্ত্বত্তো নখপদ সুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দূ-
নামোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকর শ্রেণিদীর্ঘান্ কটাক্ষান্ ॥৩৭

পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ
সান্ধ্যং তেজঃ প্রতি নবজবা পুষ্প রক্তং দধানঃ ।
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্র নাগাজিনেচ্ছাং
শান্তোদ্বেগস্তিমিত নয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা ॥৩৮

গচ্ছন্তীনাং রমণ বসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
রুদ্ধালোকে নরপতি পথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ ।
সৌদামিন্যা কনক নিকষ স্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্ব্বীং
তোয়োৎসর্গ স্তনিতমুখরো মাস্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ ॥৩৯

তাং কস্যাঞ্চিদ্ভবনবলভৌ সুপ্তপারাবতায়াং
নীত্বা রাত্রিং চিরবিলসনাৎ খিন্ন বিদ্যুৎ কলত্রঃ ।
দৃষ্টে সূর্য্যে পুনরপি ভবান্ বাহয়েদধ্ব শেষং
মন্দায়ন্তে ন খলু সুহৃদামভ্যু পেতার্থ কৃত্যাঃ ॥৪০

তস্মিন্ কালে নয়নসলিলং যোষিতাং খণ্ডিতানাং
শান্তিং নেয়ং প্রণয়িভিরতো বর্ত্ম ভানোস্ত্যজাশু ।
প্রালেয়াস্রং কমল বদনাৎ সোহপি হর্ত্তুং নলিন্যাঃ
প্রত্যাবৃত্ত স্ত্বয়ি কররুধি স্যাদনল্পাভ্যসূয়ঃ ॥৪১

গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসন্নে
ছায়াত্মাপি প্রকৃতি সুভগো লপ্স্যতে তে প্রবেশম্ ।
তস্মাদস্যাঃ কুমুদবিশদান্যর্হসি ত্বং ন ধৈর্য্যা-
ন্মোঘীকর্ত্তুং চটুল শফরোদ্বর্ত্তন প্রেক্ষিতানি ॥৪২

তস্যাঃ কিঞ্চিৎ করধৃতমিব প্রাপ্য বানীরশাখং
নীত্বা নীলং সলিল-বসনং মুক্ত রোধো নিতম্বং ।
প্রস্থানং তে কথমপি সখে লম্বমানস্য ভাবি
জ্ঞাতাস্বাদো বিবৃত জঘনাং কো বিহাতুং সমর্থঃ ॥৪৩

ত্বন্নিষ্যন্দোচ্ছ্বসিত বসুধা গন্ধসম্পর্ক রম্যঃ
স্রোতোরন্ধ্র ধ্বনিত সুভগং দন্তিভিঃ পীয়মানঃ ।
নীচৈর্বাস্যত্যুপ জিগমিষোর্দ্দেব পূর্ব্বং গিরিং তে
শীতো বায়ুঃ পরিণময়িতা কাননোদুম্বরাণাম্ ॥৪৪

তত্র স্কন্দং নিয়ত বসতিং পুষ্পমেঘীকৃতাত্মা
পুষ্পাসারৈঃ স্নপয়তু ভবান্ ব্যোমগঙ্গাজলার্দ্রৈঃ ।
রক্ষাহেতোর্নবশশিভৃতা বাসবীনাং চমূনা-
মত্যাদিত্যং হুতবহ মুখে সম্ভৃতং তদ্ধি তেজঃ ॥৪৫

জ্যোতির্লেখাবলয়ি গলিতং যস্য বর্হং ভবানী
পুত্রপ্রেম্ণা কুবলয়-দল প্রাপি কর্ণে করোতি ।
ধৌতাপাঙ্গং হরশশি রুচা পাবকেস্তং ময়ূরং
পশ্চাদদ্রি গ্রহণ গুরুভির্গর্জ্জিতৈর্নর্ত্তয়েথাঃ ॥৪৬

আরাধ্যৈনং শরবনভবং দেবমুল্লঙ্ঘিতাধ্বা
সিদ্ধদ্বন্দ্বৈর্জ্জল-কণ ভয়াদ্বীণিভির্মুক্তমার্গঃ ।
ব্যালম্বেথাঃ সুরভিতনয়া লম্ভজাং মানয়িষ্যন্
স্রোতোমূর্ত্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তি দেবস্য কীর্ত্তিম্ ॥৪৭

ত্বয্যাদাতুং জলমবনতে শার্ঙ্গিণো বর্ণ চৌরে
তস্যাঃ সিন্ধোঃ পৃথুমপি তনুং দূরভাবাৎ প্রবাহম্ ।
প্রেক্ষিষ্যন্তে গগন গতয়ো দূর মাবর্জ্জ্য দৃষ্টি-
রেকং মুক্তাগুণ মিব ভুবঃ স্থূলমধ্যেন্দ্রনীলম্ ॥৪৮

তামুত্তীর্য্য ব্রজপরিচিত ভ্রূলতা বিভ্রমাণাং
পক্ষ্মোৎক্ষেপাদুপরিবিলসৎ কৃষ্ণসার প্রভাণাম্।
কুন্দক্ষেপানুগ মধুকর শ্রীমুষা মাত্মবিম্বং
পাত্রীকুর্ব্বন্ দশপুরবধূ নেত্র কৌতূহলানাম্ ॥৪৯

ব্রহ্মাবর্ত্তং জন পদমথ চ্ছায়য়া গাহমানঃ
ক্ষেত্রং ক্ষত্র প্রধন পিশুনং কৌরবং তদ্ভজেথাঃ।
রাজন্যানাং শিত শরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা
ধারাপাতৈস্ত্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষন্মুখানি ॥৫০

হিত্বা হালামভিমতরসাং রেবতী লোচনাঙ্কাং
বন্ধুপ্রীত্যা সমর বিমুখো লাঙ্গলী যাঃ সিষেবে।
কৃত্বা তাসা মভিগমমপাং সৌম্য সারস্বতীনাম্
অন্তঃশুদ্ধস্ত্বমপি ভবিতা বর্ণমাত্রেণ কৃষ্ণঃ ॥৫১

তস্মাদ্গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
জহ্নোঃ কন্যাং সগরতনয় স্বর্গ-সোপান পঙ্‌ক্তিম্।
গৌরীবক্ত্র ভ্রুকুটী রচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ
শম্ভোঃ কেশ গ্রহণমকরোদিন্দু লগ্নোর্ম্মিহস্তা ॥৫২

তস্যাঃ পাতুং সুর-গজ ইব ব্যোম্নি পশ্চার্দ্ধলম্বী
ত্বঞ্চেদচ্ছ স্ফটিক বিশদং তর্কয়েস্তির্য্যগম্ভঃ।
সংসর্পন্ত্যা সপদি ভবতঃ স্রোতসি চ্ছায়য়াসৌ
স্যাদস্থানোপগত যমুনা সঙ্গমেবাভিরামা ॥৫৩

আসীনানাং সুরভিত শিলং নাভি গন্ধৈর্ম্মৃগাণাং
তস্যা এব প্রভবমচলং প্রাপ্য গৌরং তুষারৈঃ।
বক্ষ্যস্যধ্বশ্রমবিনয়নে তস্য শৃঙ্গে নিষণ্ণঃ
শোভাং শুভ্র ত্রিনয়নবৃষোৎখাত পঙ্কোপমেয়াম্ ॥৫৪

তঞ্চেদ্বায়ৌ সরতি সরলস্কন্ধ সঙ্ঘট্টজন্মা
বাধেতোল্কাক্ষপিত চমরীবালভারো দবাগ্নিঃ।
অর্হস্যেনং শময়িতুমলং বারিধারা সহস্রৈ-
রাপন্নার্ত্তি প্রশমন ফলাঃ সম্পদো হ্যুত্তমানাম্ ॥৫৫

যে সংরম্ভোৎপতন রভসাঃ স্বাঙ্গ ভঙ্গায় তস্মিন্
মুক্তাধ্বানং সপদি শরভা লঙ্ঘয়েয়ুর্ভবন্তম্।
তান্ কুর্ব্বীথাস্তুমুলকরকা বৃষ্টিপাতাবকীর্ণান্
কে বা ন স্যুঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভ যত্নাঃ ॥৫৬

তত্র ব্যক্তং দৃষদি চরণ-ন্যাস মর্দ্ধেন্দু মৌলেঃ
শশ্বৎ সিদ্ধৈরুপচিতবলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ।
যস্মিন্ দৃষ্টে করণবিগমাদূর্দ্ধ মুদ্ধূত পাপাঃ
সঙ্কল্পন্তে স্থির গণপদ প্রাপ্তয়ে শ্রদ্দধানাঃ ॥৫৭

অনুবাদ। হে বারিদ! সারঙ্গগণ অর্দ্ধ প্ররূঢ় কেশর দ্বারা হরিত ও কপিশবর্ণ ভূমি কদম্ব দেখিয়া এবং অনূপদেশে তুমি কদলীর প্রথমজাত মুকুল ভোজন করিয়া অরণ্য সমূহের নব জল বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীর সুরভি গন্ধ আঘ্রাণ করত তোমার পথ দেখাইয়া দিবে। হে মেঘ! তুমি পথিমধ্যে দেখিতে পাইবে, সিদ্ধগণ বারি বিন্দু গ্রহণ পরায়ণ চাতকগণকে দেখিতে দেখিতে শ্রেণীভূত বকপংক্তি নির্দ্দেশ করত একে একে গণনা করিতেছেন। সেই সময় তুমি যদি গর্জ্জন কর, তাহা হইলে তোমার অনুগ্রহে ঐ সিদ্ধগণ প্রিয়তমা সসম্ভ্রম সোৎকম্প আলিঙ্গন জনিত সুখ অনুভব করিয়া তোমাকে সাধুবাদ প্রদান করিবেন। হে সখে! তুমি যদিও আমার প্রিয় কার্য্য সাধনার্থ দ্রুততর গমনে যাইতে বাসনা করিয়াছ, তথাপি আমি দেখিতেছি যে বিকসিত-কটজ-কুসুম সমূহ—সুরভি গিরিতে গিরিতে তোমার বিলম্ব হইবে, কেন না, তত্রস্থ পার্ব্বতীয় ময়ূরগণ কেকারব দ্বারা সাশ্রু প্রণয় করিয়া সজল চক্ষে প্রত্যুদ্গমন করত অতীব কষ্টে অনিচ্ছা পূর্ব্বক তোমাকে বিদায় দিলে পশ্চাৎ তুমি

ক্ষ উপগমনে প্রবৃত্ত হইবে। হে চপলাবিলাসিন্! তুমি দশার্ণদেশের নিকটবর্ত্তী হইলে তত্রত্য উপবন সকলের বৃতি বিকাসিতায় কেতককুসুম সমূহে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিবে; কাক প্রভৃতি গ্রাম্য বিহগগণের কুলায় নির্ম্মাণে গ্রাম্য চৈত্য বৃক্ষ সকল আকুল হইয়া পড়িবে; পরিপক্ক ফল-রাশি শ্যামবর্ণ জম্বুবনে ঐদেশ প্রিয়দর্শন হইবে, হংসগণ কতিপয় দিনমাত্র সেইস্থানে অবস্থিতি করিবে। এই দশার্ণ দেশের মধ্যে ভুবন বিদিত বিদিশা রাজধানীতে গমন করিয়া সদ্যই বিলা-সিতার সমগ্র ফল উপভোগ করিবে। কেন না তটপ্রান্তে স্তনিতরূপ শব্দ সহকারে, ভ্রূভঙ্গযুক্ত রমণীয় নারীমুখের ন্যায় বেত্রবতী নদীর চঞ্চল তরঙ্গ-মণ্ডিত সুস্বাদুবারি পান করিতে পারিবে। তুমি বিশ্রামের জন্য ঐ বিদিশা রাজধানীর নিকট-বর্ত্তী নীচৈঃ নামক গিরিতে বসতি স্থান করিও। তথায় ভূরি পরিমাণে কদম্ব পুষ্প বিকশিত হওয়াতে বোধ হইবে যেন, তোমার সহিত সমাগমেই ঐ গিরি রোমাঞ্চ হইয়াছে। এই গিরির কন্দর সমুদয়, বারস্ত্রীগণের রতি পরিমল গন্ধবিস্তার দ্বারা নাগর জনগণের উদ্দাম যৌবন প্রকাশ করিতেছে। তুমি এই প্রকারে পথিশ্রম অপনয়ন করত বন-নদী তীরস্থ উদ্যান সমুদায়ে স্বয়ং প্ররূঢ় যূথিকা কুসুম-কুট্মল সমূহে নব বারিকণা বর্ষণ করিতে করিতে গমন করিও। গণ্ডজ স্বেদজাল দূরকালে যাহাদিগের কর্ণোৎপল ক্লিষ্ট ও ম্লান হইবে, তাদৃশ কুসুমাবচারিকা রমণীদিগের মুখে ছায়া প্রদান করিয়া কিয়ৎকাল পরিচিত হইবে।

হে সখে! তোমাকে উত্তরদিকে যাইতে হইতেছে; পরন্তু উজ্জয়িনী দিয়া গমন করিলে যদিও তোমার পথ কিছু বক্র হইবে, তথাপি ঐ নগরীর অত্যুন্নত প্রশস্ত প্রাসাদের উপরি একবার উপবেশন করিতে পরাঙ্মুখ হইও না। কারণ তুমি যদি পুরবাসিনী নারিগণের বিদ্যুদ্দাম স্ফুরণ চকিত চঞ্চল কটাক্ষ নেত্রের সহিত বিরক্ত হও, তাহা হইলে তোমার জন্মই বিফল। তুমি উজ্জয়িনী নগরীর পথে গমন সময়ে তরঙ্গ ক্ষোভে শব্দায়মান বিহঙ্গ শ্রেণীরূপ কাঞ্চীবিভূষিতা, স্খলিত গমনা, আবর্ত্তরূপ নাভিপ্রদর্শনী নির্ব্বিন্ধ্যা নদীর সহিত সঙ্গত হইয়া উপভোগ করত শৃঙ্গার-রসে পূর্ণ হইও। তুমি এরূপ আশঙ্কা করিও না যে, যাচঞা ব্যতিরেকে কিরূপে উপগত হইবে, কারণ স্ত্রীগণ প্রথমতঃ মুখে কিছু প্রার্থনা বাক্য বলে না,—প্রণয়ীজনের নিকট বিভ্রম-বিলাস প্রকাশই নারীজাতির প্রথম প্রণয় বাক্যও যাচঞা। হে জলদ! যে নদীর গ্রীষ্মকালীন সূক্ষ্মজল প্রবাহ বিরহাবস্থায় একবেণী স্বরূপ হইয়াছে,—তীরজাত তরু নিকর হইতে ভ্রষ্ট জীর্ণপর্ণ সমুদায়ে যে নদী পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে,—তুমি যখন প্রোষিতছিলে, তখন যে নদী বিরহাবস্থায় তোমারই সুভাগতা প্রকাশ করিয়াছে, সেই নির্ব্বিন্ধ্যা যাহাতে ক্ষীণতা পরিত্যাগ করে,—তোমার তাহা করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। যে স্থানের গ্রাম বৃদ্ধগণ, বৎসরাজের বাসবদত্তা হরণাদি অদ্ভুত উপাখ্যান কথনে নিপুণ, তাদৃশ অবন্তি দেশে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত সৌভাগ্য সম্পত্তিশালিনী উজ্জয়িনী নগরীতে গমন করিবে। এই প্রধান ও উৎকৃষ্ট রাজধানী দেখিলে বোধ হইবে যেন, দেবলোকবাসী পুণ্যাত্মাগণের পুণ্যফল ক্ষীণ হইয়া আসিলে, যখন

তাঁহারা ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহা-দিগের অবশিষ্ট পুণ্যপ্রভাবে দেবলোকের এক খণ্ড সমুজ্জ্বল সারাংশ ঐস্থানে আহৃত হইয়াছে।

এই রাজধানীতে প্রভাতে প্রফুল্ল কমলকুল পরিমল সংসর্গ সুরভি শরীরানুকূল সুখস্পর্শ শিপ্রানদী সংসর্গ শীতল মন্দ মন্দ সঞ্চারী বায়ু সারসদিগের স্ফুটতর মদকল কূজিত বিস্তারিত করিয়া, সুরত প্রার্থনায় প্রিয়বচন প্রয়োগ পটু গাত্র সংবাহন প্রবৃত্ত প্রণয়াস্পদ নায়কের সদৃশ রমণীদিগের সুরতগ্লানি বিদূরিত করিয়া দেয়। হে জলদ! তুমি, অতুল রূপবতী যুবতীগণের চরণতলার্পিত, অলক্তরসে অঙ্কিত কুসুম-সমূহ সুরভি হর্ম্ম্য সকলে সমাসীন হইয়া বিশালা রাজধানীর সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য লক্ষ্মী দেখিতে দেখিতে পথিশ্রম দূর করিবে। এইকালে গবাক্ষ মার্গ-বিনির্গত কেশ সুগন্ধিকরণ ধূপে তোমার দেহ পরিপুষ্ট হইবে,—গৃহপালিত ময়ূরগণ বন্ধু প্রেমে অভিভূত হইয়া তোমাকে নৃত্যোপহার প্রদান করিতে থাকিবে।

অনন্তর তুমি ত্রিভুবনগুরু চণ্ডেশ্বর শিবের মহাকাল নামক পবিত্র স্থানে গমন করিবে,—প্রভু মহাদেবের কণ্ঠের ন্যায় বর্ণ বলিয়া প্রমথগণ তোমাকে পরম আদরে দর্শন করিতে থাকিবে। জলক্রীড়া নিরত যুবতীগণের স্নানীয় চন্দন তৈল প্রভৃতি দ্বারা সুগন্ধি পদ্মরাগ সুরভি, গন্ধবতী নদী সমুত্থ সুশীতল অনিল দ্বারা ঐ স্থানের উদ্যান সকল বিকম্পিত হইতেছে। হে মেঘ! যদি তুমি সন্ধ্যাতিরিক্ত কালে ঐ মহাকাল নামক স্থলে উপনীত হও, তাহা হইলে যে পর্য্যন্ত সূর্য্য অস্তগত নহেন, তৎকাল পর্য্যন্ত তোমাকে সেইস্থানে অবস্থিতি করিতে হইবে; কারণ সন্ধ্যাকালে তুমি দেব দেব মহাদেবের পরম শ্লাঘ্য সন্ধ্যা-পূজার পটহের কার্য্য করিয়া সুগম্ভীর গর্জ্জনের সম্পূর্ণ ফল প্রাপ্ত হইতে পারিবে। তোমার গর্জ্জনও সার্থক হইবে। প্রতিপাদক্ষেপে যাহা-দিগের কাঞ্চী সুমধুর ধ্বনি করে, কঙ্কণ-রত্নচ্ছায়া খচিত দণ্ড লীলাবিলাসে আন্দোলিত চামরব্যজনে যাহাদের করপদ্ম ক্লান্ত হয়, ঈদৃশী নর্ত্তকীরা তোমা হইতে নখক্ষত স্থান সুখকর প্রথম বর্ষা-বারিবিন্দু প্রাপ্ত হইয়া তোমার প্রতি মধুকর শ্রেণীর ন্যায় সুদীর্ঘ কটাক্ষ নিক্ষেপ করিবে। পরে সন্ধ্যার্চ্চনা শেষ হইলে, যখন মহাদেবের নৃত্যারম্ভ হইবে, তখন তুমি প্রত্যগ্র জবাকুসুম সন্নিভ লোহিতবর্ণ সান্ধ্যরাগ ধারণ করত তাঁহার অত্যুন্নত ভুজতরুবন মণ্ডলাকারে সমাবৃত করিয়া তাঁহার প্রত্যগ্র শোণিতাক্ত আর্দ্র মাতঙ্গ চর্ম্ম ধারণেচ্ছা পূর্ণ করিও। এই সময় ভগবতী পার্ব্বতী উদ্বেগ শূন্য স্তিমিত নেত্রে তোমার ভক্তি দর্শন করিবেন। উজ্জয়িনী নগরীতে ঘোর নিশাকালে সূচিভেদ্য নিবিড় তিমিরে রাজপথ সমাবৃত হইলে, যখন অভিসারিণী রমণীগণ প্রিয়তমের আবাসে গমন করিবে, তৎকালে তুমি নিকষ প্রস্তরাঙ্কিত সুবর্ণ রেখার ন্যায় দেদীপ্যমান সৌদামিনী বিলাসিত দ্বারা তাহাদিগের পথ, দেখাইয়া দিবে,—কিন্তু সেই সময় জল বর্ষণ বা গর্জ্জন করিও না, কেন না অভিসার প্রবৃত্ত সেই সুকুমারী রমণীরা নিতান্ত ভীরু। হে মেঘ! তোমার ভার্য্যা সৌদামিনী এই নিশাকালে বহু-ক্ষণ বিলাস প্রদর্শন বশতঃ একান্ত ক্লান্ত হইয়া পরিবে; সুতরাং তুমি যথানে পারাবতগণ

নিরত হইয়াছে, এমত কোন নির্জ্জন সৌধের উপরিভাগে সে রাত্রি যাপন করিও। যখন দেখিবে যে সূর্য্যোদয় হইতেছেন, তখন তুমি অবশিষ্ট পথ গমনে প্রবৃত্ত হইবে। যেহেতু যাঁহারা মিত্র কার্য্য সাধনার্থ কৃত প্রতিজ্ঞ, তাঁহারা কখনই শিথিল যত্ন হয়েন না।

হে মেঘ! এই সূর্য্যোদয়কালে, প্রণয় প্রবণ নায়কেরা খণ্ডিতা নায়িকাগণের নয়নবারি অপনয়ন করিবে, অতএব তুমি তৎকালে সূর্য্য-রোধ না করিয়া তাঁহার পথ ছাড়িয়া দিবে,—কেন না, তিনিও প্রণয়িনী নলিনীর কমলমুখ হইতে প্রালেয় স্বরূপ নয়নবারি অপনয়ন করিবার জন্য প্রত্যাবৃত্ত হইবেন; তৎকালে যদি তুমি তাঁহার কর রোধ কর, তাহা হইলে তোমার প্রতি তাঁহার সম্পূর্ণ ক্রোধ ও দ্বেষ জন্মিবে। হে মেঘ! তোমার প্রকৃত সুন্দর ছায়া শরীর, গম্ভীরা নদীর প্রসন্ন চিত্ত স্বরূপ স্বচ্ছজলে প্রবিষ্ট হইবে, অতএব অনুরাগ পরতন্ত্রা সকামা এই নদীর কুমুদ সদৃশ বিশদ চঞ্চল শফরী উদ্বর্ত্তন রূপ কুটিলদর্শন বিতথ করিয়া ধৈর্য্যধারণ করত প্রত্যাখ্যান করা তোমার কর্ত্তব্য নহে। হে জলদ! তুমি এই গম্ভীরা নদীর নির্ম্মল বারিরূপ নীলবস্ত্র হরণ করিবে। বনীর শাখা সলিলে সংলগ্ন থাকাতে বোধ হইবে যেন সে, লজ্জাবশত সেই পুলীন নিতম্ব নির্ম্মুক্ত বস্ত্র হস্ত দ্বারা অল্পমাত্র ধরিয়া রহিয়াছে। তুমি একবার মাত্র যদি সেই সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী নাগর বিলাসিনীর উপরি লম্বমান হও, তাহা হইলে অতীব কৃচ্ছ্রে তোমাকে সেই স্থান হইতে গমন করিতে হইবে। কেন না, একবার আস্বাদ পাইলে কোন ব্যক্তি প্রকটিত জঘনা তাদৃশ নারীকে বিসর্জ্জন করিয়া যাইতে পারে? সখে! তৎপরে তুমি যখন দেবগিরি নামক গিরিতে গমন করিবে, তখন তদীয় বারিবর্ষণে উচ্ছ্বাসিত বসুধা গন্ধ সম্পর্কে সুগন্ধি, গজগণ কর্ত্তৃক নাসারন্ধ্র দ্বারা সুরম্য শব্দ সহকারে আঘ্রায়মাণ, আরণ্য উদুম্বর ফলের পরত সম্পাদক সুশীতল অনিল তোমাকে সেবা করিবে। এই দেবগিরিতে কার্ত্তিকের সর্ব্বদা বাস করেন। তুমি কামরূপী, সুতরাং তুমি এই স্থানে পুষ্পমেঘ রূপ ধারণ করিয়া মন্দাকিনী জলাসক্ত কুসুমবর্ষণ দ্বারা সেই ভবানী নন্দনকে অভিষিক্ত করিবে। ভগবান পশুপতি, দেবরাজ সৈন্য সমূহের রক্ষার জন্য আদিত্য হইতেও যে শ্রেষ্ঠতরতেজ বহ্নিমুখে আহিত করিয়াছিলেন, তাহাতেই ঐ মহা তেজা কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়। হে জলধর! এই প্রকারে তোমার যখন কুসুম বর্ষণ করা হইবে, তখন ভগবতী পুত্র ভগবান কার্ত্তিকের স্নেহ-বশত—যাহার জ্যোতির্ম্মণ্ডল শোভিত স্বয়ং বিগলিত বর্হ কর্ণে কুবলয় ধারণস্থানে ধারণ করেন, যাহার শ্বেতবর্ণ অপাঙ্গ শঙ্কর শিরঃস্থ শশিকলা দ্বারা শ্বেততর হইয়াছে—কার্ত্তিকেয়ের সেই ময়ূরকে পর্ব্বতগুহা প্রতিধ্বনিত গুরুতর গর্জ্জন দ্বারা নৃত্য করাইবেন। এই প্রকারে শরবনজাত দেবস্কন্দকে আরাধনা করিয়া কিয়দ্দূর পথ অতিক্রম করিবে। যে সকল সিদ্ধ সম্পতি বীণাবাদন দ্বারা ষড়াননের আরাধনা করিতে আসিবেন, তাঁহারা বারির জল পতন ভয়ে তৎক্ষণাৎ পথ ছাড়িয়া দিবেন। পরে তুমি ভূতলে স্রোতোরূপে পরিণত মহারাজ রন্তিদেবের গোমেধ সম্ভূত কীর্ত্তিস্বরূপা চর্ম্মণ্বতী নদীর সম্মান বর্দ্ধন করত

তাহাতে অবতীর্ণ হইবে। হে মেঘ! তুমি কৃষ্ণের ন্যায় শ্যামবর্ণ, তুমি যখন বারি গ্রহণ করিবার জন্য ঐ চর্ম্মণ্বতী নদীতে অবতীর্ণ হইবে, তখন ঐ নদীর প্রবাহ বিস্তীর্ণ হইলেও দূর হইতে উহাকে সূক্ষ্ম দেখাইবে। সেই সময় ব্যোমচারী দেব দানব প্রভৃতি দূর হইতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিবে যেন, বসুধায় একতার মুক্তার মালার মধ্যে একটি স্থূল ইন্দ্র নীলমণি শোভা পাইতেছে। পরে তুমি চর্ম্মণ্বতী নদী উত্তীর্ণ হইয়া দশপুর নামে রন্তিদেব নগরে গমন করিবে। দশপুরবাসিনী নারীরা কৌতূহলাক্রান্ত হৃদয়ে তোমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। তাহাদের চিরপরিচিত ভ্রূবিলাস প্রকাশমান হইতে থাকিবে তাহাদের নয়নের পক্ষ উৎক্ষিপ্ত হওয়াতে কৃষ্ণবর্ণ তারা উপরি বিরাজমান হইবে, সেই সময়ে বোধ হইবে যেন, মধুকর শ্রেণী উৎক্ষিপ্ত কুন্দকুসুমের অনুগামী হইতেছে। হে জলদ! অনন্তর তুমি ছায়া দ্বারা ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে অবতীর্ণ হইয়া ক্ষত্রিয় কুল সংহার জনক কুরুক্ষেত্রে উপনীত হইবে। তুমি যে প্রকারে পদ্ম সমূহে জলধারা বর্ষণ করিয়া থাক, ঐস্থানে অর্জ্জুনও সেইরূপ রাজন্য বর্গের মুখপদ্মে শত শত নিশিত বাণ সমূহ বর্ষণ করিয়াছিলেন। এইস্থলে বলদেব কুরু পাণ্ডবদের প্রতি স্নেহবশত সংগ্রাম বিমুখ হইয়া রেবতী—লোচন-প্রতিবিম্ব মণ্ডিত অভিষ্টতমা সুরা বর্জ্জন করত যে সরস্বতী নদীর জলপান করিয়াছিলেন, তুমি তাহা সেবা করিয়া স্বয়ং কৃষ্ণবর্ণ হইয়াও অন্তরে নির্ম্মল হইবে। হে বারিবাত্রী! পরে তুমি কুরুক্ষেত্র হইতে যাত্রা করিয়া কনখল নামক পর্ব্বতপাদের নিকটে গমন করিবে। এই স্থানে সগর নন্দনগণের স্বর্গ সোপান শ্রেণীভূতা জহ্নুতনয়া ভাগীরথী ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই জাহ্নবী সপত্নীভাব সাহস্কৃ প্রৌঢ়ারমণীর ন্যায়, ফেণপুঞ্জরূপ অবহাস দ্বারা ভগবতী ভবানীর ভ্রুকুটি রচনা অবজ্ঞা করিয়া শিরোভূষণ ইন্দুলেখার উর্ম্মিরূপ হস্তার্পণ করত ভগবান ভবানীপতির কেশ গ্রহণ করিয়াছেন। হে বারিদ! তুমি সেই ভাগীরথীর নির্ম্মল স্ফটিক তুল্য শ্বেতবর্ণ জল পান করিবার নিমিত্ত যখন কোন দিগ্‌গজের ন্যায় গগণে পশ্চার্দ্ধ স্থাপন করত পূর্ব্বার্দ্ধ দ্বারা লম্বমান হইতে প্রবৃত্ত হইবে, তৎকালে তোমার ছায়া স্রোতো মধ্যে সংক্রান্ত হইলে অযথা স্থানে গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের ন্যায় প্রিয় দর্শন হইয়া উঠিবে। পরে তুমি ঐ জাহ্নবীর উৎপত্তি স্থান হিমসম্ভাত গৌর হিমগিরিতে উপস্থিত হইবে,—দেখিবে শিলাতলে সমাসীন কস্তুরী মৃগ সমূহের নাভিগন্ধে, তাহার শিলা সমুদয় সগন্ধ হইয়াছে। পরে তুমি পথিশ্রম বিদূরণার্থে সেই পর্ব্বতরাজের শিখরে যখন সমাসীন হইবে, তখন শুভ্রবর্ণ শঙ্করবৃষ কর্ত্তৃক উৎখাত পঙ্কের ন্যায় শোভা ধারণ করিবে। হে মেঘ! তুমি যখন হিমগিরিতে গমন করিবে, সেই সময় যদি বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকে এবং যদি দেবদারু বৃক্ষ স্কন্ধ সংঘট্টজনিত দাবাগ্নি উত্থিত হইয়া স্ফুলিঙ্গ দ্বারা চমরী মৃগদিগের পুচ্ছস্থিত কেশ কলাপকে দাহ করত সেই প্রপীড়িত করে, তাহা হইলে তুমি নিয়ত জল বর্ষণ দ্বারা তাহা নির্ব্বাপিত করিও—কারণ বিপদ্‌গ্রস্থ ব্যক্তির বিপদ্ শান্তি করাই মহাত্মা জনগণের সম্পদের একমাত্র ফল। হে বারিদ! এই হিমগিরিতে

শরভ নামক যে সকল মহাবল অষ্টাপদ মৃগ-বিশেষ তোমার গর্জ্জন সহ্য করিতে না পারে। ক্রোধ বশতঃ তোমাকে পথ ছাড়িয়া দিতে দেখিয়াও নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভঙ্গের জন্যই উৎপতনে সাহসী হইয়া লম্ফ প্রদান করত তোমাকে লঙ্ঘন করিবে, তুমি তাহাদিগের শরীরে ভূরি প্রমাণে শিলা বৃষ্টি করিতে থাকিবে, কারণ যাহারা পরিণাম দৃষ্টি না রাখিয়া কার্য্য করে,—যাহাদের যত্ন ও উদ্যোগ নিষ্ফল হয়, এমত কোন ব্যক্তি না পরাভূত ও তিরস্কৃত হইয়া থাকে? হে জলদ! সেই হিমাগারিতে একখণ্ড পাষাণের উপরি ভগবান শিবের চরণচিহ্ন স্পষ্টরূপ অঙ্কিত রহিয়াছে। সিদ্ধগণ নিরন্তরই তাহার পূজাদি করিয়া থাকেন। তুমি সেই স্থলে গমন করত ভক্তিভাবে অবনত হইয়া সেই মহাদেব চরণ চিহ্ন প্রদক্ষিণ করিবে। যে সকল লোক শ্রদ্ধা-ভক্তি সহকারে সেই চরণ চিহ্ন দর্শন করে, তাহারা পাপপঙ্ক হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া স্থূলদেহ বিসর্জ্জনের পর শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হয়।*

ক্রমশঃ।

* মেঘদূতের অনুবাদক সংস্কৃতে সুবিখ্যাত ও সুপণ্ডিত পাণ্ডিত তাঁহার বাঙ্গালা ভাষা লেখাও সেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ, এখনকার ধরণের নহে। পাঠকের যদি অভিধানের প্রয়োজন হয়, খুঁজিয়া লইবেন, আমাকে গালি দিবেন না—সম্পাদক।

সঙ্গীতে রমণী-হৃদয়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

প্রেমের একটা সাধারণ ধর্ম্ম এই, ইহা এক হৃদয়ে উদিত হইলেই অন্য হৃদয়ে তাহার প্রতিঘাত লাগে। প্রকৃত ভালবাসা যেখানে মিলন সেখানে নিশ্চয়। এ জগতে এমন হয় নাই—যে ভালবাসার দুই হৃদয় একত্র হইতে না পাইয়াছে। প্রেমনারীর অনেক দীর্ঘ নিশ্বাসের পর প্রাণের আশা পুরিল—তাহার প্রিয়তমার সহিত যে উপায়েই হউক, মিলনের সম্ভাবনা জুটিল।* সে স্রোতঃস্বতীর স্রোত অনেক কষ্টে সাগর সঙ্গম প্রাপ্ত হইল। আনন্দ আর ধরে না,—প্রেম-মিলনের যত আনন্দ, জগতে এমন প্রাণস্পর্শী আনন্দ আর কিছুতেই নাই। প্রেমময়ী আসিয়া সখীর নিকটে প্রাণের কথা বলি বলি,—করিয়া তবু যেন মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না। কিন্তু সখীগণের আসল কথা বুঝিতে আর বিলম্ব হইল না। তাহারা দেখিল,—প্রেমময়ীর হৃদয়ের সে জলন্ত বহ্নি আজ স্তিমিত ভাব ধারণ করিয়াছে—সে প্রাণের আকুলতা বিদূরিত হইয়া আজি সে হৃদয় কোন্ পূর্ণতার দিকে প্রধাবিত হইয়াছে। তাহারাই

* আমরা উপন্যাস লিখিতেছি না—সঙ্গীতের ভাব বলিতেছি। এখনকার মিলন বিবাহ হইয়াও হইতে পারে, অন্য রকমেও পারে। কে যেন, কেবলই কু ভাবিবেন না।

নিজমুখে ব্যক্ত করিয়া বলিল। তখন আর কি লুকান যায়?—প্রেমময়ী সোহাগ ভরে সখীর গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন,—

ঝুমঝাম্বাজ মিশ্র—একতালা।

আ'জ ধোরবলো সই মনচোরা আমার,
নয়নজলে গেথে মালা বঁধুর গলায় দিব হার॥
সইলো সাধের কালাচাঁদে
প্রাণ মন দিছি সাধে,
আমার চিকণ কালা ভালবাসি
কালা রাধার প্রাণাধার।
কথা কইবো লো 'কত'
বোলব তারে কেঁদেছি যত,
দেখবো যদি হ'তে পারি তার মনের মত,
সে আমার হয় বা না হয়,
আমি ত সই হব তার।
আমার আমি রব কি সই আর!

আজি কতদিন পরে—কত দী-র্ঘ যুগের মত দিন গুলা কত কষ্টে, কত অশ্রু জলে বুক ভাসাইয়া অতীত করিয়া তবে তাহাকে পাইবার উপায় করিয়াছি। সখিলো, আর কি তাহাকে ছাড়িতে পারি? "আ'জ ধ'রবো লো সই মনচোরা আমার" আজি তাহাকে ধরিয়া নিজ হৃদয়োপরি উপবেশন করাইব। আজি তাঁহার পদ প্রান্তে আমার মনোবেদনা ব্যক্ত করিব—আজি নয়ন জলে মালা গাথিয়া তাঁহার গলায় হার পরাইয়া দিব। কথা কইবো লো কত, নাথ-সনে আজি কত কথা বলিব—তাঁহার জন্য কত নিরজনে নিভৃতে কত অশ্রুজল ফেলিয়াছি, এ বুকে কত বহ্নি জ্বলিয়াছে, আজ তাঁহাকে সে সকল বলিব। তিনি কি আমায় ভালবাসিবেন না? আমি কি তাঁহার মনের মত হইতে পারিব না? সখি! আর কাল বিলম্ব করিও না, ঐ দেখ যামিনী সমাগতা—প্রাণনাথের আসিবার সময় উপস্থিত, শীঘ্র তোমরা ফুল তুলিয়া আনিয়া আমাকে ফুল ভূষণে ভূষিতা করিয়া দাও। আমার কুন্তল বাঁধিয়া দাও,—

দাদরা—কাওয়ালি।

দেলো সখি, দে পরা'য়ে চুল
সাধের বকুল ফুল হায়!
আ'ধ ফুটজুঁই গুলি, যতনে আনিয়া তুলি,
দেলো দেলো ফুলময় সাজে
সাজায়ে আমারে আ'জ।
ওইলো ওইলো দিন যায়, যায় লো;
এখনি আসিবে প্রাণনাথ;
যালো সহচরী, এই বেলা ত্বরা করি
এখনি আসিবে প্রাণনাথ।
এইত যামিনী এল, সে তবু এল না কেন?
বুঝিবা সে দুখিনীরে ভুলিয়া গেল,
বুঝিবা সে এলনা রে
সখি তোরা দেখে আয়!

প্রেমের উৎসাহ—এমি করিয়াই কমিয়া যায়। প্রেমিকের মন বালকের চিত্ত হইতেও কোমল। প্রেমময়ী সখীদিগকে সাজ সজ্জা করিয়া দিবার অনুরোধ করিতে করিতে ভাবিল—আর বুঝি সে আসে না। সন্ধ্যা যে উত্তীর্ণ! প্রেমিক প্রেমিকার বিরহ সময় যেন বড় দীর্ঘ! পল যেন মাস—দণ্ড যেন বৎসর, দিন যেন যুগ। কিন্তু সখীগণ বুঝাইল,—এখনও যে সন্ধ্যা

অতঃপর তাহারা সখী সম্মিলন সুখে আনন্দিত হইয়া প্রাণ ভরিয়া গাহিতে গাহিতে চলিল,—

বিহঙ্গড়া—জলদ একতালা।

তুলি জাঁতি যুঁতি মালা গাথিব সই ;
মল্লিকা মালতী, তারকা জিনি ভাতি,
তুলি বেলা—গাঁথি মালা,
দিব প্রেমভরে, প্রেমময়ী।
পারুলে বকুলে, আঁচল ভ'রি ফুলে,
যতনে বাঁধিয়া দিব বেণী,
চম্পক টগর, পরিমল ভর ভর,
সারি সারি ফুল্ল নলিনী—
হাসে ফুল্ল ফুল কুল লাজবাস পরই।

রমণী হৃদয় প্রণয়ের প্রস্রবণ—আর দয়া-মায়ার আধার। কোন্ পুরুষ সহচরের প্রণয় মিলনে এমন সন্তুষ্ট? এমন আনন্দ কোন্ পুরুষের হয়? শুধু কথার কথা নহে—কাব্যের মিষ্টাস্বাদ নহে। বোধ হয় প্রত্যেকেই দেখিয়াছেন, শ্বশুরালয় গমন করিলে, স্ত্রীর বাল্য সহচরীগণের কত আনন্দ।

সখীগণ আনন্দ প্রাণে, প্রেমবিভোরা হইয়া কুসুম-কাননে প্রবিষ্ট হইল। সৌন্দর্য্য প্রেমকে শতগুণে বর্দ্ধিত করে। কুসুম আবার সৌন্দর্য্যের খনি,—তাই কবি বলিয়াছেন মদনের কুসুমশর। কুসুম কাননে প্রবেশ করিয়া সখীগণের হৃদয় প্রেমভরে আরও প্রমত্ত হইয়া উঠিল। তাহারা সেই জ্যোৎস্নাময়ী রজনীতে তাই সেই কুসুম-কাননে মধুর কণ্ঠে, আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া গাহিতে লাগিল,—

সিন্ধু—জলদ একতালা।

দোলে সই মধু ভরে থরে থরে,
ফুটেছে ফুল নানা জাতি।
প্রাণ খুলে গান ক'চ্চে অলি,
মধুপানে বেড়ায় মাতি।
হেরে প্রাণ হয় লো আকুল,
আর তুলি ফুল ভরি দুকুল,
রাখবোনা বনে মুকুল,
তুলবো খুঁজি পাতি পাতি।

সখীগণ আনন্দে মাতিয়া—সহচরীর আনন্দে আপনারা বিভোর হইয়া বাগানের কুসুম রাশি চয়ন করিয়া আনয়ন করিল। সোহাগ ভরে প্রেমময়ীর চিকুর রাশি বাঁধিয়া দিয়া ফুলময় সাজে বিভূষিত করিয়া বলিল,—

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

বাঁধিয়ে দিলাম কবরী।
কিবা চাঁচর চিকুর শোভে মরি মরি॥
নীলাম্বর মাঝে যেন শরতের শশী,
তেমতি আনন তব শোভিছে লো সুন্দরী ;
আসিয়ে তোমারি পাশে ওগো জলেশ্বরী
মোহিত হবেন নাথ, হেরিয়ে মাধুরী॥

সাজ সজ্জা সমাপ্ত হইল। প্রেমময়ী মানস দ্বিগুণ উৎকণ্ঠিত, নাথ আমার কতক্ষণে আসিবেন, কতক্ষণে এ প্রতপ্ত হৃদয় সে পাদপদ্ম স্পর্শনে শীতল হইবে? প্রেম-হৃদয় উচ্ছ্বলিত, আশা কুহকিনী পাশে দাঁড়াইয়া প্রত্যেক স্খলিত পত্রের মর্ম্মর শব্দে, প্রত্যেক কীট পতঙ্গের গমন শব্দে, প্রেমময়ীকে ধারণা করিয়া দিতেছে,—ঐ বুঝি তিনি আসিতেছেন। তাই তিনি আপন মনে গাহিতেছেন,—

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—দাদরা।

বেয়ে প্রেমের তরি আমার নাগর আসে।

প্রেমময়ীরে আমার নাগর ভাবে।
নাগর গুণমণি, নারীর হৃদিমণি,
নাগর এলে হেসে হেসে বসিব পাশে ॥

কিন্তু আশা আর পুরে না,—তিনি আর আসেন না। ক্রমেই যে হৃদয়ে হতাশা আসিয়া উপস্থিত। বিষাদে, বিহ্বলে, অথচ তাহার মধ্যে আশার একটু স্তিমিত রেখা—এমন সময় প্রেমময়ীর মনচোরা তথায় আসিয়া উপস্থিত। প্রেমময়ীর হৃদয় আনন্দে উচ্ছ্বলিত—প্রেমের স্রোত উজান বহিল—তাঁহার মুখে কথা নাই। সে উন্মত্ততা বিহ্বলতা কমিয়া গিয়াছে—দুকূল পূর্ণ হইলে নদীর সে তোলপাড় আর থাকে না। অধরে মৃদু হাসির রেখা প্রতিফলিত—অথচ লজ্জায় জড়সড়। বড় মধুর মূর্ত্তি। রমণীহৃদয় আপনপর বুঝে, উহারা প্রেমের উচ্ছ্বাসে ভাসিয়া যায়—সখীর প্রেমের পূর্ণভাব দেখিয়া নাগরের করে সখীর হার অর্পণ করিয়া গ হিল,—

পিলু বারোয়াঁ—খেমটা।

ধরহে গুণমণি, প্রেম-হার,
আমোদ ভরে গলে পর।
প্রণয়-বন্ধনে, প্রেমিকা রতনে
রেখো যতনে, প্রেমাধার—
নবীন যৌবনে, নব-নলিনে
দিনু তোমায় উপহার।

এ নলিনী অতি সংগোপনে আজি তব করে সমার্পণ করিলাম, যেন অযতনে নলিনী বিশুষ্ক না হয়।

তার পর—মধুর মিলন। মিলনে ভাব নাই—ভাবের পূর্ণ ছবি নাই। নায়ক নায়িকার আনন্দ থাকিতে পারে, কিন্তু অন্যের সে ভাব মোহময়ী না হইলেও পারে। মিলনের রমণী হৃদয়ের চিত্র,—

গীত।

কি মধুরা যামিনী,
মদন বিলাসী মদন মোহিনী।
চাঁদে চকোরে হেরি গগণে
নাথ সহ খেলি ফুল্ল মনে,
আবেশে বিভোরা—হ'য়ে আছি মাতোয়ারা
হের হের রজনী ॥

আত্মার সম্মিলন,—কিন্তু প্রেমের কেমনই একটা ধর্ম্ম. যেখানে মিলন, সেই স্থানেই যেন কেমন একটা বিচ্ছেদের দারুণ আশঙ্কা। পূর্ণ প্রেমের প্রাণ যেন সদাই হারাই হারাই করে। তাই প্রেমময়ী বহু যতনে বড় কষ্টের পর আজি মধুর মিলনেও সুখী নহেন,—তাঁহার প্রাণে স "হারাই হারাই" ভাব আসিয়া উদিত হইয়াছে—তাই মিলনের এ পূর্ণানন্দেও তাঁহার মনে আনন্দের ধারে যেন কেমন একটা দুঃখের ছায়া আসিয়া জুটিয়াছে,—

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

আনন্দে আনন্দ হ'ল না,
সুখ সম্মিলনে সুখ কৈ ঘটিল না।
হইয়াছে সম্মিলন, পাছে হয় অঘটন,
এই ভয় করে মন, সদা হয় ভাবনা।
বহুদিন অন্তরে, দরশন অন্তরে,
পুলকিত নিরন্তর কিন্তু ওই ভাবনা।
অবশেষে কর্ম্মবশে হারা'লে আর পাবনা ॥

ক্রমশঃ।

বিবিধ তত্ত্ব।

—:o:o o:o:—

আমরা অনেক বিষয়েই অযথা পয়সা নষ্ট করিয়া থাকি,—যে জিনিষ দুই পয়সা খরচ করিয়া নিজে প্রস্তুত করিয়া লইলে অনেক এবং ভাল হয়, আমরা তাহা করি না। করাই উচিৎ—এবং সেই জন্য সেই শ্রেণীর কয়েকটি জিনিষ প্রস্তুত প্রণালী নিম্নে প্রদত্ত হইল।

উৎকৃষ্ট ইংরাজী কালী।—গল কিম্বা হরিতকী দুই ছটাক, এক ছটাক লগউড কিম্বা বাছাই করা টৌরী, এক ছটাক হীরেকস, তিন কাঁচ্চা গঁদ, এক কাঁচ্চা তুঁতে, এবং এক কাঁচ্চা চিনি। লগ উড ও গলকে (কিম্বা হরিতকী ও টৌরীকে) নয় পোয়া জলে চড়াইয়া অর্দ্ধেক থাকিতে নামাও। তাহার পরে ফ্লানেল দিয়া ছাঁকিয়া একটা পাত্রে ঢাল। একটু গরম জলে গঁদটা মিশাও,—তাহাতে হীরাকশ ও তুঁতে চূর্ণ ঢাল এবং ইহাতে পূর্ব্বপাত্রের তরল পদার্থ মিশ্রিত কর। খুব নাড়িতে হইবে। তিন চারি দিন মধ্যে মধ্যে নাড়িবে ও রৌদ্রে রাখিয়া দিবে তাহার পর বোতলে তুলিয়া কর্কবন্ধ করিয়া রাখ, এবং লিখিয়া দেখ,—বাজারে যে সকল কালী খুব ভাল বলিয়া বিক্রয় হয়,তাহা হইতে তোমার প্রস্তুত কালী কত উত্তম হইয়াছে।

রবার ষ্ট্যাম্পের কালী।—আজিকাল অধিকাংশ লোকেই রবারষ্ট্যাম্প ব্যবহার করিতেছেন,—কিন্তু কালী ফুরাইলেই হা হুতাশ, আবার কলিকাতা হইতে মূল্য দিয়া ডাক খরচ করিয়া না আনাইলে অন্য উপায় নাই। যে রকমে রবার ষ্ট্যাম্পের কালী প্রস্তুত করিতে হয় আমরা তাহা বলিয়া দিতেছি। লোহার কড়াইতে করিয়া আধপোয়া জল গরম কর; জল বেশ গরম হইলে উহাতে আধপোয়া গ্লিসারিণ (glysarin) ঢালিয়া দিয়া তাহাতে বেগুণে বা লাল অথবা যে রংএর ইচ্ছা কর, সেই রং (কিন্তু তাহা দানাদার হওয়া চাই) রং এক ছটাক তাহাতে ঢালিয়া দিয়া নাড়িতে থাকে, ভালরূপে মিশিয়া গেলে বোতলে পুরিয়া রাখিয়া ব্যবহার কর। কেহ কেহ কাতরা গুর ও দেন,—কিন্তু তাহা অপ্রয়োজন। গ্লিসারিণ প্রায় সকল ডাক্তার খানাতেই পাওয়া যায়—এর দামও খুব কম। আর যদি নিতান্ত পল্লীতে ইহা দুষ্প্রাপ্য হয়—তবে এক ছটাক মধু ও এক ছটাক দানাদার ম্যাজেন্টার পাথরের খলে ফেলিয়া উত্তমরূপে নাড়িয়া লইলেও বেশ কালী হয়।

নূতন সুগন্ধি দ্রব্য।—দুলালফুল সকলেই বোধ হয় চেনেন। দুলাল তুলসী জাতীয় এ জন্য ইহাকে কোন কোন স্থানে দুলাল তুলসী ও বলে। দুলাল তুলসী দ্বারা উৎকৃষ্ট এসেন্স প্রস্তুত হয়—তাহার গন্ধ দুলাল তুলসীর মতই হয়। প্রস্তুত করিবার নিয়মও সোজা। দুলাল তুলসীর অর্দ্ধ ছটাক সতেজ পাতা, এবং অর্দ্ধ ছটাক পরিশ্রুত সুরাসার (Proof spirit) একটি কাঁচের শিশিতে রাখিয়া ভাল রূপে ছিপি—শিশির মুখ ছিপি দ্বারা বন্ধ করিতে হয়, এবং মধ্যে মধ্যে শিশি নাড়িতে হয়। এই অবস্থায়

দুই দিবস রাখিয়া শোষক কাগজ (Filter Paper) দ্বারা ছাঁকিয়া লইলেই দুলালের এসেন্স প্রস্তুত হইল।

ম্যাকেসার অয়েল।—অয়েল অব বেন অথবা বাদামের তেল এক পাইণ্ট; অয়েল অব রোজমারি ও অরিগেনম (শাদা) প্রত্যেক এক ড্রাম, অয়েল অব নাটমেগ ও গোলাপী আতর প্রত্যেক পনর ফোটা; এসেন্স অব মাস্ক ৪ ফোটা এইগুলি সব সংগ্রহ করিয়া প্রথমতঃ অয়েল অব বেন অথবা বাদামের তেল যেটী তোমার সংগ্রহ সুবিধা ও ইচ্ছা হয়, সেই—কটীই সংগ্রহ করিয়া তাহাতে আলকানেট রুট (ইহা কলিকাতার বড় বাজারে মসলার দোকানে ও ডাক্তারখানায় কিনিতে পাওয়া যায়) তোমার ইচ্ছামত ভিজা-ইয়া তেলটা বাসি করিয়া লও। ইচ্ছামত এই জন্য বলিয়াছি যে, যদি গাঢ় রাঙা করিতে ইচ্ছা হয়, তবে কিছু বেশী করিয়া দিতে হয়, গোলাপী করিতে হইলে কম করিয়া দিতে হয়—ইত্যাদি। তাহার পর ঐ রং করা তৈল ছাঁকিয়া লইয়া তাহাতে পূর্ব্বোক্ত পরিমাণানুসারে দ্রব্য গুলি মিশাইয়া লও। ম্যাকেসার অয়েল প্রস্তুত হইল ইহা খুব উত্তমই হইল।

মুষ্টিযোগ।—কুরছির ছালের কাথের সহিত মুথা চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া খাইলে আমরক্ত ভাল হয়

উৎকাশী সময় সময় সকলকে বড় কষ্ট দেয় কিন্তু এই সহজ মুষ্টিযোগটী উৎকাশীর পক্ষে বড় উপকারক। দুরালভা, মুথা, পুরাতন গুড়, বামনহাটী, পিপুল, কাঁকড়া শৃঙ্গী ও শঠী সমুদয় সূক্ষ্ম চূর্ণ করিয়া সমানাংশে লইয়া সর্ষপ তৈলের সহিত মর্দ্দন করতঃ কাশীর সময় অবলেহ করিবে।

সকল সময় ও সব জিনিষ না পাইলে—শুধু আদার রস মধুর সহিত পান করিলেও উৎকাশীর উপশম হয়।

কোন স্থানে কাটিয়া গেলে, তৎক্ষণাৎ তথায় টার্পিণ তেল দিলে রক্ত বন্ধ হয়, ক্ষত জুড়িয়া যায়—আর বেদনাত হয়ই না।

কানের গোড়া ফ,লিলে তথায় সমুদ্র ফেণা, আফিং এবং মনসা সিজের পাতার রস একত্রে মর্দ্দন করিয়া দিলে ভাল হয়।

সিজ পাতার রস ও আফিং একত্রে মাড়িয়া স্ফীত স্থানে দিলেও ফ,লা কমিয়া যায়।

—•—

সুখ-যামিনী।

উনবিংশ পরিচ্ছেদ।

দয়ালচাঁদ ঠাকুর গান গাহিতে গাহিতে শান্তিদাসীর বাটীর দ্বারে উপনীত হইলেন, দ্বারে একজন দ্বারবান ছিল—দয়ালচাঁদকে দেখিয়া সসম্ভ্রমে দ্বার ছাড়িয়া দিল, তিনি বাটীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

নিচে দাসী শুইয়া ঘুমাইতেছিল, দয়ালচাঁদ ঠাকুর তাহাকে ডাকিলেন। সে উঠিয়া দেখিল, দয়ালচাঁদ। সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকিল। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করি-লেন,

"শান্তিদাসী কোথায় ?"

দাসী। উপরে—তাহার শয়ন ঘরে।

দয়াল। ডাকিয়া আন,—আর প্রমদাকেও আনিও।

দাসী উপরে চলিয়া গেল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই সে একটা আলো লইয়া আগে আগে আগমন করিল,—আর তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ নক্ষত্র ভূষণ খসা যুগল উষার মত রূপের ভরে আঁধার রাশি উজ্জল করিয়া প্রমদা ও শান্তিদাসী তথায় আগমন করিল।

শান্তিদাসী দয়ালচাঁদ ঠাকুরকে দেখিয়া ঢিপ করিয়া এক প্রণাম করিল। ঘুমঘোরে প্রমদা প্রথমে ঠাকুরকে চিনিতে পারিয়াছিল না, কাজেই সে এতক্ষণ তাঁহাকে প্রণাম হয় না—এখন সেও চিনিল। আর ছুটিয়া আসিয়া সে পদে লুণ্ঠিত হইল। ঠাকুর প্রমদার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,

"প্রমদা, এখন কেমন আছ ?"

প্রমদা বিস্ফারিত নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া ভক্তি গদ গদ কণ্ঠে কহিল,

"ঠাকুর, আপনি যার প্রতিপালক, আপনার আশ্রয়ে যে রক্ষিত—সে কেমন আছে, আপনিই জানেন।"

দয়ালচাঁদ তখন শান্তিদাসীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,

"প্রমদাকে ধর্ম্মোপদেশ দিচ্ছেত ? বলা বাহুল্য ধর্ম্ম শিক্ষার জন্যই প্রমদাকে তোমার এখানে রাখা হইয়াছে—নতুবা আশ্রয় আরও স্থানে ছিল।

শান্তিদাসী—সে বড় বেহায়া। দু'দণ্ড তার মুখের হাসি নিবে না। সে মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে বলিতে লাগিল—

"ঠাকুর, আমাকে কি ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছ যে, আমি তাই আবার প্রমদাকে শিক্ষা দিব। ধর্ম্মের সিঁড়ি একটা ছিল,—তা' আপনি কেড়ে নিয়েছেন।"

শান্তিদাসীকে ঠাকুর চিনিতেন,—তাই তাহার কথা শুনিয়া তিনি হাসিলেন। সে প্রশান্ত মুখের হাসিতে যেন, এক দৈবভাব বিকশিত হইল। হাসি মৃদু মৃদু—দয়ালচাঁদ বলিলেন,

"শান্তিদাসী অতি সত্বরেই তোমাকে দীক্ষিত হইতে হইবে।"

শান্তি। এতদিন কি করিতেছি ?

দয়াল। এতদিন আর কি করিল,—এতদিন আপন কাজ করিয়াছ, এখন দেবকার্য্য করিতে হইবে।

শান্তি। ঠাকুর, গোলযোগ বাধাইয়া দিও না, একদিন যাহা শিখাইয়াছ—তাহা আমাকে ঠিক্ রাখিতে দিও। আমি রাঁধি বাড়ি খাই; অন্যকে খাওয়াই সেও যাহার কাজ,—আমি খাই তাতেও সে খায়; দাসীকে খাওয়াই তাহাও সেই খায়। আজি করিয়াছি, তাহাকে যাহার কাজ, কা'ল যদি অন্য রকমের কাজে লিপ্ত হই—তবে সেও তাঁহার কাজ।

দয়ালচাঁদের বিশাল নয়নদ্বয় স্থিরভাব প্রাপ্ত হইল। দেখিতে দেখিতে সে দীর্ঘ পলাশবৎ নয়ন যুগল হইতে জলরাশি বিগলিত হইতে লাগিল,—তিনি প্রেম-কারুণ্য কণ্ঠে বলিতে গালিলেন,

"তাই শান্তিদাসী—তাই। আমি ভুলিয়া-

ছিলাম। শান্তিদাসী, আ'জ আমি কৃতার্থ হ'লেম। শান্তিদাসী কখনও প্রকৃতরত্ন হইতে স্খলিত হইও না। শান্তিদাসী তুমি ঠিক্ বলিয়াছ—যাহা সতত করিতেছ, তাহাও যাহার কাজ, আবার যদি নূতন কাজে লিপ্ত হও, তাহাও তাঁহারই কাজ। তুমি খাইলে যে খায়, আর একজনকে খাওয়াইলেও সেই খায়। এইরূপে ভাব কর্ম্মে করিলে তাহাকেই নিষ্কাম কর্ম্ম বলে। ভগবান ও বলিয়াছেন, এইরূপে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম করিলে, মোক্ষ হয়। শান্তিদাসী, ধর্ম্ম আত্ম সম্বন্ধীও নহে, পর সম্বন্ধীও নহে। সমস্ত বৃত্তিগুলির উচিত অনুশীলন ও পরিণতিই ধর্ম্ম। তাহা আপনার জন্যও করিবে না, পরের জন্যও করিবে না। ধর্ম্ম বলিয়াই করিবে। সেই বৃত্তিগুলি নিজ সম্বন্ধিনী ও পরসম্বন্ধিনী,—তাহার অনুশীলনে স্বার্থ ও পরার্থ একত্রে সিদ্ধ হয়।—শান্তিদাসী, আমি শুনিয়াছি, তুমি ভগবানের স্তোত্র অতি উত্তম গাহিতে পার, একটা গাও না মা, এ অশান্ত হৃদয়, শান্তি প্রাপ্ত হউক।"

শান্তিদাসী উচ্চ হাস্য করিয়া বলিল,—আমিত বাইজি নই ঠাকুর, যে আপনার সম্মুখে হাত নাড়িয়া গান গাহিব? আমার কি লজ্জা নাই—ছিঃ!"

দয়ালচাঁদ মৃদু হাসিলেন। বলিলেন,"ভুলিয়া যাইতেছিলাম,—যে কাজে আসিয়াছি, তাহা বলি নাই।

শান্তি। কি বলিতে আসিয়াছেন, বলুন।

দয়ালচাঁদ ঠাকুর প্রমদার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন,

"প্রমদা, তোমার স্মরণ আছে, তুমি আমার নিকট ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছ।"

প্রমদা। দেব, তাহা আবার স্মরণ নাই। কেন, এখন সে কথা ঠাকুর?

দয়ালচাঁদ। ধর্ম্মের জন্য কর্ম্ম করা আবশ্যক কর্ম্ম ভিন্ন ধর্ম্ম হয় না,—ইহাই হিন্দুশাস্ত্রের মূল ও প্রকৃত কথা। সেই কর্ম্ম সকল আবার অনুশীলন সাপেক্ষ। অনুশীলন আবার আদর্শ সাপেক্ষ। সেইজন্য ভগবান যুগে যুগে অবতার গ্রহণ করিয়া লোকালয়ে দর্শন দান করত মনুষ্যের কর্ম্ম শিক্ষা দিয়া থাকেন। মানুষ সবই অপূর্ণ, যে নিজে অপূর্ণ, তাহার আদর্শে মানুষ আর কি করিবে—তাই সেই পূর্ণব্রহ্ম সনাতন, মানবরূপে ধরাতলে আবির্ভূত হয়েন। অবতারত্বের ইহাই মূলসূত্র।

প্রমদা। ঠাকুর, আমরা স্ত্রীলোক—অত গোলযোগ বুঝিতে পারি না। কি কথা বলিতেছিলেন, তাই বলুন।

দয়াল। ইহা না বলিলে, তাহা লইয়াও গোলযোগ বাধাইবা। তাই আগে এ কথাগুলি বলিতেছি। আমি এই কথা বলিতেছি যে,—ভগবান ধর্ম্ম সংরক্ষণের জন্য অর্থাৎ ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়া মনুষ্যদিগকে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালনাদি করিতে শিক্ষা দিয়া যান। আমরাও এখন সেই পথাবলম্বী—তাঁহারই আদর্শে পরিচালিত, কিন্তু সার্ব্বাঙ্গিন স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি ভিন্ন একর্ম্ম সম্পন্ন হয় না। তাই হিন্দু ঋষি কৃচ্ছ্র সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিবার জন্য বৃত্তি সকলের যথাবৎ অনুশীলন করিবার জন্য ব্রতবিধানাদির সৃষ্টি করিয়াছেন।

আমি ভরসা করি, তুমি শান্তিদাসীর নিকট সে সকল ধর্ম্ম কথা বুঝিয়া লইয়াছ।

প্রমদা। শান্তিদাসী আমাকে সে বিষয়ে অনেক শিক্ষা দিয়াছেন,—তবে আমি যত বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাই আমার শিক্ষা হইয়াছে।

দয়াল। উত্তম কথা,—এখন তোমাকে একটি কাজ করিতে হইবে।

প্রমদা। কি বলুন।

দয়ালচাঁদ ঠাকুর বলিলেন,

"স্মরণ আছে মা,—যেদিন আমার নিকট ধর্ম্মে দীক্ষিত হও, তাহার পূর্ব্বে আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—একণে তোমার দুইটি পথ আছে, এক পথ অবলম্বন করিলে, এখনই স্বামী পুলীনকে পাইতে পার, কিন্তু পিতৃভয়ে, গহনে, বিজনে, স্বামী সঙ্গে বেড়াইতে হইবে। আর একপথ আছে—সে পথে গেলে,শিবনগরের উচ্চ-প্রাসাদের অধিস্বামিনী হইয়া স্বামীসহ সুখে বাস করিতে পারিবে, এবং ধর্ম্মের জ্যোতিতে হৃদয়পূর্ণ রাখিয়া জীবনান্তে পরমাগতি লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু প্রথম পথে গেলে স্বামী পুলীনকে এখনই পাইতে পার, আর দ্বিতীয় পথে গেলে কিছু বিলম্বে! তুমি আমার নিকট দ্বিতীয় পথে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছিলে,—তাইতে আমিও তোমাকে ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া এই শান্তিদাসীর বাড়িতে রাখিয়াছি। এখনও সময় আসে নাই, এখনও উপযুক্ত সময় হয় নাই—কিন্তু ইহারি মধ্যে—

প্রমদা ঠাকুরের মুখেরদিকে চাহিয়া বলিল,

"ইহারি মধ্যে আমি কি করিতেছি দেব?"

দয়ালচাঁদ। তুমি করিতেছ না,—কিন্তু বেহালচাঁদ করিতেছে।

প্রমদা শিহরিয়া উঠিল,—বলিল,

"সে কি? সে কে?"

দয়ালচাঁদ মৃদু হাসিলেন। বলিলেন,

"বেহালচাঁদকে চেন না?"

প্রমদা উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল,

"কখনও না, আমি তাহাকে কখনও দেখি নাই।"

দয়ালচাঁদ। দেখিয়াছ বৈকি—তাহাকে তুমি আত্ম সমার্পণ করিয়াছ। আমার এক বৎসরের শাণিত অস্ত্র তুমি ভাঙ্গিয়া দিতেছ। আমি স্বভাব গঠিত তীক্ষ্ণধার অস্ত্রখানি পাইয়া আরও ভাল করিয়া তাহাতে শাণ দিয়া রাখিয়াছিলাম, আশা ছিল, এই অব্যর্থ অস্ত্র উপযুক্ত সময়ে দেবকার্য্যে ব্যবহার করিব। কিন্তু তাহা হইল না,—তোমার জন্ত দেবকার্য্য বিনষ্ট হইল।

প্রমদা কোন কথা কহিল না। কথা কহিতে সে পারিল না। এ কথার সে কি উত্তর দিবে, কিছুই ভাবিয়া পাইল না। একদৃষ্টে—বিস্ফারিত অর্দ্ধ জলধার পূর্ণ নয়নে সন্ন্যাসীর মুখের দিকে চাহিয়া থাকিল, শান্তিদাসী বলিল,

"ঠাকুর, উহার মনের সন্দেহ দিদূরিত করিয়া দিন—সন্দেহ দোলায় ঘুরিয়া মরিতেছে।"

দয়ালচাঁদ ঠাকুর শান্তিদাসীর কথা শুনিয়া সহাস্য আস্যে বলিলেন, "প্রমদা, তুমি বেহালচাঁদকে চেন নাই—এখানে আসিয়া তাহাকে দেখও নাই। কিন্তু বেহালচাঁদকে তুমি আগেই আত্ম-সমর্পণ করিয়াছ। বেহালচাঁদ তোমার প্রাণপ্রিয়তম পুলীন। যাহার জন্ত তুমি আজ

পথের ভিখারিণী; গৃহ হইতে বিচ্যুত—বেহালচাঁদ তোমার সেই পুলীন। তুমি যখন জলে ডুবিয়া মরিতেছিল, তখন পুলীন বা বেহালচাঁদ তোমাকে তুলিয়া আনিয়া আগুণের তাপে তোমার জীবদান দিয়াছিল।

এই কথা শুনিতে শুনিতে প্রমদা যেন, কেমন এক অদ্ভুত পূর্ব্বভাবে বিভোর হইয়া পড়িতেছিল। তাহার হৃদয়ধন পুলীন তবে জীবিত আছেন,—তিনি তবে আপনারই নিকটেই আছেন কেবল সন্ন্যাসীর প্রবোধ বাক্য নহে। আবার তাহা হইলে, পুলীনের সে মুখখানি দেখিতে পাইব। প্রমদা এই সকল ভাবিতেছিল,—ভাবিতে ভাবিতে তাহার মুখকান্তি প্রেমানন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল।

দয়ালচাঁদ ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন,

"তুমি চিনিতে পার নাই, বেহালচাঁদ তোমায় চিনিয়াছে,—অদ্য আমরা দেশের শান্তি সংস্থাপনা করিতে গমন করিব। কিন্তু বেহালচাঁদ যায় না,—সে বলে, একবার প্রমদাকে না দেখিয়া যাইতে পারিব না। আমরা কত বুঝাইয়াছি, কিন্তু সে কিছুতেই স্বীকৃত হয় না। এখন দেখ বহুদিন পরে সে যদি তোমাকে পায় আর সে কখনই আমাদিগের সঙ্গে যাইবে না। যদিও যায়, তবে তাহার সে তেজ, তাহার সে বীরত্ব ও থাকিবে না। তাহার জীবনের উপর মমতা থাকিবে—কেন না; তোমার সহিত পুনর্ম্মিলনই তাহার প্রাণের আকুল বাসনা হইবে।"

প্রমদা। কেন, যদি বহুদিন পরে এ সুখ সম্বাদ দিলেন, তবে একবার আমাকে না দেখাইয়া তাঁহাকে কোথাও লইয়া যাইবেন না।

দয়ালচাঁদ। সেত কা'লই তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে। কিন্তু সাবধান যেন দেবকার্য্য নষ্ট না হয়—পূর্ব্বেই আমি তোমাকে সকল কথা স্মরণ করাইয়া দিয়াছি।

প্রমদা। আমি আর কি করিব? তিনি সে কার্য্যেত আপনিই যাইবেন।

দয়ালচাঁদ। আমি তবে তোমাকে কি বলিলাম? তোমার সহিত দেখা না হইতেই সে যাইতে চাহিতেছে না—আর যদি দেখা হয়, তবে সে কখনই তোমাকে রাখিয়া—তোমাকে ভুলিয়া যাইতে চাহিবে না। যদিও যায়, তাহা হইলেও সে যেমন তেজে, কার্য্য করিত, তাহা আর করিতে পারিবে না। কেন না, তোমার উপর তাহার দারুণ টান থাকিবে—কাজেই তাহার জীবনের উপর মমতা পড়িয়া যাইবে, আর সে আর সে কিছুই করিতে পারিবে না।

কথাটা শুনিয়া প্রমদার শরীর শিহরিয়া উঠিল। সে বলিল,

"যদি তিনি জীবনের উপর মমতা না রাখিয়া দেব কার্য্য করেন, আর যদি তাতেই তাঁহার—"

প্রমদা কথাটা সমাপ্ত করিয়া বলিতে পারিল না। ঐ টুকু বলিয়াই দয়াল চাঁদের মুখের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিল। দয়ালচাঁদ বলিলেন,

"বুঝিয়াছি—বলিতেছ, যদি জীবনের মমতা না রাখিয়া হত হয়েন, তবে আমার উপায় কি হইবে।

প্রমদা বলিল,

"হুঁ—তাহাই বলিতেছিলাম।"

দয়াল চাঁদ। দেখ প্রমদা, আজি তুমি যদি তাঁহাকে তাঁহার অমঙ্গল শঙ্কায় না যাইতে দাও

তাহা হইলেই কি, তাঁহাকে ইহ জীবনের মত রক্ষা করিতে পারিবে ? মনে কর সে যুদ্ধে গেল না—কিন্তু তাহার দু দণ্ড পরে এমন একটা কোন ব্যাধি আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিল, যাহাতে সেই দিনই তাহার প্রাণ নষ্ট হইয়া গেল। এখন বল দেখি—তুমি তাহাকে কেমন করিয়া ধরিয়া রাখিবে ? জীবের নিয়তি উপস্থিত হইলে, কেহই ধরিয়া রাখিতে পারে না, আর বিনা কালপূর্ণতে জীবের ধ্বংশও হয় না। মৃত্যু হইবে বলিয়া কোন কার্য্যে বিঘ্নোৎপাদন করা অবিবেচনার কার্য্য ভিন্ন আর কিছু নহে। এক্ষণে তোমার নিকট এই জন্য আসিয়াছি—যাহাতে বেহালচাঁদ তোমাকে ভুলিয়া যাইয়া প্রাণপণে দৈবকার্য্য করিতে পারে, তাহা তোমাকে করিতে হইবে।

প্রমদা অনেকক্ষণ নিস্তব্ধে নিঃশব্দে থাকিল, মূর্ত্তি স্থির—গম্ভীর। প্রতিভা কখনও নিভে, কখন ফুটে। দয়ালচাঁদ উত্তরের আশায় চাতক পক্ষী যেমন জলের আশায় মেঘের পানে চাহিয়া থাকে—দয়ালচাঁদ ঠাকুরও তেমনি প্রমদার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিলেন। অনেকক্ষণ পরে মেঘ বর্ষিল—চাতকের তৃষা ভাঙ্গিল। প্রমদা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,

"আপনি যা অনুমতি করিবেন, তাহাই করিব আমাকে কি করিতে হইবে বলুন।"

দয়াল। তুমি যেন, বেহালকে আর ভাল বাস না, সে যখন দেখা করিতে আসিবে—তখন এই ভাব দেখাইতে হইবে।

প্রমদা। আপনি যাহা আদেশ করিবেন, তাহাই করিব। তিনি এলে আমি তাঁহার সহিত কথা কহিব না।

দয়াল। শুধু কথা না কহিলে—কি প্রেমিকের প্রেম বিনষ্ট হয় ?

প্রমদা। তবে কি করিব ?

দয়ালচাঁদ। যাহাতে প্রেমিকের প্রেম খণ্ড খণ্ড হয়, তাহা করিতে হইবে। শুধু কথা না কহিলেই কি প্রেমিকের প্রেম বিনষ্ট হয়। প্রেম যতক্ষণ পূর্ণ জবাব না পায়, ততক্ষণ বিদায় হয় না। প্রেমের আশা বিদূরিত হয় না—ভাল না বাসিলেও ভাল বাসা যায় না—

"বাস বা না বাস ভাল,
ভাল বেসে থাকি ভাল।"

অথবা

"ভাল বাসিবে ব'লে ভাল বাসিনে,
আমার স্বভাব এই তোমা বই আর জানিনে।"

প্রেমের যখন এতদূর দৌড়, তখন তুমি তাহার সহিত কথা না কহিলেই যে, সে তোমার আশা পরিত্যাগ করিবে, তাহা ভাবিও না।"

প্রমদা বিস্ময়োৎফুল্ল বদনে অথচ কাতর কণ্ঠে কহিল,—

"তবে আমি কি করিব ? কি করিলে, তিনি আমার প্রতি বিরত প্রেম হইবেন ?"

কথা কয়টি বলিতে যেন, প্রমদার কণ্ঠ রোধ হইয়া আসিল। সে গলা ঝাড়িয়া ভাঙ্গা স্বরে দমে দমে কথা কয়টী বলিয়া নিস্তব্ধ হইল। দয়ালচাঁদ বলিলেন,

"যাহাতে প্রেমিকে প্রেম একেবারে ঘুচে যায়, তোমাকে তাহাই করিতে হইবে। তুমি তাহাকে জানাইবে, যেন তুমি অন্য পুরুষকে ভালবাস।"

প্রমদা শিহরিয়া উঠিল। বলিল,

"তাঁহাকে দেখাইব, আমি অন্য পুরুষকে ভালবাসি—প্রমদা জীবনে তাহা হইবে না। ঠাকুর, ধর্ম্ম আমার মাথায় থাকুন। আমি তাহা পারিব না।"

দয়ালচাঁদ। সেই জন্যই পূর্ব্বে বলিয়াছি—কর্ম্ম করিলে, ধর্ম্ম হয়। সেই কর্ম্ম আবার অনু-শীলন সাপেক্ষ। বৃত্তির পূর্ণ স্ফূর্ত্তি ভিন্ন সং-কর্ম্ম সকল করা যায় না। সামান্য একটু কষ্ট সহ্য করিতে পারিলে না, দুঃখের বিরহ প্রাণ উচাটন করিল—কিন্তু বিধাতার চক্রে, নিজের কর্ম্মফলে যে, এতদিন উভয়ে বিরহ-সাগরে ভাসিয়াছিল, তাহা সত্য হইয়াছিল। মানুষ নিজে যদি একটু কষ্টকর কাজ করিয়া শেষ সুখে থাকিতে পারে—তাহা করিতে চায় না। আর বিধির মা'র ঝাড় পাতিয়া সহ্য করে।

প্রমদা। আমি অন্য পুরুষকে ভাল বাসি ইহা এখন জানাইলে তিনি যদি আর আমাকে গ্রহণ না করেন?

দয়ালচাঁদ। সে ভার আমার উপর,—আমি এই পত্র খাম তোমাকে দিয়া যাইতেছি, ইহা আবার যখন বেহালচাঁদকে দেখাইবে—তখনি সে তোমাকে পূর্ব্বাধিক ভাল বাসিবে।

এই বলিয়া দয়ালচাঁদ ঠাকুর গালা মোহর করা এক খানি পত্র প্রমদার হাতে দিলেন। প্রমদা তাহা গ্রহণ করিয়া বলিল।

"একজন ভিন্ন দুই জনকে ভালবাসি, তাহা মুখে আনিলেও তো মহাপাতক হইবে।"

দয়ালচাঁদ। কিছু না,—বেহালচাঁদের দেহ মাঝে যাহা বিরাজ করিতেছে, তুমি সেই পদার্থ অর্থাৎ ভগবানকে ভালবাস—ইহাই দেখাইবে। তাহার যত কৌশল শান্তিদাসী তোমাকে শিখা-ইয়া দিবে। এখন আমার কথায় স্বীকৃত হও—"

প্রমদা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিল,

"আপনি যাহা বলিতেছেন,—তাহাতেই স্বীকৃত হইলাম। ধর্ম্মাধর্ম্ম আপনি জানেন, আপনি গুরু আমি শিষ্য—আপনি আমাকে যাহা শিখাইবেন, আমি তাহা করিব। এখন একটা কথা—শুনিয়াছিলাম, পুলীনকে সমুদ্র গর্ভে ফেলিয়া দিয়াছিল—তবে তিনি কেমনে বাঁচি-লেন?"

দয়ালচাঁদ ঠাকুর একবার আকাশের দিকে চাহিয়া কি দেখিলেন। শেষ প্রমদার পানে চাহিয়া বলিলেন,

আমার আর সময় নাই—আর যে সকল কথা থাকে সব শান্তিদাসীর নিকট শুনিও। আমি চলিলাম।"

দয়ালচাঁদ ঠাকুর এই বলিয়া দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেলেন। শান্তিদাসীও প্রমদা তখন উপরে শয়ন কক্ষে চলিয়া গেল।

প্রসূতি পালন।

বা

সূতিকা অবস্থায় স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাটীর মধ্যে বেশ একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে আঁতুরঘর হওয়া আবশ্যক ; তা কোটা ঘর না হ'য়ে,চালার ঘর হ'লেও হানি নাই। বরং কোটা চেয়ে চালার ঘর নিয়লিখিত মতে অনেকটা ভাল।—

(১) কোটা ঘর অপেক্ষা চালা ঘরে আভ্যন্তরিক উত্তাপের কম পরিবর্ত্তন হওয়ায়, উত্তাপ পরিবর্ত্তন জনিত পীড়ার কম উৎপত্তি হয়।

(২) চালা ঘরের চালের উপর দিয়া ও বেড়ার ফাঁক দিয়া অল্প অল্প বায়ুর সঞ্চালন হওয়ায়, কোটা ঘরের ন্যায় চালা 'রের বাতাস দূষিত হইতে পারে না।

(৩) সংক্রামক সূতিকারোগ উপস্থিত হইলে, চালা ঘরের চালা ও বেড়া উঠাইয়া দিয়া উহার স্থায়ীত্ব সত্বর নষ্ট করা যায়।

(৪) একটী পোয়াতি প্রসব হওয়ার পর সূতিকা ক্লেদজ দুষ্ট ও দূষিত বায়ু যাহা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে, বেড়া ফেলিয়া দেওয়ার নিয়ম (আঁতুর বাড়ান) থাকায়,তাহা সম্পূর্ণভাবে বহির বায়ুর সঞ্চালন প্রবাহে বিদূরিত হওয়ায়, একটী আঁতুরে অনেক পোয়াতি খালাস হইয়া সুখ স্বাস্থ্য লাভ করিতে পারে।

(৫) বেড়ার মধ্য দিয়া সূর্য্য রশ্মির অল্প অল্প প্রবেশ থাকায়, আঁতুর ঘরের মেজে বেশ শুষ্ক থাকে।

তাহা হইলেই দেখ, যখন চালা ঘরে এতগুলি সুবিধা আছে—চালাঘর যখন কোটা ঘর চেয়ে ভালই হ'ল—তখন মিছা বাবুগিরির ফ্যাসান্ ধরিয়া বসত কোটার একটা কুঠরি নিয়ে টানাটানি করিয়া প্রাচীনাদের সঙ্গে মনান্তর বাঁধানর কোন আবশ্যকই নাই। তোমার আঁধারে কোটার একটা কুঠরি নিয়ে গোল না বাধাইয়া—উত্তম ক'রে একখানি "পোয়াতি খালাস হবার" চালা ঘর বেঁধে রাখ ; সকল গোল মিটে যাবে—দুই কুলই বজায় থাকবে। আরও কথা—আঁতুর ঘরটা যে আমাদের দেশে একটু আলাদা রাখিবার নিয়ম আছে—আঁতুর ঘরে সকলের সকল সময় প্রবেশ করার পক্ষে যে একটু বাধা আছে, সেটাও বড় ভাল। আঁতুর ঘর বসত ঘর হ'তে ভিন্ন থাকায় এবং আঁতুরে সকলের সকল সময় প্রবেশ নিষেধ থাকায়, গৃহস্থের মধ্যে কারও কোন সোঁয়াটে রোগ হ'লে, তার সংস্পর্শে কি সেই দূষিত বাষ্পে কোন সংক্রমক রোগ জন্মিবার ভয় খুব কম থাকে। মনে কর—বাটীর মধ্যে কারও "হামরোগ" হ'ল, এখন সেই হামের রোগিটী যে ঘরে আছে, তারই এক পাশে যদি একটী পোয়াতি প্রসব হ'য়ে, সদ্য প্রসূত সন্তান লয়ে থাকে, আর সেই দূষিত বাতাসে সেই সদ্যজাত ছেলেটারও যদি হামরোগ হয়, তখন তাকে কি আর বাঁচান যায়! সেইরূপ যদি আঁতুর ঘরে কারও যাতায়াতের মানা না থাকে, আর একজন বসন্ত রোগগস্থ ছেলে দেখতে কি অন্য কোন কারণে যদি আঁতুরের মধ্যে গিয়া সোঁয়া নেপা করে—তা হলে প্রসূতি বা সন্তানকে বসন্তে ত ধরিতে

পারে, আর ধরলে কি কম বিপদ। এক দিকে ছেলেটীর নিতান্ত মাছির প্রাণ, অপর দিকে পোয়াতিটীও নিতান্ত দুর্ব্বল অবস্থায় পতিত, এ বিষম সময় তাদের কাকেও তো বাঁচান যায় না।

তাইতে বলি হিন্দুদের আঁতুরঘরটা তফাৎ রাখা, সদা সর্ব্বদা আঁতুর ঘরে না যাওয়া, এই যে নিয়ম আছে সেটা যে একেবারেই অযুক্তিমূলক, এমন ভাবাটা নিতান্ত অন্যায়। অনেকানেক ইংরেজ ডাক্তারেরাও আঁতুর ঘর সম্বন্ধে এই রকম তফাৎ থাকিতে পরামর্শ দেন। আঁতুর ঘরে পোয়াতি দেখ্‌তে যাবার সময় ডাক্তারদিগের সাধারণ পোষাক অর্থাৎ যে পোষাক পরে তাঁহারা রোগী দেখে বেড়ান সেটী বদলাইয়া যাইবার ব্যবস্থা সকল ইংরাজী ধাত্রী বিদ্যা গ্রন্থেই লেখা থাকে। তবেই দেখ, ইংরাজেরাও বিশেষ হিসাব না ক'রে আঁতুরঘরে যেতে যখন মানা করেছেন, তখন সাহেবীধরণ ধল্লেও তো আঁতুরে যাওয়া ঘটে না।

আরও দেখ, আঁতুর ঘরে পোয়াতি কি অবস্থায় থাকে, অনেক সময়েই তাহাদের আবরণ বস্ত্রের পারিপাট্য থাকে না, সে সময় তাদের কাছে বারংবার গিয়ে তাঁদের কি যাতনা বা লজ্জা দেওয়া হয় না? যদি বল, স্বামীর কাছে যখন স্ত্রীর বিশেষ সঙ্কুচিত হইবার কোন কারণ নাই, তখন স্বামী অবাধেই তো যাইতে পারেন। কিন্তু একথাটী বড় সাহেবি ধরণের; আমাদের দেশে এ কথা আদৌ খাটীতে পারে না। যে দেশে স্বামীকে দেখিলে ঘোমটা টানা কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য,—সে দেশে স্বামীকে দেখিয়া ঐরূপ অবস্থায় স্ত্রী যে সঙ্কুচিতা হয় না, সে কথা আদৌ স্বীকার্য্য নহে। আমরা বেশ জানি, আঁতুরঘরে প্রসূতি পরিদর্শনে যেখানে স্বামী সঙ্গে থাকেন, সেই খানেই প্রসূতি এত সঙ্কুচিতা হন, যে অনেক স্থলে তাঁহাদের নাড়ি পরীক্ষায় অনেকক্ষণ প্রকৃত গতি উপলব্ধি হয় না। বলা বাহুল্য অতিরিক্ত মানসিক বিকৃত ভাবই ইহার একমাত্র কারণ।

ফল কথা প্রসব অবস্থায় প্রসূতির নিকট বারংবার গমনাগমন রীতি ও ন্যায় অনুসারে নিতান্ত অন্যায়। সুতরাং আমাদের দেশে আঁতুরঘরে—সচরাচর গমনাগমন বিষয়ে যে নিষেধ বিধি আছে, তাহা মানিয়া চলা নিতান্ত আবশ্যক।

এক্ষণে এ সম্বন্ধের অন্যান্য বিষয় বলা যাউক,—

(১) আঁতুর ঘরের পোতা বা ভিত একটু উচু হওয়া আবশ্যক; উঠানের উপর পোতা না দিয়ে, মাটী না তুলে ঘর বাঁধা হবে না। কোন কোন স্থলে দেখিয়াছি, উঠানের উপর একটী চাল বা ছালনা বেঁধে আতুরঘর তৈয়ারি করা হয়,—বর্ষার জল গড়াইয়া তাহার মধ্যে গিয়া দাঁড়ায়। এটী নিতান্ত অন্যায় ও পাপের কার্য্য, এ রকম আতুর ঘরে সন্তানের মৃত্যু নিশ্চয় এবং এ মৃত্যুর দায়ী অবশ্যই তাহার অবিভাবকগণ।

(২) ঘরের মেজেটী বেশ শুষ্ক খটখটে হওয়া চাই, প্রসবের অনেক পূর্ব্বে পোতা দিয়া তাহার মধ্যে বালি দিয়া ভরাট করিয়া আঁটুলে মাটীর প্রলেপ দিলেই বেশ মেজে তৈয়ার হয়।

(৩) ঘরটী দুকুঠারি করিয়া তাহার এক দিকের কুঠরিতে মলমূত্র ত্যাগ করার স্থান করা

বড় আবশ্যক, নচেৎ যেখানে বাস সেইখানেই মলমূত্র ত্যাগের বন্দোবস্ত যখন স্বাভাবিক সুস্থ শরীরে অসহনীয়, তখন ঐরূপ দুর্ব্বল দেহীর পক্ষে তাহা যে কতদূর অনুপযোগী তাহা সাধারণেই বুঝিয়া লইতে পারেন। বড়ই দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে এই ব্যবস্থাটীর উপর আদৌ দৃষ্টি নাই।

(৪) ঘরের বেড়াটি বেশ যুত বরাত করে দেওয়া চাই। অনেক স্থানেই দেখি, আগে কোন খোঁজ খবরই নাই। শেষে যেমন প্রসব বেদনা আরম্ভ হ'ল,অমনি তাড়াতাড়ি এ দেশের পাঠানদের আব্রু রক্ষার মত একটা যা হয়, তাই দিয়ে বেড়া দেওয়া হ'ল। তাতে না হয় রোদ জল বারণ, না হয় লজ্জা নিবারণ। কোন কোন স্থানে খেজুর পাতার বেড়া দেওয়ার নিয়ম আছে, অনেকে বলেন যে খেজুর পাতার সংক্রোমক নিবারণ শক্তি আছে বলিয়া উহার ব্যবহার হয়, যাহাই হউক বেড়াটি একটু রোদ জল বন্ধ করিবার উপযুক্ত হওয়া চাই,ইহাই আমাদের একমাত্র প্রার্থনা।

(৫) আতুর ঘরটী একটু প্রশস্ত হওয়া চাই। নিতান্ত পায়রার খোপ হ'লে হইবে না। ৩।৪ জন লোক বেশ স্বচ্ছন্দে গা মেলিয়া থাকতে পারে এতখানি পরিসর থাকা চাই। মোটের উপর এক পায়রার খোপ, তার মধ্যে ২।৩ টী প্রাণী আর এক কুণ্ড অগ্নি, সে যে কত কষ্টের স্থান, তা নিজে নিজে বুঝে দেখ্‌লেই বুঝতে পারেন। বিশেষতঃ ঘর যতো ছোট হয়, তার মধ্যের হাওয়াও ততো শীঘ্র খারাপ হয়।

(৬) আঁতুর ঘরের মধ্যে ঝুড়িতে করিয়া কয়লা টাঙ্গাইয়া রাখা বড় ভাল। ইহাতে ঘরের ভিতরের হাওয়া খারাপ হয় না। অথচ খরচ পত্রও আদৌ নাই।

(৭) ঘরের এক কোণে অগ্নি রাখা আবশ্যক; তবে এ দেশে গুঁড়ি কাঠ ধরাইয়া যে নিয়মে আগুণ রাখা হয়—ধূমাতে ঘর যেরূপ আচ্ছন্ন করা হয়, সেটা আদৌ ঠিক নহে, নির্ধূম অগ্নিই আঁতুর ঘরে রাখিবে, অত্যন্ত গ্রীষ্মের সময় আগুণ রাখার আবশ্যক নাই। ধূমায় দম ধরিয়া বালকেরা হঠাৎ মারা পড়িতে পারে, এটি সকলেরই জানা আবশ্যক।

(৮) প্রসূতির মল মূত্র যেন ঘরের মধ্যে না থাকে, যে কোন উপায়েই হউক, তাহা স্থানান্তরিত করা আবশ্যক; আমাদের যুক্তিমত দুটী কুঠারি করিয়া একটিতে মাটী খুঁড়িয়া পায়খানা করিলে এ পরামর্শটী বেশ রক্ষা হ'তে পারে।

(৯) আতুর ঘরে সর্ব্বক্ষণের জন্য দুই এক জন অপর স্ত্রীলোক প্রসূতির নিকট থাকা আবশ্যক; নানা রকম গল্প ইত্যাদিতে প্রসূতির চিত্ত বিনোদনের চেষ্টা করা উচিৎ। বিশেষতঃ গ্রামের মধ্যে কোন মারি ভয় ইত্যাদি উপস্থিত হইলে বা বাটীতে কি গ্রামের কোন পরিচিত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, এ ব্যবস্থাটীর উপর খুব দৃষ্টি রাখা চাই। নচেৎ এ স্নায়বীয় অবসন্ন অবস্থায় সামান্য মাত্র ভয় বা অন্য চিন্তার উদয় হইলে বিবিধ স্নায়বীর ব্যাধি আসিয়া প্রসূতিকে আক্রমণ করিতে পারে। বলা বাহুল্য পেঁচোয় পাওয়া ও এই রোগের মধ্যেরএকটী।

(১০) আঁতুর ঘরে—আ'জকা'ল ক্যারোসিন্ তেল জ্বালাইতে দেখা যাইতেছে, উহার চলন

যাহাতে না হয় সে বিষয়ে খুব সাবধান হওয়া উচিত। জানা আবশ্যক যে ক্যারোসিন তৈলের ধূমা অনিষ্ট কারক।

(১১) প্রসবকালে জল রক্ত-ফুল ও অন্যান্য ক্লেদ যাহা মাটীতে পাড়বে তাহা বাহিরে ফেলিয়া মেজেটা বেশ পরিষ্কার করিয়া ধুইয়া ফেলিবে। মাটীর মেজে হইলে সেই স্থানের মাটী কতকটা উঠাইয়া ফেলিলে আরও ভাল হয়, ঐ সকল ক্লেদ পচিয়া বিষ—বাষ্প জন্মে, তাহা সাধারণেরই মনে রাখা উচিৎ।

(১২) কোন আঁতুরঘরের পোয়াতি আঁতুর রোগে মারা গেলে—ঐ ঘরে যে ধাত্রী (দাই) থাকে, তাহাকে অপর কোন আঁতুর ঘরে হঠাৎ প্রবেশ করিতে দিবে না।—স্নানান্তে কাপড় বদলাইয়া আসিতে বলিবে, চিকিৎসক সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম।

(১৩) আঁতুর ঘরের মেজে বারংবার জল ফেলিয়া ভিজান না হয়, জানা আবশ্যক ভিজা ঘর হইতেই বা অতিরিক্ত ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়াই আঁতুরে ছেলের সর্দ্দি, কাশি, উদরাময়, এবং পেঁচুয়া বা ধনুষ্টঙ্কার রোগ জন্মে। ক্রমশঃ।

ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

সমালোচনা।

(সমালোচক সমিতির বিবরণ।)

১৬৩ নং মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট কলিকাতা, এই ঠিকানা হইতে দত্ত এণ্ড কোম্পানী আমাদিগকে একটি রবার ষ্ট্যাম্প পাঠাইয়া দিয়াছেন। ষ্ট্যাম্পটি সম্পাদক মহাশয়ের নামীয়। উহা যতদূত সুন্দর সুশ্রী হইতে হয়, তাহা হইয়াছে। আমরা আফিসে ব্যবহার করিবার জন্য ইতঃপূর্ব্বে সাহেব বাড়ি হইতে কয়েকটি ষ্ট্যাম্প প্রস্তুত করিয়া আনিয়াছিলাম—ষ্ট্যাম্পটি তাহা হইতে কোন অংশে ন্যূন নহে। কম কেবল মূল্যে। এক টাকা চারি আনায় না কি তাঁহারা এইরূপ সুন্দর ষ্ট্যাম্প বিক্রয় করেন,—ভগবান ইহাঁদিগের ব্যবসার উন্নতি করুণ।

রাজা আদিত্য নারায়ণের গুপ্ত-কথা।—শ্রীভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীকৃষ্ণ-ধন বিদ্যাপতি প্রণীত। একখানি গুপ্তকথার দু'জন লেখক—তাতে একটু যেন কেমন গঙ্গা যমুনা ভাব হইয়া গিয়াছে। তবে পুস্তকখানি খুব প্রকাণ্ড, ৬৫৪ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। লেখার ও মাধুর্য্য আছে। আর ঘটনার পর ঘটনা বৈচিত্র ও বেশ আছে। ফলতঃ পুস্তক খানি পড়িয়া আমরা আনন্দলাভ করিয়াছি, মূল্য ২৲ টাকা,—ইহার প্রকাশক শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ১০৮ নং অপার চিৎপুর রোড কলিকাতা।

সুরভি ও পতাকা।—বিবিধ বিধায়িনী সাপ্তাহিক পত্রিকা। ৯ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা। এই পুরাতন ও সর্ব্বজন সমাদৃত, শিক্ষাপ্রদ সাপ্তাহিক পত্রিকা খানির আমরা সমালোচনা করিতে বসি নাই,—কেবল পাঠককে একটি দুঃখের কথা জানাইতেছি। সুরভি একখানি উচ্চ অঙ্গের সাপ্তাহিক পত্রিকা ছিল, ইহাতে জ্ঞান, বিজ্ঞানের কথা লিখিত হইত,—আর পতাকা ও সাহিত্য-সমাজের পতাকাই হইয়াছিল, কিন্তু বাঙ্গলার দুর্ভাগ্য, আর আমাদের

অদৃষ্টগুণে কাগজ দুইখানি স্বতন্ত্র ভাবে সুন্দর রূপে চলিল না। আর শ্রদ্ধাস্পদ পরলোকগত ৺কার্ত্তিকেয় বাবুর পরলোক গতিতে পতাকার ভূতপূর্ব্বক সম্পাদক এবং উদ্যোগ কর্ত্তা জ্ঞানেন্দ্র বাবুকে কৃষ্ণ নগরের রাজ সরকারে পিতৃপদে অধিষ্ঠিত হইতে হইল,—এই সকল নানা কারণে উভয় কাগজের বিজ্ঞ সম্পাদকদ্বয় পরামর্শ করিয়া কাগজ দু'খানিকে একত্র করিয়া প্রকাশ করিলেন। আশা ছিল,—এই জ্ঞানগর্ভ, বাঙ্গালীর গৌরবময় কাগজ দু'খানির সম্মিলনে আমরা আরও নূতন নূতন বিনাশী বিষয় সকল পাঠ করিতে পাইব। ফলও তাহাই হইল,—কি বিজ্ঞানে, কি ধর্ম্মতত্ত্বে, কি সাহিত্যে, কি রাজনীতির কুটীল কৌশলে, কি সমালোচনার সূক্ষ্মদর্শনে সুরভি ও পতাকা বাঙ্গালা সাহিত্য-সমাজে এক নবযুগের অবতারণা করিয়া ফেলিলেন। ইহার প্রত্যেক ছত্রে যাহা থাকিত—লম্বা, চওড়া, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সম্বাদ পত্রের সমস্ত কাগজে ও তাহা থাকিত না।

কিন্তু হায়! বলিতে দুঃখে ও লজ্জায় বুক ফাটিয়া যায়। বাঙ্গালী গ্রাহকের অযতনে এ রত্ন টিকিল না। আমরা চিনি ফেলিয়া চিটের আদর করি,—আমরা কাঞ্চন ফেলিয়া কাচ ক্রয় করি। সম্পাদক শত সহস্র চেষ্টা করিলেন, বহুল ক্ষতি স্বীকার করিলেন—তবু উপায়ান্তর নাই, তখন ইহাকে—কত আদরের, কত যত্নের, কত মাথা খাটান কাগজ খানি অন্যের হস্তে অর্পণ করিলেন।

তাহাতে ও চলিল না,—আবার অন্য হস্তে। দুঃখে বুক ফাটিয়া যায়,—প্রেমময়ী ব্রজ-সুন্দরী ধুলায় ধুসরিতা, আর কুরূপা কুব্জা সিংহাসনোপরি। হায়! সুরভি পতাকা আজি হাতে হাতে, বাজারে বাজারে!

এবার বাবু হীরালাল ঢোল ইহার প্রকাশ ভার লইয়াছেন, আমরা তাঁহাকে জানি। তিনি বিদ্যোৎসাহী ও কর্ম্মঠ যুবক, আমাদের আশা হইতেছে, সুরভি ও পতাকা বুঝি আবার পূর্ব্ব গৌরব লাভ করিতে পারিবে। ৯ম খণ্ডের কয়েক সংখ্যা পর্য্যন্ত হীরালাল বাবু প্রকাশ করিয়াছেন ইহারি মধ্যে আমরা সুভাভ ও পতাকাতে পূর্ব্বের ন্যায় দুই একটি প্রবন্ধ পড়িতে পাইয়াছি। স্থানান্তরে বাণরাজার রাজ্য শীর্ষক, একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়াছি, পাঠক পড়িয়া দেখিবেন। তবে আকার কিঞ্চিৎ কম হইয়াছে, আর মূল্যটা কিছু বেশী হইয়াছে,—হিরালাল বাবু এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি করিলে ভাল হয়, কিন্তু গ্রাহকের কৃপাদৃষ্টি ব্যতিত শুধু সত্ত্বাধিকারীগণের সহস্র চেষ্টাতেও কিছু হইবে না।—এমন একখানি পত্র বিলীন হইয়া যায়, গ্রাহকের দৃষ্টি কি এ দিকে পড়িবে না?

দেবযানী।—উপন্যাস। শ্রীবৈষ্ণবচরণ বসাক প্রণীত ও প্রকাশিত। দেবযানী আদ্যন্ত পড়িয়াছি, আর মুগ্ধ হইয়াছি। ঘটনা গুলি বেশ মনোহর। ভাষাও সুমিষ্ট—তবে অনেক স্থলেই ব্যকরণ দুষ্ট শব্দ বিন্যস্ত হইয়াছে। যদি লেখার মধুরতায় মুগ্ধ না হইতাম, তবে একথাটা আমরা বলিতাম না। আরও এ উপন্যাসে নিষ্কাম ধর্ম্মের ক্রিয়া কাণ্ড দেখান হইয়াছে—সে সম্বন্ধে আমাদের কয়েকটি কথা আছে। লেখাটি ভাল, বিষয়টি উৎকৃষ্ট, সুতরাং আমরা ইহার একটু

বেশী আলোচনা না করিয়া থাকিতে পারি-লাম না।

বৈশাখ মাসের দিবা দ্বিপ্রহর সময়ে তান্তিয়া-তোপী প্রসিদ্ধ দস্যু ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া, অমৃতসরের বাজারে উপস্থিত—আগে হইতেই তান্তিয়াতোপী বাজার লুঠ করিবে, এমনি একটা জনরব উঠিয়াছিল, তান্তিয়ার ভয়ে তখনকার সে দেশের সকলেই কম্পান্বিত ছিল। সুতরাং দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ আন্তিয়াকে বাজার মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া দোকানী দোকান বন্ধ করিল,—অন্য লোক ছুটিয়া পলায়ন করিল—বাজার মধ্যে একটা হাহাকার রব পড়িয়া গেল, তান্তিয়ার দস্যুবৃত্তি করিবার ইচ্ছা ছিল না,—কেবল ক্ষুৎ পিপাসা নিবারণ করিবে। তাহা হইল না—সে বিরক্ত হইয়া চলিয়া গেল। এদিকে যুদ্ধাবশেষে ভগ্নদূতের মত, রাজকীয় প্রহরীগণ আসিয়া পুলীশ যেমন যোগ্যতা প্রকাশ করেন, তাহাই করিতে লাগিলেন।

"সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে। তারকাপূর্ণ গগণে চন্দ্রদেব পূর্ণ ষোল কলায় উদিত হইয়া কুমুদি-নীর উপর অজস্রধারে জ্যোৎস্না রাশি ঢালিতে-ছেন।" * * * অমৃতসর আজি নিস্তব্ধ,—নিঃশব্দ তান্তিয়াতোপী গ্রামে পড়িয়াছে এই ভয়ে সক-লেই সন্ত্রাসিত। কেবল নিষ্কর্ম্ম বহুশ্রুত, ধর্ম্মরত সীতারাম সিংহ নির্ভীক—তাঁহারি দ্বার উন্মুক্ত—তান্তিয়াতোপী তাঁহারি দ্বারে আগমন করিয়া প্রহরীকে বলিল, "এ বাটী কাহার?" প্রহরী যুবকের আকৃতি দেখিয়াই পলায়নের উদ্যোগ করিতেছিল, কিন্তু পলাইলে পাছে, স্বজাতীয় পুরুষেরা কাপুরুষ মনে করে, এই ভাবিয়া সাহস ভরে বলিল, "গুরু সীতারাম সিংহের।" বলাবাহুল্য প্রহরী পদ-মর্য্যাদায় হাবেলদার, তান্তিয়াতোপী বলিল, তাঁহার সহিত আমার সাক্ষাতের প্রয়োজন, তুমি তোমার প্রভুর নিকট সম্বাদ দাও। প্রহরী দ্বিরুক্তি না করিয়া একেবারে সীতারাম সিংহের প্রকোষ্টে উপস্থিত হইল।" বলিল, খুব বলিষ্ঠ,—সম্ভবতঃ তান্তিয়াতোপী দ্বারে উপস্থিত—আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহে—অনুমতি প্রার্থনা।" সীতারাম সিংহ প্রহরীকে ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, আ[illegible] দ্বার উন্মুক্ত—সে যেই হউক লইয়া আইস।"

দস্যু তান্তিয়া তোপী সিতা রাম সিংহের নিকট। সীতারাম সিংহ ভদ্রতা সহকারে বলি-লেন, "বোধ হয়, পরিচয় দিবার বাধা না থাকিতে পারে, আপনার নাম কি?" পরিচয় দিতে তান্তিয়ার ইচ্ছা ছিল না, তাই তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। সীতারাম সিংহ পুনরায় জিজ্ঞাসু হইলেন। দস্যুর চক্ষু রক্তবর্ণ হইল। বলিল, "মহাশয়! যৎকিঞ্চিৎ আহার্য ভিক্ষা করিতে আসিয়াছি, আপনার সহিত এইমাত্র সম্বন্ধ, এ অবস্থায় পরিচয় যদি এতই আবশ্যক হইয়া থাকে—তবে শুনিতে প্রস্তুত হউন। আমার নাম—আমার নাম বলিয়া অর্দ্ধ মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা আরো অধিকতর উচ্চৈঃস্বরে কহিল—"আমার নাম তান্তিয়া তোপী।" দ্বারের নিকট প্রহরী অনুমতি অপেক্ষা করিতেছিল, নাম শুনিয়া ঝন্ ঝন্ শব্দে তাহার হস্ত হইতে কোষ শুদ্ধ তরবার ভূমে পড়িয়া গেল। * * *

দস্যু ভাস্তিয়াতোপী উচ্চৈঃস্বরে মহাত্মা ধর্ম্ম-প্রাণ গুরু সীতারাম সিংহকে বলিল, "মহাশয়! কি স্থির করিলেন? আহার্য ও স্থান দিবেন, না রাজ পুরুষদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন?" বৃদ্ধ সীতারাম সিংহ হাস্য করিয়া কহিলেন,

"ইচ্ছা করিলে এই দণ্ডেই রাজপুরুষ হস্তে সমর্পণ করিতে পারি এরূপ ক্ষমতা রাখি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই, দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন ভগবান নিজেই করিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলিয়াছেন——

"পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায়চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতির বিনাশ এবং ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য আমি যুগে যুগে এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইব।" এ সকল তাঁহারি কার্য্য, এতে আমাদের হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন করে না। তবে যে, সময়ে সময়ে করিতে হয়, সে সমাজ শৃঙ্খলার জন্য।"——

"ইচ্ছা করিলে এই দণ্ডেই রাজপুরুষ হস্তে সমর্পণ করিতে পারি এরূপ ক্ষমতা রাখি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রয়োজন নাই—দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন, ভগবান নিজেই করিতেছেন, এবং করিবেন। কথাটা সম্পূর্ণ ভুল হইয়াছে, তিনি নিজ হস্তে দুরাত্মাগণের বিনাশ ও শিষ্ট গণের পালন করেন, হইতে পারে—কিন্তু আমরা করিব না। "খোদার উপর মাদার দিয়া" থাকিব। এটা তাঁহার বা হিন্দু শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে। যে বচনটি উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহারও তাৎপর্য্য তাহা নহে। আর বচনটিতে ভুল আছে—'ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায়' হইবে না, মূলেও নাই—দুই এক জন সংস্কৃতানভিজ্ঞের পুস্তকে থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু সে সম্বাদ রাখি না। প্রকৃত মূলে আছে, "ধর্ম্ম সংরক্ষণার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে" প্রকৃত কথাও তাহাই, কেন না, ধর্ম্ম কিছু যুগে যুগে নূতন করিয়া স্থাপিত হয় না,—যাহা ধর্ম্ম তাহা চিরদিনই আছে—ধর্ম্মই সৃষ্টির মূল। ধর্ম্মই সত্য এবং শ্রেয়োলাভের অদ্বিতীয় উপায়। ভগবান যুগে যুগে ধর্ম্ম সংস্থাপন করিতে জন্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু ধর্ম্ম কি তৎ পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে থাকে না? সত্য যুগে যে ধর্ম্ম ছিল, এখনও তাহাই আছে—তবে আচারের কিছু কিছু বৈলক্ষণ্য ঘটে, ভরসা করি, সে আচারকে কেহ ঈশ্বর স্থাপিত ধর্ম্ম বলিয়া আপত্য করিবেন না। প্রকৃত মূলধর্ম্ম সংরক্ষণ—ভগবান ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিবার জন্য যুগে যুগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েন। কিন্তু তিনি দুই একটা দুরাত্মা বধ করিয়াই কি ধর্ম্ম সংরক্ষণ করিতে পারেন? তাহা নহে—আমাদিগের শারীরিকও মানসিক বৃত্তি সকলের সর্ব্বাঙ্গীণ স্ফূর্ত্তি ও পরিণতি, সামঞ্জস্য ও চরিতার্থ ধর্ম্ম; এই ধর্ম্ম অনুশীলন সাপেক্ষ। অতএব কর্ম্মই ধর্ম্মের প্রধান উপায়। এই কর্ম্মকে স্বধর্ম্ম পালন বলে। কিন্তু আমরা কর্ম্ম জানি না, কিরূপে কর্ম্ম করিলে ধর্ম্মে পরিণতি হয়, তাহা জানি না,—তাই স্বয়ং ভগবান যুগে যুগে জন্ম গ্রহণ করিয়া আমাদিগের কর্ম্ম শিক্ষার জন্য দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন রূপ কর্ম্ম দেখাইয়া ধর্ম্ম সংরক্ষণ করেন। মানব-সমাজ সেই আদর্শে কর্ম্ম করিবে—তাহাই ধর্ম্মাচরণ, ঈশ্বরোপাসনাও এই প্রকারের। নিষ্কাম ধর্ম্ম বলিতে গিয়া অনেকেই এ ভুল করিয়া ফেলেন,—বৈষ্ণব বাবু বিদ্বান, চিন্তাশীল ও

সুলেখক এবং বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি প্রয়াসী, তাই তাঁহাকে কথাগুলি বলিলাম। কেন না, তাঁহার দ্বারা আমরা অনেক আশা করি। অন্যের হইলে এ পুস্তকে কেবল বাহবা দিয়াই সারিয়া দিতাম, —দেবযানী বাহবার উপযুক্ত, তবে যে গুলি ভুল দেখাইলাম, ভবিষ্যতে এমন হইবে না বলিয়াই বলিয়াছি। তাঁহার দেবযানী পাঠকের আনন্দদায়িনী—পাঠের পর প্রাণের মাঝে তোলপাড় করে—কিন্তু তাহার মাঝে এমন কয়েকটা দোষ কেন থাকে? গল্পাংশ খুব ঘটনা বৈচিত্রে পরিপূর্ণ।—তবে আর এক কথা, বৈষ্ণব বাবুর মত চিন্তাশীল লেখক কি ইংরেজী পুস্তক অবলম্বন না করিয়া লিখিতে পারেন না? বঙ্কিম বাবুর গোলাপ উদ্যান যখন, এই দোষে দুষ্ট, তখন যে, নবীন লেখকগণের জুঁই, জাতি, মল্লিকা প্রভৃতি এ দোষে দূষিত হইবে, সে আর আশ্চর্য্যের কথা নহে। তবে বৈষ্ণব বাবুর মত লেখকগণের সে পন্থা পরিত্যাগ করাই কর্ত্তব্য—স্বাধীনভাবে লেখাই ভাল। তাঁহার দেবযানী গোল্ডস্মিথ প্রণীত ভিকার অব ওয়েক ফিল্ড নামক উৎকৃষ্ট পুস্তক অবলম্বনে লিখিত—অবশ্য ইহাতে পুস্তকের সৌন্দর্য্য বাড়িয়াছে, কিন্তু আমি পরের সোণায় রসান দেওয়া অপেক্ষা আপনাদের জিনিষ ঘসিয়া মাজিয়া ভাল করাই ভালবাসি। দেবযানীর মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, ছাপা কাগজ ভাল।

ইন্দ্রচন্দ্র।—উপন্যাস, শ্রীবৈষ্ণব চরণ বসাক প্রণীত। মূল্য ১॥০ টাকা। ইহার ভাষা সরল, ভাব সুমিষ্ট—ঘটনাও জম্ জমাটাখুব। পড়িতে পড়িতে স্থানে স্থানে তন্ময় হইতে হয়। তবে ইংরেজীর অবলম্বন ছাড়িতে পারেন নাই টমজোন্স নামক ইংরেজী উপন্যাস অবলম্বনে ইহা লিখিত হইয়াছে।

সংবাদ ও মন্তব্য।

—ঃ০ঃ০০ঃ০ঃ—

হত্যাকাণ্ড।—হায়দারাবাদের আবদুল হোসেন নামক এক পাষণ্ড মুসলমান এক খৃষ্টান রমণীকে বলাৎকার করিয়া, পাপকার্য্য গোপন জন্য তাহার প্রাণবধ করে, এবং দুই হাজার টাকার অলঙ্কার আত্মসাৎ করিয়া শেষে মৃত দেহটী বাক্সে পুরিয়া অপরের নাম দিয়া রেলযোগে লাহোরে চালান দিবার চেষ্টা করে, কিন্তু ষ্টেসনের বাবুরা পচাগন্ধে সন্দেহ করিয়া বাক্সটী খুলিয়া ফেলেন ও নরাধমটীকে ধরিয়া চালান দিয়াছেন—সত্বরেই পাপের উচিৎ দণ্ড হইবে।

ঠাকুরের নামে কেলেঙ্কারি—গণ্ডলের ঠাকুর ভগবৎ সিংহজীর নামে এক কেলেঙ্কারির মোকর্দ্দমা উঠিয়াছে, তিনি গত জুবিলির সময় যখন লণ্ডনে যান, তখন নাকি এলিজেবেথ নাম্নী এক স্কচ রমণীর প্রেমে পড়িয়া তাহার আর্ত্তির রক্ষা করেন। আর তাইতে বিবির গর্ভ হয়, এখন নাকি সেই গর্ভে এক সন্তান জন্মিয়াছে, তাই তাদের ভরণ পোষণ জন্য বার্ষিক পাঁচ শত টাকা আর বিবির ড্যামেজের বাবদ ২০ হাজার টাকার দাবীতে বিবি ঠাকুরজির নামে নালিশ আনিয়াছেন, ঠাকুর দেশে চলিয়া আসিলে স্কচ ঠাকরুণ অগ্য নামক ছাওয়াচিলেন বটে—ছেলেটী কিন্তু ঠাকুরের গড়া বলিয়াই আবেদন। তার উপর আবার ড্যামেজ বা মাল পয়মাল! যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল।

মাসুল কমি—বিলাতে পত্র পাঠাইবার মাসুল এতদিন গর হিসাবে লাগিত, ১লা জানুয়ারি হইতে কমিয়া গিয়া কর ধার্য্য হইয়াছে।

THE SAMALOCHAKA,

সমালোচক।

সম্পাদক—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

১ম খণ্ড, ১২৯৭ | সমালোচক সমিতির মাসিক পত্র। | ৯ম ও ১০ম সংখ্যা। পৌষ ও মাঘ।

সুখ-যামিনী।

—:০:০০:০:—

বিংশ পরিচ্ছেদ।

যামিনী প্রভাতা! পূর্ব্বগগণে ধুষর বরণে কেমন সূর্য্যদেব উঠিতেছেন। আর গোয়া'লে গরু ডাকিতেছে, গৃহ-চালে কপোত বসিয়া গা খুটিয়া পাখা ঝাড়িতেছে—আর পোড়াকপালে কোকিল,—সকাল বেলাই কান্ত-কথা প্রাণে জাগাইয়া,বিরহিণীর বুকে শেল বিঁধাইয়া, পঞ্চমে গলা ছাড়িয়াছে। ভোর হইয়াছে—চাঁদের প্রেমে আত্ম-বিস্মৃতা কুসুমকুমারীগণ তবু তাহা না জানিতে পারিয়া, নাথ নিকটে আছেন ভাবিয়া, সেইরূপেই পরিমল বিতরণ করিতেছে। সমীরণ তাহা দেখিয়া, আর হাসি রাখিতে পারিল না,—সে হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসিতে ফুল গুলি চমকিয়া উঠিয়া আকাশ পানে চাহিয়া দেখিল, হায়! তাহাদের কান্ত যে, অনেক ক্ষণ অস্তমিত হইয়াছেন। চন্দ্রদেব একবার মুখের কথাও ব'লে গেলেন না—এই অভিমানে ও লজ্জায় তাহারা জড়সড় হইয়া পাতার মধ্যে মুখ লুকাইতে আরম্ভ করিল।

এই ভোরের বেলা, বেহালচাঁদ আর প্রেমচাঁদ দুইজনে শান্তিদাসীর বাড়ির সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রেমচাঁদ বলিলেন,

"এই বাড়ি—এইস্থানে প্রমদা আছেন, আমি চলিলাম, তুমি বাটীর মধ্যে যাও।"

বেহাল। তুমি থাকিবে না?

"না" এই কথা বলিয়া প্রেমচাঁদ চলিয়া গেলেন। বেহালচাঁদ দ্বারের নিকট গমন করিলেন। দ্বারবান প্রথমে দ্বার ছাড়িতে আপত্য করিয়াছিল, কিন্তু শেষে বেহালচাঁদ যখন সন্ন্যাসী দিগের একটা নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন দেখাইলেন, তখন দ্বারবান সসম্ভ্রমে দ্বার ছাড়িয়া দিল,—বেহালচাঁদ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

বেহালচাঁদ বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখেন,

সে প্রকাণ্ড বাড়ি। দ্বিতল চক্—সাদা ধপ্ ধপে, পরিষ্কার চুণকাম ও নানাবিধ কারুকার্য্য করা; বড় বড় স্তম্ভ সকল সেই সমুদয় সৌধ মালাকে শিরে করিয়া নিথর নিশ্চল দণ্ডায়মান।

কিন্তু এত বড় বাড়ির মধ্যে লোকজন নাই। বেহালচাঁদ এখন কোথায় যাইবেন, তিনি কাহার সহিত কথা কহিবেন,—কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন,—তাঁহার প্রমদা কোথায়?

বেহালচাঁদ দাঁড়াইয়া ভাবিতেছেন, এমন সময় তথায় একটি দাসী আসিল,—তাহাকে দেখিয়া বেহালচাঁদের আশা হইল, কিন্তু তবু অপরিচিত। একটু অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন,

"এ বাটী কাহার?"

দাসী। শান্তিদাসীর। আপনি তাহা জানিতেন না? তাহা যদি না জানেন, তবে অপরিচিতের বাড়ির মধ্যে কি প্রকারে আগমন করিলেন?

বেহাল। আমি জানিতাম, তবু সন্দেহ নিবারণের জন্য তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি। গুরুদেব দয়ালচাঁদ ঠাকুর আমাকে পাঠাইয়া দিয়াছেন,—আমি একবার শান্তিদাসীর সহিত দেখা করিব।

দাসী তাঁহার নিকট সন্ন্যাসীদিগের নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন দেখিতে চাহিল—বেহালচাঁদ এখানকার অপরিচিত। বেহালচাঁদ নিদর্শন দেখাইলেন, তখন দাসী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিল,

"ঠাকরাণীকে কি বলিতে হইবে বলুন।"

বেহাল। বলিও—গুরুদেবের প্রেরিত বেহালচাঁদ আসিয়াছেন, আপনার সহিত একবার দেখা করিবেন।

দাসী তৎক্ষণাৎ উপরে উঠিল। বেহালচাঁদ সেখানে দাঁড়াইয়া থাকিলেন,—কতক্ষণ গেল, তবু দাসী ফেরে না। বেহালচাঁদ জীবনে কখনও এত অনাদৃত হয়েন নাই। আর তিনি দাঁড়াইয়া থাকিতে পারেন না, তাঁহার যেন বিরক্তি ধরিতে লাগিল। কতক্ষণ পরে দাসী নামিয়া আসিল,—বলিল,

"আমার সহিত আপনাকে উপরে যাইতে বলিলেন।"

"তাইতে বুঝি এত বিলম্ব হইয়াছে, বুঝি তাঁহারা এতক্ষণও শয়ন করিয়াছিলেন, কিম্বা অন্য কাজে লিপ্ত ছিলেন, তাই একটু বিলম্ব হইয়াছে—এখন একেবারে আমাকে উপরে ডাকিয়াছেন। এখন অনেকদিন পরে, একবার প্রমদাকে দেখিতে পাইব। অনেকদিন পরে আজি তাহার সেই মধুমাখা কথা শুনিতে পাইব।" বেহালচাঁদের হৃদয়ে বিরক্তির পরিবর্ত্তে আসক্তির উদয় হইল। বেহালচাঁদ দাসীর সহিত উপরে উঠিলেন।

বেহালচাঁদ দাসীর সহিত উপরে উঠিয়া যে গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন,—সে অতি প্রশস্ত গৃহ। গৃহ-দেওয়ালে কত চিত্র, বিচিত্র, ফল, ফুল, লতা পাতা, আর তাহার মাঝে মাঝে কত দেব দেবীর, তসবির। মেঝেয় ফরাশ, ফরাশের উপর তাকিয়া—কিন্তু গৃহটিতে কেহই নাই। দাসী বলিল,

"আপনি এইস্থানে উপবেশন করুণ।"

বেহালচাঁদ। হাঁ, আমি বসিতেছি—তুমি তাঁহাদিগকে শীঘ্র ডাকিয়া আন।

বেহালচাঁদ ফরাশে বসিলেন, দাসী চলিয়া

গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে শান্তিদাসীও প্রমদা তথায় আগমন করিল। বহুদিন পরে—কত দীর্ঘ—দিনের পরে, বেহালচাঁদ আজি আবার প্রমদার দেখা পাইলেন, তাঁহার হৃদয়স্থ শোণিত রাশি শিরা কৈশিরার মধ্যে বিদ্যুদ্বেগে ছুটিতে লাগিল, প্রাণের ভিতর কেমন একটা কি হইয়া যাইতে লাগিল। প্রমদার হৃদয়ে কি আর কিছুই হইল না? বেহালচাঁদের যাহা হইল, তাহার দ্বিগুণ ভাবে সে কামিনীর কমনীয় হৃদয়ে গোলযোগ উপস্থিত হইয়াছিল,—কিন্তু শান্তিদাসীর শিক্ষায় আর দয়ালচাঁদ ঠাকুরের উপদেশে প্রমদা চিত্ত বৃত্তিকে নিজের ইচ্ছায় সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিতে শিখায়াছিলেন,—তাই বহুকষ্টে হৃদয়-ভাব প্রশমিত করিয়া কর্ত্তব্য কর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত রহিলেন। বেহালচাঁদ যেখানে বসিয়া-ছিলেন,—কিছুমাত্র লজ্জা না করিয়া, ব্যাপিকার মত মৃদু মৃদু হাসিতে হাসিতে উভয়ে সেইস্থানে যাইয়া বসিলেন। প্রমদা যেন সে প্রমদা নাই। যেন সে আর পুলীনকে ভাল বাসে না। অথবা কোন দিন যেন, সে পুলীনকে দেখে নাই। যেন তাহার সহিত পুলীনের পরিচয় ও নাই;—শান্তিদাসী বলিল,

"আপনি ঠাকুরের নিকট হইতে আসিতে-ছেন?"

বেহাল। হাঁ।

শান্তিদাসী। আমার নিকট কোন প্রয়োজন আছে কি?

বেহাল। এমন বিশেষ প্রয়োজন কিছুই নাই—যাহা আছে, তাহা একটু পরে বলিব।

এই কথা শুনিয়া বিশেষ ব্যাপিকা কুচরিত্রা স্ত্রীদিগের মত শান্তিদাসী প্রমদার মুখের দিকে চাহিয়া উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিল,—প্রমদাও সেই সঙ্গে সঙ্গে কৃত্রিম হাসি হাসিলেন।

বেহালচাঁদ সে হাসিতে বড় অপ্রতিভ হই-লেন,—কোন একটা কথা বলিলে, যদি শ্রোতা-গণ এম্নি করিয়া হাসে, তবে অনেক সময়ে অনেকেই অপ্রতিভ হয়েন। সেই অপ্রতিভ ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বেহালচাঁদ ভাবিলেন,—"একি—প্রমদার একি ভাব? তবে কি প্রমদা আমাকে ভুলিয়া গিয়াছে?"

শান্তিদাসী প্রমদার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "তুমি তবে একটু ব'স, আমি সেই কাজ গুলা সেরে আসি।"

প্রমদা বলিল,

"হাঁ, যাও।"

শান্তিদাসী চলিয়া গেল,—বেহালচাঁদ ভাবি-লেন,—বুঝি প্রমদা আমার সহিত প্রেমালাপ করিবে, তাহারই অবসর দিবার জন্ম কৌশল করিয়া শান্তিদাসী উঠিয়া গেল। কিন্তু বেহাল যাহা ভাবিলেন, তাহা হইল না। শান্তিদাসী প্রায় দু'দণ্ড হইল, উঠিয়া গিয়াছেন—তবু প্রমদা সে সম্বন্ধে কোন কথা পাড়ে না। তখন বেহাল-চাঁদ মনে মনে স্থির করিলেন, প্রমদা বোধ হয়, আমাকে চিনিতে পারে নাই—চিনিতেই বা পারিবে কি রূপে? আমার বেশ ভূষাদির সম্পূর্ণ বৈপরিত্য ঘটিয়াছে। সে দিন শিবনগরে গিয়া-ছিলাম, শিবনগরের কেহই ত আমাকে চিনিতে পারিয়াছিল না, অধিক কি বাল্যবন্ধু হেমচন্দ্র-কেও যতক্ষণ পরিচয় না দিয়াছিলাম, ততক্ষণ সে চিনিতে পারে নাই—নিশ্চয়—নিশ্চয়ই

প্রমদা আমাকে চিনিতে পারে নাই। প্রেমিক-হৃদয় এমনই বটে। সহস্র প্রকার আশা, শত প্রকার কল্পনা করিয়াও আপনা আপনি এমি বুঝে যে,—সে আমায় বড় ভালবাসে। বেহাল-চাদও তাহাই ভাবিয়া প্রমদার নিকট নিজ পরিচয় প্রদান করিয়া বলিলেন,—

"প্রমদা, আমাকে কি চিনিতে পারিয়াছ? আমি পুলীন।"

প্রমদা মৃদু হাসিয়া—এ স্থলে হাসির সম্পর্ক ও থাকিতে পারে না, তবু একটু অস্বাভাবিক হাসি হাসিয়া,—কি জানি অন্য কোন কার্য্য সাধনার্থ মৃদু হাসিয়া বলিল,

"হাঁ, আপনাকে আমি চিনিয়াছি।"

বেহাল স্বাশ্চর্য্য ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"প্রমদা তুমি আমাকে "তুমি, আমি"র পরিবর্ত্তে আজি বিশেষ পরভাবে "আপনি, মহাশয়" বলিয়া কেন কথা কহিতেছ,—আমার কথা আর কি তোমার মনে নাই? আমাকে কি ভুলে ভুলেছ প্রমদা?

প্রমদার চিত্ত বিচলিত হইল। তাহার চক্ষু দুটিতে তাহার অজ্ঞাতসারে জল রাশি আসিয়া আবৃত করিয়া ফেলিল। সে উত্তর করিবে কি? অনেকক্ষণ পরে, গলা ঝাড়িয়া, ঘামিয়া, মুখ লাল করিয়া ধরা ধরা ভরা ভরা আওয়াজে বলিল,

"আপনি, মহাশয়—শব্দ আমরা সন্ন্যাসী মাত্রকেই বলিয়া থাকি।"

বেহাল। আমি কি, তোমার কাছে সাধারণ সন্ন্যাসীর মধ্যে?

প্রমদা। তাত ঠিক।

বেহাল। তাত ঠিক—কি ঠিক প্রমদা।

প্রমদা। অন্যান্য সন্ন্যাসীও আমার নিকট যেমন, আপনিও আমার নিকট তেমনি।

বেহাল। তাহাদের হইতে আমি তোমার নিকট কিছু বেশী না?

প্রমদা। কিছু আর কি? সকলেই সমান।

যদি একটা জ্বলন্ত গুলি আসিয়া বেহালের বক্ষঃস্থলে আপতিত হইত, তবে বুঝি বেহাল এত কাতর হইতেন না, যত কাতর তিনি প্রমদার ঐ কথায় হইলেন। বেহালচাঁদ আর কোন কথা কহিলেন না। নিঃস্তব্ধে নিঃশব্দে কি ভাবিতে লাগিলেন। প্রমদাও নিঃশব্দে,—প্রমদাও ভাবনান্বিতা। ইহারা দুই জনে কি ভাবিতেছে? এক জনে ভাবিতেছে, "ওঃ! মানুষের কি ভ্রম! প্রেম—প্রেম কোথাও নাই। পূর্ণ প্রেমের ভাব, সেই পূর্ণ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুতেই নাই। যাহারা আমার মত, দুদণ্ড স্থায়ী ধুলা খেলার সম্পর্কের মত, এই সংসারের মানুষকে ভালবাসিয়া বিভোর হয়, তাহাদিগকে ধিক্। ধর্ম্ম ভিন্ন সুখের উপায় নাই। আর এক জন ভাবিতেছে, আমার এ ধর্ম্ম শিক্ষাকে ধিক্—ঠাকুর বলিয়াছেন, ধর্ম্ম সুখের উপায়। কিন্তু পুলীনের এ প্রেমময়ী কথা হ'তে আমার জীবনে আর কি সুখ হইতে পারে? আমার ধর্ম্ম দূর হউক—যে বলে মানুষের প্রেমের ভিতর ধর্ম্ম নাই, সে কিছুই বুঝে না। প্রথম চিন্তা পুলীনের, দ্বিতীয় চিন্তা প্রমদার, ভগবান জানেন,—কাহার ভাবনা কতদূর সত্য।

তাঁহারা উভয়ে নিঃশব্দে নিস্তব্ধে এইরূপ ভাবিতেছেন,—এমন সময় অপর গৃহ হইতে

শান্তিদাসী উপাসনা সমাপ্ত করিয়া উচ্চৈঃকণ্ঠে প্রণাম করিল,

"অখণ্ড মণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

উভয়ের কর্ণেই সে মধু মাখা প্রণাম মন্ত্র প্রবেশ করিল। উভয়ের চিন্তা-দগ্ধ হৃদয়ে যেন, নিহার রাশি প্রপতিত হইল। বেহালচাঁদ সে মন্ত্র শুনিয়া ভাবিলেন, "হায়! আমি কি করিয়াছি! অখণ্ড মণ্ডলাকার এই চরাচর বিশ্ব মণ্ডল যাঁহা দ্বারা পরিব্যাপ্ত,—এমন যে ঈশ্বর, তাঁহার পদ যাঁহা কর্তৃক দর্শিত হয়—আমি সেই গুরুর আজ্ঞায় অবহেলা করিয়া সামান্য রমণীর জন্য এখানে ছুটিয়া আসিয়াছি। আমি তাঁহার কার্য্যে বিঘ্ন করিয়াছি—ধিক্ আমার জীবনে।"

আর প্রমদা সে মন্ত্র শ্রবণ করিয়া ভাবিল,—"গুরু ভিন্ন জীবের গতি নাই—আমি ভুলিয়া যাইতেছি, তাঁহার আজ্ঞা বিস্মৃত হইতেছি।"

তাহারা উভয়েই হৃদয়ে বল সংগ্রহ করিল। উভয়েই আপনাপন কর্ত্তব্য স্মরণ করিল। উভয়েরই হৃদয়-গতি বিভিন্ন পথাবলম্বন করিল।

এমন সময় এক দাসী আসিয়া প্রমদাকে বলিল,

"কৈ তবে পত্র দিন।"

প্রমদা আর বিলম্ব করিল না। তাহার কর্ত্তব্য স্মরণ পথে উদিত হইয়াছে—তবু সে কত খানা ভাবিতে ভাবিতে, কত জড়সড় হইয়া দাসীর হাতে পত্র দিতে গেল।

এমন ভাবে দিতে গেল, যেন তাহা বেহাল চাঁদের নিকট পড়ে। তাহাই হইল; প্রমদা দাসীর হাতে পত্র দিবে,কিন্তু তাহা না দিয়া দাসীর হাতের নিকটে দিল,—সুতরাং পত্র আসিয়া বেহাল চাঁদের পায়ের নিকট পড়িল।

বেহালচাঁদ সে দিকে চাহিলেন—দেখিলেন, পত্রের শিরোনামায় লেখা আছে, 'প্রিয়তম শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ ঠাকুর—প্রাণাধিকেষু।"

এ পত্র কে লিখিতেছে? প্রমদা কি? বোধ হয় না,—সম্ভবতঃ শান্তিদাসী। বেহালচাঁদ এইরূপ ভাবিলেন। আবার ভাবিলেন, হ'তে পারে, প্রমদাই আবার কোন নূতন প্রেমে মজিয়াছে।

বেহালচাঁদের চক্ষুদ্বয় রক্ত বর্ণ ধারণ করিল। ভাবিলেন, হয় হউক, অভদ্রোচিত ব্যবহার। করে করিবে শান্তিদাসী আমাকে নিন্দা। তবু পত্র খানি খুলিয়া দেখি। যদি প্রমদাই বস্তুতঃ লিখিয়া থাকে, আমার সন্দেহ দূর হইয়া যাইবে। নিশ্চয় বুঝিব, প্রমদা আর আমার নাই।

বেহালচাঁদ মুহূর্ত্ত মধ্যে সে পত্র খানি উঠাইয়া লইয়া পাঠ করিলেন। পত্র খানিতে এই রূপ লেখা ছিল,—

প্রিয়তম!

তোমা বিহনে আমার অস্তিত্ব নাই—শুধু আমার কেন, তোমা বিহনে কেহই বাঁচে না। কিন্তু তোমাকে পাইবার উপায় কি? আমার ইচ্ছা করে—দিবস যামিনী কেবল তোমাকেই ধ্যান করি।

তোমার দাসী—প্রমদা।

পত্র পাঠ করিতে করিতে বেহালচাঁদের হৃদয়ে অগ্নি শিখা প্রজ্জ্বলিত হইতে লাগিল। তিনি পত্র খানি সেই স্থানে রাখিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রমদা

বলিল,—সে স্বর যেন কেমন বিকৃত হইয়া গিয়াছে—গলা ঝাড়িয়া প্রমদা বলিল,

"আপনি কি চলিলেন ?"

বেহালচাঁদ বিঘূর্ণিত নয়নে প্রমদার দিকে চাহিয়া বলিলেন,

"দূর হও রাক্ষসি ! তোমার সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার কোন আবশ্যক নাই।"

বেহালচাঁদ আর মুহূর্ত্ত মাত্রও সেখানে বিলম্ব করিলেন না—দ্রুতপদে বাহির হইয়া পড়িলেন। পথে যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন। দেব-সেবা ভিন্ন আর কোন কাজ করিব না। গুরু আমার পরম দয়াল, আমি এত যাতনা পাব ব'লে তিনি আমাকে এখানে আসিতে নিষেধ করিয়াছিলেন,—আমি তাঁহার কথা ঠেলিয়া,সুধা বলিয়া গরল সেবন করিতেছিলাম। ভাগ্যে দাসী পত্র লইতে আসিয়াছিল—উঃ! কি ভ্রম! কি ভ্রম! মানুষ এম্নি করিয়াই ভ্রমে মজিয়া আপন কাজ ভুলিয়া যায়।"

এ দিকে বেহালচাঁদ ঐরূপ করিয়া চলিয়া গেলেন, প্রমদার হৃদয়ে কি তাহা সহ্য হয়? তবে কি করিবে গুরুর আদেশ। তবু সে যন্ত্রণা সে বিনা অশ্রুপাতে সহ্য করিতে পারিল না—সেই স্থানে, সেই বিছানায় পড়িয়া সে লুটিয়া লুটিয়া কাঁদিতে লাগিল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

—:•:—

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে,—আজি শুক্ল পক্ষের দশমী তিথি,—সন্ধ্যা হইতেই আকাশে চাঁদ উঠিয়াছে, তাঁহার সুধা ধবলিত কৌমুদী রাশিতে গ্রাম, নগর, বন, উপবন, তড়াগ, প্রান্তর সকলই বিভাসিত।

বৈষ্ণবাশ্রমে কেবলি ঘন বিস্তৃত বৃক্ষ লতাদি দ্বারা সে আশ্রম সংরক্ষিত। সে প্রকাণ্ড বনে, তখনকার লোক কেহই গমন করিত না। শুনিয়াছি, এখন নাকি, ইংরেজেরা সে বন কাটাইয়া তথায় একটা গ্রাম বসাইয়াছেন,—কিন্তু ঐ বনের নামেই সে গ্রামের নামকরণ হইয়াছে, গ্রামের নাম হইয়াছে, বৈষ্ণবপুর।

আজি শুক্ল শশধরের সমুদয়, কিন্তু এ বনের মধ্যে তাঁহার একাধিপত্য নাই। কোথাও বা এক খণ্ড জ্যোৎস্না, কোথাও বা একখণ্ড আঁধার। সমস্ত স্থানে, সমান ভাবে আঁধার বা আলোক পড়িতে পায় নাই।

এই বন মাঝারে একটা আম্র-তরু-তলে দয়ালচাঁদ ও আনন্দচাঁদ উপবিষ্ট। কথায় কথায় দয়ালচাঁদ বলিলেন,

"দেখলে আনন্দচাঁদ,—এই সামান্য কাজটা যদি সংসিদ্ধ না হ'ল, তবে আর শিবনগরের প্রবল পরাক্রান্ত জমিদারকে শাসন কি প্রকারে করিব? আর কি প্রকারেই বা দেশের শান্তি সংস্থাপনা হইবে?"

আনন্দ। কি প্রকারে কি করিলেন?

দয়াল। প্রমদাকে সেই রাত্রেই শিখাইয়া দিয়া আসিয়াছিলাম যে, সে যেন দেখায়; সে অন্ত পুরুষকে ভালবাসে—তাহা হইলে আর বেহালচাঁদ তাহার মায়ায় আবদ্ধ থাকিবে না।

আনন্দ। প্রমদা কি তাহাই করিয়াছিল?

দয়াল। হাঁ—তাতেই তো আজি আবার বেহালচাঁদ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণতর উৎসাহে দেব-কার্য্যে যোগদান করিয়াছে।

আনন্দ।—সে মেয়েও তো পাহাড় মন্দ নহে। সে এ কার্য্য সহজেই সম্পন্ন করিয়াছে।

দয়ালচাঁদ মৃদু হাসিলেন,—হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "ইহাকেই ইন্দ্রিয় নিগ্রহ বলে। ইন্দ্রিয়গণকে যখন যেদিকে যাইতে বলিব,ইন্দ্রিয়-গণ তখন সেই দিকে যাইবে—ইহাই ধর্ম্মের প্রধান সোপান। করুণাময় ঈশ্বর, ইন্দ্রিয়গণকে সৃজন করিয়াছেন, উহাতে অপকর্ম্ম করেন নাই। ইন্দ্রিয়গণকে উপযুক্ত সময়ে ও উপযুক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিলেই সুখ হয়। সুখই ধর্ম্ম। আর যাহারা ইন্দ্রিয়ের দাস, তাহারাই পাপী।

আনন্দ। গোলযোগ হইল, কথাটা আমি আদৌ বুঝিতে পারিলাম না।

দয়াল। কোন্ কথাটা বুঝিতে পারিলে না?

আনন্দ। সুখই ধর্ম্ম; সে কেমন কথা?

দয়াল। অন্ততঃ ধর্ম্ম সুখের উপায়।

আনন্দ। একই হইল।

দয়াল। তাহাই ঠিক্।

আনন্দ। সুখের উপায় ধর্ম্ম? যদি তাহাই হয়, তবে একজনের সুখের উপায় পরদারগমন, আর একজনের পরদ্রব্যাপহরণ। শিবনগরের জমিদার তবে আর অধর্ম্ম কি করিতেছে—সেও ত তাহার সুখের উপায় করিতেছে। পরের জিনিষ কেড়ে নেওয়া, পরস্ত্রীর সতীত্ব হরণ, প্রজার হৃদয়-রক্ত শোষণ এ সকলে তাহার সুখ হয়,—অতএব তাহার তাহাই ধর্ম্ম।

দয়াল। মূর্খ সুখ কি তাহাই?

আনন্দ। তবে সুখ কি?

দয়াল। তোমার অপরিণত বৃত্তির একটু সুখ, সুখ নহে। প্রথমতঃ ঈশ্বর এই পৃথিবীস্থ যাবতীয় পদার্থের অবভাসক। তিনি সমুদ্র, আমরা তাহার উর্ম্মি। তোমাতেও যাহা আছে, আমাতেও তাহাই আছে। সুতরাং আমার যাহাতে দুঃখ, তাহাতে তোমারও দুঃখ, আমার দ্রব্যগুলি চুরি করিয়া লইয়া গেলে—আমার তাহাতে অপার দুঃখ হয়, কাজেই তোমার আত্মা তাহাতে কখনই সুখে থাকিতে পারে না। অনুতাপ, আত্মগ্লানি—একজনের আত্মাকে দুঃখ দিলে, আর একজনের আত্মা কখনই সুখ প্রাপ্ত হয় না। যেমন বৃক্ষের কাণ্ড পত্রাদি বিভিন্ন হইলেও এক সম্বন্ধে গাঁথা—সেই রূপ জীব জগতের দৈহিক আকার প্রকার বিভিন্ন হইলেও সব এক সম্বন্ধে গাঁথা। যাহা মনুষ্য সমাজের কাহা-রও দুঃখের কারণ, তাহা একজনের সুখের নহে। জগতে যদি কিছু পাপ থাকে, তবে সে মানুষের দীর্ঘ নিশ্বাস। মানুষ যাহাতে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, তাহা করিলেই অধর্ম্ম বা পাপ হয়।

আনন্দ। তাহা ত বুঝিলাম, কিন্তু তবে সুখ কি?

দয়াল। সুখ, মানুষের বৃত্তিগুলির সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি বা পরিণতি ও পরিতৃপ্তি। সম্যক্ পরি-তৃপ্তি আবার সম্যক্ পরিণতির ফল। যাহার

পিপাসা নাই, সে জল পানের সুখ জানে না। যে কখন সন্দেশ খায় নাই, তাহার তাহা খাইতে ইচ্ছা হয় না। বৃত্তির সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি আগে চরিতার্থতা পারে। বৃত্তিগুলি পরিণত হইলে চরিতার্থতা অনায়াস-লভ্য। যেমন কতকগুলি বৃত্তির স্ফুরণে আমরা সুখভোগে সক্ষম হই, তেমনি আর কতকগুলি বৃত্তির স্ফুরণে সেই সুখের অর্জ্জনে ক্ষমবান হই। যেব্যক্তি দয়াদি বৃত্তির পরিণতি জন্য দান কর্ম্মে সুখী হইতে সক্ষম হইয়াছে, সে অন্যান্য বৃত্তির পরিণতি জন্য দেয় বস্তুর উপার্জ্জনও সক্ষম হইয়াছে। মুখ দান করিয়াও সুখী হয় না, দিবার জন্য ধন উপার্জ্জন ও করিতে পারে না।

আনন্দ। কিছুই বুঝিতে পারিলাম না,—মানুষের সর্ব্বাঙ্গীন স্ফূর্ত্তি বা পরিণতি কাহাকে বলে, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।

দয়াল। চেষ্টাকর। মানুষের দুইটি অঙ্গ; এক শরীর, আর এক মন। শরীরের আবার কতকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে, যথা—হস্ত পদাদি কর্ম্মেন্দ্রিয়, চক্ষু কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, মস্তিষ্ক, হৃৎ বায়ুকোষ, অন্ত্র প্রভৃতি জীবন মকালক প্রত্যঙ্গ; অস্থি মজ্জা মেদ মাংস শোণিত প্রভৃতি শারীরিক উপাদান, এবং ক্ষুৎপিপসাদি শারিরীক বৃত্তি। এ সকলের বিহিত পরিণতি চাই। আর মনেরও কতকগুলি প্রত্যঙ্গ আছে। অনুশীলন গুণে এ সকল বৃত্তির পরিণতি হয়। এই সকল বৃত্তির পরিণতি হইলেই ইহার পরিতৃপ্তি হয়।

আনন্দ। ইচ্ছা করিলে, কেহ যে এই সমস্ত বৃত্তির পরিণতি করিতে পারে, এমন বিশ্বাস আমার নাই। আপনার সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতির অর্থ এই হইতেছে যে, জ্ঞানে পাণ্ডিত্য, বিচারে দক্ষতা, কার্য্যে তৎপরতা, চিত্তে ধর্ম্মাত্মতা, এবং সুরসে রসিকতা, এই সকল হইলে, তবে মানসিক সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি হইবে। আবার তাহার উপর শারীরিক সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি আছে, অর্থাৎ শরীর বলিষ্ঠ, সুস্থ, এবং সর্ব্ববিধ শারীরিক ক্রিয়ায় সুদক্ষ হওয়া চাই। কৃষ্ণার্জ্জুন, শ্রীরাম, লক্ষ্মণ ভিন্ন আর যে কেহ এমন হইয়াছেন, তাহা আমার মনে পড়ে না।

দয়াল। যাহারা মনুষ্য জাতির মধ্যে উৎকৃষ্ট, তাহারা চেষ্টা করিলে যে, সম্পূর্ণরূপে মনুষ্যত্ব লাভ করিতে পারিবে না, এমত কথা স্বীকার করা যায় না। আমার এমনও ভরসা আছে, যুগান্তরে যখন মনুষ্যজাতি প্রকৃত উন্নতি প্রাপ্ত হইবে, তখন অনেক মানুষই এই আদর্শানুযায়ী হইবে। সংস্কৃত গ্রন্থে প্রাচীন ভারতবর্ষের ক্ষত্রিয় রাজাগণের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায়, সেই রাজাগণ সম্পূর্ণরূপে এইরূপ ছিলেন। সে বর্ণনা গুলি যে, অনেকটা লেখকদিগের কপোল কল্পিত তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এরূপ রাজগুণ বর্ণনা যে স্থলে সাধারণ, সে স্থলে ইহাই অনুমেয় যে, এইরূপ একটা আদর্শ সে কালের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়দিগের সম্মুখে ছিল। আজিও আছে—আমাদের দেব দেবী, এই আদর্শ। এই জন্যই সাকার উপাসনার প্রয়োজন,—যে শিশু ষোল আনা বুঝে না, সে টাকার মূল্য স্বরূপ চারিটি পয়সা লইয়াই সন্তুষ্ট হইতে পারে।

আনন্দ। বুঝিয়াছি—কিন্তু আর একটি

কথা। আপনি বলিলেন, পরের মনে দুঃখ দেওয়াই পাপ। জগতে যদি অধর্ম্ম থাকে, তবে সে পরের দীর্ঘ নিশ্বাস। আপনি আজি একি করিলেন?

দয়াল। কি করিলাম?

আনন্দ। বেহালচাঁদ ও প্রমদার মনে কি আপনি কষ্ট দেন নাই?

দয়াল। স্থূল দৃষ্টিতে দিয়াছি—ইহাতে তাহাদের আপাততঃ কষ্ট ও দুঃখ হইয়াছে, সন্দেহ নাই।

আনন্দ। আপনার কি তাহাতে অধর্ম্ম হয় নাই?

দয়াল। না।

আনন্দ। কেন? আপনি শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া না কি?

দয়াল। মূর্খ, তাহা নহে। আমি উহাদিগকে আপাততঃ যে দুঃখ দিলাম, ভবিষ্যতে উহারা তাহাতে প্রকৃত সুখ প্রাপ্ত হইবে। ধর্ম্মপথে প্রধাবিত হইবে। আর বেহালচাঁদের স্বভাব সিদ্ধ যে প্রবৃত্তি তাহারও চরিতার্থ হইবে, দেশের দুর্ব্বল প্রজাগণের দুঃখ দূর করিতে সক্ষম হইবে। মনে কর, একজন ভদ্রলোক বড় দুরবস্থায় পড়িয়াছেন, তবু তিনি তোমার বাড়িতে চাকরী স্বীকার করিতে পারেন না—বড় লজ্জা করে; আর তুমি যদি তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া দুটা ধমক দিয়া দপ্তর খানায় বসাইয়া দাও, তবে সে পীড়নে তোমার পাপ কি পুণ্য হইবে? তাঁহার বাড়ির লোক না খাইতে পাইয়া মারা যাইতেছিলেন, তোমার এই ধমকে তাঁহার উপকারই হইল।

আনন্দ। সে কাজে হয় ত তিনি কেবল লজ্জার খাতিরে আসিতে চাহিতেছিলেন না,—নতুবা তেমন একটা কাজের জন্য হয় ত তখন তাঁহার বড় ইচ্ছা হইতেছিল,—কিন্তু আমার যে কাজে আদৌ ইচ্ছা নাই, বরং বিরক্তিই আছে, সে কাজ আমার পক্ষে পরম মঙ্গলকর হইলেও আমার প্রতি বল প্রয়োগ করিয়া সে কাজে প্রবৃত্ত করিবার অধিকার কাহারও নাই।

দয়াল। কথাটা ঠিক্, কিন্তু সকল সময় খাটে না। যে রোগীর রোগ প্রভাবে প্রাণ যায়, কিন্তু রোগীর স্বভাব-সুলভ ঔষধে বিরাগ বশতঃ সে ঔষধ খাইবে না, তাহাকে বলপূর্ব্বক ঔষধ খাওয়াইতে চিকিৎসকের এবং বন্ধুবর্গের অধিকার আছে। ছেলে লেখাপড়া শিখিবে না, জোর করিয়া লেখা পড়া শিখাইবার অধিকার শিক্ষকও পিতা মাতা প্রভৃতির আছে। শিষ্য ধর্ম্মপথে চলিবে না, তাহাকে জোর করিয়া ধর্ম্মের দিকে লইয়া যাইবার ক্ষমতা গুরুর আছে। অপ্রাপ্ত বয়ঃ কুমার বা কুমারী যদি কেবল মুখ দেখিয়া ভুলিয়া অনুচিত বিবাহে উদ্যত হয়, বল পূর্ব্বক তাহাকে নিবৃত্ত করিতে কি পিতা মাতার অধিকার নাই?

আনন্দ। বুঝিলাম—কিন্তু আর একটি কথা। ভাল আপনি যেন তাহাদিগের মঙ্গল কামনাতেই একার্য্য করিলেন,—কিন্তু তাহাদিগের মনে ঐরূপ একটা বহ্নি না জ্বালিয়া উপায়ান্তর অবলম্বন করিলেন না কেন? তাহাদিগের উভয়ের সম্মতিতে বেহালচাঁদ আমাদের সঙ্গে গেলেই পারিত।

দয়াল। তাহা হইত না, এখন যেরূপ

সে কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে—তখন তাহা পারিত না। তাহার প্রাণের একটা প্রবল টান, প্রমদার উপর থাকিত।

আনন্দ। তবেই আপনার কার্য্য সিদ্ধ জন্য তাহার উপর এ অন্যায় আপনি করিয়াছেন।

দয়াল। কিছু না—ইহাতে তাহাদিগের বৃত্তির উন্নতিই হইবে। কষ্ট সহিষ্ণুতা শিক্ষা হইবে। এরূপ কাজে পাপ হয় না—এখন তুমি দেখ, রাত্রি কত?

আনন্দচাঁদ উঠিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন,

"রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর অতীত।"

আনন্দচাঁদ এই কথা বলিলে, দয়ালচাঁদ উঠিয়া শিঙ্গারব করিলেন। আর তাঁহার শিঙ্গাধ্বনি দিগন্তে বিলীন না হইতেই বনান্তরাল হইতে সহস্র কণ্ঠ সমুত্থিত স্বর উঠিল—

হরে হরে মুরারে দৈত্যকুল নাশনং
হরে হরে মুরারে শিষ্টকুল পালনং
হরে হরে মুরারে সত্যধর্ম্ম স্থাপনং
হরে হরে মুরারে বেদ উদ্ধারণং
হরে হরে মুরারে বলং দেহি হৃদয়ে
পৃথিবী উদ্ধারি নাথ সত্যধর্ম্মং স্থাপিয়ে।

দেখিতে দেখিতে প্রায় সহস্রজন বৈষ্ণব সৈন্য আসিয়া দয়ালচাঁদ ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইল। তখন তাঁহারা সকলে একত্রিত হইয়া রূপনগর যাত্রা করিলেন। বেহালচাঁদ তাঁহাদের অগ্রনী হইয়া সেই সঙ্গে গমন করিলেন।

নিশিথ সঙ্গীত।

"I arise from dreams of Thee
in the first sweet sleep of night,
when the winds are breathin low
And the stars are shining bright."

P. B. Shelley.

নিবিড় যামিনী——
নীরব সুষুপ্তধরা, বিরাম মাধুরী ভরা,
অলসে মৃদুল বায়ু বহিছে কেবল—
নিদ্রার মাদকতানে, জগতের ক্লান্ত প্রাণে
মিশাইয়া মোহময় সঙ্গীত কোমল।

প্রকৃতি সুন্দরী——
নিশীথ-বসন দিয়া, চারু মুখ আবরিয়া
সসুধা জননী কোলে ঘুমে অচেতন,
নিরমল নীলাকাশে, তারকা-কুসুম তাসে
নিশার আঁধারে সুখে হইয়া মগন।

নিস্তব্ধ আঁধার——
বিরাজিছে সর্ব্বঠাঁই, একটি শবদ নাই,
সুখের স্বপন মৃদু; নীরবে হাসিয়া
বিরহীর প্রাণে প্রাণে কহিতেছে সঙ্গোপনে
মিলনের ইতিহাস, আনন্দ ঢালিয়া।

সে মোহ স্বপনে——
জাগিল প্রবাসী হিয়া প্রাণের ভিতর দিয়া
ব'য়ে গেল যুগান্তর, ক্ষণেক মিলনে,—
প্রেমের পরশভরে ব্যবধান গেল সরে
অনুভবে, স্বর্গ শোভা প্রিয় আলিঙ্গনে।

এ হেন নিশায়——
আধ আধ নিদ্রাঘোরে, ঘারেক বিস্মৃতি তরে
আমিও ছিলাম শূন্য অশান্তি-শয্যায়,
কিবা স্বর প্রাণে আসি, সহসা মিশিল হাসি,
চমকি ভাঙ্গিল নিদ্রা, চাহিলাম হায়!

শুনিলাম দূরে——
মধুর মধুর তান, আকুল করিল প্রাণ,
সহিল না চিত্তে আর, বাতায়নে আসি-
দাঁড়ালাম ধীরে ধীরে, অভাবে লোচন-নীরে
প্রকাশিল হৃদি যেন, শোক জ্বালা নাশি,

রহিলাম চাহি——
শূন্য নীলাম্বর গায়, সে গীত ভাসিল হায়!
আমার জীবন, মন, পাগল করিয়া
স্বর-সুধা মনোহর, হ'য়ে গেল রূপান্তর,
শোভিল আকাশ-পটে শরীরী হইয়া।

প্রদীপ্ত সুন্দর——
আঁধার অম্বর শিরে, প্রাণের মূরতি ধীরে
জ্বলিতে লাগিল, শূন্যে প্রীতি বরষিয়া,
রূপের প্রবাহে মম, দূর করি দুঃখতম,
হাসাইল প্রতিবিম্ব সচকিত হিয়া।

আনন্দ উচ্ছ্বাসে——
ভেসে গেল হৃদিতল, ভেসে গেল মর্ম্মস্থল,
কাঁপিল শোণিত-বিন্দু শিরায় শিরায়,
হৃদয়ে আঁধার ঘোর, ঘুরিল মস্তক মোর,
বাহু প্রসারিনু মোহে ধরিতে তাহায়।

নয়ন আপনি——
মুদিত হইল যেই, আবার সঙ্গীত সেই
পশিল শ্রবণে, চিত্ত প্লাবিত করিয়া;
বুঝিল তখন প্রাণে, নিশীথ-সঙ্গীত তানে
তাঁর মধুময় কণ্ঠ, ঝরিছে মোহিয়া।

তাইতে আমার——
ভাঙ্গিয়াছে ঘুম ঘোর, অন্তর হ'য়েছে ভোর
পান করি স্বর সেই অমর-সঙ্গীত,
পার্থিব সঙ্গীতে হেন, উন্মাদ হইবে কেন
মিলন-বিমুগ্ধ মম পূর্ণিত-এ চিত।

মায়ার মূরতি——
হৃদয়-মাঝার দিয়া প্রতিবিম্বে প্রকাশিয়া
মূর্ত্তিময় করিয়াছে জগৎ আমার,
আঁখি মেলি যেই চাই, তাহাই দেখিতে পাই
মুদিলে নয়ন, কর্ণে সঙ্গীত আবার।

দৃষ্টিতে সতত——
সেই সে আকৃতি ভাসে, তরল সৌন্দর্য্য হাসে
জীবনের চারি ধারে, প্রিয়কণ্ঠ তার
শ্রবণে সঙ্গীত সম, আত্মায় মিশিয়া মম
প্রীতির প্লাবনে মুগ্ধ করে বার বার।

সেই সে সঙ্গীত——
নিশীথ-গগনে আজি, শরীরী কিরণে সাজি
ভাতিছে জীবন্ত তানে, দৃষ্টিতে আবার,
শ্রবণে ললিত-গীত, প্রতিধ্বনি পুলকিত,
হৃদয়ে হৃদয়ে পশে করিয়া ঝঙ্কার।

এ বিশ্ব-সংসারে——
নয়নের সুখকর, প্রিয়মূর্ত্তি, সুধা-স্বর
শ্রবণে আনন্দ: প্রাণে দুই এক হ'য়ে
মিশে যায়, সুখী সেই, হৃদয়ে শূন্যতা নেই,
পরিপূর্ণ চির দিন একত্বার ল'য়ে।

আবার আবার——
ওই সে সঙ্গীত হাসে, হৃদয়ের চারি পাশে,
পরশে মিলন হবে তার শোভা রাশি,
ছুঁইলে মানব-করে, দেব ভাব যাবে স'রে,
আতঙ্কে স্পর্শিতে নারি স্বর্গীয় ও হাসি।

নিশীথ-সঙ্গীত——
শ্রবণে ব্যাকুল হ'য়ে, বাতায়নে দাঁড়াইয়ে
হেরিলাম কিবা দৃশ্য কহিব কেমনে,
ভাষা নাই প্রকাশিত, যে মাধুরী আছে চিতে,
জাগি জাগি, ঘুমে ঘুমে দেখি নিশি দিনে।

সঙ্গীত মধুর——
নিশার সহিত মিশি, পূর্ব্বদিকে পর কাশি
প্রভাত হইল যেই, অরুণ কিরণে
দেখিলাম পুনর্ব্বার, প্রকৃতির কণ্ঠহার
সে গীত মোহন, ধীরে মিশিল জীবনে।

তখন পুলকে——
ভক্তি-ভরে ভূমিতলে বসিয়া, নয়ন জলে
পূজিলাম শান্তমনে, অনন্ত ঈশ্বরে,
করুণার কণা যাঁর ভালবাসা, শান্তিধার
দিয়াছে অনন্ত সুখ মানব-অন্তরে।

শ্রীনিত্যকৃষ্ণ ঘোষ M. A. B. L.

—•—

মেঘদূত।

—:০:০:—

শব্দায়ন্তে মধুরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্য্যমানাঃ
সংসক্তাভিস্ত্রিপুর বিজয়ো গীয়তে কিন্নরীভিঃ।
নির্হ্রাদস্তে মুরজ ইব চেৎ কন্দরেষু ধ্বনিঃ স্যাৎ
সঙ্গীতার্থো ননু পশুপতেস্তত্র ভাবী সমগ্রঃ॥৫৮

প্রালেয়াদ্রেরুপতটমতিক্রম্য তাংস্তান্ বিশেষান্
হংস দ্বারং ভৃগুপতিযশো বর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্।
তেনোদীচীং দিশমনু সরেস্তির্য্য গায়ামশোভী
শ্যামঃ পাদো বলি-নিয়মনাভ্যুদ্যত স্যেব বিষ্ণোঃ॥৫৯

গত্বা চোর্দ্ধং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিত প্রস্থসন্ধেঃ
কৈলাসস্য ত্রিদশবণিতা দর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদবিশদৈর্য্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিন মিব ত্র্যম্বকস্যাট্ট হাসঃ॥৬০

উৎপশ্যামি ত্বয়ি তটগতে স্নিগ্ধ ভিন্নাঞ্জনাভে
সদ্যঃ কৃত্ত দ্বিরদ-দশনচ্ছেদ গৌরস্য তস্য।
শোভামদ্রেঃ স্তিমিত নয়ন প্রেক্ষনীয়াং ভবিত্রী-
মংসন্যস্তে সতি হলভৃতো মেচকে বাসসীব॥৬১

হিত্বা তস্মিন্ ভুজগবলয়ং শম্ভুনা দত্ত হস্তা
ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিচরেৎ পাদ চারেণ গৌরী।
ভঙ্গী ভক্ত্যা বিরচিত বপুঃ স্তম্ভিতান্তর্জলৌঘঃ
সোপানত্বং কুরু মণি তটারোহণায়াগ্রযায়ী॥৬২

তত্রাবশ্যং বলয় কুলীশোদ্ঘট্টনোদ্গীর্ণতোয়ং
নেষ্যান্তি ত্বাং সুর-যুবতয়ো যন্ত্রধারা গৃহত্বম্।
তাভ্যো মোক্ষস্তব যদি সখে ঘর্ম্ম লব্ধস্য ন স্যাৎ
ক্রীড়া লোলাঃ শ্রবণ পরুষৈর্গর্জ্জিতৈর্ভীষয়েস্তাঃ॥৬৩

হেমাম্ভোজ প্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানং
কুর্ব্বন্ কামং ক্ষণ মুখপট প্রীতি ঐরাবতস্য।
ধুন্বন্ কল্পদ্রুম কিশলয়ান্যংশুকানীব বাতৈ-
র্নানাচেষ্টৈর্জ্জলদ ললিতৈর্নির্বিশেস্তং নগেন্দ্রম্॥৬৪

তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্ত গঙ্গাদুকূলাং
ন ত্বং দৃষ্টা ন পুন রলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিন্।
যা বঃ কালে বহতি সলিলোদ্গার মুচ্চৈ র্বিমানা
মুক্তাজাল গ্রথিতমলকং কামিনী বাভ্রবৃন্দম্॥৬৫

ইতি শ্রীমহাকবি কালিদাস কৃতে মেঘদূতে

পূর্ব্ব মেঘঃ।

অনুবাদ।—হে জলদ! এই স্থানে বেণু বিশেষ, বায়ু দ্বারা পূরিত হইয়া বংশীর ন্যায় সুমধুর ধ্বনি করিয়া থাকে। কিন্নরীগণও এই স্থানে সমাবেত হইয়া মধুরস্বরে ত্রিপুর-বিজয় বিষয়ক গান করে। তাহার সহিত তোমার গর্জ্জন যদি কন্দর সমূহে প্রতিধ্বনিত হইয়া মুরজের ন্যায় শব্দায়মান হয়, তাহা হইলে ভগবান ভবানীপতির নিকট সঙ্গীতের সমুদায় অঙ্গ সম্পূর্ণ হইবে। হে বারিবহ! এই প্রকারে হিমাগিরির সমীপস্থ সেই সেই বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান অতিক্রম করত পরশুরামের অদ্ভুত কীর্ত্তি স্বরূপ ক্রৌঞ্চ রন্ধ্রে উপনীত হইবে। হংসগণ এই রন্ধ্র দিয়া মানস সরোবরে গমন করে বলিয়া উহা হংসদ্বার নামেও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বলি-বন্ধনে সমুদ্যত ত্রিবিক্রম বিষ্ণুর শ্যামবর্ণ চরণের ন্যায় তুমি এই স্থানে তির্য্যগ্‌ভাবে আয়ত হইয়া ঐ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রে প্রবেশ করত উত্তর দিকে গমন করিবে। পরে তুমি ক্রৌঞ্চরন্ধ্র হইতে বহির্গত হইয়া কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ গমন করত সুরবালাগণের দর্পণ স্বরূপ সুনির্ম্মল স্ফটিক মণিময় কৈলাস গিরিতে উপনীত হইবে। এক সময় রাক্ষসরাজ দশানন নিজ বাহুবলে তাহার প্রস্থসন্ধি বিশ্লিষ্ট করিয়াছিল। এই কৈলাস গিরির কুমুদ-বিশদ উচ্চ শৃঙ্গ সমূহ দ্বারা আকাশ মণ্ডল পরিব্যপ্ত রহিয়াছে। দেখিলে বোধ হয়, যেন ভবানীপতির প্রতিদিনের অট্টহাস্য একত্র রাশীকৃত হইয়া রহিয়াছে। তুমি মর্দ্দিত স্নিগ্ধ অঞ্জনের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ। কৈলাসও সদ্য বিদারিত দ্বিরদরদের ন্যায় গৌরবর্ণ। আমি দেখিতেছি, তুমি যখন কৈলাস শিখর-তটে উপস্থিত হইবে, তখন হলধরের স্কন্ধে শ্যামলবর্ণ বস্ত্র বিন্যস্ত হইলে যেরূপ শোভা হয়, সেই প্রকার স্থির নয়ন প্রেক্ষনীয় অদৃষ্ট পূর্ব্ব শোভা ধারণ করিবে, সন্দেহ নাই। হে জলদ! সেই সময় ভগবান পশুপতি ভুজগ-বলয় উন্মোচন করত যদি ভবানীর হস্তে হস্তার্পণ করেন, এবং ভবানীও যদি তাঁহার করগ্রহণ করত সেই ক্রীড়া পর্ব্বতে পাদচারে বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তুমি অগ্রসর হইয়া অভ্যন্তরে জলস্তম্ভন করত ভঙ্গীক্রমে সোপানানুরূপ নিজ দেহ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদের মণিতটারোহণার্থ সোপান স্বরূপ হইবে। এই স্থানে ক্রীড়াকৌতুক-লালসা সুরবালাগণ, কঙ্কনাগ্র দ্বারা উদ্ঘাটন করত তোমার জলধারা উদ্গীর্ণ করিয়া তোমাকে কৃত্রিম যন্ত্রধারা গৃহস্বরূপ করিয়া তুলিবে, সন্দেহ নাই। গ্রীষ্মকালে তোমাকে পাইয়া তাহারা যদি সহজে ছাড়িয়া না দেয়, তাহা হইলে শ্রবণ-কঠোর ভীষণতর গর্জ্জন দ্বারা তাহাদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিবে।

হে মেঘ! তুমি সুবর্ণ-পঙ্কজের আকর মানস-সরোবরে জল লইয়া কিয়ৎকাল ঐরাবত নামক মহাগজের মুখ আবরণ দ্বারা মুখপট প্রীতি উৎপাদন করিবে, এবং সুশীতল সমীরণ দ্বারা কল্পতরু নিকরের অংশুক কল্প কিসলয় বিকম্পিত করিতে থাকিবে। এই প্রকারে তুমি বহুবিধ ক্রীড়া বিহারাদি দ্বারা স্বেচ্ছানুসারে সেই শৈল-রাজকে উপভোগ করিবে। হে স্বেচ্ছাবিহারিন্! প্রণয়ীর উৎসঙ্গ বর্ত্তিনী প্রণয়িনীর ন্যায় কৈলাস গিরির উৎসঙ্গস্থিতা স্রংসগঙ্গা দুকূলা অলকা-পুরী দেখিয়া তুমি চিনিতে না পারিবে, এমন নহে। রমণী যে প্রকার মুক্তাজল গ্রথিত অলকাবলী ধারণ করে, সপ্ত ভূমিক-ভবন-রাজি মণ্ডিত এই অলকাপুরীও তদ্রূপ তোমার অভ্যুদয়কালে সলিলোদ্গার-সম্পন্ন পয়োধর বৃন্দ ধারণ করিয়া থাকে।

ইতি শ্রীমহাকবি কালিদাস কৃত মেঘদূতের
পূর্ব্ব মেঘানুবাদ।

প্রেম কুঞ্জ।

—:০:():০:—

এ জগতীতলে এমন অনেকে আছেন, যাঁহারা প্রেমের নাম শুনিলেই চটিয়া যান,—প্রেমের সহিত যেন তাঁহাদিগের ভাসুর ভাদ্রবৌ সম্পর্ক। যেন কথাটা কানে গেলেও তাঁহাদিগের মহা-পাতক হইবে—তাঁহাদিগের এ ধারণাটা নিশ্চয়। কিন্তু তাঁহারা জানেন না যে, এ প্রেময়ের রাজ্যে প্রেম-কুঞ্জ ভিন্ন কাহারও শান্তি লাভের উপায় নাই।

এই জগতীতলস্থ প্রত্যেক পদার্থের দিকে চাহিয়া দেখ, কেবলি প্রেমের খেলা, প্রেমের লীলা—প্রাণে প্রাণে মিশামিশি।

তুমি বৈজ্ঞানিক—তুমি মৃদু মৃদু হাসিতেছ, বলিতেছ, কাল্পনিক কবিরা অমন বলে। কিন্তু বিজ্ঞানে প্রেম টিঁকে না—প্রেম কোথায়ও নাই। চুম্বকের দিকে যে লৌহ আকৃষ্ট হয়, গাছের উপর যে জল পড়ে,রমণীর দিকে যে,পুরুষ ধাবিত হয়—উহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনিবে? অনেক শুনিয়াছি,* কাব্য বিজ্ঞানে প্রেমের সমালোচনা ও করিয়াছি। বিজ্ঞানে ও কাব্যে প্রেমের সমালোচনা ও একত্রীভূত ভাব না করিয়া দেখিতে পাইলে, প্রেমের মধুরতা, সুন্দরতা, সেই ভাবোন্মেষ পূর্ণ ছবি হৃদয়-মাঝারে পূর্ণ ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় না। বিজ্ঞানে নিশ্চয় সত্যকে দেখায়—আর কাব্যত একটি মহান্ উদ্যান। ইহাতে চির বসন্ত বিরাজিত,—ইহা কোকিল কূজনে ও পাপিয়ার আকাশ ভেদী রবে পরিপূর্ণ,—পবন মৃদু মধুর সমীরণটি এইখানে ঢালিয়া দেয়, এখানে সরসিতে কমল ফোটে—হেলে দুলে মরাল ভাসে, ভোমরা করে মধুপান। এখানে লতায় গাছে জড়াজড়ি, চাঁদে করে সুধা দান। এখানে তরঙ্গে নদী কত নাচে, ডেকে

---

* । অতি শীঘ্রই বিজ্ঞান ও কাব্যের সমালোচনা পূর্ণ প্রেমের বিকাশ নামক পুস্তক আমাদের এখান হইতে বাহির হইবে।—প্রকাশক।

ফুলে বিলায় মধু। এখানে তরুশিরে জোনাকী জলে, তারাগণে দেখে তাই। এখানে যুবক যত প্রজাপতি,—নারী জাতি পদ্মফুল। এখানে প্রেম তাহার মধু টুকু—মানবে আকুল।

কিন্তু অনেকে আছেন,—যাঁরা বিজ্ঞানেরও ধার ধারেন না, কাব্যেরও আস্বাদ বুঝেন না। তবু তাঁহারা প্রেমের মধুরতা, প্রেমের কোমলতা, প্রেমের আধ ঘুমন্ত—আধ সজীব ভাব কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহাদের হৃদয়ে প্রেমের কোমলতা, প্রেমের প্রাণহারী, প্রেমের সে নীরব বসন্ত প্রবেশ করে নাই। তাঁহারা বুঝেন না যে,—এ বিশ্ব সংসারের প্রেম লইয়া ক্রীড়া।

দেখ, দেখ—চাহিয়া দেখ, গাছের গায়ে কেমন লতিকা সুন্দরী জড়াইয়া উঠিতেছে। ঐ দেখ, ফুল ফুটিয়া প্রেম-ভরে কেমন আধ আধ হাসি হাসিতেছে। ঐ শুন, কোকিলের প্রেম-কণ্ঠ বিনিঃসৃত সংগীত শুনিয়া জগতের রোমাঞ্চ হইতেছে। এ জগতের—প্রেমময়ের এ প্রেমরাজ্যে চারিদিকেই প্রেমের খেলা। প্রেম ভিন্ন এজগৎ শুষ্ক, নিরানন্দ, কঠোর অবিশ্বাসী। যিনি প্রেম কি তাহা না জানেন, প্রেম কেমনে হয়, প্রেমের উদ্দেশ্য কি—প্রেম কোথা দিয়া কমনে জন্মে, যে প্রেমে চৈতন্য উন্মত্ত, যীশু খৃষ্ট পাগলপরা, শাক্য সিংহ আত্ম হারা। যে প্রেমের পূর্ণ মূর্ত্তি বৃন্দাবনেশ্বর রসিক রাস শেখর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। যে প্রেমের পূর্ণ সাধিকা সৌন্দর্য্যময়ী,—শ্রীমতী রাধিকা। সে প্রেম কি, সে প্রেম কেমনে লাভ করিতে পারা যায়,—কেমনে এ শুষ্ক, কঠোর প্রাণে রস সঞ্চার হয়, তাহা বুঝিতে পারিলাম না তবে আমাতে ও পশুতে প্রভেদ কি রহিল ভাই?

অনেক ধার্ম্মিক হাসিবেন,—ধর্ম্মের সহিত প্রেমের সম্বন্ধ! স্ত্রী পুরুষের ভালবাসা—আর ধর্ম্ম! কি ভয়ানক কথা! ভয়ানক নহে,—সঠিক মধুর বাক্য। প্রেমের মহত্ব না বুঝিলে, আত্মায় আত্মায় মিশাইতে না পারিলে,—কেমনে সেই পরমাত্মায় সংমিশ্রিত হইবে? আমরা ক্ষুদ্র জ্যোতিঃ—আর জগজ্জ্যোতিঃ জগদীশ্বর অনন্ত জ্যোতিঃ—তিনি সমস্ত জগতের অবভাসক। তাঁহার সহিত যখন আমি মিশিতে পারিব, তখনই আমার মোক্ষ হইবে। ক্ষুদ্রের সঙ্গে আগে মিশ,—তার পরে, অনন্তে পাইব। তোমার হৃদয়ে দয়া আছে—অপ্রকাশিত, দয়াবৃত্তির পরিচালনা কর—স্ফূর্ত্তি বা পরিণত হউক, তোমার দয়ারধারে অনেকে শান্তি পাইবে। প্রেমের মধুরতা বুঝিয়া লও—প্রেমময়ের দিকে অগ্রসর হইতে পারিবে। কিন্তু তোমার বুঝিতে হইবে, প্রেম কেন হয়? প্রেম কি, প্রেমের দিকে চিত্ত এত প্রধাবিত হয় কেন, আত্মা কি—রমণীর সহিত আমাদের সম্বন্ধ কি,—তাহার শরীরস্থ কোন কোন্ পদার্থের সহিত আমাদের এত টান। প্রেমের কাব্য বিজ্ঞানে এ সকল ভাল করিয়া বিশদভাবে বুঝিয়া লও—অনন্ত সুখ পাইবে, দেখিবে তোমার হৃদয় নব জীবন লাভ করিয়াছে। তোমার শুষ্ক কঠোর হৃদয়ে, রসে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে।

প্রেমের কথা বলিতে গিয়া রমণীর কথা? কি সর্ব্বনাশ, একে মনসা তাহে আবার ধুনার গন্ধ! কিন্তু প্রেম-সরোবরে রমণী পদ্ম ফুল; রমণীর প্রেমের মত এমন সুস্নিগ্ধ নিঃস্বার্থ প্রেম জগতে আর কোথাও নাই। আর ঐ দেখ, যৌবনের

সহচারিণী রমণীর প্রতি চাহিয়া দেখ;—দেখিবে রমণী প্রেমে বিভোর—আপনার প্রেমে আপনি বিভোর। প্রতি-প্রেম নাই—তবু রমণী আপন প্রেমে আপনি বিভোর। রমণী দেখাইতেছে ভালবাসাই যেন তাহার জীবনের সার ব্রত,—সংসারে একমাত্র কর্ত্তব্য বিধাতা যেন, শুধু প্রেম বিলাইবার জন্য, ভালবাসিবার জন্যই রমণী হৃদয়ের সৃষ্টি করিয়াছেন। সংসারে যদি কিছু সুখের সামগ্রী থাকে, প্রাণ মাতাইবার যদি কোন মোহন মন্ত্র থাকে, সংসারের কণ্টকময় পথ মসৃন করিবার যদি কোন উপায় থাকে—তবে তাহা সমস্তই স্ত্রীর প্রেমে সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। প্রণয়িণীর প্রেমের ন্যায় অমন হৃদয়োন্মত্তকারী বস্তু সংসারে আর কি আছে? যে ব্যক্তি এই প্রেম অনুভব করিতে পারে নাই,—যাহার ভাগ্যে এই প্রেম লাভ ঘটিয়া উঠে নাই, সংসারে সে বড় দুরদৃষ্ট। কি বলিয়া সে প্রেমের ব্যাখ্যা করিব, বুঝিয়া উঠিতে পারি না।

রমণীর ভালবাসা নিঃস্বার্থ। ভালবাসিয়া কিছু পাইব বলিয়া রমণী ভালবাসে না। রমণী প্রাণের আবেগে ভালবাসে—ভাল বাসিবার জন্যই ভালবাসে। এমন অপূর্ব্ব পদার্থ আর কোথাও কি খুঁজিয়া পাইবে? তাই রমণী দুর্ব্বল হইয়াও সবল পুরুষ জাতির উপর এত আধিপত্য বিস্তার করিয়া রহিয়াছে। সংসারে রমণী-রাজত্ব কে অস্বীকার করিবে? তুমি যতই হওনা কেন,—রমণীর নিকট তোমাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইবেই হইবে।—কিন্তু কেন হয়, রমণী কি—রমণীকে দেখিয়া আমরা আত্মহারা হই কেন? আমাদের হৃদয়ের বিদ্যুৎ এমন ভাবে স্ফুরিত হয় কেন? সিংহ সিংহিনীর নিকট মেষ শাবকের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়ায় কেন?—কোন্ পদার্থ বলে এ সকল হয়—এ কি তোমাদিগের জানা উচিত নহে? না জানিলে যে, তোমার শিক্ষার সম্পূর্ণতা হইবে না।

প্রেমভিন্ন জগৎ চলে না,—আত্মার উন্নতি হয় না, মানব মোক্ষলাভ করিতে পারে না,—আর যদি রমণীকে ভাল নাই বাসিলাম তবে আমারই বা রমণীর নিকট থাকা কেন? তাই বলি, আপনাকে—বা আপনার হৃদয়কে ভালবাসার একমাত্র ভিত্তি করিতে হইবে, তবে সমস্ত জগৎ আপনার ভিতরে আসিবে - আপনার উপর দাঁড়াইবে, নচেৎ নয়। নচেৎ আমার জগৎ খানিকটা বাহিরে গিয়া পড়িবে, আমার সহিত মিশিবে না। আর আমার জগতের খানিকটা যদি আমার সহিত না মিশে, তাহা হইলে আমার জগৎ এবং অস্তিত্ব দুই-ই অসম্পূর্ণ হইবে এবং আমার জগদীশ্বরের সহিত আমার মিশা হইবে না,—আমি ঈশ্বর ভ্রষ্ট পামর হইব।

স্ত্রী পুরুষের ভালবাসায় অতি ধীর ধীর—চক্ষুর পলক ফেলিতে ফেলিতে আত্মায় আত্মায় মিশিয়া যায়।* মিশিয়া এক আনায় দু' আনা হয়। ক্রমে ষোল আনার দিকে অগ্রসর হয়।

---

* কেন মিশে, কেমন করিয়া, কোন পদার্থের বলে এমন হয়—সে সকলের সমালোচনা করা, আমাদের এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। সে সকল বিষয় সবিস্তারে প্রেমেরবিকাশে লিখিত হইয়াছে।

এই ত গেল ধর্ম্মের কথা—ধর্ম্মই সুখের উপায়। প্রেমের মত সুখ, এমন আত্ম-বিভোরা সুখ কি আর আছে!

পূর্ব্বেই বলিয়াছি—বিজ্ঞানে প্রেমের সত্যতা স্থির করিয়া দেয়, আর কাব্যে প্রেম প্রস্ফুটিত করে—কি জানি প্রেমের কেমন ভাবোন্মেষ পূর্ণ আধ ঢ়ুলু ঢ়ুলু, আধ ঘুমন্ত ছবির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে। পশ্চিমের পিকবর কবিকুল চূড়ামণি সেক্সপিয়র কাব্যের ছত্রে ছত্রে এই প্রেম-সুধা বর্ষণ করিয়াছেন। ভারত-কবি-কুল-ভূষণ রসিক প্রবর কালিদাস প্রতি অক্ষরে মধুক্ষরণ করিয়াছেন, রস ছড়াইয়াছেন ও মধু বিলাইয়াছেন।—যেন প্রেমের পূর্ণ ছবি তাঁহার প্রতি অক্ষরে মাখান রহিয়াছে। আর বৈষ্ণব কবিগণ প্রেম-প্রস্রবণ অনন্তধারে ঢালিয়াছেন—এখানে দৃষ্টান্ত দেখাইবার স্থান নাই, নতুবা ভাল করিয়া দেখাইতাম—প্রেমে কত মধুরতা আছে। সামান্য একটু উদ্ধৃত করা গেল—

সেক্সপিয়র, রোমিও ও জুলিয়েটের দর্শন মাত্রেই তাহাদিগের উভয়ের মধ্যে প্রেমের একটা জ্বলন্ত বহ্নি জ্বালাইয়া দিলেন। কিন্তু জগতে এমন হয় নাই,—যে দুই হৃদয়ের প্রকৃত টান হইলে তাহা এক না হইয়াছে। উভয়ের দেখা সাক্ষাৎ হইল,—গোপণে বিবাহ হইল। কিন্তু বিধাতা বাদ সাধিলেন,—রাজা রোমিওকে ভেরোনা নগর হইতে নির্ব্বাসিত করিলেন। বাসর গৃহ হইতে—লুকান ফুল-শয্যা হইতে, রোমিও প্রিয়তমার নিকট বিদায় লইতেছেন। সে কি বিদায় দিতে পারে—সে ভোরও যে, তাঁহার নিকট ভোর বলিয়া বোধ হইতেছে না—প্রণয়ী প্রণয়িণীর সে সময়কার কথাটা শুনুন, প্রেমের কেমন মধুরতা—কেমন আত্মবিস্মৃতি কারী—কেমন ভাবোচ্ছ্বাসময়।

রোমিওর জুলিয়েটের সহিত সাক্ষাৎ হইল; সুখে দুঃখে সে রাত্রি কাটিয়া গেল। আর থাকিলে চলে না,—পূর্ব্বদিক রঞ্জিত করিয়া ঊষাদেবী ধীরে ধীরে পৃথিবীতে আগমন করিতেছেন, লার্ক পক্ষীগণ পঞ্চম তানে গান ধরিয়াছে। রোমিও আর থাকিতে পারেন না,—আর থাকিলে মৃত্যুকে ডাকিয়া আনয়ন করা হয়,—রোমিও বিদায় প্রার্থনা করিলেন। জুলিয়েটের ভ্রম হইল—প্রেমের ঘোরে সে দিবাকেও যামিনী ভাবিল,—বলিল,

"wilt thou be gone! it is not yet near day
it was the nightingale and not the Lark;
That Pierced the fearful hollow of thine ear;
Nightly sheng's on yon promigrate tree
Believe me, love it was the nightingale."

Romeo and Juliet.

এমন মধুর—এমন প্রাণস্পর্শী, এমন সুশীতল জাহ্নবী-নীর সমতুল্য ভাব আর কিসে হয়? মানুষ পরের জন্য এমনতর ভাব আর কিসে হয়? মহাকবি সেক্সপিয়রের আর একটি প্রাকৃতিক প্রেমের চিত্র দেখাইতেছি—এ প্রেম বিশ্বজনীন, ফলের মাঝে, ফুলের সুবাসে—ঊষার কিরণ চাঁদের বরণ—সকলেই এ প্রেমের খেলা—

"where the bee sucks, there suck I,
In a cowslip's bell I Lie;
There I couch when owls do cry.
On the bat's back I do fly

After summer merrily
Merrily, merrily, shall I live now
Under the blossom that hangs on the bough."

Tempest

এখন একবার কালিদাসের কাব্য-প্রেম দেখাইব—সে কি একটু দেখাইয়া তৃপ্তিলাভ করা যায়? তবু একটু উদ্ধৃত হইল। কুবেরের জনৈক অনুচর কর্ত্তব্য কার্য্যে অবহেলা করত, প্রভু-শাপে সমর্থ হীন হইয়া রাম গিরিতে বাস করিতেছিল। প্রিয়তমার সহিত বহুকাল বিচ্ছেদ এ যন্ত্রণা কেমন, তাহা প্রেমিক মাত্রেই জানেন। যক্ষ তাই—আত্মহারা, বাহ্যজ্ঞান বিরহিত। সচেতনপদার্থ জ্ঞানে, অচেতন মেঘকে প্রিয়তমার নিকট যাইতে বলিয়া, সে যাহা তাহার প্রণয়িণীর নিকট বলিবে,তাহাই বলিয়া দিতেছে,

"শ্যামাস্বঙ্গং চকিত হরিণী প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্তচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি॥

ত্বামালিখ্য প্রণয় কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া
মাত্মানাং তে চরণ পতিতং যাবদিচ্ছামি কর্ত্তুম্।
অস্রৈস্তাবম্মুরুপচিতে দৃষ্টি বা লুপ্যতে মে
ক্রূর স্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নো কৃতান্তঃ॥

ধারাসিক্ত স্থল সুরভিনঃ ত্বন্মুখস্যাস্য বালে
দূরীভূতং প্রতনুমপি মাং পঞ্চবাণঃ ক্ষিণোতি।
ঘর্ম্মান্তেঽস্মিন বিগণয় কথং বাসরাণি ব্রজেযু-
র্দিক্ সংসক্ত প্রচিৎত ঘনব্যস্ত সূর্য্যাতপানি॥

লব্ধায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্ন সন্দর্শনেষু।
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলী দেবতানাং
মুক্তাস্থূলাস্তরুকিশলয়েষশ্রু লেশাঃ পতন্তি॥

ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিশলয় পুটান্ দেবদারু দ্রুমানাং
যে তৎক্ষীর স্রুতিসুরভয়ো দক্ষিনেন প্রবৃত্তাঃ
আলিঙ্গন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রি বাতাঃ
পূর্ব্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভি স্তবেতি॥

সংক্ষিপ্যেত ক্ষীণ ইব কথং দীর্ঘযামা ত্রিযামা
সর্ব্বাবস্থ স্বহরপি কথং মন্দমন্দাতপং স্যাৎ।
ইত্থং চেত শ্চটুল নয়নে দুর্লভং প্রার্থনং মে
গাঢ়োষ্মাভিঃ কৃতমশরণং ত্বদ্বিয়োগ ব্যথাভিঃ॥"

মেঘদূত,—উত্তর মেঘ।

এমন প্রেম-কবিত্ব-মাধুরী রাখিয়া তোমার আত্মাকে আর কি সে পরিতৃপ্ত করিবে? প্রেমের মোহন মন্ত্রে বাঁধন না পড়িলে, এক আত্মার জন্য আর এক আত্মা কিজন্য এমন করিয়া কাঁদিত বল দেখি? প্রেম না হইলে, কেহ কাহারও দিকে চায় না। আর একটা প্রেমের চিত্র দেখাই—এ চিত্রকর বৈষ্ণব কবি মহামতি চণ্ডীদাস.—ইহার নায়ক পরম প্রেমিক শ্রীকৃষ্ণ, আর নায়িকা প্রেমমন্ত্র সাধিকা—প্রেমের পূর্ণ আদর্শনীয়া শ্রীমতী রাধিকা। শ্যাম আসবে ব'লে সারা নিশি, কুঞ্জকাননে রাধিকা সহচরীগণ সমভিব্যহারে বসিয়া আছেন। এমন আশা—নিরাশাতেও আশা, আর কিছুতেই নাই—সমস্ত নিশি গিয়াছে, কেবল আসে আসে করিয়া কাটাইয়াছেন। কিন্তু আর বুঝি আসে না—

"দুকান পাতিয়া ছিল এতক্ষণ,

পরভাত নিশি দেখিয়া অমনি
চমকি উঠিল রাই॥
পাতায় পাতায় পড়িছে শিশির,
সখীরে কহিছে ধনী।
বাহির হইয়া দেখলো সজনি,
বঁধুর শবদ শুনি॥
পুন কহে রাই, না আসিল বঁধু
মরমে রহল ব্যথা।
কি বুদ্ধি করিব? পাষাণে ধরিয়া
ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
ফুলের এ ডালা, ফুলের এ মালা,
শেজ বিছাইনু ফুলে।
সব হইল বাসি, আর কেন সই,
ভাসাগে যমুনা-জলে॥
কুঙ্কুম কস্তুরি, চুবক চন্দন,
লাগিছে গরল হেন।
তাম্বুলের রস, ফুলহার ফণি
দংশিছে হৃদয়ে যেন॥
সকল লইয়া যমুনায় ডার,
আরত না যায় দেখা।
ললাটের সিঁদুর মুছি কর দূর
নয়ন-কাজর রেখা॥
আর না রাখিব, এ ছার পরাণ
না যাব লোকের মাঝে।
থির হও রাই, চলু চণ্ডীদাস
আনিতে নিঠুর রাজে॥

প্রেমের মধুরতা—আত্ম-বিসর্জ্জনাকাশের প্রেমের ছবি এম্নিতর। তাই বলিতেছিলাম,—এমন মোহন, ধর্ম্ম কর্ম্মময়—সংসারের বন্ধনী, দরিদ্রের সম্বল, অশান্তির শান্তিনিকেতন প্রেমকুঞ্জের সুস্নিগ্ধ ছায়ায় যাঁহার হৃদয় না আশ্রিত হইয়াছে—তাঁহার মানব জন্মই বৃথা।

তবে কথা হইতেছে—মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া অল্প হউক, বিস্তর হউক, এ প্রেমের আস্বাদ না পাইয়াছেন, এমন লোকও প্রায় দেখা যায় না। তাহা যদি না পাইত, তবে এ জ্বালা যন্ত্রণাময় সংসার হইতে মানুষ কোন্ দিন, কোন্ বিজন-কাননে ছুটিয়া পলায়ন করিত। কিন্তু প্রেমের পূর্ণভাব, সেই আধ ঘুমন্ত, আধ বিস্মৃত ছবি—আর তার সঙ্গে বৈজ্ঞানিক ভাব—এ মধুরতা ভোগ অনেকের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। এতদিন সাধারণতঃ লোকের মুখে শুনিতাম,—প্রেম ইচ্ছা করিয়া লাভ করা যায় না। ইচ্ছা করিয়া, যত্ন করিয়া সসাগরা ধারত্রীর অধিপতি হওয়া যায়—কিন্তু ইচ্ছা করিয়া কেহ প্রেমিক হইতে পারে না। অন্যের হৃদয় কাড়িয়া লইতে পারে না, অন্যের ভালবাসা পাইতে পারে না। তখন শুনিতাম, প্রেম যেমন একটি দুর্বোধ্য রহস্য বা mystery, ইহার উৎপত্তিও তেমনি আকস্মিক এবং দুর্দ্দমনীয়। কিন্তু সে দিন এখন গিয়াছে—এখন প্রেমের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানের ভিতর আসিয়াছে, আর সেই সঙ্গে কাব্যের সম্মিলন হইয়াছে। প্রেম এখন মানুষের করতলস্থ—কাব্যের মধুরতার মত প্রেমের মধুরতা এখন প্রত্যেক মানুষই ইচ্ছা করিলে নিজ নিজ হৃদয়ে প্রবল প্রবাহিত করিতে পারেন। সমালোচকে সে সকল কথার আলোচনা করিবার স্থানাভাব, আর সংক্ষিপ্তালোচনায়ও সে সকল ব্যাপার সংসিদ্ধ হইতে পারে না। এ সকল বিষয় প্রেমের বিকাশে বিষদ করিয়া লিখিত হইবে।

প্রাপ্ত।

আর্য্য-কাহিনী।*

(প্রতাপ সিংহের জীবনী।)

"আনন্দেতে মেতে কাব্য রস পানে,
যদি কাটাইবে, ভেবেছ জীবনে,
কেন যাও তবে ভিন্ন জাতি স্থানে;
নাহি কি সুকাব্য ভারত ভবনে?"

* আজ এই উনবিংশ শতাব্দিতে শিক্ষিত বাঙ্গালী কেবল বৈদেশিক অনুকরণে মত্ত। স্কুলের বালক হইতে ঘরের গৃহিণী পর্য্যন্ত বৈদেশিক রীতিনীতির অনুকরণ করিয়া থাকেন; আদর্শ দেখাইতে হইলেই বিলাতের দোহাই। কিন্তু দেশে যে কত মহামূল্য জিনিস পতিত কে তাহার সন্ধান লয়? সকলেই বৈদেশিক শিক্ষা স্রোতে, বৈদেশিক হইয়া পড়েন, দেশের প্রতি মায়া মমতা কিছুই থাকে না। যাহাতে প্রাচীন আর্য্যদের বীরত্ব, সত্যনিষ্ঠ,আচার,ব্যবহার, কীর্ত্তি কলাপ প্রকাশ হয়, তজ্জন্য আমরা "আর্য্যকাহিনী" এই প্রবন্ধের অবতারণা করিলাম। ইহাতে প্রাচীন আর্য্য বীরদের জীবনী ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইবে। এই সমস্ত প্রবন্ধ 'সমালোচকে' লিখিব বলিয়া ভরসা করি, সমালোচকে স্থান পাইলে বাধিত হইব।—বিনীত লেখক।

যে সমস্ত বীর পুরুষ ভারতে জন্ম গ্রহণ করিয়া ভারত জননীর অঙ্ক শোভিত করিয়াছিলেন; যাঁহাদের বীরত্ব মহিমায়, যাঁহাদের মানসিক শক্তির প্রতাপে, মায়ের মুখ উজ্জ্বল ছিল। যাঁহাদের প্রবল প্রতাপে এ নশ্বর সংসারে অবিনশ্বর কীর্ত্তিকলাপ রহিয়াছে, সেই সমস্ত বীরগণ মধ্যে আর্য্য-কুল চুড়ামণি, রাজপুত-কুল-কেতন, মহাত্মা প্রতাপসিংহের জীবনী অদ্য আমরা এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে অবতারণা করিলাম।

প্রতাপের জীবনী লিখিবার পুর্ব্বে তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষদিগের একটুকু পরিচয় দেওয়া আবশুক বিবেচনায়, আভাষে তাঁহাদের একটু পরিচয় দিতেছি।

শিলাদিত্য নামক একজন প্রধান রাজপুত ইহাঁদের আদি পুরুষ। তিনি কোন যুদ্ধে হত হইলে, তাঁহার প্রমরা বংশীয়া স্ত্রী পুষ্পবতী অগ্নি কুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিবার সংকল্প করেন, কিন্তু তিনি গর্ভবতী থাকা প্রযুক্ত সেই ভীষণতর ইচ্ছা হইতে বিরত হন, এবং মালিয়া গিরির কোন নিভৃত গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া অচিরে একটী তনয় প্রসব করেন। তদনন্তর কমলাবতী নাম্নী জনৈক ব্রাহ্মণ বণিতার নিকট পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করিয়া অগ্নিকুণ্ডে ঝাপ দিয়া পতির পদানুসরণ করেন।

এই নবজাত শিশুর জন্ম গিরি গুহায় হইয়াছিল। বলিয়া কমলাবতী তাহার নাম "গোহে" রাখিলেন, সেই "গোহে" শব্দ হইতে "গিহ্লোট" শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

গিহ্লোট কুল চূড়ামণি বাপ্পারাও ৭২৮ খৃঃ চিতোরের সিংহাসনে আরোহণ করেন, বাপ্পা-

রাওয়ের পরে আরও কয়েকজন নৃপতি সিংহাসনে আরোহণ করেন, তাঁহাদের পতন হওয়ার পরে, মহাবীর সমরসিংহ চিতোরের সিংহাসনে আধরোহণ করেন। ১১৯৩ খ্রীঃ যখন দিল্লীশ্বর পৃথ্বিরাজের সহিত সাহা বুদ্দিন গোরীর যুদ্ধ হয়, সেই সময় মিবার রাজ সমরসিংহ অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক বহুল সবল সেনা নিপাত করত ক্ষত্রোচিত কার্য্য করিয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেন।

তৎপর যখন দিল্লীশ্বর মহম্মদ খিলিজী চিতোর আক্রমণ করেন, সেই সময় চিতোরাধিপতি হামির মামুদকে পরাস্ত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করতঃ ভারতবর্ষে সার্ব্বভৌম উপাধি প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।

১৫৬৮ খ্রীঃ যখন মোগল কুলতিলক আকবর চিতোর আক্রমণ করেন, সে সময় চিতোরের বীরপুরুষ ও বীর রমণীগণ স্বদেশ রক্ষার জন্ম বদ্ধ পরিকর। "স্বর্গাদপী গরিয়সী" জন্ম ভূমিকে শত্রু হস্ত হইতে রক্ষার জন্ম প্রাণ দিতে দণ্ডায়মান।

আ'জ এক ভীষণ দিন উপস্থিত হইয়াছে। আকবর সাহ চিতোর আক্রমণ করিয়াছেন। আ'জ চিতোর রক্ষা করে কে? রাজপুত কুল কলঙ্ক উদয় সিংহ প্রাণ ভয়ে গিরি গুহায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন; চিতোরের ভাগ্যে কি আছে বলিতে পারে কে? চিতোর নগরীকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া আ'জ কিনা সেই বাপ্পা রাওয়ের বংশোদ্ভব সংগ্রাম সিংহ ও হামিরের বংশোদ্ভব উদয় সিংহ মোগল ভয়ে পলায়িত। সিংহ শাবক হইয়া কিনা শৃগাল দর্শনে ভীত! যে স্থানের অবলাগণ বিপক্ষের আক্রমণে কোমল শরীরে লৌহবর্ম্ম ধারণ করত রণমত্ত হইয়া চণ্ডীবেশে অসংখ্য সৈন্য নিপাত পূর্ব্বক বীরত্বের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতেন, হায়! আজ সেই ক্ষত্র বংশোদ্ভব চিতোরবাসী সামান্য শত্রু ভয়ে ভীত? এ কি কম পরিতাপের কথা? তবে কি চিতোর আজ বীর শূন্য হইয়াছে? আজ কি কেহই "প্রাণাদপী গরীয়সী" জন্ম ভূমিকে দুরাত্মা বিধর্ম্মী যবনের হস্ত হইতে উদ্ধার করিতে পারে এমন কেহই নাই? সকলই কি উদয় সিংহের পথানুসরণ করিবে?—না কেন শত্রুর বিরুদ্ধে স্বদেশ রক্ষা করিতে দণ্ডায়মান হইবে না।

যাহার শরীরে বিন্দুমাত্রও রাজপুত শোণিত প্রবাহিত হয়, তাহারা সকলেই দেশ রক্ষার জন্ম দণ্ডায়মান হইবে। ঐ দেখ, মিবারের এই ঘোর দুর্দ্দিনে, প্রবল শত্রুর আক্রমণ সময়, কৈলোবার ও বিদোনোর পতি অলৌকিক সাহস পূর্ব্বক স্বদেশের স্বাধীনতার জন্ম রণবেশে মাতিয়া কত শত অরাতি নিধন পূর্ব্বক অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া রণশয্যায় শয়ন করিলেন। অহো! ইহাদের কি অসীম বীরত্ব! কি স্বদেশ ভালবাসা! আকবর ইহাদের বীরত্বে মোহিত হইয়াছিলেন, এবং নিজেও ইহাদের বীরত্ব কাহিনী জলন্ত অক্ষরে লিখিয়া গিয়াছেন।

আবার ঐ দেখ, জয়মল্ল অসাধারণ সাহস সহকারে বক্ষঃস্থল বাঁধিয়া সমর ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। জয়মল্ল ভীষণ বেগে যবন সৈন্য-দিগকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু অধিক কাল অরাতি নিধনে পারগ হইলেন না। অচিরে ইনি অন্যায় যুদ্ধে আকবর কর্ত্তৃক নিহত হই-

লেন। এটী আকবর চরিত্রের একটী দুরপনেয় কলঙ্ক মাত্র।

যবনগণ প্রবল বেগে দুর্গাভি মুখে ধাবিত হইতে লাগিল। আজ রাণা পলায়িত। এই দুর্দ্দিনে ঘোর অসময়ে কে চিতোর ভূমি রক্ষা করে। সেনাগণ কাহার উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া "স্বর্গাদপি গরীয়সী" জন্ম ভূমির জন্য প্রাণপণে রণ করিবে? আজ কি তবে চিতোরের স্বাধীনতা সূর্য্য চির কাল মতন অস্তাচল গুহায় অস্তমিত হইবে?

আজ রাজপুত সেনা, নেতা বিহিন হইয়া কিরাৎ বেষ্টিত মৃগের ন্যায় ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। ঐ দেখ, একটী বালক এই অসময়ে এই ঘোর বিপদে, রণমদে মত্ত হইয়া যবন সৈন্য নিপাত করিতেছে। বালকের বয়স মাত্র ষোড়শবর্ষ, এই অল্প বয়সে কমনীয় শরীরে লৌহবর্ম্ম পরিয়া কি প্রকার বীরত্ব সহকারে রণ কৌশল দেখাইয়া যবন সৈন্য নিধন করিতেছে। যবন সৈন্যগণ তাহার প্রতি ধাবমান হইতেছে, বালক অমিত তেজে সিংহের ন্যায় বিক্রম সহকারে মোগলদিগকে তাড়িত করিয়া দিতেছে। ঐ বালকটী কে? উহার নাম পুত্ত। পুত্ত একদল সৈন্য বিনাশ করিলেন। আকবর অন্য একদল সৈন্য লইয়া পুত্তের বিরুদ্ধে ধাবমান হইলেন। হঠাৎ তাহার সৈন্যগণ বাধাপ্রাপ্ত হইল। বেলা দ্বিপ্রহর হইয়াছে, সূর্য্যদেব আপন কিরণ পৃথিবীতে ছড়াইয়া সকলকে দগ্ধ করিতেছেন, এমন সময় কে গুলির উপর গুলির আঘাত করিয়া মোগল সৈন্যগণকে ব্যাকুলিত ও বিব্রত করিয়া তুলিল? আকবর দেখিলেন, তিনটী রাজপুত বিরাঙ্গনা গিরিবর্ত্ত আশ্রয় করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং পুত্ত আক্রমণকারী যবনগণের উপর অজস্র গোলা বরিষণ করিতেছে। বীরাঙ্গনাত্রয়ের মধ্যে একটী প্রৌঢ়া ও অপর দুইটী পূর্ণ যৌবন সম্পন্না, যেন নব প্রস্ফুটিত শতদল!

ক্রমশঃ।

সুখে দুঃখ।

—ঃ০ঃ০০ঃ০ঃ—

একদা নিদাঘ কালে নিশীথ সময়ে।
নিদাঘে তাপিত তনু শীতল কারণ
উপনীত রাজপথে আনন্দ হৃদয়ে
প্রকৃতির শোভা হেরি প্রফুল্লিত মন।

নির্ম্মল গগণ-মাঝে শশাঙ্ক উদয়
কৌমুদী বসনা ধরা তাহার প্রভাবে
নিদ্রাকুল পশু পক্ষী জীব সমুদয়
আহা কি মোহিনীরূপে চারিদিগে শোভে।

শ্যামল বিটপী দলে চন্দ্রমা কিরণ
সুবর্ণ বরণা লতা জড়িভূতা তায়
ইতস্ততঃ দুলে হায় মন্দ সমীরণে
লঙ্কাপতি অঙ্গমাঝে স্বর্ণমাল্য প্রায়।

কোথা বা কদম্ব বৃক্ষে কোকিল সকল
কুহু রবে সুশীতল করিল শ্রবণ
কোথায় রজনীগন্ধা অতি সুবিমল
গন্ধ পেয়ে অন্ধ অলি করে গুণ গুণ।

চকোর চকোরী সহ আনন্দিত মন
সুধা হেতু উর্দ্ধ মুখে রাহু শূন্য পথে
পূর্ণচন্দ্র রূপরাশী করে নিরীক্ষণ
হেরিয়া প্রফুল্ল নেত্র হইল ক্রমেতে।

পেচক কর্কশ স্বরে বরিষে গরল
যার নেত্রে সহ্য নাহি হয় সৌর-কর
তাহার হৃদয়ে সহে রজনী নির্ম্মল ?
আঁধার বাসনা তার হয় নিরন্তর।

কুমুদিনী প্রফুল্লিতা কান্ত দরশনে—
ম্লান মুখী কমলিনী হায় রে! যেমতি
বিরহিণী ব্রজেশ্বরী পীতাম্বর বিনে
কিম্বা রঘুপতি বিনে যথা সীতাসতী।

স্বনিছে পবন দূরে রহিয়া রহিয়া
ক্ষুদ্র স্রোতে তরঙ্গিণী বহে ধীরে ধীরে
আনন্দিত মন প্রাণ সে শোভা হেরিয়া
নাহিক বাসনা আর যাইতে মন্দিরে।

হেনকালে অকস্মাৎ জল ধরগণ
আঁধারিল দশদিশি সরোষ গর্জ্জনে
ঢাকিল নক্ষত্র কর গগণ প্রাঙ্গন
বিদ্যুত নিস্বন তাহে হয় ক্ষণে ক্ষণে।

আহা কি আশ্চর্য্য তায় শোভার ভাণ্ডার
কিঞ্চিত বর্ণনা মাত্র সংক্ষেপ বচনে;
করে যথা শ্যাম বামে শোভা শ্রীরাধার
সখীসহ গোপীশ্বরী নিকুঞ্জ কাননে।

অদৃশ্য হইল ধরা বারি বরিষণে
স্বন স্বন রবে সদা বর্ষে শতধারে
উল্লাসিত মহীরুহ তাহা পরশনে
সুশীতল ধরাতল সুলিল সঞ্চারে।

হায় রে চকোর তায় দুঃখিত অন্তর
সুধাংশুর সুধা অংশু না হেরি নয়নে
করিল বিস্তর দুঃখ কহিতে বিস্তর
বিস্ফুরিত ওষ্ঠাধর অশ্রু বরিষণে।

কি দোষে হইনু দোষী তোমার চরণে
তাই মোরে হেন মতে করিলা দুঃখিত
না হইল দয়া কিহে হেরি অভাজনে
পূর্ণচন্দ্র সুধাপানে করিলে বঞ্চিত।

চিরদিন নহে নাথ মাসান্তে কেবল
তাহাতে আপনি মোরে হইয়া নিষ্ঠুর
দহিলে জীবন মন বরষি অনল
দয়া কি হল না ওহে বিনয় বিধুর।

হায় নাথ আপনারে দোষী অকারণে
আমার অদৃষ্ট ক্রমে এমন হইল
ঘোর দুঃখ উপজিল মহানন্দ দিনে
পূর্ণিমায় অমাবস্যা তাই হে ঘটিল।

জগতের পিতা তুমি করেছি শ্রবণ
অধিন সন্তান প্রতি এরূপ বিচার
আপনার করুণায় নহে কদাচন
পূর্ণচন্দ্র সুধাপানে দিয়া অধিকার।

হে বিধাতঃ! নিদারুণ কি তব বিচার
পূর্ণচন্দ্র সুধাপানে করে উল্লাসিত
নিক্ষেপিলে দুঃখ বারি মধ্যে পুনর্ব্বার
দয়া কি তোমার নাথ না হল কিঞ্চিত ?

সুখে দুঃখ এইরূপ বিধির ঘটন
ভূমণ্ডল মধ্যে হায় আছে চিরকাল
দাশরথী হবে রাজা নহে গেলা বন
কুটিলা কৈকেয়ী তায় ঘটালে জঞ্জাল।

সেক্সপিয়র।

——০:০:০:০——

ভারতে যেমন কালিদাস কবি শ্রেষ্ঠ—পশ্চিমের তেমনি সেক্সপিয়র। সাধারণতঃ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিতে আপত্য করেন না, যে, এই দুই মহাত্মা কাব্য জগতে যেরূপ খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন—তাঁহারা কতকাল হইল স্বর্গধামে চলিয়া গিয়াছেন, তবু আজিও তাঁহাদের মধুর মূর্ত্তি যেন সমস্ত দেশবাসীর হৃদয়ে হৃদয়ে অঙ্কিত—এমন আর কেহ হয় নাই; কবে যে হইবে. তাহাই বা কে বলিতে পারে। এমন মহাত্মাদ্বয়ের জীবন বৃত্তান্ত যাহাতে সকলেই অবগত হইতে পারেন, ইহাই আমাদিগের ইচ্ছা। তাই অদ্য সেক্সপিয়রের জীবনী লিখিত হইতেছে,—সময়ান্তরে কালিদাসের জীবনী লিখিব, ইচ্ছা আছে।

ইংলণ্ডের পশ্চিমে ওয়ার উইক সায়ের নামে একটি প্রদেশ আছে। ইহা সৌন্দর্য্য শোভায় ইংলণ্ডের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এমন কি. কোন কবি এই স্থানকে ইংলণ্ডের হৃদয় (Heart of England) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

এই প্রদেশের মধ্যে ষ্ট্রাট ফোর্ট নামে একটি ক্ষুদ্র নগর। ষ্ট্রাট ফোর্ট এবং তদীয় চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান গুলি যেন প্রকৃতির লীলা-নিকেতন। আভন্ নদী এই নগরের পার্শ্ব দেশ দিয়া প্রবাহিত। ইহার উভয় পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রান্তরে সবুজ বর্ণের তৃণ সমূহ সুশোভিত। কোথাও বনলতা—বনফুলে সৌন্দর্য্যের ছড়াছড়ি। কোথাও বা ঘন বিন্যস্ত গাছে লতায় মিশামিশি অতি নিবিড় ক্ষুদ্র বন।—এ সকল দেখিলে মনঃ প্রাণ বিমোহিত হয়। সেক্সপিয়রের সময় ষ্ট্রাট ফোর্টের লোক সংখ্যা ১৪০০ মাত্র ছিল। যখন ষ্ট্রাট ফোর্টের লোক সংখ্যা এত ছিল. তখন ইহাকে নিতান্ত ক্ষুদ্র নগরও বলা যাইতে পারে না।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই নগর কেবল প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ইংলণ্ডের হৃদয়-স্বরূপ। কিন্তু নগরে সাধারণতঃ যেরূপ প্রাসাদাদির প্রাবল্যতা পরিদৃষ্ট হয়, ষ্ট্রাট ফোর্ট নগরে সেরূপ ছিল না। এখানে কেবল মাত্র দুইটী বিস্তৃত অট্টালিকা ছিল,—একটী নদী তীরস্থ ধর্ম্ম-মন্দির (Church) অপরটি নাট্যশালা (Guied Hall) এতদ্ভিন্ন আর যাহা ছিল,—সে সকল ছোট খাট—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাড়ির একটী গৃহে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখে মহাত্মা সেক্সপিয়র জন্ম গ্রহণ করেন।

সেক্সপিয়রের পিতা জন্ সেক্সপিয়র প্রথমে দস্তানার কাজ করিতেন এবং কয়েক বিঘা ভূমি লব্ধ শস্যের আয় হইতে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। শেষ তিনি গভর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক ষ্ট্রাটফোর্ট নগরের শান্তি রক্ষক পদে নিয়োজিত হয়েন; এই সময় হইতে তাঁহার মান সম্ভ্রম এবং যশঃ ও প্রতিপত্তি লাভ হইতে আরম্ভ হইল,—ক্রমে তিনি ঐ নগরের একজন সম্ভ্রান্ত লোক বলিয়াই গণ্য হইলেন। জন্ সেক্সপিয়র ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দে মেরী আর্ডেন নাম্নী একটি সম্ভ্রান্ত কুলোদ্ভবা কামিনীর কর গ্রহণ করেন।

এই বিবাহের যৌতুকে তিনি অনেক সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েন।

এই দম্পতি যুগলের প্রথমতঃ দুইটী কন্যা জন্মে—কিন্তু মুকুলেই সে যুগল কুসুম কাল-কীট দংশনে বৃন্তচ্যুত হইয়া যায়—শৈশবেই বালিকাদ্বয় মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইয়াছিল। তৃতীয় সন্তান উইলিয়ম সেক্সপিয়র। তার পর আরও দুইটী কন্যা, এবং তিনটী পুত্র হয়—কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে আমাদিগের কিছুই বক্তব্য নাই।

উইলিয়ম সেক্সপিয়র বাল্যকালে ষ্ট্রাট ফোর্ট নগরের সামান্য রকমের বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন। উইলিয়মের পিতা জন্ সেক্সপিয়র বা উইলিয়মের মাতা—ইহাঁরা উভয়েই নাম স্বাক্ষর করিতে পারা পর্য্যন্তও লেখা পড়া জানিতেন না—সুতরাং ছেলেকে বিদ্যালয়ে দিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত। গৃহে তাঁহার পড়া শুনার তত্ত্বাবধান আর কিছুই হইত না। এখানে সেক্সপিয়র ইংরেজী এবং যৎসামান্য লাটীন ও গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিলেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ষ্ট্রাট ফোর্ট নগরে একটী নাট্যশালা ছিল। তখনকার লোক বড় নাটক-প্রিয় ছিলেন,—এবং ষ্ট্রাট ফোর্ট নগরে যতগুলি জমিদার বাস করিতেন, প্রায় প্রত্যেকেরই নামে এক একটী সখের দল ছিল,—ঐ নাট্যশালাতে মধ্যে মধ্যে ঐ সকল দলের নাটক অভিনয় হইত। সেক্সপিয়র যখন বিদ্যালয়ে প্রেরিত হয়েন, সেই বৎসরেই ঐ নাট্যশালাতে একবার নাটকের অভিনয় হয়। উইলিয়ম সেক্সপিয়র তাহা পিতা জন্ সেক্সপিয়রের সহিত যাইয়া দেখিয়া আইসেন,—নাটক দর্শনে তাঁহার বড় আগ্রহ, বড় একাগ্রতা।

আর একবার ১৫৭৫ সালে সেখানে মহারাণী এলিজাবেথ্ কেনিলওয়ার্থ (Kenil worth) দেখিবার জন্য আসিয়াছিলেন, সেই সময় নাটক অভিনীত হয়—সেক্সপিয়রও পিতার সঙ্গে তাহা দেখিতে গিয়াছিলেন। অভিনয় দেখিয়া—সেক্সপিয়রের হৃদয় যেন নাটকের উপর অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।

সময় একভাবে যায় না,—সুখের পর দুঃখ, দুঃখের পর সুখ—ইহা প্রকৃতির অবশ্যম্ভাবী নিয়ম। সেক্সপিয়রের শৈশবের সুখ-সপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল,—তাঁহার প্রাণের আনন্দোচ্ছ্বাস শূন্যে লয় প্রাপ্ত হইল। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার লেখা পড়াও বন্ধ হইয়া গেল। তাঁহার পিতা অলক্ষ্মীর দৃষ্টিতে আপতিত হইলেন,—গজভুক্ত কপিত্থবৎ তাঁহার সম্পত্তি কোথায় উড়িয়া গেল,—ক্রমে তিনি ঋণগ্রস্থ হইলেন, বিবাহে যাহা যৌতুক পাইয়াছিলেন, সে সকল বিক্রয় করিলেন, কুলাইল না; শেষ ব্যবহার করিবার বাসনাদি অস্থাবর সম্পত্তি সমস্ত বিক্রয় করিলেন,—কিন্তু তবু দারিদ্র্য গেল না, তবু তাঁহাদিগের দুঃখ কষ্ট বিদূরিত হইল না। তখন সেক্সপিয়র পিতার সঙ্গে দস্তানার কাজ করিতে লাগিলেন, কিন্তু সে কাজে যথেষ্ট লাভ ছিল না, সুতরাং শীঘ্র অন্য কোন প্রকার কার্য্যের চেষ্টা দেখিতে হইল। এই সময় সেক্সপিয়র যে, কোন্ কাজে নিযুক্ত ছিলেন,—তাঁহার সঠিক সম্বাদ কেহই বলিতে পারেন না। কেহ

বলেন, এই সময়ে সেক্‌সপিয়র কয়েকদিন কোন কসাইখানার ভৃত্য নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কেহ বলেন, তিনি কোনও স্কুলের শিক্ষকতা কার্য্য করিতেন, কেহ বলেন, এই সময়ের কয়েক দিন তিনি কোন উকীলের মুহুরী কার্য্যে অতিবাহিত করিয়াছিলেন,—ফলতঃ এই সময়ে যে সেক্‌স-পিয়র কি কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা আমরা বলিতে পারি না।

তাহার পর দিনের পর দিন—মাসের পর মাস, এইরূপ করিয়া সেক্‌পিয়রের জীবনের অষ্টাদশ বর্ষ কাটিয়া গেল। ঊনবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম কালে সেক্‌সপিয়র এন হেথাওয়ে (Anne Hathaway) নাম্নী একটি অষ্টাবিংশতি বর্ষিয়া কামিনীর পাণিগ্রহণ করিলেন। এন খুব সুন্দরী ছিলেন,—এবং সেই সৌন্দর্য্য-শোভায় বিমুগ্ধ হইয়াই এত অল্প বয়সে সেক্‌সপিয়র তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

এনের পিতা মাতা বা শুভান্বেষী নিকট আত্মীয় ও কেহ ছিলেন না থাকিলে এ বিবাহে কখনও মত প্রদান করিতেন না, যে সকল নাম মাত্র আত্মীয় ছিলেন,—এন পাছে গলায় পড়ে, এই ভয়ে শীঘ্র শীঘ্র এ বিবাহের উদ্যোগ করিয়া দিলেন,—সুতরাং যথাসময়ে তদপেক্ষা আট নয় বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালক স্বামীর সহিত বিবাহ হইয়া গেল। কিন্তু 'বিবাহ সুখের বটে, যদি মন মিলে'—এ বিবাহ তাঁহাদিগের সুখের হইল না। সেক্‌সপিয়র দিন কতক পরে আর এনকে ভাল বাসিতেন না,—এবং তাঁহাকে অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। তখন এন বুঝিলেন,—আমি একার্য্য ভাল করি নাই। বিবাহ-বর্ষেই তাঁহাদের একটি কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, কিন্তু নবজাত শিশু নূতন বন্ধনীতে পিতার মন বন্ধন করিতে পারিল না, সেক্‌সপিয়র এনকে ক্রমেই অধিক ঘৃণা করিতে লাগিলেন। তিনি কর্ত্তব্যা-কর্ত্তব্যবিমূঢ় ও হটাৎ যৌবন সুলভ চপলতায় মত্ত হইয়া ঐ বিবাহ করিয়াছিলেন বলিয়া, অনেক সময় অনুতাপ করিতেন এবং বলিতেন, স্ত্রীলো-কের বয়সে বড় পুরুষকে পতিত্বে বরণ করা উচিত, তাহা হইলে ভালসাজে এবং স্ত্রী স্বামীর চিত্তহারিণী হয়।*

বিবাহের পর চারি পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল—ইহার মধ্যে এনের গর্ভে সেক্‌সপিয়রের দুইটি যমজ সন্তান হইল। সেক্‌সপিয়র একটির নাম হ্যামলেট ও অন্যটীর নাম জুডিথ্‌ রাখিলেন।

এই সময়ে একদিন কতকগুলি উদ্ধত স্বভাব সমবয়স্ক যুবকের সহিত চার্লফোর্ট নিবাসী সর্‌-লুসী নামক কোনও সম্ভ্রান্ত লোকের উদ্যান হইতে মৃগ চুরি করিতে যান। এই অপরাধে তিনি দোষী স্থির হইলেন,—তখন আর ষ্ট্রাট-ফোর্টে থাকা ভাল বিবেচনা করিলেন না। ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরীতে চলিয়া গেলেন। এন সন্তানগুলি লইয়া ষ্ট্রাটফোর্টেই বাস করিতে লাগিলেন। অনেকে বলেন, সেক্‌সপিয়রের মৃগ চুরি ব্যাপারের কথা ততটা বিশ্বাস হয় না,—কিন্তু সেক্‌সপিয়র এই সময়েই লুসীকে উপহাস ও নিন্দা করিয়া অনেকগুলি কবিতা লেখেন, সেই

* "——Let the woman take
An elder than herself, so wears she to him
So sways she lovel in her husband's heart

সমস্ত পড়িলে ইহা নিশ্চয় সত্য বলিয়াই প্রতীতি জন্মে।

সেক্‌সপিয়র লণ্ডনে উপস্থিত হইয়া একটী অতি নীচ কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। যাঁহারা নাটক দেখিতে যাইতেন, তাঁহাদের অশ্ব রক্ষা করাই তাঁহার একমাত্র কার্য্যছিল, কিন্তু সহসা ইহাতে বিশ্বাস হয় না। যাহা হউক কয়েক বৎসরের মধ্যেই সেক্‌সপিয়রের নাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল; অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি এক জন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার হইয়া পড়িলেন, শেষ সেই নাটকের দলের তিনি এক জন অংশ-গ্রহকারী হইয়া উঠিলেন। ১৫৯৬ খৃষ্টীয়াব্দে তিনি পুস্তক বিক্রয় করিয়া অনেকগুলি টাকা সঞ্চয় করেন, তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির নাম সকলেই জানেন, তাহা আর আমরা লিখিলাম না।

বৎসরান্তে সেক্‌সপিয়র একবার বাড়ি যাইতেন, এবং কয়েকদিন মাত্র বাড়িতে থাকিয়া আবার লণ্ডনে ফিরিয়া আসিতেন। ১৫৯৬ খৃষ্টীয়াব্দে তাঁহার একমাত্র পুত্র হ্যামলেটের মৃত্যু হয়,—এই শোকে সেক্‌সপিয়র নিতান্ত কাতর হইয়া পড়েন। ১৫৯৭ খৃষ্টীয়াব্দে ষ্টাট-ফোর্টে তিনি ৬০০ টাকায় সুন্দর একটি বাড়ি ক্রয় করেন।

১৬০১ খৃষ্টীয়াব্দে সেক্‌সপিয়রের পিতা জন্ সেক্‌সপিয়র মানব-লীলা সম্বরণ করেন। জীবনের মধ্যাবস্থায় তিনি আর্থিক কষ্ট পাইলেও শেষ সুখে কাটাইয়া গিয়াছিলেন,—সেক্‌সপিয়র পিতার জন্য লণ্ডন হইতে রীতিমত খরচ পাঠাইয়া দিতেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ৩২০০ টাকায় ষ্ট্রাটফোর্টে একটি জমিদারি ক্রয় করেন।

১৬০৭ খৃষ্টীয়াব্দে তাঁহার সর্ব্ব প্রথম কন্যা সুসেনার ২৪ বৎসর বয়ক্রম কালে বিবাহ হয়,—এই বৎসরেই তাঁহার ছোট ভাই এডমণ্ডের ২৭ বৎসর বয়সে মৃত্যু হয়। মাতার মৃত্যুর পূর্ব্বেই সুসেনার একটি কন্যা জন্মিয়াছিল, তাহার নাম এলিজাবেথ। সেক্‌সপিয়র মরিবার সময় তাহাকেই সম্পত্তির অধিকাংশ দান করিয়া যান।

জীবনের অবশিষ্ট কাল নিরুদ্বেগে কাটাইবেন, সংকল্প করিয়া সেক্‌সপিয়র ১৬০২ খৃষ্টীয়াব্দে ষ্ট্রাটফোর্ট নগরে প্রত্যাগমন করেন। আর বুঝি তখন মহা নগরীর সে মহান্ কোলাহল তাঁহার নিকট ভাল লাগে নাই—তাই তিনি ক্ষুদ্র নগরীর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ করিবার জন্য এখন আবার ষ্ট্রাটফোর্টে আগমন করিলেন। এখন আবার সেক্‌সপিয়র এনকে ভাল বাসিলেন, কিন্তু এ ভালবাসাও জীবনের শেষ কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয় নাই। মরিবার সময় সেক্‌সপিয়র উইলে স্ত্রীকে একটী বিছানা ভিন্ন আর কিছুই দিয়া যান নাই। ১৬১৬ খৃষ্টীয়াব্দে ২৩ শে এপ্রেল তারিখে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরেই তাঁহার স্মরণার্থ একটি প্রস্তরের প্রতিমূর্ত্তি ষ্ট্রাটফোর্ট নগরে স্থাপিত হয়। সেক্‌সপিয়র জীবদ্দশাতেই কবরের উপর যাহা লিখিত হইবে, তাহা লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন,—আজিও তাঁহার লিখিত কবিতা সেই কবরের উপরে স্পষ্টাক্ষরে শোভা পাইতেছে—

"Good friend, for Jesu's sake for bear.
To digg the dust enclosed heare.
Blest be the mane, that spares these slones
And curst be the that moves my bones."

"প্রিয়বন্ধো! যিশুর অনুরোধে এই ভূমি-নিহিত শবটি খনন করিয়া বাহির করিও না। যে ব্যক্তি এই কবরের প্রস্তর রক্ষা করিবেন, তাঁহাকে ধন্যবাদ, যে ব্যক্তি আমার অস্থি স্থানান্তরিত করিবে, সে অভিশাপ ভাজন হউক।"

জীবন্মুক্তি গীতা।

—ঃ০ঃ০ঃ—

জীবন্মুক্তৌচ যা মুক্তিঃ সা মুক্তি পিণ্ড পাতনে।
যা মুক্তিঃ পিণ্ডপাতেন সা মুক্তিঃ শুনি শূকরে ॥১

শ্রীমদ্দত্তাত্রেয় স্বীয় শিষ্যের জ্ঞানোৎকর্ষ সাধন জন্য জীব কি প্রকারে মুক্তি লাভ করিতে পারে, তাহাই বলিতেছেন। হে শিষ্য! "মৃত্যুরেব মুক্তিরিতি" অর্থাৎ মৃত্যু হইলেই মুক্তি হয়, এই যে ভ্রমাত্মক জ্ঞান, ইহা কখনও মনে ধারণা করিও না, ইহা নিতান্ত অশ্রদ্ধার কথা। যেহেতু দেহী মাত্রেই কালের বশ্যতাবশতঃ পুরাতন দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন দেহাধিকার করিয়া থাকে। অকাল মৃত্যুর হেতুভূত কারণ, কর্ম্মফলদাতা বিধাতার ইচ্ছায় সে নির্ব্বন্ধ কাহারও পরিজ্ঞেয় নহে, কিন্তু যদ্যপি প্রত্যেক দেহীই দেহ পতনেই মোক্ষ লাভ করে, তাহা হইলে সে মুক্তি যে, শুদ্ধ মানবেরই একমাত্র অধিকার, তাহার কারণ কি? শৃগাল কুকুর প্রভৃতি অন্যান্য জন্তুগণই বা কি কারণে মুক্তি লাভের যোগ্য হইতে পারে না? সেই জন্য বলি যে, "মৃত্যুরেব মুক্তিরীতি" এ ভ্রমাত্মক সংস্কার নিতান্ত অগ্রাহ্যেয়। এ প্রকার বিষয়ে, ও যে যে উপায়ে জীবের মোক্ষধন আয়ত্তীভূত হয়, তাহা তোমার জ্ঞান বিকাশের জন্য বলিতেছি অবিহিত চিত্তে শ্রবণ কর।১

জীবঃ শিবঃ সর্ব্বমেব ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
এব মে বাভি পশ্যন্ত জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥২

এই জগজ্জাত সকল প্রকার উপাধি গত চেতন, অচেতন, ও উদ্ভিদ প্রভৃতি পদার্থ সমূহে নিজ অক্ষয় অমর তেজ বিকাশ পূর্ব্বক যিনি বিরাজমান রহিয়াছেন, যিনি ষড় রিপুদিগের ক্ষমতার অতীত—এবং রূপ রস গন্ধাদির বশ্যীভূত নহেন, যিনি জ্ঞানেন্দ্রিয় বা কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি প্রভৃতি বিবর্জ্জিত, সেই বিকার শূন্য অভিন্ন দেহ অদ্বৈত পরম ব্রহ্ম, তিনিই সকল প্রাণীতে উপগত থাকিয়া বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছেন। তিনি দেহীর দেহ, মনের শক্তি, চিত্তের স্থৈর্য্য, সমস্ত প্রকার শারীরিক ধাতুর নিয়ামক—এই জ্ঞান যাহার চিত্তে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হইয়াছে—তিনি এই মায়াময় সংসারে সকল প্রকার ভ্রান্তিকে অতিক্রম করিয়া প্রকৃত জীবন্মুক্তি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন।২

এবং ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্ব মখিলং ভাসতে রবিঃ।
সংস্থিতং সর্ব্বভূতানাং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে ॥৩

সমস্ত জগতের আধার স্বরূপ মহা তেজোময় গ্রহাধিপতি ভাস্কর যেমন স্বীয় তীব্রতেজ বিকাশ দ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের মহা অন্ধকারময় গহ্বর রাজ প্রাসাদকে সমভাবে সমুদ্ভাসিত করিয়া স্বীয় অতুল তেজের পরিচয়ার্থ সর্ব্বত্রগামী হইয়া সর্ব্বব্যাপী হইয়া থাকেন, তেমনি সমস্ত জীবের পাঞ্চভৌতিক দেহ মধ্যে বিরাজিত যে পরম

ব্রহ্ম বীজরূপী পরমাত্মা তাহাই একমাত্র জীবের চৈতন্য স্বরূপ। এই মহামূল্য আত্মতত্ত্বজ্ঞান যাহার মনে বদ্ধমূল হইয়াছে, তিনিই কেবল ঐন্দ্রজালিক সংসারের সকল প্রকার মায়া মোহের শক্তি অতিক্রম করিয়াছেন, এবং তত্ত্ব-জ্ঞান সূত্রে সর্ব্বত্র সমদর্শনকারী অভিহিত হইয়া আপনার করত পরিণামে মোক্ষকে আয়ত্ত করিয়া জীবন্মুক্তি উপাধিগত হইয়াছেন।৩

একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জল চন্দ্রবৎ।
আত্ম-জ্ঞানী তথৈবৈকো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে।।৪

জগদানন্দকারী একমাত্র চন্দ্রিমা নানাবিধ জলাশয়-মধ্যে প্রতিবিম্বিত ও সংখ্যাতিত পরিদৃশ্যমান হইলেও যেমন একমাত্র থাকে, বহুবিম্বের অনুরোধে যেমন বহুরূপ বিশিষ্ট হয় না; সেইরূপ সচ্চিদানন্দময় জীবাত্মা নানা দেহে উপগত হইয়াও সেই একই থাকেন। খণ্ড খণ্ড রূপে প্রতিভাত হইলেও তাহার অখণ্ডরূপের কিছুমাত্র ব্যাঘাত জন্মায় না,—শুদ্ধ কল্পিত দৃশ্যের কারণ নানারূপে দৃশ্যমান হয়েন। এই তত্ত্বজ্ঞান যাহার হৃদয়ের মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া তাহার বুদ্ধিও মনের উৎকর্ষ সাধন করিয়া পবিত্র করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।৪

সর্ব্বভূতে স্থিতং ব্রহ্ম ভেদাভেদৌ ন বিদ্যতে।
একমেবাভি পশ্যন্তি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥৫

দেহীর দেহস্থিত সকল কার্য্যের নিয়ামক সূক্ষ্মরূপী আকার বিকার বিহীন আত্মাই যে চিদানন্দময় নির্লিপ্ত পরমাত্মা অব্যয়, যিনি সুখে দুঃখে শ্রেষ্ঠ নীবাদ জ্ঞান সংজ্ঞা যে ভেদাভেদ রূপ বিকার বোধ তিনি সকলের অতীত এবং সেই পরম ব্রহ্ম পরমাত্মা যে জীবাত্মা সহ স্বতন্ত্র নহেন, এই সার তত্ত্বজ্ঞান যাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে, তিনি শুদ্ধ এই মায়িক জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের মোহাদিকে অতিক্রম করিয়া পরম পবিত্র জীবন্মুক্তি আয়ত্ব করিয়া জীবন্মুক্তঃ উপাধিগত হইয়াছেন।৫

তত্ত্বং ক্ষেত্র ব্যোমাতীতং অহং ক্ষেত্রজ্ঞ উচ্যতে।
অহং কর্ত্তা অহং ভোক্তা জীবন্মুক্ত স উচ্যতে॥৬

পঞ্চ ভৌতিক ক্ষেত্রস্বরূপ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির আধার স্বরূপ যে এই মায়াময় দেহ ইহা আমি এবং বুদ্ধিমনোদ্ভূত বিষয়-বাসনা স্বরূপ যে প্রবৃত্তি তাহাও আমি এবং দেহীর প্রাক্তন ফলাদি যে নিয়মিত তাহাও আমি। জীবের জ্ঞান ও বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধক এই যে তত্ত্বজ্ঞান, সেই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যিনি আত্ম-শুদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই পরমাভিলষিত জীবন্মুক্ত লাভ করিয়া জীবন্মুক্ত উপাধিগত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছেন ৬.

কর্ম্মেন্দ্রিয় পরিত্যাগী ধ্যান বর্জ্জিত চেতসঃ।
আত্ম-জ্ঞানী তথৈবৈকো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥৭

যিনি কর্ম্মেন্দ্রিয়গণকে নিজ নিজ ক্রিয়া করিতে নিবৃত্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ হস্ত দ্বারা যে সমস্ত কার্য্য সম্পাদিত হওয়া সম্ভব, তাহা করেন না, গমনশীলপদকে স্বীয় ক্রিয়ায় বিরত করিয়া জড়ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন—ইত্যাদি কার্য্য পঞ্চেন্দ্রিয়ের কার্য্য বিরত করিয়া যিনি কেবল জীবাত্মাকে কেবল সেই পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মাসহ লীন করিয়াছেন, সেই নির্লিপ্ত বিষয়-ভোগ-বাসনা

বহিতে ব্যক্তিই নিজ কার্য্য গুণে জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।৭

শরীরং কেবলং কর্ম্মোশোক মোহাদি বর্জ্জিতম্।
শুভাশুভ পরিত্যাগী জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥৮

যিনি মানসিক বিকার শূন্য হইয়া শুদ্ধ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের স্বাধীন ক্রিয়ার দ্বারা পুত্রাদি লইয়া সংসার নির্ব্বাহ করেন, কিন্তু তজ্জনিত শোক দুঃখের অধীন হয়েন না, এবম্প্রকারের যে ব্যক্তি তিনিই কেবল পরমাত্মার কৃপায় পরমাভিলাষ জীবন্মুক্তিলাভ করিতে সক্ষম হয়েন।৮

কর্ম্ম সর্বত্র আদিষ্টং ন জানামি ন কিঞ্চন।
কর্ম্মব্রহ্ম বিজানাতি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥৯

যিনি জপ তপ ব্রত হোম যাগ যজ্ঞ অনশনাদি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম কাণ্ড হইতে আপনাকে বিরত করিয়া কেবল ঐশ্বর্য্য সমূহকে পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা বলিয়া পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, অর্থাৎ যিনি যাবতীয় জগতস্থ বস্তু বা ব্যক্তিকে ব্রহ্ম স্বরূপ করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তিনিই আত্মজ্ঞান প্রভাবে নিজে জীবন্মুক্ত হইয়াছেন।৯

চিন্ময়ং ব্যাপিতং সর্ব্বমাকাশং জগদীশ্বরম্।
সংস্থিতং সর্ব্বভূতাং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥১০

অনল অনিল আকাশ প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থানে পরিলিপ্ত যে চিদানন্দময় পূর্ণব্রহ্ম সনাতন বিভু, তিনিই যে, খণ্ডাকৃতিতে খেচর ভূচর জলচর প্রভৃতি সকল প্রাণীতে সূক্ষ্ম জীবাত্মারূপে বিরাজ করিতেছেন, এই সার তত্ত্বজ্ঞান যাঁহার নির্ম্মল পবিত্র চিত্তে প্রকৃত বলিয়া বদ্ধমূল হইয়াছে, তিনিই আত্মাকে সকল প্রকার কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত করিয়া জীবন্মুক্ত উপাধিগত হইয়াছেন।১০

অনাদি বর্ত্তিভূতানাং জীবঃ শিবো ন হন্যতে।
নির্বৈরঃ সর্ব্বভূতানাং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥১১

যে ব্যক্তি অনাদি পরম পুরুষ পূর্ণব্রহ্ম শিবকে সকল প্রাণীর জীবাত্মা জানিয়া তাহাদের কোন অনিষ্ট সাধন করিতে বিরত থাকেন, এবং প্রত্যেক জীবই শিবতুল্য এই জানিয়া তাহাদের কিছুমাত্র আঘাত না করেন, অপরঞ্চ তাহাদের পরিরক্ষিত করণ জন্য সর্ব্ব প্রকারে যত্নবান হয়েন, তিনিই প্রকৃত পক্ষে জীবন্মুক্ত উপাধিগত হইয়াছেন।১১

আত্মা গুরুস্ত্বং বিশ্বঞ্চ চিদাকাশো ন লিপ্যতে।
গতাগতং দ্বয়োর্নাস্তি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥১২

জগৎ ব্রহ্মাণ্ড পরিবেষ্টিত আকাশ যেমন নিখিল ভুবনের আধার স্বরূপ, সেইরূপ আত্মাও দেহস্থিত চিত্ত ও মনের আকাশ স্বরূপ। অতএব ঐ চিত্ত স্বরূপ আকাশ সহ এই ব্রহ্মাণ্ড এতদুভয়েই আমার গুরু এবং যদ্যপি তাহারা পরস্পরে কোন প্রকারেই পরিলিপ্ত নহে, কিন্তু তত্রাচ তাহারা উভয়েই নির্লিপ্ত হইলেও আত্মজ্ঞানের প্রভাবে পৃথক নহে। এই সারতত্ত্ব যিনি সম্যক প্রকারে বুঝিতে পারিয়াছেন—তিনিই জীবন্মুক্ত।১২

গর্ভধ্যানেন পশ্যন্তি জ্ঞানিনাং মন উচ্যতে।
সোহহং মনো বিলীয়ন্তে জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥১৩

বিষয়-বাসনা বিরহিত সংসার বন্ধনে নির্লিপ্ত প্রাজ্ঞব্যক্তি মহৎযোগ দ্বারা যে আত্মারূপী চিদানন্দময় ব্রহ্মসহ পরিচিত হইয়া জানিতে পারেন,

যে, ঐ বায়ু সদৃশ পদার্থ আকাশরূপী পরমাত্মা সহ লীন হয় এবং সেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ড পরিচালক পূর্ণব্রহ্ম সনাতনই যে আমি ইহা যিনি জানিতে পারিয়া তত্ত্বজ্ঞানী হয়েন,—তিনিই প্রকৃত জীবন্মুক্ত।১৩

উর্দ্ধধ্যানেন পশ্যন্তি বিজ্ঞানং মন উচ্যতে।
শূন্যং লয়ঞ্চ বিলয়ং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥১৪

যিনি মহাযোগ দ্বারা উর্দ্ধদর্শন করতঃ চতুর্দ্দশ ভুবনের উর্দ্ধগত আকাশ স্বরূপ পূর্ণব্রহ্মকে ভাবনা করিয়া আপনার মনকে বিজ্ঞান উপাধি গত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেন এবং সেই মন যাঁহার বিমানরূপ ধারণ করিয়া পরম ব্রহ্মসহ লিপ্ত ও লয় প্রাপ্ত হয়, উহা যিনি জানিয়াছেন, তিন তত্ত্বজ্ঞানী ও জীবন্মুক্ত হইয়াছেন।১৪

অভ্যাসে রমতে নিত্যং মনোধ্যান লয়ং গতং।
বন্ধ মোক্ষদ্বয়ং নাস্তি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥১৫

যিনি আত্মশাসন দ্বারা চিত্তকে বিষয় ভোগ বাসনা হইতে বিরত করিয়াছেন, যিনি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহকে জয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছেন, এবং যিনি উর্দ্ধদৃষ্টি করিয়া এই জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র নিয়ন্তাকে সর্ব্বদা ফলত্যাগী হইয়া ধ্যান করত স্বীয় বুদ্ধি ও মনকে পবিত্র করিয়া পরমাত্মা সহ সংমিলিত করিয়াছেন, তাঁহার মুক্তি বা সংসার বন্ধন কিছুই নাই,—তিনিই শুদ্ধ জীবন্মুক্ত উপাধিগত হইয়াছেন।১৫

একাকী রমতে নিত্যং স্বভাব গুণ বর্জ্জিতং।
ব্রহ্মজ্ঞান রসাস্বাদো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥১৬

যে নির্ম্মল চিত্ত প্রাজ্ঞব্যক্তি রূপ রস গন্ধ প্রভৃতি ত্রিগুণ বিবর্জ্জিত হইয়া কেবল পরব্রহ্ম স্বরূপ জ্ঞানলাভ সুধাপান লালসায় নির্জ্জন বন মধ্যে আকাশকে আচ্ছাদন করিয়া অনায়াসলব্ধ ভূতলকে কোমল শয্যা করিয়া ও কটু তিক্ত রসাদি গুণবিশিষ্ট যদৃচ্ছা লব্ধ বন ফলকে সুমধুর রাজভোগ করিয়া নির্ম্মল নির্ঝরণী সলিল পানে পরিতৃপ্তি লাভ করত বনচর মৃগশশকাদির সহ মিত্রতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া সেই নির্জ্জন বনস্থলি মধ্যে পরম কারুণিক বিশ্ব নিয়ন্তাকে একমনে ধ্যানে দর্শন করতঃ নিজের বুদ্ধি ও মনের ঔৎসুক্য সাধন করিতে থাকেন, তিনিই যোগী এবং তত্ত্বজ্ঞানের উদয় নিবন্ধন পরমাত্মাকে চিনিতে পারিয়া তিনিই শুদ্ধ জীবন্মুক্ত অভিহিত হইয়াছেন।১৬

হৃদি ধ্যানেন পশ্যন্তি প্রকাশং ক্রিয়তে মনঃ।
সোহং হংসেতি পশ্যন্তি জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥১৭

যে সূক্ষ্মদর্শী যতিব্যক্তি লব্ধজ্ঞান দ্বারা জানিতে পারিয়াছেন যে, পরমাত্মার যে জীবাত্মা আমার অন্তর মধ্যে আকাশরূপে প্রকাশমান আছেন, আমিই সেই পূর্ণব্রহ্ম, এবং যিনি সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম নির্ম্মল জ্ঞানদ্বারা পরিতৃপ্ত আছেন, সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা স্বীয় বাধিত কার্য্যসাধন জন্য আমাতেই বর্ত্তমান এবং আমাসহ নির্লীপ্ত, এইরূপ জ্ঞান-চক্ষুদ্বারা যিনি আপনাকে জানিতে পারিয়া বন্ধন মোক্ষকে অতিক্রম করিয়া পরমাত্মা সহ সংমিলিত হইয়া সর্ব্বদাই তাহাকে দৃষ্টি করিতেছেন, তিনিই প্রকৃত পক্ষে জীবন্মুক্ত হইয়াছেন।১৭

শিবশক্তি মমাত্মানো পিণ্ডং ব্রহ্মাণ্ড মেবচ।
চিদাকাশং হৃদং মোহং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥১৮

স্বয়ম্ভু অবিনশ্বর সদাশিব সহ শক্তিরূপিণী মহামায়া ভগবতীর যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন দেহ হওয়াতে উভয়ে একাত্মা ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ আমার দেহ মন যেরূপ এবং সেই দেহ মন সামালত এই পাঞ্চভৌতিক পরিদৃশ্যমান দেহ ও অশরীরি মন এক ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডের বাহ্যিক স্থাবর জঙ্গম চরাচর সহ এক বৈ আর কিছুই নহে ; এবং অন্তরস্থিত চিদাকাশ মধ্যে বিরাজিত পরম ব্রহ্ম আমিই এইরূপ ভাবে ব্রহ্মাণ্ডাদি পরমব্রহ্মের নানারূপসহ যিনি পরিচিত আছেন, তিনিই প্রকৃত জীবন্মুক্ত ।১৮

জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তিঞ্চ তুরীয়াবাস্থিতং সদা।
সোহং মনো বিলীয়েতে জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥১৯

নিদ্রা জাগরণ ও স্বপ্ন এই ত্রিবিধ মায়াদ্বারা জীব পরম ব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হয়, কিন্তু দেহই এই অবস্থাত্রয়ের বশীভূত আত্মা সম্যক্ প্রকারে ঐ মায়াত্রয়ের অতীত আমি স্বয়ং সেই পূর্ণব্রহ্ম পদার্থ ইহা স্থির ভাবিয়া যিনি আপনাকে সেই ব্রহ্ম পদার্থকে লীন করেন, তিনিই প্রকৃত জীবন্মুক্ত হইয়াছেন ।১৯

সোহং স্থিতং জ্ঞান মিদং সূত্রগভিতং উত্তরং।
সোহং ব্রহ্ম নিরাকারং জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥২০

আমি স্বয়ং সেই পূর্ণ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী পরম পবিত্র ব্রহ্ম পদার্থে চিরকাল বিরাজমান আছি, এই আত্মজ্ঞান ধারণা করিয়া পরমাত্মা আমা হইতে অভিন্ন এতদ্রূপ পরিজ্ঞাত আছেন, তিনিই বহুল সন্দেহ খণ্ডিত তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা আত্ম-শুদ্ধি করত জীবন্মুক্ত হইয়াছেন ।২০

মন এব মনুষ্যাণাং ভেদাভেদস্য কারণং।
বিকল্প নৈব সংকল্প জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥২১

জীবের পরস্পরে ভেদাভেদ ধারণা করাইয়া দিতে কেবল মনই মূলীভূত কারণ, যেহেতু মন হইতেই বিকারাদি সতত হয়, নতুবা আত্মপর ও দ্বৈত জ্ঞান করাইবার আর কাহারও ক্ষমতা নাই, সেই জন্য সংকল্প বিকল্প সংযুক্ত মনকে যিনি বিকার বিহীন করিয়া পরম ব্রহ্মতে লীন করত আত্ম-শুদ্ধি করিয়াছেন—তিনিই জীবন্মুক্তি উপাধিগত হইয়াছেন ।২১

মন এব বিদুঃ প্রাণা সিদ্ধ সিদ্ধান্ত এব চ।
সদাদৃঢ়ং বন্ধমোক্ষো জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥২২

প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ ইহা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, মনই জীবের সকল প্রকার শুভাশুভ ঘটনার মূলীভূত কারণ, কেন না পরম ব্রহ্মের প্রতি মনের পূর্ণ সংযোগই প্রকৃত যোগ এবং সেই যোগ কালই জীবের বন্ধন মুক্তির প্রকৃত সময়। এই জ্ঞান যাহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে, তিনিই প্রকৃত জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিহিত ।২২

যোগাভ্যাসিগনন্য শ্রেষ্ঠে হন্তস্ত্যাগী বহির্জড়ঃ।
অন্তর্যোগী বহিস্ত্যাগী জীবন্মুক্তঃ স উচ্যতে॥ ৩

পরমাত্মার বা পূর্ণ ব্রহ্মের সংযোজিত যেমন, ইহাই শ্রেষ্ঠ। কেন না মন বাহ্য বস্তুর বিচারে পরিবৃত হইলেই সেই বাহ্য বস্তু সমূহের মূলীভূত কারণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়, কিন্তু যে নির্ম্মল অন্তঃকরণ ব্যধির মন অন্তর বাহ্যের সমস্ত চিন্তাও বিরত হইয়া শুদ্ধ সেই আনন্দময় পূর্ণ ব্রহ্ম নিদানে সংশোধিত হইয়া লীন হয়, তিনিই এই মায়াময় সংসারে সকল প্রকার প্রলোভনের

হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া মহামোহের শক্তিকে অতিক্রম করিয়া আপনার জীবন্মুক্তি করত তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে জীবন্মুক্ত বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।২৩

ইতি শ্রীদত্তাত্রেয় বিরচিত
জীবন্মুক্তি গীতা সমাপ্তোয়ং।

পশ্চিম-যাত্রা।

—•::○○::—

(প্রথম পত্র।)

প্রিয়তমে! তোমার নিকট হইতে বিদায় লইয়া কয়েক দিন কলিকাতায় আসিয়া অতিবাহিত করিয়াছিলাম, তাহার পর কয়েক দিন গয়ায় বাস করিয়াছিলাম। তুমি আসিবার সময় জল পূর্ণ বিশালায়তলোচনে বলিয়াছিলে, যেখানে যে স্থানে থাক, সর্ব্বদাই আমাকে পত্র লিখিবে। কিন্তু শুধু পত্র লিখিলে, আমার কুশল সমাচার মাত্র পাইবে—ইচ্ছা করিতেছি, আমি যেখানে যাহা দেখিব, শুনিব, তোমাকে লিখিয়া জানাইব। দেশ ভ্রমণ বড় সুখের—মন অত্যন্ত আনন্দিত থাকে, তোমাকে সে সুখের অংশ দিবার জন্য যেখানে যাহা দর্শন করিব, তাহা লিখিয়া পাঠাইব। ঘরে বসিয়া তাহা পাঠ করিলেও অনন্ত আনন্দ প্রাপ্ত হইবে। তবে এতদিন লিখি নাই, দেশের মধ্যেই ছিলাম বলিলেই হয়,—সে সকল স্থানে যাহা যাহা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহার বিবরণ হয়ত তুমি ইতঃপূর্ব্বেও লোক মুখে অবগত থাকিতে পার। এখন আমি গয়া হইতে আসিয়া বিহারে অবস্থিতি করিতেছি। গয়ার বৃত্তান্ত তুমি বোধ হয়, অনেক জান, অনেক প্রতিবেশিনীর নিকট হইতে গয়ার অনেক গল্প শুনিয়াছ—তবু গয়ার বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কিছু লিখিয়া যে যে স্থান দিয়া এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছি, সে সকলের বৃত্তান্ত লিখিতেছি।

তুমি শুনিয়া সুখী হইবে, আমি আসিবার সময় বাঁকীপুরে তোমার দাদার বাসায় ছিলাম, তোমাদের বড় বৌ, তোমার দাদা, এবং তাঁহার নবজাত পুত্রটি সকলেই কুশলে আছেন। তোমার দাদার কাজ কর্ম্মে সুখ্যাতি আছে,—শীঘ্রই তাঁহার একটী উচ্চপদ পাইবার সম্ভাবনা।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমার দিন হাজিপুরে ভারি একটা মেলা হয়,—এই মেলার নাম হরিহর ছত্রের মেলা।

বাঁকীপুরের অপর পারেই হাজীপুর। বাঁকীপুর হইতে হাজীপুরে ষ্টীমার যায়,—ভাড়া চারি আনা মাত্র। সৌভাগ্যক্রমে কার্ত্তিকী পূর্ণিমার সময়েই আমি এখানে ছিলাম, একদিন তোমার দাদা, তাঁহার আর কয়েকটী বন্ধু এবং আমি সকলে মেলা দেখিতে হাজীপুর গমন করিলাম মেলা ১৫ পনর দিন থাকে। বিবিধ প্রকারের মূল্যবান দ্রব্য ও বহুল হাতী ঘোঁড়া এখানে বিক্রয় হয়, দামও বেশ সস্তা। আমাদের দেশে যে সকল বড় বড় ঘোঁড়া দেখিয়াছ, তাহা প্রায়ই এখান হইতে লইয়া যায়। এখানে যে ঘোঁড়ার দাম দুই শত টাকা, আমাদের দেশে তাহার মূল্য

তিন চারি শত টাকার কম নহে। তদ্ভিন্ন সমস্ত জানোয়ারই এখানে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। এই মেলা দর্শন করিতে অনেকদূর দেশ হইতে, অনেক লোকের সমাগম হয়। অনেক রাজা বাহাদুর, মেলা দেখিতে এখানে আসিয়া ছাউনী করিয়া থাকেন। আমরা তিন দিন এখানে ছিলাম,—তোমার দাদা মেলা দেখিয়া ফিরিয়া গেলেন, আমি আর গেলাম না। আমার ইচ্ছা ছিল, এখান হইতে নেপালে যাইব। কিন্তু সহসা অত্যন্ত সর্দ্দি করিয়া শরীর অপেক্ষাকৃত অধিক অসুস্থ হওয়ায়, ততদূর যাইতে আর মন সরিল না। নতুবা সুবিধা হইত,—হাজীপুর হইতে ত্রিহুতের রাজধানী মজঃফরপুর ৪২ মাইল। যাইবার জন্য যান বাহনেরও সুবিধা আছে। মজঃফরপুরের পর সিগোলি,—সিগোলি দিয়া নেপাল যাইবার পথ।

যখন নেপালে যাওয়া হইল না, তখন একবার ভাবিলাম বাঁকিপুরে ফিরিয়া যাই—কিন্তু মন সরিল না, আর শরীরও একটু সুস্থবোধ হইল। তখন একবার প্রাচীন বৈশালী নগর দেখিতে গমন করিলাম।

হাজীপুর হইতে প্রাচীন বৈশালী নগর কুড়ি মাইল হইবে। প্রাচীন বৈশালী নগরের বর্ত্তমান নাম বেছারা। গণ্ডক নদের তট হইতে এই বেছারা নগর এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

এই স্থানে কুশপ্লবন নামক বন ছিল,—এই বনের অনুপম নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের কথা তুমি বোধ হয়, অনেকবার পুরাণাদিতে পাঠ করিয়াছ। এই কুশপ্লবন বনে সত্যযুগে হিংসা পরবশ হইয়া ইন্দ্রদেব দিতির গর্ভচ্ছেদন করিয়াছিলেন, এবং দৈব-বল-প্রভাবে সেই কর্ত্তিত গর্ভে ঊনপঞ্চাশত মারুতের জন্ম হয়। তাহার পরে, ইক্ষাকুবংশাবতংশ বিশাল ঐ কুশপ্লবন কানন-পার্শ্বে এক নগর সংস্থাপনা করেন,—মহারাজা বিশালের নাম হইতেই ঐ নগরের নাম বৈশালী নগর হয়। বৈশালীর রাজাগণ বহুকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তার পর কিরূপে তাঁহাদের রাজত্ব বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহা জানিবার কোন সুবিধা পাইলাম না। তবে ইতিহাসে এইমাত্র পড়িয়াছি, চীন পরিব্রাজক ফাহিয়ান ১২০০ বর্ষ পূর্ব্বে এই নগর ভগ্ন দেখেন, কিন্তু এখন এ নগরের সমস্তই ভগ্ন। সেই ভগ্ন শিলারাশির কারু-কার্য্য দেখিলে একেবারে মোহিত হইতে হয়। আর একটা প্রাচীন দুর্গের কিয়দংশ আজিও দণ্ডায়মান আছে—সে অতি প্রকাণ্ড. একটা ছোট পাহাড় বিশেষ। তাহার চারি কোণে চারিটা স্তম্ভ এবং পরিখা জলে পরিপূর্ণ। মধ্যে একটা নূতন প্রস্তুত মন্দির। দুর্গের দক্ষিণ পশ্চিমে স্তূপের উপর এখন মুসলমানদের কবরস্থান হইয়াছে। ইহার দক্ষিণে সেই স্থান, যেখানে বুদ্ধদেব একদিন বলিয়াছিলেন, "আমার নির্ব্বাণ সময় সন্নিকট।" শুনিলাম, চৈত্র মাসে এখানে একটা মেলা হয়। দুর্গের পশ্চিমে প্রশস্ত সরোবর মধ্যে শিব মন্দির এবং পার্শ্বে অনেক দেব দেবীর ভগ্ন মূর্ত্তি দৃষ্টি গোচর হয়। এই দুর্গের দুই মাইল উত্তর পশ্চিমে বাখরা। বাখরায় ১৪০৫ বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধদেবের তৃতীয় মহাধিবেশন হইয়াছিল,—এখন এখানে বুদ্ধের সাড়ে তিন হাত একটি প্রতিমূর্ত্তি, অশোকের ৪০ হাত লম্বা সিংহ স্তম্ভ, এবং স্তম্ভ দক্ষিণে বুদ্ধের হনু বানর

খাত লক্ষ সরোবর তীরে প্রকাণ্ড বানর মূর্ত্তি ও অনেক ভগ্ন স্তূপ আছে।

তিন চারি দিন ধরিয়া এই সকল দেখিয়া শুনিয়া আমি পুনরায় বাঁকীপুর তোমার দাদার বাসায় যাইয়া পৌঁছিলাম।

তিন চারি দিন তোমার দাদার বাসায় অবস্থিতি করিয়া গয়াভিমুখে যাত্রা করিলাম। বাঁকীপুর হইতে গয়া যাইট মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই গয়ার নীচে ফল্গু নদী। ফল্গু-তীর হইতে গয়াক্ষেত্র দেখিলে যে, মানস মানব-কন্দর-কত কত ভাবে বিভোর হয়, তাহা লিখিয়া কি জানাইব। প্রবেশকালের উভয় পার্শ্বের অনন্ত সৌন্দর্য্যচ্ছটা যেন মনঃপ্রাণ বিমোহিত করিয়া তুলে। তদনন্তর ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের শোভা, আর চারিদিকে পিণ্ড ও পাণ্ডার কলরব—যেন মধুরে মধুর ভাবের অভিব্যক্তি।

এই ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের পাদদেশে বিষ্ণুপদ মন্দির। এই মন্দির প্রায় ৬৬ হস্ত পরিমিত উচ্চ। ১৮০০ শকের কিছু পূর্ব্বে মহারাষ্ট্রীয় রাণী অহল্যাবাই এই মন্দির নির্ম্মাণ করেন। হিন্দুযাত্রীগণের হৃদয়ের বিশ্বাস ও মহৎভাব পরিদৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া যাত্রার করগ্রাহী গিলাণ্ডার সাহেব ১৭৯৮ খৃষ্টীয়াব্দে এই মন্দির দ্বারে একটা ঘণ্টা লম্বিত করিয়া দেন; আজিও সেই ঘণ্টা মন্দির প্রবেশ করিলেই দর্শকের সম্মুখে পতিত হয়। মন্দিরের মণ্ডপ গৃহটি অতিশয় সুন্দর ও মনোহর। তাহার চতুর্দ্দিকে স্তম্ভ সকল শ্রেণী বিভাগক্রমে দণ্ডায়মান—এক এক দিকে আটটি করিয়া স্তম্ভ, এবং এক এক স্তম্ভ চারিটিতে সংলগ্ন,—দুই শ্রেণীর দুই স্তম্ভ ছাদ-মূল স্পর্শ করিয়াছে। প্রায় একাদশ হস্ত সম চতুষ্কোণ। মণ্ডপের সম্মুখে অষ্টপদ বিশিষ্ট উক্ত গৃহমধ্যে বিষ্ণুপদ সংস্থাপিত। ইহার অভ্যন্তর ভাগ প্রায় ২৫ হস্ত, তন্মধ্যে দুই হাত জায়গা বিষ্ণুপদে আবৃত—আহা! সে স্থান কি পবিত্র! দেখিলে ভক্তি-রসে প্রাণ উথলিয়া উঠে—সে চরণ-চিহ্ন দেখিলে বোধ হয়, বিষ্ণুদেব যেন এইমাত্র চরণ দানে এ স্থানকে পবিত্র করিয়া যাইতেছেন।

ইহার সম্মুখে স্তম্ভ চতুষ্টয় সমন্বিত ঘণ্টাবরণ মধ্যে নেপাল-মন্ত্রী রঞ্জিত পাণ্ডে প্রদত্ত বৃহৎ ঘণ্টা। পাশের অনাবৃত 'পার্শ্বগৃহে' চারি পাঁচ শত লোক গোলমাল করিয়া পিণ্ড পাকাইতেছে, কেহ বা ঘণ্টা বাদন করিতেছে, কেহ বা স্তব পাঠ করিতেছে,—কেহ বা পিণ্ডদান করিতেছে। ভারতের ভক্ত যাত্রীগণের ভয়ঙ্কর জনতার মধ্যে পাণ্ডাদের মন্ত্রের স্বর ও চারি দিকে "জয় গদাধর" শব্দ। ইহাতে কোন্ পাষাণ হৃদয়ের না হৃদয় দ্রবীভূত ও ভক্তিরসে বিগলিত হয়? আমি ইচ্ছা করিয়া—এই সকল ভক্তিময় ও প্রাণানন্দ স্পর্শী ক্রিয়া-কাণ্ড দেখিতে দেখিতে একেবারে বিহ্বল হইয়া গেলাম।

যথাসাধ্য গয়াক্রিয়া সম্পন্ন করিলাম। আর দুই একজন যাঁহারা আমার সঙ্গে আসিয়াছিলেন-তাঁহারা গয়া-ক্রিয়া সম্পন্ন করত সকলেই বাসায় চলিয়া গেলেন। আমি সে সৌন্দর্য্য প্রাণ ভরিয়া দেখিবার জন্য তখন বাসায় গেলামনা। চারি দিকে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে পুনরায় বিষ্ণুপাদ মন্দিরে গমন করিলাম—আর একবার, সম্ভবতঃ ইহ জন্মের মত (আবার কি শ্রীচরণ দর্শন করিতে আসা

আমার ঘটিবে ?) আর একবার বিষ্ণুপদ দর্শন করিবার জন্য মন্দিরে গমন করিলাম; অনেকক্ষণ ধরিয়া সে চরণ-চিহ্ন দর্শন করিয়া বাহিরে আসিয়া প্রাঙ্গণে বিচরণ করিতে লাগিলাম; দেখিতে পাইলাম,—ভিত্তি গাত্রে কত শত রাজা ও রাজ পুত্রের নামাঙ্কিত। কোথাও "লোন রাজাত্মজে যুজপালে গয়াকুতে" কোথাও "গোবিন্দ পালদেব গত রাজ্যে চতুর্দ্দশ সম্বৎসরে গয়ায়াং" ইত্যাদি কত নাম লিখিত আছে। কিন্তু হায়! কোথায় তাঁহারা? কোথায় সেই রাজগণের হৃদয়ের অন্তস্তল নিহিত ভক্তি, প্রীতি—সে দান, কোথায় সে সকল কীর্ত্তি? এখন তাঁহারা কোথায়, কোন দেশে গিয়াছেন? আজিও জলন্ত অক্ষরে তাঁহাদিগের কীর্ত্তি উদ্ভাসিত হইতেছে।—হে অক্ষর সমষ্টি! তোমাদিগকে কে লিখিয়াছে, কে পড়িতেছে—কেই বা বুঝিতেছে!

ইহার নিকটে দ্বিতীয় প্রাঙ্গণে পাতরে গঠিত গদাধর মন্দির। উত্তর পশ্চিমে পঞ্চ ক্রোশ পরিমাপকে স্তম্ভ। প্রবেশ দ্বার পার্শ্বে, যুগল করী পৃষ্ঠে শচিপতি ইন্দ্রমূর্ত্তি। আবার তাহার উত্তর পশ্চিমে গয়াসুরী দেবীর মন্দির।

* *অগ্রহায়ণ * *বার বেলা চার ঘটিকার সময় আমি গয়া হইতে বিদায় হইলাম। আর এক জন ভদ্রলোক আমার সঙ্গী হইলেন,—তিনি বাঙ্গালী, তাঁহার বাড়ি ময়মনসিংহ জেলায়; গয়ায় তাঁহার একটা চাউলের আড়ত আছে। কার্য্য ব্যপদেশে তিনি রাজগৃহে যাইতেছেন। আমি তাঁহার বাসার নিকটেই ছিলাম,—তিনি রাজগৃহে যাইবেন, শুনিয়া আমিও তাঁহার সঙ্গে গেলাম। কেন না, আমার যাইবার যখন স্থির-তর স্থান কোথাও নাই—এক স্থানে গেলেই হ'ল, তার উপর রাজগৃহ আবার আমাদের ভারতের একটি চির গৌরবময় স্থান—বিশেষতঃ এক জন দেশীয় সঙ্গী পাইলাম।

পর দিবস বেলা ১০টা না বাজিতেই আমরা রাজগৃহে পৌঁছিলাম। গয়া হইতে ২৪ মাইল উত্তর পূর্ব্বে রাজগৃহ। রাজগৃহের আরও কতক গুলি নাম আছে, যথা—গিরিব্রজ, মগধপুর, ও কুশাগ্রপুর। এখন ইহার ধ্বংশাবশেষ মাত্র আছে। এই স্থানে মহাবীর মগধেশ্বর জরাসন্ধের রাজধানী ছিল, ত্রেতাযুগ হইতে আর মহানন্দের কাল পর্য্যন্ত এই স্থলে মগধ রাজগণের রাজ-সিংহাসন স্থাপিত ছিল। এককালে এই নগরের প্রবল প্রতাপে,—পৃথিবী বিকম্পিত—অধিক কি এই মগধপুরের ভয়ে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ পর্ব্বতাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মগধপুরে বসিয়া চাণক্য নীতি সম্বন্ধীয় অপূর্ব্ব শ্লোকমালা বিরচণ করিয়া-ছিলেন,—এই মগধপুরের কীর্ত্তি কলাপ লইয়া আদরের ধন সংস্কৃত "মুদ্রা রাক্ষস" নাটক। এখন আর তাহার কিছুই নাই—দুর্দ্দান্ত কাল এখন সে সকল নিজ উদরে পূর্ণ করিয়াছে। এখন যাহা আছে, তাহা বলিতেছি।

এখন আছে, কেবল সেই পঞ্চ পাহাড়* সেই শোনা নদী ও কতকগুলি ভগ্নাবশেষ অতীত মাহাত্ম্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

---

* চৈত্ররথ আদি করি পঞ্চ গোটা গিরি।
তাহার মধ্যেতে বৈসে গিরি ব্রজপুরী॥
অনুপম দেশ সেই দেখিতে সুন্দর।
ধন ধান্য গো মানুষে শোভিত নগর॥

আমরা উত্তর দিক্ দিয়া প্রবেশ করিলাম,—উত্তর পশ্চিমে বৈভার পর্ব্বত। বেলা প্রায় ৩টার সময়ে আমার সঙ্গী ভদ্র লোকটী আমাকে দেখাইবার জন্য আমাকে পর্ব্বতোপরি লইয়া গেলেন। পাহাড়ের যে কত শোভা—তাহা লিখিয়া জানাইবার নহে। সমতল ক্ষেত্রের অধিবাসী কোন পার্ব্বত্য স্থানে আসিলে, তাঁহার মনে কি এক অপূর্ব্ব ভাব হয়! যিনি তাহা কখন নিজ হৃদয়ে অনুভব করিয়াছেন, তিনিই জানেন। এই উত্তুঙ্গ গিরি মস্তক উন্নত করিয়া মেঘমালা অতিক্রম করিতেছে। তদুপরিস্থ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকলও উচ্চতা ও দূরত্ব বশতঃ ধূমময় বোধ হইতেছে—কোথাও ভীষণ গহ্বর অন্ধকারময় করাল বদন ব্যাদান করিয়া যেন বিশ্ব সংসার গ্রাস করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছে। অপর এক স্থলে নির্ঝরণী হয়ত ঐ ভীষণতাকে কোমল করিবার জন্যই মৃদু মন্দ ঝির্ ঝির্ শব্দে পর্ব্বত-পৃষ্ঠ অভিষিক্ত করিয়া নির্জ্জনে শান্ত ভাবে আপনার গম্য স্থানে চলিয়াছে—বিশ্রাম নাই, বিরাম নাই,হ্রাস বৃদ্ধি নাই অবিরাম—কেবলই ঝির্ ঝির্ ঝির্। আবার কোন স্থানে সুন্দর তরুলতা-মণ্ডিত-শোভায় প্রদর্শনীর পার্শ্বে ভীম নাদে, গিরি-শিখর পর্য্যন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া, জল-প্রপাত প্রবল বেগে ছুটিতেছে। কোথা হইতে?—কোথায়—জানিবার উপায় নাই! কোন প্রশ্নের উত্তর নাই! কেবল স্থির, অটল, অপরিবর্ত্তনশীল, গম্ভীর দৃশ্য—সত্য। দেখ, দেখ, দেখ—আর অবাক্ হও। বিস্ময় পূর্ণ হইয়া বসিয়া থাক। তাই বলিতেছিলাম,—এ শোভা এ সৌন্দর্য্য—নয়নে না দেখিলে বুঝিবার উপায় নাই। যাহা বুঝাবার উপায় নাই, তাহা লিখিয়া তোমাকে বিরক্ত করিব না। যাহা বুঝিতে পারিবে, তাহাই লিখিতেছি।

বৈভার পর্ব্বতের মধ্যে লতাজাল বেষ্টিত সুগঠিত এক প্রকাণ্ড গুহা। লম্বে ২২॥০ প্রস্থে ১৭।০ ও উচ্চতায় ৮ হাত। সম্মুখে আরও আবৃত স্থান ছিল। ইহাই বৌদ্ধদিগের সুবিখ্যাত সাতপনি গুহা। বুদ্ধ-মৃত্যুর তিন মাস পরে ধর্ম্ম প্রচারার্থ বৌদ্ধগণের এই স্থানে সর্ব্ব প্রথম মহাধিবেশন হয়। এরই নিকটে আর একটী ভগ্ন গুহা,—তৎপরে আর এক বৃহৎ গুহা। আমার সঙ্গী বলিলেন, আমি আরও কতবার এখানে আসিয়াছি, এবং সেই উপলক্ষে এখানকার লোকের মুখে শুনিয়াছি,—এই বিরাট গুহার ভিতরে দুরাত্মা জরাসন্ধ রাজাগণকে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল।

বোধ হয় তোমার মহাভারতের কথা মনে আছে—কৃষ্ণ বলিতেছেন,

"পৃথিবীর রাজা সব বান্ধিয়া আনিলে।
পশুবৎ করি রাখিয়াছ বন্দী-শালে॥
মহাদেবে বলি দিবে শুনিনু শ্রবণে।
বল দেখি হেন কর্ম্ম করে কোন্ জনে॥

ভারতের অনেক রাজা—সেই সকল স্বাধীন, অনেক ক্ষত্রিয় রাজা এই গহ্বরে আবদ্ধ ছিলেন এখন শূন্য। তার পর বৌদ্ধ মধ্যাহ্নকালে এই

ভীমার্জ্জুনে বলেন গোবিন্দ মহামতি।
এই পঞ্চ গিরি মধ্যে নগর বশতি॥
কাশীদাসী মহাভারত—সভা পর্ব্ব।

গুহায় বসিয়া তপস্যা করিতেন।—এখন ইহা শূন্য—মহা শূন্যে পরিণত!!

ইহারই অনতি দূরে জরাসন্ধের বৈঠকী।—এখন তাহা একটা ভগ্ন স্তূপে পরিণত! কিন্তু এই বৈঠকী একদিন বীরত্বে, ধীরত্বে, বীর্য্যে অসীম ছিল—স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণও এই বৈঠকী-বীর্য্য ভয়ে সমুদ্র-গর্ভে প্রবেশ করিয়াছিলেন,—কিন্তু কাল সে সকল গ্রাস করিয়াছে, জীবাত্মা ছাড়িয়া গিয়াছে, পঞ্চ ভূতাত্মক দেহও প্রায় সব পঞ্চভূতে মিশিয়া গিয়াছে—এখন কঙ্কাল-মালা পড়িয়া রহিয়াছে।

এই বৈঠকীর নিকটেই একটা শিবালয়ের ভগ্নাবশেষ। শিব জরাসন্ধের উপাস্য দেবতা শিবের মন্দির—যে মন্দিরের সম্মুখে রাজগণকে বলি দিবার জন্য আবদ্ধ রাখিয়াছিলেন,—ইহাই সেই শিবালয়ের ভগ্নাবশেষ। অনেকক্ষণ অনিমিক্‌ নয়নে সে মন্দির দেখিলাম,—দেখিয়া যেন দেখার খেদ মিটে না। যত দেখি, ততই যেন তাহা হইতে নব ভাব নূতন কবিত্ব আসিয়া আমার মনঃ প্রাণ মোহিত করিয়া তুলিতে লাগিল। ইহার পর বৌদ্ধদেবের পাঁচ মন্দির—পার হইয়া উত্তর পূর্ব্বে বিপুল গিরি। বৈভার ও বিপুলের মধ্যভাগ সমতল। পাহাড় হইতে একটি নদী নামিয়া ঐ দিকে গমন করিতেছে। নদীর বৈহার পার্শ্বে সাতটী ও বিপুল পার্শ্বে আটটী উষ্ণ প্রস্রবণ—হিন্দুদিগের তীর্থ। নিকটে অনেক দেবালয় এবং রাজগৃহের হস্তিনাপুর দ্বার। এই স্থানেই জরা রাক্ষসীর মন্দির।

জরা রাক্ষসী কে, তাহা কি তোমাকে আবার লিখিয়া জানাইতে হইবে? তুমি বোধ হয়, জরাসন্ধের জন্ম বিবরণ ও জরা রাক্ষসীর কথা কাশীদাসের মহাভারতে পড়িয়াছ, যদি মনে না থাকে—আমিও সংক্ষেপে লিখিতেছি।

এই মগধে পূর্ব্বকালে বৃহদ্রথ নামে এক রাজা ছিলেন,—শত্রুগণ তাঁহার বশীভূত, ধন সম্পত্তি অতুল হইলেও তিনি পুত্রধনে বঞ্চিত থাকায়, অত্যন্ত দুঃখিত ও বিমর্ষ হইয়া প্রধানা ভার্য্যাদ্বয় সমভিব্যহারে বন-গমন করিলেন। বন-মাঝে গৌতম নন্দন চণ্ডকৌশিক মুনির সহিত রাজার সাক্ষাৎ হয়,—রাজা যথোচিত ভক্তি ও স্তব স্তুতি করিলে মুনি তাঁহার বনাগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। রাজা অপত্যহীনতা জন্য দুঃখে বনাগমন করিয়াছেন, এই কথা বলিলে, মুনি তাঁহাকে এক আম্রফল প্রদান করিয়া বলিলেন, আপনার প্রধানাভার্য্যাকে ইহা ভক্ষণ করিতে দিবেন,—দৈবও এই ফল প্রভাবে তিনি গর্ভবতী হইবেন। রাজা আনন্দ চিত্তে সেই আম্র লইয়া নগরে প্রত্যাগমন করিলেন। উভয় ভার্য্যাকে তিনি সমভাবে ভাল বাসিতেন, সুতরাং সেই আম্র দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া দুই স্ত্রীকে সেবন করিতে দিলেন। দুইজনেরই গর্ভ হইল—এক সময়ে এক দিনে দুইজনেই প্রসূত হইলেন। কিন্তু দুই গর্ভ হইতেই অর্দ্ধাঙ্গ হইল,—রাজা বুঝিলেন, তাঁহারই দোষে এরূপ হইয়াছে। যদি তিনি আম্রটি না কাটিতেন, তবে আর এরূপ হইত না। তখন আর কি করিবেন, অগত্যা সেই অর্দ্ধ দেহদ্বয় একটা পাত্রে করিয়া শ্মশানে ফেলিয়া দিলেন। জরা নামক রাক্ষসী রাজগৃহে গর্ভপাতের সম্বাদ শুনিয়া ছুটিয়া আসিল। "সংসারে যত গর্ভপাত

হয়, সে সকলই তাহার শাসনায়ত্ত। কিন্তু সে আসিয়া ঐ আশ্চর্য্য দেহদ্বয় দেখিয়া বিস্মিত হইয়া, দুই দেহে সংযোগে করিল—আর অমনি শিশু স্বভাবসুলভ উঙা উঙা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তখন রাক্ষসী ভাবিল, এই সামান্য শিশুর মাংসে আমার উদর পূর্ত্তি হইবে না।—বিশেষতঃ মগধ রাজ আমাকে চিরদিন পূজা করিয়া আসিতেছে, অতএব এ শিশুটি আমি তাহাকে প্রদান করিয়া আসি। জরা রাক্ষসী ছেলে লইয়া রাজাকে প্রদান করিয়া আসিল। সকল কথা শ্রবণ করিয়া রাজার আর আনন্দ ধরে না। তিনি রাক্ষসীকে অনেক স্তব স্তুতি করিয়া তাঁহার রাজ্য মধ্যে এক মন্দির প্রস্তুত করিয়া দিলেন,—সেই স্থানে রাজভোগে সেবিত হইয়া জরা রাক্ষসী সময়ে সময়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিল। সেই মন্দিরটি এই—ইহার অদূরে জৈন মন্দির ও একটা ভগ্ন চৈত্য দেখিতে পাওয়া যায়।

এই বিপুল গিরির পূর্ব্বে রত্নগিরি; রত্নগিরির পরে উদয় গিরি। উদয় ও শোণ গিরি চক্রাকারে দক্ষিণদিক বেষ্টন করিয়াছে। এইরূপ পঞ্চ পর্ব্বত বেষ্টিত হইলেও জরাসন্ধ পুনরায় প্রাচীর দ্বারা নগরটি তিন কক্ষায় বিভাগ করিয়াছিল; আজিও তাহার ভগ্নাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে। পশ্চিমদ্বার পাণ্ডুরঙ্গ ভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। বোধ হয়, এই স্থানেই পণ্ডুতনয় ভীমের সহিত জরাসন্ধের যুদ্ধ হয়,—এবং এই স্থানেই জরাসন্ধের জীবন সূর্য্য অস্তমিত হয়। রাজগৃহের পূর্ব্বপার্শ্বের নাম গিরিব্রজ।

আমি হিন্দুর অতীত অনন্ত কীর্ত্তিময় জরাসন্ধ-ভবনে তিন দিন বাস করিয়া বিহার নগরে গমন করিলাম,—আমার সঙ্গীটি রাজগৃহেই থাকিলেন।

বিবিধ তত্ত্ব।

—:০০:—

পটকা প্রস্তুত—ক্লোরেট অব পটাশ পৃথক রূপে চূর্ণ করিয়া তাহার সহিত মনঃশিলার সূক্ষ্ম চূর্ণ গঁদের তরল আঠার সহিত মিশ্রিত করিয়া কাগজে মাখাইয়া সলিতা পাকাইতে হইবে; এই সলিতা কাগজে মুড়িয়া আঠাদ্বারা ভালরূপ মোড়ক করিয়া লইলে যে পটকা প্রস্তুত হইবে তাহার আওয়াজ বন্দুকের মত হইবে। কিন্তু যে সময় অগ্নি প্রদান করিতে হইবে,সেই সময় একটু সাবধান—যেন মনঃশিলার ধুম নাসিকায় না লাগে—ওতে বড় অসুখ করে।

ডিম্ব ভোজন—বাসি ডিম্ব খাইলে ভারি অসুখ করে, এ কথা সকলেই জানেন, অতএব বাসি ও টাটকা যাতে চিনিতে পারা যায়—তার উপায়টা সকলেরই জেনে রাখা উচিত। এক টি বড় গেলাসে দেড় পোয়া আন্দাজ জল দিয়ে তাহাতে দু চামচ বরাদ্দ লবণ দিবে, পরে ডিম্ব তাহার মধ্যে দাও—যদি সদ্যজাত ডিম্ব হয়, তাহা হইলে ডিম্ব গিয়া গেলাসের তলায় ঠেকিবে, আর কিঞ্চিৎ বাসি হইলে কিছু উর্দ্ধে

উঠিবে,—আর যদি বেশীদিনের হয়, তবে একেবারে উপরে ভাসিতে থাকিবে।

পরিষ্কার করা—মস্‌লন্দ মাদুরের রং ময়লা হইলে পাতি কিম্বা কাগজী লেবু চাকা চাকা করিয়া কাটিয়া মাদুরের উপর তাহা ঘসিবে, পরে শুক্‌না নেকড়া দ্বারা তাহা মুছিয়া ফেলিলে রং বেশ উজ্জ্বল হইবে।

পচামাছের গন্ধ নিবারণ—পচা মাছের দুর্গন্ধ নিবারণ করিতে হইলে, মাছগুলি কুটিয়া বাছিয়া একটা হাঁড়িতে সাজাইয়া উপরের দুই থাক কিম্বা তিন থাকের উপযুক্ত স্থান খালি রাখিতে হইবে, পরে ঐ খালি স্থানে কাটের কয়লা পূর্ণ করিয়া রাখিলে মাছের যত দুর্গন্ধ সব দূর হইয়া যায়।

রাতকাণা—রাত কাণা লোকের চোকে দিন কতক দুই একফোটা পানের রস দিলে, রাতকাণা সেরে যায়।

মশা মারা—ঘরের মধ্যে নালিতা শাকের ধুঁয়া দিবে জানেলাদি বন্ধ করিয়া দিলে, ঘরের মধ্যের সব মশা মাছি না কি মরিয়া যায়।

শ্বেত আকন্দের মূল কাঁজির সহিত বাঁটীয়া প্রলেপ দিলে অন্ত্র বৃদ্ধি নষ্ট হয়।

ক্ষিপ্ত শিয়াল কিম্বা কুকুরে কামড়াইলে শ্বেত আকন্দের ছোট ছোট তিনটি পাতার রসে একুশটি গোলমরিচ বাটিয়া সেবন করিলে, আর কোন আশঙ্কা থাকে না।—অমুদটী কোন ফকিরের দ্বারা প্রাপ্ত। পরীক্ষা করিয়া ফলাফল লিখিলে বাধিত হইব।

কর্ণশূল জনিত যাতনা হইলে শ্বেত আকন্দের পাতা অল্প ঘৃত মাখাইয়া তাহা আগুনে তাতাইতে হইবে। এখন ঐ পাতার রস বাহির করিয়া কানের ভিতর দাও—সমুদায় জ্বালা যন্ত্রণা নিবারণ হইবে।

ফোড়া বসাইতে হইলে বটের আঠা তাহার উপরে লেপিয়া তাহাতে শিমুলের তুলা বসাইয়া দিবে, তাহা হইলে ফোড়া বসিয়া যাইবে—এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে সমুদায় বেদনাও নিবারিত হইয়া যাইবে।

কেমিকেল গোল্ড—কেমিকেল গোল্ড কিনিয়া অনেকে ঠকিতেছেন,—কেউ উহা নকল সোনা ভাবিতেছেন, সোনার জ্বালা বুঝি এতেই যাবে। যদি কারু এতে সোনার জ্বালা যায়, তবে অত খরচ পত্র করিয়া ডাকে না আনিয়া কেমিকেল সোনা করিয়া গ্রামস্থ সেকরা কামার দিয়ে অলঙ্কার প্রস্তুত করিয়া লইতে পারেন। যে প্রকারে কেমিকেল সোনা তৈয়ার করিতে হয়, আমরা তাহা বলিয়া দিতেছি—একটা মুচিতে করিয়া এক ভরি বার আনা উৎকৃষ্ট তামা, চারি ভরি প্লাটীনম্ এবং সওয়া পাঁচ ভরি বিশুদ্ধ দস্তা

আগুনের তাপে গলাইয়া লও। যে রকম কেমিকেল সোণার গহণা বাজারে সচরাচর বিক্রয় হয়, তা হ'তে এ খুব ভাল হবে।

জলে ডুব দিয়া এক খণ্ড আদা চিবাইলে কানে তালা লাগা সারে।

উন্মত্ত শৃগালাদিতে কামড়াইলে লৌহপোড়াইয়া লাগান অপেক্ষা কষ্টীক দিয়ে পোড়ান খুব ভাল।

ঘরে ছারপোকার উৎপাত হইলে, চব্বিশ ঘণ্টা গন্ধকের ধুমা দিলে উহা বিনষ্ট হয়।

অৰ্দ্ধোদয় যোগ।

—০ঃঃ০০ঃঃ—

"অমার্কপাত শ্রবণাযুক্তা
চেৎ পৌষ মাঘয়োঃ।
অৰ্দ্ধোদয়ঃ স বিজ্ঞেয়ঃ
কোটিসূর্য্যগ্রহৈঃ সমঃ॥"

অমা=অমাবস্যা, অর্ক,=সূর্য্য, পাত (পৎ= পড়া+ঘঞ্—ভাব, ধ) পতন। যদি পৌষ কিম্বা মাঘ মাসের সূর্য্য থাকিতে অর্থাৎ দিবাভাগে অমাবস্যা এবং শ্রবণা নক্ষত্র যুক্ত হয়, তবেই তাহাকে অৰ্দ্ধোদয় যোগ বলিয়া জানিবে। এই অৰ্দ্ধোদয় যোগে ৺ গঙ্গাস্নানে কোটিসূর্য্য-গ্রহণ কালীন গঙ্গাস্নান জন্য ফল সম ফল প্রাপ্ত হয়। অৰ্দ্ধোদয় অতীব পুণ্যময় যোগ,—এমন বিপুল, এমন পাপ তাপনাশক যোগ অতি দুর্ল্লভ।

"তপসি বিপুল যোগঃ
সোঽয়মৰ্দ্ধোদয়ঃ স্যাৎ॥"

অৰ্দ্ধোদয় অতীব বিপুল যোগ—কোটি সূর্য্য গ্রহণ কালীন গঙ্গাস্নান জন্য ফল সম ফল প্রাপ্তি হয়, তাই এই অৰ্দ্ধোদয় যোগে ৺ গঙ্গাস্নান করিয়া যাবতীয় পাপ তাপ বিদূরিত করিবার জন্য ভক্ত বঙ্গবাসী চারি দিক হইতে অগণিত ভাবে আসিয়া ৺ জাহ্নবী তটে সমাগত হইতে-ছেন। বৃদ্ধ বৃদ্ধা যুবক যুবতী বালক বালিকা আজ জাহ্নবীর পূতসলিলে নিজ দেহ পবিত্র করিবার জন্য—সমস্ত পাপতাপ বিদূরিত করি-বার জন্য সমাগত। ধনী ধনচিন্তা বিসর্জ্জন দিয়া, মহাজন অর্থের মায়া কাটাইয়া, অধমর্ণ—মহাজনের তাড়না ভুলিয়া, অত্যাচার প্রপীড়িত দরিদ্রগণ অত্যাচারের দারুণ যন্ত্রণা ভুলিয়া আজি কাতারে কাতারে গঙ্গাতীরে সমাগত।

কাহারও অন্য চিন্তা নাই, অন্য ভাবনা নাই—কেবলি সব আত্ম-পাপ বিমোচনের জন্য করযোড়ে ভক্তিময় প্রাণে, "মাতর্গঙ্গে প্রসীদ" "চরণে স্থান দাও মা" বলিয়া মায়ের নিকট মুক্তি প্রার্থনা করিতেছে।

ভারতবাসীর এ ভাব—পুণ্যের জন্য এমন আত্ম-বিসর্জ্জন ভাব দেখিয়া বাস্তবিকই প্রাণ মন পুলকে পূর্ণিত হইয়া উঠে। শরীর যেন স্বতঃই রোমাঞ্চিত হয়,—ভাবে হৃদয় বিভোর হইয়া যায়। বোধ হয়, আজিও ভারতবাসীর ধর্ম্মে মতি আছে, ধর্ম্মের জন্য ভারতবাসী আজিও সমস্ত কষ্ট,সমস্ত যন্ত্রণা,সকলি সহ্য করিতে পারে।

এই অৰ্দ্ধোদয় যোগে ৺ গঙ্গাস্নান করিবার

জন্য বঙ্গের সুদূর প্রান্ত হইতে স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকা দলে দলে কাতারে কাতারে গঙ্গাভিমুখে আগমন করিতেছেন। ইঃ বিঃ এস্ রেলওয়ে কোম্পানি এই যাত্রীদিগের সুবিধার জন্য তিন খানি অতিরিক্ত গাড়ির বন্দোবস্ত করিয়াছেন,আর যাহা চলিতেছিল,—তাহাত যথারীতি যাইতেছে, তবু গাড়িতে স্থান নাই,গাড়িতে লোকে লোকারণ্য তিল রাখিবার জায়গা নাই।

আর প্রত্যেক রাস্তায়, সামান্য পথে কেবলি যাত্রীগণের কলরব, হুলু ও হরিধ্বনি। অনেক দিনের পরে এই অর্দ্ধোদয় যোগ হইয়াছে। অনেক দিনের পরে এই পাপতাপ নাশক বিপুল অর্দ্ধোদয় যোগ হইয়াছে; তাই হৃদয়ের ত্রিতাপ বিনষ্ট করিতে, প্রাণের অশান্তি বিদূরিত করিতে—কলুষরাশি অপনোদনের জন্য ভারতবাসী উন্মত্ত হৃদয়ে,ভাবময় প্রাণে,ভক্তি পূর্ণ মনে গঙ্গাস্নান করিবার জন্য প্রধাবিত হইতেছেন। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, আজিও কোটি কোটি ভারতবাসী হিন্দুধর্ম্মের সুবিমল শান্তি-পাতাকা-মূলে অবস্থিত,আজিও কোটি কোটি ভারতবাসীর হৃদয় ধর্ম্মের জন্য উন্মত্ত।

অর্দ্ধোদয় যোগকালে সমস্ত জলই গঙ্গা জলের সমান হয়।

"অর্দ্ধোদয়েতু সং প্রাপ্তে সর্ব্বং গঙ্গা সমং জলং।"

অর্দ্ধোদয় যোগকালে ঐ যোগ সময়ে পুষ্করণী তড়াগ, কূপ, নদ, নদী, ডোবা, বিল সমস্ত জলাশয়ের এমন কি করতলস্থিত এক বিন্দু জলও গঙ্গা জলের সমান হয়। সে দিন, সেই যোগ সময়ে যেখানেই স্নান করা হউক না কেন—তাহাতে গঙ্গা স্নানের ফল হইবে। তবে প্রভেদ এই, অর্দ্ধোদয় যোগ সময়ে ৺জাহ্নবী-নীরে স্নান করিলে, কোটি সূর্য্য গ্রহণ কালীন গঙ্গা স্নান করিলে যে ফল হয়, তাহাই হইবে, আর ঐ যোগ সময়ে অন্য জলে স্নান করিলে বিনা যোগে গঙ্গা স্নান করিলে যে ফল হয়, তাহাই হইবে।

বড়ই আনন্দ ও সুখের কথা যে, বিধর্ম্মীগণ দেখুক, আমাদের এক একটা ধর্ম্মময় ব্যপারে কত কত নর নারীর হৃদয় আন্দোলিত ও উচ্ছাসিত হয়। আজ বিধর্ম্মীগণ চক্ষু মেলিয়া চাহিয়া দেখুক—ধর্ম্মের জন্য ভারতবাসীর আজিও কেমন কেমন ভক্তি ও ভাবময় একতা আছে। ঐ শুন, ঐ শুন—জাহ্নবী-তট হইতে সহস্র কণ্ঠ সমুদ্ভূত কেমন একতান স্বর উঠিতেছে—মাতর্গঙ্গে প্রসীদ! চরণে স্থান দাও মা।

প্রসূতি পালন।

বা

সূতিকা অবস্থায় স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়।

পূর্ব্ব প্রস্তাবে আঁতুর ঘর বিষয়ক অনেক কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে প্রসব অন্তে প্রসূতিকে যে যে নিয়মে রাখিতে হয়, তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে;——

(১) প্রসূতিকে বিশ্রাম করান,—যথা নিয়মে প্রসব-কার্য্য সমাধা হওয়ার পর—ফুল নির্গত হইয়া গেলে, প্রসূত-সন্তানটী একবার মাত্র প্রসূতির কোলে দিয়া অন্তে তাহাকে লইবেন। এবং অপর এক জন (বা ধাত্রী নিজে) বিশেষ

যন্ত্রের সহিত প্রসূতির গাত্রের যেখানে যে ময়লা বা রক্ত লাগিয়াছে, তাহা গরম জল দিয়া ধুইয়া দিবেন, পরে তাহার পরণের ময়লা কাপড় খানি আস্তে আস্তে খুলিয়া লইয়া একখানি ফর্শা কাপড় (বা কানি) পরাইয়া দিবেন, এবং এই অবস্থায় বিছানার উপর সোয়াইয়া দিবেন,—প্রসব শেষ হওয়ার আগে থেকেই এ বিছানাটা বেশ জুত বরাং ক'রে পেতে রাখা চাই—বেশী কিছু নহে যে অত ঘুরে দিলে বলা সারা যাবে—একখানা ছোট তক্তপোষের উপর একটা যেমন তেমন তোষক, আর তার উপর একখানা ফর্শা চাদর, আর একটা ছোট বালিস, এই দিব্যি বিছানা হ'য়ে যাবে। তাতেও যদি আপত্য হয়, অপত্য-স্নেহ তুচ্ছ হইয়া ছেঁড়া তোষকের মায়াটাই যদি বেশী হয়,—চৌকিখানায় আঁতুর-বেধে থাকবে বিবেচনা হয়, তবে তাতেও কাজ নাই। শুষ্ক মেজের উপর একখানা দরমা বিছাইয়া, তার উপর খড় বিচালি বা পাল, বেশ করে পেতে দেবে, শেষে তার উপর একখানা ফর্শা মোটা কাপড় বা কানি বিছাইয়া—যেমন দেশ, সেই রকমের এই সকল বিছানা তৈয়ার করিয়া নেবে। তার উপর একটা বালিস অবশ্যই মিলবে ? কারণ তার দাম।০ আনার বেশী তো আর নহে। তা।০ আনার মায়ায় কে আর মায়ার পাত্রকে অশিয়রে রেখে কষ্ট দেয়, আর তাও যদি কোন গিন্নি দিতে নারাজ হন, তবে তাঁকে কোটী কোটী নমস্কার ক'রে, ঐ রকম পাল খড় দিয়ে একটা বালিস বানাইয়া দিবে। ঐরূপে তৈয়ারী [illegible] না, কারণ [illegible] কোন বিছানার উপর প্রসূতিকে [illegible] উপকারক গুণ [illegible] শয়ন [illegible] যাহাতে নিদ্রা আসে সে বিষয়ে মনোযোগী হইবে। কারণ এই অবস্থায় একটু নিদ্রা হইলেই সকল ভয়—সকল বিপদ কাটিয়া যায়। একজন ভাল ডাক্তার বলেন এই সময়ের জন্য একটু নিদ্রা শত শত ঔষধের চেয়ে বেশী মূল্যবান ও গুণ যুক্ত। বলা বাহুল্য বেশী গোলমাল হৈ চৈ না করিলেই আপনিই নিদ্রা আসিবে, কারণ প্রসূতি পূর্ব্ব হইতেই ক্লান্ত হয়।

(২) পেটী বন্ধন—এটী বিলাতি ব্যবস্থা হ'লেও মোদ্দা খুব আবশ্যক, কারণ ইহাতে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়, অথচ খরচ পত্র আদৌ নাই,—ফুল পড়িয়া যাওয়ার পর (বিছানার শোয়ানর আগে) একটা লম্বা ৮।১০ অঙ্গুলি চেওড়া কাপড়ের টুক্‌রা লইয়া বা অন্য কাপড় দিয়া, পোয়াতার তল পেটের নীচে থেকে বুকের কড়া পর্য্যন্ত বেশ ক'রে জড়াইয়া বেঁধে দেবে। জরায়ুর উপর আর একটা ন্যাকড়ার গদি বসাইয়া তার উপর জড়াইয়া দিলে আরও বেশী উপকার হয়।—এইরূপ জড়াইয়া বাঁধিয়া দিলে রক্ত ভাঙ্গার ভয় থাকেনা।—ভাঙ্গার কামড় ধরেনা,—তল পেটের চামড়া ঢিলে হয় না—বা পেটবোলা হয় না।—আমাদের দেশে এক ছেলের মা হ'লে ঝোলা পেট হ'য়ে পড়া বা, কুড়ির মধ্যে বুড়ি হওয়ার একটা প্রধান দোষ, এই পেটী না বাঁধা।

(৩) প্রসবের দ্বারের চিকিৎসা——

পূর্ব্বরূপে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে শয়ন করাইয়া, একখানি পাতলা ফর্শা ন্যাকড়া ৩।৪ ভাঁজ করে, আগুণের তাতে অল্প গরম করিয়া প্রসূতির প্রসব-দ্বারের উপর বসাইয়া দিবে, এবং মাঝে মাঝে ঐরূপ করিয়া নূতন নূতন ন্যাকড়া বদলা

ইয়া দিবে।—এই প্রক্রিয়ায় ঐ স্থানের বেদনা কমিয়া যায়। আর যে সকল ক্লেদ বাহির হয় তাহা সকল কাপড়ে লাগিতে পারে না।

তার পর প্রসূতি একটু সুস্থ হইলে ও প্রসব দুয়রের ব্যথা একটু কম প'ড়লে, এক ভাগ গরম জল, আর এক ভাগ গরম দুধ বা সুরা একত্রে মিশাইয়া ঐ জল দিয়া প্রসূতির যোনী-দ্বার দিনে দুইবার ধুইয়া দিবে।—ইহাতে ব্যথা ও জ্বালা সারিয়া যায়, এবং শীঘ্রই যোনী পথ সংকুচিত হইয়া পূর্ব্ব অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

(৪) মলের অবস্থা——

প্রসবের পর ২০।১৫ ঘণ্টা দাস্ত না হইলেও বিশেষ কোন ভয়ের কারণ নাই। বরং ইহার মধ্যে না হইলে ভালই হয়। কিন্তু যদি ২৪ ঘণ্টার পরও দাস্ত না হয়, তবে কোষ্ঠ বদ্ধ নষ্ট করার চেষ্টা দেখা আবশ্যক। এজন্য গরম দুধই যথেষ্ট ঔষধ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। যদি তাহাতেও না হয়, তবে আধ ছটাক ওজনে ক্যাষ্টর অয়েল বা রেড়ির তৈল একবারে খাওয়া-ইয়া দিবে, অথবা ২০ রতি মাত্রায় রুবার্ব্বের গুঁড়া আধ ছটাক জলের সহিত খাইতে দিবে, ইহাতেই দাস্ত পরিষ্কার হইয়া যাইবে।

(৫) মূত্রের অবস্থা—

প্রসবের ৫।৭ দিন পর পর্য্যন্ত প্রসূতি স্বাভা-বিক রূপে প্রস্রাব ত্যাগ করিতে পারে না। ঐ সময়ে মূত্রাধারে (Blodder) ক্ষণিক পক্ষাঘাতই উহার একমাত্র কারণ এবং ঐ কারণ জন্য অধিকক্ষণ প্রস্রাব না হইলেও প্রসূতির তত জ্বালা যন্ত্রণা বোধ হয় না, শেষে ওই রূপে অধিক মূত্র সঞ্চয় হইয়া অধিকক্ষণ মূত্রাধারে আবদ্ধ থাকায়, ঐ যন্ত্রে প্রদাহ উপস্থিত হয়, ও ঐ প্রদাহ পেটের পর্দ্দা (Peritonium) পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায়, রোগীর হঠাৎ মৃত্যু উপস্থিত হয়। সুতরাং ঐ সময় মধ্যে যাহাতে রোগীর মূত্র বেশ স্রাব হয়, সে পক্ষে দৃষ্টি রাখা একান্ত আবশ্যক। শুইয়া প্রস্রাব করিতে বলিয়া দিবে, এবং যদি চেষ্টা করিয়াও প্রস্রাব বাহির না হয় তবে, টীংচার আর্ণিট নামক ঔষধের ১০।১৫ ফোটা আধ ছটাক জলের সহিত ১২ ঘণ্টা অন্তর ৩।৪ বার খাওয়াইবে। ইহাতেই প্রস্রাব পরিষ্কার হইয়া বাহির হইয়া যাইবে।

(৬) শায়িত রাখা—

প্রসবের পর ৭।৮ দিন পর্য্যন্ত পোয়াতিকে আদৌ বিছানা হ'তে উঠিতে দিবে না। সর্ব্বদা শয়ন করাইয়া রাখিবে। এমন কি উঠিয়া মল মূত্র ত্যাগ না করিলে আরও ভাল হয়। এদেশের ধাত্রীরা প্রসবের পরক্ষণই পোয়াতিকে উঠিতে বলে, এবং দুই এক পা বেড়াইবারও আজ্ঞা দিয়া থাকে,—এটি বড় অন্যায় ও বিষম ব্যবস্থা। এ রকম উঠিতে দেওয়ায়, রক্তস্রাব বা মূর্চ্ছা হইয়া, হঠাৎ প্রসূতির প্রাণ যাইতে পারে। ইহা ভিন্ন জরায়ু বা পোনাড়ি উল্টান বা বাহির হইয়া আসা (Prolaps and Retroverson of Qtrus)) রোগ ঘটীতে পারে।

আজ কাল হরির ও পেঁচুয়ার মানসা করিয়া অনেকে সদ্য আঁতুর ছাড়িতে আরম্ভ করিয়া-ছেন, যখনই খালাস হন, তখনই জলে পড়িয়া ডুব দিয়া আসিয়া প্রসব ব্যাপারের [illegible] করেন। এই দলের ব্যবস্থা যে নিতান্ত [illegible] তাহা বলাই বাহুল্য। এক মাদুলি [illegible] বিশেষ [illegible]

"মরার অসুখ গলায়" বাঁধাটা যাতে না হয়, সে দিকে সকলেরই দৃষ্টি রাখা উচিত। আমাদের হিন্দুমতে আঁতুর ঘরে ৮ দিন থাকা ও ষষ্ঠিপূজা না হওয়া কাল (একমাস) পর্য্যন্ত তফাৎ তফাৎ থাকার যে বিধান আছে, তাহা মানিয়া সকলেরই চলা উচিত।

(৭) শৈত্য হইতে রক্ষা—

এই সময় প্রসূতিকে ঠাণ্ডা হাওয়া আদৌ লাগিতে দিবে না, সে জন্য গাত্রে সর্ব্বক্ষণ এক খানা কাপড় দিয়া রাখিবে। ঠাণ্ডা জলও অধিক নাড়া চাড়া করিতে দিবে না। খাটির জলও গরম করিয়া পরে ঠাণ্ডা হইলে খাইতে দিবে।

(৮) সেক তাপ—

এটা আমাদের দেশে বহুকাল হইতে চলিত আছে। প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রেও ইহার উপকারিতা ব্যাখা করিয়াছেন। সুতরাং হালের ধরণে উহা একেবারে উঠাইয়া দেওয়া ঠিক নহে। মাজা ও কোমরে অল্প তাত দিলে উপকার হয়। তবে একেবারে পুড়াইয়া দেওয়ার আবশ্যক নাই। ভাল করিতে মন্দ করাটা যেন না হয়, যা সহে তাই সহান চাই। গ্রীষ্ম কালের ঘোর গ্রীষ্মের সময় যখন প্রাণ আই ঢাই করে, সে সময় আগুনে ফেলিবার আদৌ আবশ্যক নাই।

(৯) ঝাল মরিচ—

আঁতুরে পোয়াতিকে "ঝাল মরিচ" খাওয়াইবার একটা বাঁধা ব্যবস্থা এ দেশে আছে, বড়ই দুঃখের বিষয়, ইহাতে আদৌ উপকার হয় না, বরং পোয়াতিকে যম যাতনা দেওয়া হয়। তাইতে বলি, এ ব্যবস্থাটীর আর আবশ্যক নাই, তবে যদি নিতান্তই প্রথা বজায় রাখার দরকার হয়, তবে অতি অল্প মাত্রায় ব্যবহার করাই বেশ, তা হইলে একটু উপকারও পাইবার সম্ভাবনা, কারণ উচিত মাত্রায় ঐ সকল দ্রব্য অগ্নিকারক গুণযুক্ত।

(১০) পথ্য—

প্রসবের দিন এ দেশে অনেক স্থলেই উপবাসের বিধি আছে, কোন কোন স্থানে ৩ দিন উপবাস দিতে দেখিয়াছি। আমাদের মতে অত উপবাসের আবশ্যক নাই—৩।৪ দিন পর্য্যন্ত দুধ শাগু পথ্য দিয়া পরে পুরাতন চাউলের অন্ন মৎস্যের ঝোল ইত্যাদির ব্যবস্থা করিবে।

কএকটীর বিশেষ লক্ষণ।

প্রসব সময়ে নিম্নলিখিত বিষয় কএকটীর উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হয় যথা—

ডাক্তার শ্রীদেবেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়।

সহবাসে সম্মতি।

—:০০:—

হিন্দুর সর্ব্বনাশ হইতে বসিয়াছে। সম্মতির বয়স বৃদ্ধি করিয়া গভর্ণমেণ্ট হিন্দুর ধর্ম্মে, হিন্দুর সমাজে, হিন্দুর মান সম্ভ্রমে কুঠারাঘাত করিতে বসিয়াছেন। কতকগুলি বিধর্ম্মী লোকের পরামর্শে গভর্ণমেণ্ট হিন্দুর প্রাণে এমন বিষ-মাখা ছুরিকা আমূল কেন বিদ্ধ করিলেন, জানি না। গভর্ণমেণ্ট নিরীহ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু প্রজার মুখের দিকে চাহিলেন না, তাহাদিগের নয়নের বারি নিবারণ করিলেন না—তাহাদিগকে কাঁদাইয়া, তাহাদিগের অন্তস্থলে এমন আঘাত করিয়া আইন তাঁহারা কেন প্রচলিত করিতেছেন!

রাজা যদি ধর্ম্মহানি করেন, তবে কে তাহা রক্ষা করিতে পারে? অবশ্য প্রত্যেক জাতির সমাজ ও ধর্ম্মের দিকে রাজার কিঞ্চিৎ লক্ষ্য না থাকিলে, সে সমাজ ও ধর্ম্মের উন্নতি কখনই সম্ভব পর নহে। কিন্তু যাহাদের ধর্ম্ম, তাহাদের যদি আপত্য হয়, তাহারা যদি বুঝে যে, ইহাতে আমাদিগের ধর্ম্মলোপ পাইবে, আমাদিগের মান

সম্ভ্রম নষ্ট হইবে,—তবে সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়া কেন অনর্থক তাহাদিগকে কষ্ট দেওয়া?

হিন্দুর দশ সংস্কারের মধ্যে গর্ভাধান একটি প্রধান ও প্রথম সংস্কার। সংস্কার বিহীন মনুষ্যকে হিন্দুগণ অধর্ম্মী বলিয়া গণ্য করেন, সংস্কার না হইলে, তাহার হাতের জল পর্য্যন্ত ও হিন্দুগণ শুদ্ধ বলিয়া গণ্য করেন না। গভর্ণমেণ্ট যদি বার বৎসরের পর সহবাস সম্মতির বয়স স্থির করেন, তবে সে গর্ভাধান সংস্কার সকলের সুসিদ্ধ হইবে কি করিয়া? বঙ্গদেশে ১১।১২ বৎসরেই অধিকাংশ রমণী রজঃস্বলা হয়। ইহা পুস্তকে পড়া কথা নহে, লোকের মুখে শুনা কথা নহে—আমরা মাসে মাসে ইহার শত শত প্রমাণ চক্ষের উপর দেখিতেছি, এমন গর্ভাধান সংস্কার মাসে মাসে বাঙ্গলার সর্ব্বত্রই শত সহস্র হইতেছে। যদি গভর্ণমেণ্ট ইহার প্রমাণ চাহেন, আমরা শত শত দেখাইয়া দিতে পারিব,—অধিক কি, তের বৎসরে রমণীগণ ছেলের মা হইয়াছেন, তাহাও দেখাইতে পারি। যদি তাহাই হইল, তবে এগার কি বার বৎসরে যাহারা রজঃস্বলা হইবে, তবে কি তাহাদিগের গর্ভাধান সংস্কার হইবে না? যদি না হয়, তবে যে তাহারা সংস্কারবিহীন হইয়া লোকের নিকট অশুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইবে। যদি হয়, তবে তাহার দায়ী কে? গভর্ণমেণ্ট নয় কি? শুনিলাম আমাদের দেশের একজন শ্রেষ্ঠতম ডাক্তার সম্প্রতি আইনের পক্ষে দাঁড়াইয়াছেন, এবং তের বৎসরের কম বয়সে এ দেশের স্ত্রীগণের রজঃনিস্রাবণ হয় না, এইরূপ মত প্রকাশ করিয়া ঐ মতের পোষক স্বরূপ কতকগুলি বৈজ্ঞানিক যুক্তিও দেখাইছেন, কিন্তু তাঁহার এই মত যে সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক নহে, তাহারই বা স্থির কোথায়? যদিও বাল্য বিবাহাদি দ্বারা ইন্দ্রিয়োত্তেজনা উপস্থিত হইয়া অপেক্ষাকৃত কম বয়সে রজোদর্শনের সম্ভব; কিন্তু এইটিই আকস্মিক কারণ ভিন্ন পূর্ব্বোবর্ত্তী কারণ বলিয়া কখনই গণ্য করা যাইতে পারে না। যেহেতু শরীরের পরিপুষ্টতা বা ক্ষীণতা অনুসারে রজঃস্রাবের তারতম্য হইয়া থাকে। ইহা বিজ্ঞানের স্থির ব্যবস্থা। তাহা বোধ হয়, উক্ত ডাক্তার মহাশয়ও অস্বীকার করিতে পারিবেন না। তবে যদি তিনি স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া স্বভাবের দূতস্বরূপে একথা বলিতে পারেন যে, তের বৎসরের কম বয়সে এদেশে কখনই স্ত্রীজাতি পুষ্পবতী হইতে পারিবে না, তাহা হইলে আমরাও তাঁহাদের মতে এক মত হইতে অবশ্য প্রস্তুত আছি। কারণ আমাদের শত সহস্র প্রকার অনাপত্য থাকিলেও এক গর্ভাধান সংস্কার রক্ষাই প্রধানাপত্য। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বিজ্ঞ ডাক্তার মহাশয় ঠিক্ যে তের বৎসরে স্ত্রীজাতির ঋতু হইবে; সে কথাটি বলিতে সাহস করেন নাই। তবে তিনি যখন এ বিষয়ে 'বেনা তাল তাল' করিয়া সারিয়াছেন। তাঁহার কথা যখন বেনা তাল তাল আর আমরা যখন বলিতেছি, ইহার প্রমাণ আমরা দিন দিন কত শত দেখিতেছি, তখন কাহার কথা কতদূর সত্য, তাহা গভর্ণমেণ্ট বুঝিয়া লইতে পারেন। এখনও আমরা পুনরায় বলিতেছি, ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ বঙ্গদেশে এগার বার বৎসরে শত শত বালিকা ঋতুমতী হইতেছেন। কিন্তু তাঁহাদিগের গর্ভাধান সংস্কারের উপায় কি? গর্ভাধান সংস্কার না হইলে যে, হিন্দুশাস্ত্র মতে সেই অসংস্কারী ব্যক্তি পতিত। তাহার প্রত্যবায় ভাগী কে হইবে?

আমরা জানি, কোন এক গৃহস্থের মেয়ের ঘটনাক্রমে গর্ভাধান হইয়াছিল না,—খোলাখুলি বলিতেই বা দোষ কি? কোন গৃহস্থের জামাতা রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া কারাবাসে থাকায় সেই দণ্ডিত ব্যক্তির স্ত্রীর সেই সময় প্রথম রজোদর্শন

হয়, প্রথম রজোদর্শনেই গর্ভাধান আবশ্যক।* কিন্তু স্বামী বাড়িতে নাই, কাজেই তাহার গর্ভাধান সংস্কার তখন হইল না। তার পর প্রায় বৎসরেক বিগত হইল। এখন এক দিন, সেই রমণীর পিতার গুরুদেব আসিলেন, যুবতী পিত্রালয়েই ছিলেন, মেয়েটি বড় কাজ কর্ম্মে দক্ষা এবং গুণবতী। সে তাড়াতাড়ি পিতার গুরুদেবের জল খাবার উদ্যোগ করিল,—কিন্তু হায়! তাহার সকল আশায় ছাই পড়িল, তাহার স্পর্শিত সে খাবারাদি গুরুদেবকে খাইতে দেওয়া হইল না—সে মেয়ের যে, আদ্য সংস্কার বা গর্ভাধান সম্পন্ন হয় নাই,—তার হাতের কি জল শুদ্ধ হ'য়েছে।

যদি বর্ত্তমান আইন পাশ হয়, তবে হিন্দুর উপায় কি হইবে? আমরা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি—শত শত বিশুদ্ধ চরিত্রা হিন্দু-বালিকার "হাতের জল" এমনি করিয়াই অশুদ্ধ হইয়া থাকিবে! আর আমরাও সংস্কার বিহীন,—বিধর্ম্মী হইলামই। কিন্তু এমন করিয়া আমাদিগের ধর্ম্ম নষ্ট করা গবর্ণমেণ্টের উচিত হয় নাই। লোকে গবাদির উপদ্রব হইতে ক্ষেত্রের শস্যাদি রক্ষা করিবার জন্য বেড়া দেয়। কিন্তু সেই বেড়াতেই যদি শস্য খাইয়া ফেলে—তবে লোকের আর উপায় কি? তখন উপায় চক্ষুর জল, আর ভগবানের নাম।

আবার ধর্ম্মের সহিত আমাদের সম্ভ্রমও একেবারে নষ্ট হইবে। সহরের কথা ছাড়িয়া দাও—মফঃস্বলে প্রত্যেক গ্রামেই দলাদলির এত বাড়াবাড়ি যে, সেই দলাদলি সূত্রে মিথ্যা মামলা মোকদ্দমা, দাঙ্গা হাঙ্গামা প্রতিনিয়ত অপ্রতিহত ভাবে চলিতেছে। এখন যদি এই আইন পাশ হইয়া যায়, তাহা হইলে হিন্দু এবং ভারতবাসী মুসলমানগণের মান সম্ভ্রম আর কিছুতেই বজায় থাকিবে না। কেহ কন্যার বিবাহ দিয়াছে, তাহার জামাতা আসিল, আর অমনি বিপক্ষপক্ষ হইতে মেজিষ্ট্রেটে এক দরখাস্ত গেল, অমুকের মেয়ের বয়স এগার বৎসর, তার জামাই আসিয়াছিল, আমাদের বিশ্বাস, জামাতা কন্যার সহবাস করিয়া গভর্ণমেণ্ট প্রচলিত আইনের অবমাননা করিয়াছে। পাড়া গাঁয়ে ঠকও প্রচুর আছে, প্রত্যেক দলে অনেক গুলি করিয়া লোক একত্রিত থাকে, কেহ বা ফরীয়াদি, কেহ বা সাক্ষী হইল। তখন সেই বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যাকে ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা না করাইলে আর উপায়ান্তর নাই—ইহাতে কেহ কি আর কাহারও মান সম্ভ্রম রাখিবে? আর যদি সন্তোষজনক প্রমাণ প্রয়োগ না দেখাইতে পারে—তবে সেই জামাতার বলাৎকারের বিষম দণ্ড!

তখন সে কন্যার উপায় কি? এ ম্লেচ্ছ দেশ নহে, এদেশে পত্যন্তর গ্রহণের বিধি নাই—এখানকার স্ত্রীগণ স্বামী ভিন্ন আর কিছুই জানে না। জীবনে মরণে এক স্বামীই হিন্দু রমণীর একমাত্র গতি। গভর্ণমেণ্ট বিনা কারণে—সেই সতীর পতিকে কারাবদ্ধ করিয়া কেন সেই সতীর দীর্ঘ নিশ্বাস ও শাপ ভাজন হইবেন?

আর এক কথা, কোন ব্যক্তি দ্বিতীয় স্ত্রীতে প্রথম ঋতু অবস্থায় উপগত হয়, কিন্তু স্ত্রীর বয়স বার উত্তীর্ণ না হওয়ায় তাহার ত বলাৎকারের কঠিন দণ্ড হইল। কিন্তু সেইবারেই যদি তাহার স্ত্রীর গর্ভ হয়, তবে সে সন্তানকে এবং সেই স্ত্রীকে কে ভরণ করিবে? কে সেই বালককে তাহার ভবিষ্যৎ জীবন উন্নত করিবার জন্য তাহাকে লেখা পড়া শিখাইবে? এত পাশ্চাত্য

---

* অথর্ত্তুমত্যাঃ প্রাজাপত্যং ঋতৌ প্রথম অনুকুলেঽহনি সুস্নাতয়া অবারদ্ধঃ ইত্যাদি।

আশ্বলয়ান-গৃহ্য পরিশিষ্ট প্রথম অধ্যায়।

অর্থ—বিবাহের পর স্ত্রী ঋতুমতী হইলে প্রাজাপত্য হোমাদি পূর্ব্বক গর্ভাধান করিবে। সেই গর্ভাধান এই যথা—

"গর্ভাধানং পত্যা যোনৌ ঋতুকালীন আদ্যা রেতঃ সেকঃ।" (বাচস্পতি মিশ্রকৃত স্মৃতিসার সংগ্রহ।)

অর্থ—"ঋতুকালে বিধিমত প্রথম বার সন্তানোৎপাদন ক্রিয়ার নাম গর্ভাধান।"

দেশ নহে যে, স্বামী গর্ভোৎপাদন করিয়া দ্বীপান্তর অথবা জেলে গিয়াছে, প্রসূতি সন্তান প্রসব করিয়া ছেলে কোলে লইয়া অন্য পুরুষকে ভজনা করিতেছে। এদেশে কথনই তাহা হইতে পারে না,—কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সেই অনাথ সন্তানের এবং সেই অভাগিনীর উপায় কি করিবেন? গভর্ণমেণ্ট যদি বুঝিয়া থাকেন এই নূতন আইন পাশ করিয়া তিনি হিন্দু প্রজার সমস্ত অভাব বিদূরিত করিতে পারিবেন, এবং সেই দৃঢ় বিশ্বাস বশতই যদি আর আইন সংশোধন না করেন, তবে আমরা অনুরোধ করি, প্রত্যেক গ্রামে গ্রামে একটি করিয়া "অনাথিনী আশ্রম" প্রতিষ্ঠিত করুন। সেখানে এই সকল অনাথ বালক ও অনাথিনীগণ বাস করিবে। আমাদিগের বিশ্বাস, আইন পাশ হইলেও হিন্দুগণ সহসা সেই বৈদিক কাল হইতে সুপ্রতিষ্ঠিত গর্ভাধান সংস্কার কখনই পরিত্যাগ করিবে না, সুতরাং অনাথ আশ্রম গভর্ণমেণ্টকে করিতেই হইবে। ভরসা করি, প্রজারঞ্জক দয়ালু ও নীতিনীং ইংরেজ রাজ এই ভ্রম সঙ্কুল সর্বনেশে আইন কিছুতেই বিধিবদ্ধ করিবেন না।

আমরা কর যোড়ে, বিনয়ে, সকাতরে বড়লাট বাহাদুরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আমাদিগের মান সম্ভ্রম ঘুচাইয়া, আমাদিগের ধর্ম্মের হানি করিয়া এমন সর্বনেশে আইন পাশ না করেন, আর আইন পাশ করাই যদি একান্ত আবশ্যক হয়, তবে যাবৎ স্ত্রী রজস্বলা না হয়, তাবৎ সহবাস করিলে বলাৎকারের দণ্ড হইবে, ইহাই যেন বিধি বদ্ধ হয়। এরূপ না করিলে কিন্তু—আমাদের একান্ত অনুপায়। এতদ্ভিন্ন হিন্দুর মান সম্ভ্রম বজায় রাখিবার আর উপায় নাই। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুর ধর্ম্মত রসাতলে যাবেই, কিন্তু ধর্ম্ম গেলে হিন্দুর সব যাবে—নিশ্চয় জানিবেন, ধর্ম্ম ভিন্ন হিন্দুর আর কিছু নাই।

সংবাদ।

প্রেমের ফাঁসি—সংপ্রতি ফ্রান্সের এক নাগরী রসভাষে কোন নাগরকে কোলে বসাইয়া, আমোদচ্ছলে তাহার গলায় একটী ফাঁস লাগাইয়া দেয়, পাশের অন্য এক কুঠারি হইতে আর একজন এই ফাঁস দড়ি টানে, সেই টানেই বেচারিকে যমে টানিয়াছে,—"না জানি সাধের প্রেমে কোন প্রাণে প্রাণ পরাও ফাঁসি" মরার সময় এ গানটী বোধ হয়, যুবকের মনে পড়িয়াছিল।

ব্রাহ্মের দাঁত ভাঙা—সঞ্জীবনী পত্রে প্রকাশ সংপ্রতি বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত, সাধারণ সমাজের প্রচারক বাবু নবদ্বীপ চন্দ্র দাস ও মহেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়, দুই জন সারহাট্টা এবং আরও কএক জন ব্রাহ্ম একত্রে বেলঘরিয়ার নিকট নিমতা গ্রামে ব্রহ্ম-উপাসনা করিবার জন্য পথ দিয়া সংকীর্ত্তন গাহিতে গাহিতে যাইতেছিলেন, পথিমধ্যে এক দল "হরি সংকীর্ত্তনকারী" ও এক দল ভদ্রলোকের সহিত তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। হরি সংকীর্ত্তন কারীরা ব্রাহ্ম সংকীর্ত্তন দলের পথ আগুলিয়া ধরে, উমেশ বাবু নবদ্বীপ বাবু ও মহেন্দ্র বাবু অগ্রে ছিলেন। তাঁরা পাশ কাটাইয়া যাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, এমন সময় কতকগুলা লোক তাঁহাদের মার পিট করে; মহেন্দ্র বাবুর একটী দাঁত উড়িয়া গিয়াছে। আরও সকলেই অল্প বিস্তর প্রহারিত হইয়া নীরবে চলিয়া গিয়াছেন।—এরূপ দাঁত ভাঙা ব্যাপারের সত্য মিথ্যা আমরা জানি না, তবে কেহ কারও দাঁত না ভাঙিয়া আপন আপন কামড় বজায় রাখিলেই ভাল হয়। এরূপ সাম্প্রদায়িক বিবাদ আদৌ প্রার্থনীয় নহে।

এবার অর্দ্ধোদয় যোগ উপলক্ষে শান্তিপুর, নবদ্বীপ, নৈহাটি প্রভৃতি স্থলে এত লোকের সমাগম হইয়াছে যে,—স্থানাভাব।

THE SAMALOCHAKA,

সমালোচক।

সম্পাদক—শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

১ম খণ্ড, ১২৯৭ | সমালোচক সমিতির মাসিক পত্র। | ১১শ ও ১২শ সংখ্যা ফাল্গুন ও চৈত্র।

সম্পাদকের নিবেদন।

আজি সমালোচকের সম্বৎসর সম্পূর্ণ হইল। গ্রাহকের অনুগ্রহে, আর জগৎপাতা জগদীশ্বরের কৃপাকণায়—যে সাহিত্য-সাগরে বড় বড় কর্ণধারগণ আপনাপন তরণি স্থির রাখিতে পারেন নাই—সেই সাগরে যে মাদৃশ-জন-পরিচালিত সমালোচক রূপ ক্ষুদ্র তরণি খানি এক বৎসর কাল পরিচালিত হইল—ইহা গৌরবের কথা না হইলেও আনন্দের কথা সন্দেহ নাই।

তবে এই এক বৎসর মধ্যে ইহার কি কোন বিপদাপদ হয় নাই? সাহিত্য-সাগর মধ্যস্থ সমালোচক-তরণি কি সতেজে সমভাবে আপনার লক্ষ্যস্থানে গমন করিতে বাধা বিঘ্ন প্রাপ্ত হয় নাই? কোন দিন কি আপন হিতার্থীগণের মনে আশঙ্কার উদয় করিয়া সমালোচক লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই?

হইয়াছে। কয়েক মাসের কাগজ নিয়মিত বাহির না হইয়া এ মাসের কাগজ, অপর মাসে বাহির হইয়াছে। সে ত্রুটী, বিষম ত্রুটী সন্দেহ নাই। বিশেষ অনুধাবন করিলে দেখা যায়, যেমন সময়োপযোগী সুন্দর অথচ সরল ভাষায় উপদেশময়ী প্রবন্ধ পত্রস্থ করা, কাগজের স্থায়িত্বের একটি প্রধান কারণ;—নিয়মিত প্রকাশও তদ্রূপ। এই দুইটি অভাবেই বাঙ্গালা মাসিক পত্রের অকালে বিলয় হয়। প্রথমটি সম্বন্ধে আমরা কতদূর কি করিতে পারিয়াছি, না পারিয়াছি, সে বিচার ভার মহানুভব পাঠকবর্গের উপর,—তবে দ্বিতীয় বিষয় সম্বন্ধে আমরা দোষী। সে দোষ গোড়া হইতে করি নাই—শেষের কয় মাসে ঘটিয়া গিয়াছে। কেন ঘটিয়াছে, সে কথাটা বলিবার আগে, আমাদিগের আর একটা নিবেদন।

নিবেদন এই যে, যদিও আমরা সে দোষ স্বীকার করিতেছি, কিন্তু এস্থলে আমাদের বলা উচিত যে, আমাদের কাগজ প্রকাশে কথঞ্চিৎ বিলম্ব ঘটিলেও পৌষ মাসের কাগজ এবং মাঘ মাসের কাগজ,মাঘমাস মধ্যেই প্রকাশ করিয়াছি। কিন্তু তবু সেটা দোষের। প্রতিমাসের কাগজ

প্রতিমাসের মধ্যেই প্রকাশ হইবে—বার মাসের কাগজ,বার সংখ্যায় স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে প্রতি মাসে মাসে গ্রাহকগণ সমীপে প্রেরিত হইবে, ইহাই একান্ত কর্ত্তব্য। আমরা কয়েকমাসের জন্য সে কর্ত্তব্যপথ হইতে কিঞ্চিৎ বিচলিত হইয়াছি,—ভরসা করি,আমাদিগের দয়াবান গ্রাহক ও পাঠক এবং অনুগ্রাহকবর্গ আমাদিগের সে ত্রুটী এবারকার জন্য ক্ষমা করিবেন। আশা আছে,—সুধাময় সুধাকরের কাছে সুধা প্রার্থনা করিয়া সুধার ভিখারী চাতক কখনই বিফল মনোরথ হয় না।

যে কারণে আমাদিগের ত্রুটী ঘটিয়া গিয়াছে, সে কারণ বলিতে হইলে, তাহার আনুষঙ্গিক ব্যপার বর্ণনায় আমাদিগের একটু আত্মাহঙ্কার বর্ণনা ঘটিয়া উঠিবে,—কিন্তু সে অহঙ্কার যাহা লইয়া, সে অহঙ্কারের বিষয় পাঠকবর্গেরই অনুগ্রহ, আর শুভ-সাধন ভগবানের দয়া।

সে কথা এই,—সমালোচক প্রকাশের যে বিলম্ব ঘটিত, তাহা আমাদিগেরই কার্য্যাবহেলা প্রযুক্ত। আমাদিগের যিনি কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি তত কার্য্যদক্ষ ছিলেন না,কাজ-কর্ম্ম ভাল বুঝিতেন না—আর তাঁহার শারীরিক আলস্য ও কিছু অধিক; ইহা আমি বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, এবং বুঝিতে পারিয়াছি বলিয়াই এবার ইহার অন্য উপায় করিয়াছি। তার উপর, সমালোচকের যিনি সহকারী সম্পাদক, তিনি স্থানান্তরবাসী—আর আমি সম্পাদকীয় ভার লইয়া অন্যের কার্য্যে, সাংসারিক কার্য্যে, শারীরিক অসুখে, দেশে বিদেশে ভ্রমণ করিয়াছি। গড় পড়ন্তা হিসাব করিয়া দেখিলে বড় জোর ছাপাখানায় আমি এই এক বৎসরের মধ্যে এগার মাস অনুপস্থিত, আর এক মাস উপস্থিত। তাই কি, একাদিক্রমে? এক বেলা—দু'ঘণ্টা, এক ঘণ্টা, এই প্রকার। ইহাতে কাগজ যথা নিয়মে প্রকাশ না হইবারই কথা। নতুবা সমালোচকের অন্য অভাব কিছুই নাই।

* অনেক মাসিক পত্র—মাসিক পত্র কেন? অনেক নব প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্র পর্য্যন্ত দেখিতে পাই, পরের প্রেসে ছাপান হয়। সমালোচক মাসিক পত্র—তবু সমালোচকের নিজের প্রেস্, ইচ্ছা করিলে, সমস্ত কাজ ফেলিয়া, পরের কাজ রাখিয়া দিয়া, একদিনেই সমালোচক বাহির করিয়া দেওয়া যাইতে পারে। তার পর পুঁজির কথা,—

বলা আবশ্যক সমালোচকের পুঁজির সংখ্যা নাই। এতদ্দেশের বড় বড় ব্যবসাদার হইতে ফেরিওয়ালা পর্য্যন্ত ব্যবসাদারগণ যাঁহাদিগের ঘরের টাকা লইয়া ব্যবসা করিয়া থাকে,—যাঁহাদিগের ধনধান্য পরিপূরিত গোলাবাড়ি সকল গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে সুশোভিত রহিয়া সহস্র সহস্র ব্যক্তি-বর্গের অভাব পূরণ ও সংসার যাত্রার সহায়তা করিতেছে, যাঁহাদিগের ধন-ভাণ্ডারে সতত কেশব-বাসনা কমলার বসবাস—এতদ্দেশীয় সেই ধন কুবের জমিদারগণই সমালোচকের পৃষ্ঠ পোষক। এক দিনে ইহার জন্য দশহাজার টাকার প্রয়োজন হইলেও তাহার অভাব হয় না।

তার পর লেখক,—ইহাতে যাঁহারা দয়া করিয়া লিখিয়াছেন, সাধারণ মাসিক পত্র কেন? বড় বড় কাগজ ওয়ালারাও তাঁহাদিগের দ্বারা লেখাইয়া লইতে পারে না। এস্থলে আমাদের

বলা কর্ত্তব্য, সমালোচকের লেখকের মধ্যে কেহ বা গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত মহামহোপাধ্যায় উপাধিধারী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। কেহবা কাব্যশাস্ত্রে পারদর্শী সংস্কৃত কলেজের কাব্যতীর্থ। কেহবা কেবল শাস্ত্র ব্যবসায়ী, হিন্দুশাস্ত্রের ব্যবস্থাপ্রদাতা চতুষ্পাঠীর অধ্যাপক। আবার কেহবা, রায়চাঁদ প্রেমচাঁদ বৃত্তিধারী এম্ এ, কেহ বা অনারে বিএ কেহবা আইন ব্যবসায়ী—হাইকোর্টের উকিল, কেহবা বি,এ বি এল উপাধী ধারী জজ্ কোর্টের উকিল। তাছিন্ন ডাক্তার, এণ্ট্রেন্স এল,এ, স্কুলের পাণ্ডত ও মাষ্টার অনেক আছেন। আরও সমজ্দার—স্বভাব কবি এঁরাও এতে অনেক লিখেছেন।

আর সকল হইতে আনন্দের ও অহঙ্কারের কথা এইযে, আমরা অল্পদিনের মধ্যে সমালোচকের যেরূপ গ্রাহক প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা অনেক বাঙ্গলা মাসিক পত্রের ভাগ্যে ঘটেনা। এত সত্ত্বেও সমালোচক নিকুঞ্জকাননহ্লাদিনী ক্ষুদ্র শরীরা নদীর ন্যায় ধীরে—ধীরে, বাঁধে ঠেকিয়া কিঞ্চিৎ কাল স্থির ভাব প্রাপ্ত হইয়া— আবার ধীরে ধীরে চলিয়াছে। ইহার যেরূপ সহায় সম্পত্তি ছিল, ইহার প্রতি গ্রাহক মহোদয়গণের যেরূপ দয়া ছিল, তাহাতে সমালোচকের উচিৎ যে, শ্রীকৃষ্ণ-সারথ্যে অর্জ্জুনের কপিধ্বজ রথবৎ,—অথবা অনন্ত নীল নির্ম্মল নির রাশি পরিপূর্ণ সমুদ্রের ন্যায় তরঙ্গে ভঙ্গে গভীরতায় গুরু গর্জ্জনে চলিয়া যাওয়া। ইহর উচিৎ ছিল, প্রতি মাসে যথা নিয়মে নানাবিধ সুন্দর চিত্রে পরিশোভিত হইয়া গ্রাহকের নিকট দর্শন দান করা। কিন্তু তাহা হয় নাই, হইবার সম্ভব সত্ত্বেও হয় নাই। বাঙ্গলা মাসিক পত্রের দ্বারা তাহা কখনও হয় নাই,—এত যোগাড়, এতটি বিষয়ের একত্র সংযোগ কোন মাসিক পত্রের ভাগ্যে এপর্য্যন্ত ঘটে নাই বলিয়াই হয় নাই। কিন্তু সমালোচকে ঘটিয়াও ইহা হয় নাই—এত বড় দুঃখের কথা। বিলাসিনী পাশ্চাত্য রমনীকে পরপুরুষ সহবাসে দেখিলে, কেহ আশ্চর্য্যান্বিত হয় না,—কিন্তু সতীরাজ্যের সতীগণকে দেখিলে শিহরিয়া উঠে। অসভ্য ভীল সন্তানগণকে ইংরেজী শিখিয়া অহঙ্কার করিতে দেখিলে, লোকে হাসে না, কিন্তু জ্ঞান বিজ্ঞানের চরমোৎকর্ষ হিন্দু সন্তানগণকে ইংরেজী শিক্ষার আত্মাভিমান করিতে দেখিলে, কাহার না হাসিপায়? অমাবস্যা নিশীতে কেহ আলোকের আশা করে না, কিন্তু চাঁদিনী যামিনীতে যদি মেঘের উদয় হইয়া অন্ধকার করে, তবে কাহার না প্রাণে অনন্ত কষ্ট হয়?

তবে আগামী বৎসরে যাহাতে সমালোচকের এই সকল অভাব অভিযোগ বিদূরিত হইয়া যায়—যাহাতে বসন্তের সুখদ সুনির্ম্মল আকাশে মেঘের উদয় না হইতে পারে, যাহাতে এত সহায় সম্পত্তি থাকিতেও সমালোচককে দীনের ন্যায় মৃদু অথচ স্খলিতপদে পাঠকের সমীপবর্ত্তী হইতে না হয়, তাহার উপায় করিয়াছি।

আমি নিজে এখন প্রেসের সমস্ত ভার লইয়াছি,—প্রত্যহ যথারীতি প্রেসে উপস্থিত থাকিয়া, সমালোচকের সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার, গ্রাহক মহোদয়গণের পত্রাদির উত্তর দেওয়ান, লেখকগণের লেখা, সম্বাদ দাতাগণের সম্বাদাদি যথা সময়ে প্রকাশ করা যাহাতে হয়,

তৎপ্রতি দৃষ্টিরাখা, নিজে প্রেসের সমস্ত কার্য্যের প্রুফাদি দেখা, যথা নিয়মে কাগজ যাহাতেই প্রকাশ হউক তাহা করা—এই সমস্তই আমার কার্য্য। আর এখন হইতে—এ বৎসর হইতে কেবল কার্য্যাধ্যক্ষের উপর সমস্ত ভার অর্পণ করিয়া আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতেছি না। প্রত্যহ—নিজে কার্য্যাদি দেখিয়া তাহার যথাবৎ পরিচালনা করিব। এ বৎসর আমি কার্য্যের যাহাতে খুব ভাল বন্দোবস্ত হয়, তাহা করিব—আমি আশা করি, আমাদের সমস্ত গ্রাহক, পাঠক, লেখক ও অনুগ্রাহকবর্গ এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায়ই আমাদিগের উপর কৃপাকণা বিতরণ করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

আর একটি কথা,—এস্থলে আমার স্বীকার করা উচিৎ যে, বিগত বৎসরের সমালোচকের লিখিত প্রবন্ধগুলি কি সারবত্তা বিষয়ে, কি সরল সরস মধুময় ভাষার পারিপাট্যে,সমস্ত সংবাদ পত্রের মুক্তকণ্ঠে প্রশংসিত, এবং শিক্ষিত সমাজে ভূয়ো পরিমাণে সমাদৃত হইলেও, সমালোচক সমিতির দ্বারা কার্য্য এমন বেশী কিছুই হয় নাই। পুস্তকাদির যেরূপ সমালোচনা করিবার জন্য সমালোচকের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাদৃশ সমালোচনা সমালোচকে হয় নাই।—তাহার কারণ এই যে, সমিতির বিস্তৃতির অভাব। আগামী বর্ষ হইতে যাহাতে তদ্বিষয়ক কার্য্য অধিক পরিমাণে সংসিদ্ধ হইতে পারে, তাহার উপায়ও স্থির করিয়াছি।

এবার হইতে স্থির করিয়াছি, আমাদের সমালোচকের গ্রাহক মাত্রেই সমিতির এক এক জন। তাঁহারা নূতন পুস্তক পাঠ করিয়া, নূতন ঔষধাদি ব্যবহার করিয়া যেরূপ বুঝিবেন, সেই সকল ভাল মন্দের কথা যথাবৎ লিখিয়া আমাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিলে, আমরা সমালোচকে প্রকাশ করিব। কোন পুস্তক পাঠে তাহার যেরূপ ভুল যত পাতে আছে,—যদি কোন পুস্তকাদি হইতে চুরি থাকে, এমন বুঝিতে পারেন, তবে কোন্ গ্রন্থকার প্রণীত, কি পুস্তকের কত পৃষ্ঠা হইতে চুরি করিয়া নব গ্রন্থকার নিজ কি নামধেয় গ্রন্থের কত পৃষ্ঠায় তাহা সংযোজিত করিয়াছেন—এবম্বিধ নূতন নূতন গ্রন্থের ভুল ভ্রান্তি ও ভাল বইর প্রশংসাবাদাদি সমালোচকের প্রত্যেক গ্রাহকই স্বাধীনভাবে এখন হইতে ইহাতে লিখিতে পারিবেন। বলা বাহুল্য, তাহা হইলে সমালোচনা সম্বন্ধে কার্য্যের বিস্তৃতি ও সদ্‌গ্রন্থের সমাদর এবং অসদ্‌গ্রন্থের দোষাদির কীর্ত্তন হইবে। তাহা হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের যে কতদূর উপকার হইবে—তাহা বলাই বাহুল্য মাত্র।

এক্ষণে আমাদের পুরাতন গ্রাহক মহোদয়গণ এই সংখ্যা প্রাপ্ত মাত্র দ্বিতীয় বৎসরের কাগজের জন্য "আমি গ্রাহক হইলাম, আমার জন্য উপহারের বই ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাইবেন" ইহা লিখিয়া গ্রাহক হইবেন। আর ভরসা করি সমালোচকের হিতার্থীগণ দুই এক জন করিয়া নূতন গ্রাহক করিয়া দিবেন। নববর্ষের বিজ্ঞাপন শেষে প্রকাশ হইল,—দৃষ্ট করিবেন।

আর্য্য-কাহিনী।

——০:০:০——

(প্রতাপ সিংহের জীবনী)

——০০——

পূর্ব্ব প্রকাশিত ২২১ পৃষ্ঠার পর।

তিনটী রমণীই বর্ম্মে আবৃত, তিনটী রমণীই অশ্বে আরূঢ়া এবং তিনটীই অশ্ব চালনায় বিশেষ রূপে পারদর্শিনী, যুগপৎ লাবণ্য ও ভীষণতায় আকবর বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। এই বীরাঙ্গনা ত্রয়ের পরাক্রমে অনেক সৈন্য নিধন প্রাপ্ত হইল; পর্ব্বতে নদী বাহির হইবার ন্যায় প্রবলবেগে রণোন্মত্তা প্রচণ্ডার মত মোগল সৈন্য দিগকে নিপাত করিতে লাগিলেন। আহো! ইঁহাদের কি অসীম সাহস! কি অদ্ভুত বীরত্ব! আকবর দুঃখে ও লজ্জায় অবণত মস্তক হইলেন, এবং রমণী ত্রয়কে ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। পুত্রজননী কর্ম্মদেবী আত্মজের সাহায্যর্থ; কমলাদেবী জীবন সর্ব্বস্ব স্বামীর জন্য, এবং কর্ণবতী প্রিয়তম ভ্রাতার জন্য রণবেশে দুর্গার ন্যায় ম্লেচ্ছরূপী অসুর সংহার করিতে লাগিলেন। সমর তরঙ্গ বহিতে লাগিল। ক্ষণে ক্ষণে তিনটী বীরাঙ্গণার গুলির আঘাতে মোগল সৈন্য পতিত হইতে লাগিল। সন্ধ্যা প্রায় সমাগত, যুদ্ধ চলিতেছে। বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, শান্তি নাই।

আকবর রমণীত্রয়ের বীরত্বে মোহিত হইলেন, এবং প্রচার করিলেন, "যে, রমণীত্রয়কে জীবিতাবস্থায় ধরিয়া আনিতে পারিবে, তাহাকে বিপুল অর্থ পারিতোষিক প্রদান করা যাইবে।"

আকবর যখন এই কথা প্রচার করিলেন, তখন সকলেই যুদ্ধে উন্মত্তছিল, কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিতে পারিল না। অনেক মোগল সৈন্য সংহার করিয়া কর্ণবতী বৃন্তচ্যুত পুষ্পের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইলেন, পুত্র স্বচক্ষে ভগির পতন দেখিলেন, একবার মাত্র দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া পুনরায় মোগল সৈন্য সংহার করিতে লাগিলেন, কর্ম্মদেবী ইহাতে কাতরা হইলেন না। তিনি দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে কমলাবতীর হস্তে একটী গুলির আঘাত লাগিল, কমলাবতী এ আঘাতকে আঘাত বিবেচনা করিলেন না, অবলীলাক্রমে শত্রুনিপাত করিতে লাগিলেন, ক্রমে গোলার উপরে গোলার আঘাতে কমলাবতীও কর্ম্মদেবী ভূতল শায়িনী হইলেন। উভয়পক্ষীয় সৈন্য-মধ্যে ইহাদের জীবন-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইল, কিন্তু ইতিহাসে ইহাঁদের অক্ষয়কীর্ত্তি জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

পুত্ত স্বচক্ষে স্ত্রীও মাতার বীরত্ব এবং অসাধারণ অস্ত্র চালনা বিষয়ে পারদর্শিতা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। স্বাধীনতা প্রিয় পুত্ত স্ত্রীও মাতার পতনে ক্ষণকালের জন্য নিস্তব্ধ হইলেন। দুঃখে সমস্ত পৃথিবী যেন অন্ধকার বোধ করিতে লাগিলেন।

পুত্ত দুঃখে ক্ষোভে দ্বিগুণিত ক্রুদ্ধ হইয়া মোগল অনিকিনী আক্রমণ ও সংহার করিতে লাগিলেন। জ্ঞান নাই—বিশ্রাম নাই, তিনি যেন এ অবস্থায় কতই আনন্দ অনুভব করিতেছেন;

এইরূপে কিছুক্ষণ যবনদিগকে হত্যা করিয়া রাজপুত কুল-গৌরব স্বাধীনতা প্রিয় পুত্ত অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া রণস্থলে শয়ন করিলেন। বীরবালক পুত্ত, তোমার সাহসিকতাকে ধন্য! তোমার আত্ম-ত্যাগ, তোমার স্বদেশ প্রেমিকতাকে ধন্য! ঐতিহাসিকগণ তোমার অক্ষয়কীর্ত্তি চিরকাল গান করিয়া বেড়াইবে।

এতদিনে চিতোরের সমস্ত আশা ভরসা নির্ম্মূল হইল। চিতোরের দুর্গ যবনাধিকৃত হইল।

হায়! যদি রাজপুত কলঙ্ক উদয় সিংহ জন্মগ্রহণ না করিতেন, তবে কখনই চিতোর এরূপ অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইত না। —পান্না, বীরধাত্রী পান্না! কেন তুমি আপন পুত্রের বিনিময়ে কুলাঙ্গার উদয় সিংহের জীবন রক্ষা করিয়াছিলে? যদি এই কুল-কলঙ্ককে সে সময় রক্ষা না করিতে তাহা হইলে ভাল ছিল। যদি উদয় স্বাধীন-স্বচ্ছ চিতোরাকাশে উদিত না হইত, তাহা হইলে বোধ হয় চিতোরাকাশ অধিনতা কাল মেঘে অচ্ছাদিত হইত না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, চিতোরের আক্রমণ সময়ে উদয় সিংহ গিরিবর্ত্তে পলায়ন করিয়াছিলেন, পরে আরাবলী গিরিশৃঙ্গের এক নিভৃত প্রদেশে তাহার পূর্ব্ব পুরুষ বাপ্পারাওয়ের নির্জ্জন গৃহের নিকটে বাস করিতে লাগিলেন, এবং শীঘ্রই উদয়পুর নামক একটী নগর স্থাপন পূর্ব্বক তথায় রাজত্ব করিতে লাগিলেন, কিন্তু দীর্ঘকাল তথায় রাজত্ব ভোগ তাঁহার অদৃষ্টে ঘটিয়া উঠিয়াছিল না। মাত্র চারি বৎসর সুখে স্বচ্ছন্দে তথায় রাজত্ব করিতে পারিয়াছিলেন। ১৫৭২ খৃঃ ৪২ বৎসর বয়সে তাহার জীবনলীলা শেষ হয়। যদি ও উদয় সিংহ মাত্র ৪২ বৎসর জীবিতছিলেন, এই অল্প সময়ে স্বাধীনতা প্রিয় চিতোরবাসী রাজপুতগণের পক্ষে যেন বিয়াল্লিশ সহস্র বৎসরের ন্যায় প্রতিয়মান হইয়াছিল।

"হায়! চিতোর আজ অধীনতা শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত হইয়াছে,আ'জ সেই গিহ্লোটকুলোদ্ভব বাপ্পারাওয়ের বংশধরগণ যবনের অধীন। এতদ্দর্শনে প্রতাপ সিংহ অতিশয় দুঃখানলে দগ্ধীভূত হইতে লাগিলেন এবং সময় সময় মনে করিতেন, যদি উদয় সিংহ গিহ্লোটকুলে জন্মগ্রহণ না করিতেন,সংগ্রাম সিংহের মৃত্যুর পরই যদি রাজ্য ভার আমার হস্তে ন্যস্ত হইত, তাহা হইলে কি এই সামান্য যবনে বল পূর্ব্বক আমাদের চির-স্বাধীন জন্মভূমি রাজপুতনা অধিকার করিতে পারিত?"

প্রতাপ উদয় সিংহের জ্যেষ্ঠ তনয় ছিলেন,কিন্তু উদয় ভীরু ও কাপুরুষ প্রতাপ—সাহসী ও কার্য্যক্ষম সুতরাং উদয় প্রতাপকে ভাল বাসিতেন না। উদয় পূর্ব্বনিয়ম লঙ্ঘন করত প্রিয়পুত্র যোগমল্লকে রাজত্ব দিয়া ফাল্গুন মাসে পূর্ণিমা রজনীতে ইহলোক হইতে অবসৃত হন।

ঐ দেখ বসন্ত পূর্ণিমা রজনীতে কি অপূর্ব্ব শোভাই ধারণ করিয়াছে, নদীতে চন্দ্রের বিমল কিরণ পতিত হইয়া সলিল মৃদু মৃদু তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইয়া কি সুন্দর ঝিক্ ঝিক্ করিতেছে, আবার নদী-সৈকতে রাজপুতগণ উদয় সিংহের সৎকার করিতেছেন।

এদিকে প্রিয়পুত্র যোগমল্ল উদয় সিংহের সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। "মহারাজ

চিরজিবী হইয়া প্রজাগণের সুখ সম্পাদন করুন শত্রুগণের দমন করিয়া রাজ্যরক্ষা করুণ।” এই বলিয়া দূতগণ ঘোর উচ্চারণ করিতেছে। ওদিকে প্রতাপ সর্ব্বাভিব্যহারে, রাজপুতগণ “হরি হরি বল” চীৎকারে উদয়কে দাহ করিয়া নিশিথিনীর নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছে। আবার অন্যদিকে মিবারের প্রধান প্রধান সামন্তগণ ঘোর ষড়যন্ত্রে নিমগ্ন। কালের কি কুটীল গতি। সে কাহারও সুখ দুঃখ হাসি কান্না কিছুই বোঝে না।

উদয় সিংহ যে সময় রণবীরের ভয়ে পলায়িত ছিলেন, সেই সময় শানিগুরু রাজ-কুমারীকে বিবাহ করেন। এই রমণীর গর্ভে রাজা প্রতাপ সিংহ জন্মগ্রহণ করেন।

প্রতাপ জ্যেষ্ঠপুত্র,সুতরাং তাহাকে অতিক্রম করিয়া যোগ মল্লকে রাজত্ব দেওয়া উচিত হয় নাই। প্রতাপের মাতুল ঝালোর রাও মিবারের প্রধান সামন্ত চন্দাবৎ রাজাকে বলিলেন, “সামন্ত প্রতাপ জ্যেষ্ঠ, সুতরাং যোগমল্ল কিরূপে রাজত্ব পাইলেন? আপনারা কেন তাহার কোন প্রতি-কার করিতেছেন না?” চন্দাবৎপতি ধীর ও গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, “নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ যেমন একটু গাঢ় আলোদান করিয়া নির্ব্বাপিত হয়,যোগমল্লও তদ্রূপ অচিরে নির্ব্বাপিত হইবে।” আপনাকে তজ্জন্য কোন চেষ্টা করিতে হইবে না। প্রতাপের সাহায্যার্থ আমিই তাহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইব।

যোগমল্ল আজ আনন্দ-সাগরে ভাসমান। তাহার বহুকালরোপিত বীজ আজ অঙ্কুরিত হইয়াছে— আজ কতই আনন্দ,আনন্দে তাহার মনকে যাত প্রতিঘাতে আরও আনন্দিত করিতে লাগিল। প্রফুল্ল চিত্তে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া পারিষদ্‌বর্গের সহিত আনন্দালাপ করি-তেছেন যোগমল্ল ভাবিতেছিলেন তাহার আর সুখের সীমা নাই, তিনি পরম সুখী। কিন্তু অন্য দিকে তাহার প্রধান প্রধান সামন্তগণ ষড়যন্ত্রে প্রবৃত্ত। যোগমল্ল তাহা একবারও মনে ভাবিতে-ছিলেন না। তিনি ভাবিতেছিলেন,চিরকালই এ রাজত্বে সুখভোগ করিতে পারিবেন। কিন্তু অদৃষ্টের ফলাফল কে বলিতে পারে?

অদৃষ্ট কাহারও একরূপে স্থায়ী নহে; অদৃষ্টে কাহার কখন কি ঘটে কে বলিতে সমর্থ হয়? চক্ষু-পলকের ন্যায় অদৃষ্ট সর্ব্বদা পরিবর্ত্তক। অদৃষ্ট, পদ্ম-পত্রের জলের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। কখন বিপর্য্যয় ঘটে তাহার স্থিরতা নাই। আজ যিনি ধনে মানে পরম সুখী; সুরম্য অট্টালিকার পালঙ্কোপরি শায়িত, কা'ল হয় ত তিনি ভিক্ষুক, বৃক্ষতলে তাঁহার বাস, আজ যিনি রাজা কা'ল তিনি ভিকারী। যোগমল্লের অদৃষ্টদেবী তাহার প্রতি অপ্রসন্না হইলেন, তাহার সুখ নিদ্রা, আনন্দ স্বপ্ন, সকলই ভাঙ্গিয়া গেল। শালোম্ব্রাপতি রাউৎকৃষ্ণ ও গোবালিয়রের রাজ্যচ্যুত রাজা একত্র হইয়া যোগমল্লসমীপে উপস্থিত হইলেন, তদ-নন্তর ধীর ও গম্ভীর স্বরে বলিলেন, “মহারাজ আপনার নিতান্ত ভুল,এ রাজাসন আপনার যোগ্য নহে, এ আসন আপনার ভ্রাতা প্রতাপ সিংহের এবং তিনিই ইহার উপযুক্ত পাত্র।” এই বলিয়া দুইজনে যোগমল্লের দুই হস্তধারণে বেদী হইতে অপসৃত করিলেন,শালোম্ব্রা অধিপতি দেবী প্রদত্ত তরবারিতে সুশোভিত করিয়া অন্যান্য কার্য্য করাইলেন এবং প্রতাপ সিংহকে মিবারের রাণা

বলিয়া সম্বোধন করিলেন প্রতাপ আজ মিবারের রাজা, তিনি সিংহাসনে আরোহণ করিয়া সামন্ত বর্গকে বলিলেন, "সামন্তবর্গ প্রাচীন নিয়ম রক্ষা কর্ত্তব্য চল আমরা মৃগরায় গিয়া আহেরিয়া উৎসব সম্পন্ন করি, এবং ভগবতী গৌরীর সমীপে বলিদান করিয়া আগামী বর্ষের শুভাশুভগনণা করি।

অশ্ব সজ্জিত হইল। প্রতাপ সিংহ এক অশ্বে আরোহণ করিয়া গমন করিতে লাগিলেন। এবং অন্যান্য সকলেই অশ্বে আরোহণ করিয়া প্রতাপের অনুসরণ করিলেন। যাইতে যাইতে এক নিবিড় অরণ্যে উপস্থিত হইয়া বহুসংখ্যক মৃগ হনন করিলেন। মৃগয়ায় প্রতাপের চাতুর্য্য দেখিয়া সামন্তবর্গ মোহিত হইলেন এবং মনে করিতে লাগিলেন, বোধ হয় চিতোরাকাশে পুনরায় স্বাধীন সূর্য্যোদিত হইবে।

যে সিংহাসনে বাপ্পারাও ও হামির রাজত্ব করিয়াছিলেন আজ প্রতাপ সেই, চিতোরের চির স্বাধীন সিংহাসনে আরূঢ়। হায়! মিবারের প্রায় সমস্ত রাজপুতই প্রতাপের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছেন, এবং ম্লেচ্ছের করে কন্যা ভগ্নিকে সম্প্রদান করিয়া মোগলের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন; প্রতাপ আজ নিঃসহায়। চারিদিক অন্ধকার জ্ঞান করিতে লাগিলেন। প্রতাপ এরূপ ভয়ঙ্কর দুর্দ্দিনে একাকী বলিয়া কি মিবার প্রদেশ ম্লেচ্ছ পদানত দেখিয়া নিশ্চিত থাকিবেন প্রতাপের শরীরে এখনও আর্য্য শোণিত বাহিত হইতেছে, তিনি কিছুতেই ভীত হইলেন না। স্বদেশ উদ্ধারের জন্য আত্মোৎসর্গ করিলেন কাহার সাধ্য প্রতাপের প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে? সাগর কি কখনও তৃণের বাধায় বদ্ধ হয়? প্রতাপ সহায় সম্পদ বিহীন হইয়াও বাপ্পারাওয়ের রাজধানী সামান্য তুর্কার হস্ত হইতে উদ্ধারার্থ যত্নবান হইলেন এখন কে বলিতে পারে প্রতাপ সিংহের মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে কি না? প্রতাপ দেখিলেন আত্মীয় বান্ধব সকলেই তাহার বিপক্ষের পক্ষ সকলেই সামান্য তুর্কার অধিনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ তাহার প্রিয়ভ্রাতা সাগরজি তাহার প্রধানবন্ধু বুন্দীশ্বর ও মিবারের প্রধান রাজা মানসিংহ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ তাহার বিপক্ষের পক্ষ অবলম্বন করিয়া তাহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। একাকী মোগলের বিশাল সৈন্যের আঘাত সহ্য করিতে হইবে তথাপি প্রতাপ সৈন্যের অটল হৃদয়, এজন্য একবার তাহার মন চঞ্চল হইল না। তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় শান্ত রহিলেন। এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, "নিশ্চয় স্বর্গাদপি গরিয়সী জন্মভূমির মুখ উজ্জ্বল করিব।" তিনি কিছুতেই স্বীয় প্রতিজ্ঞার অবমাননা করিলেন না। এবং নানা প্রকার উৎসাহ বাক্যে সামন্তবর্গকে উৎসাহিত করিয়া দুর্গম গিরি শিখরে অবস্থান করত আকবরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

আকবর মিবারের প্রায় সকলকেই অর্থ দিয়া বশীভূত করিয়া দিলেন, এখন মিবারের প্রধান প্রধান সামন্তগণকে অর্থ প্রদানে সপক্ষে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। সামন্তগণ কেহই প্রতাপ কে, পরিত্যগ করিয়া আকবরের পক্ষে অবলম্বণ করিল না।

দৈলবারাধি পতি প্রতাপের দক্ষিনে দণ্ডায়-

মান হইয়া জ...মি উদ্ধারার্থ আ...প্রাণ উৎসর্গ করিলেন।

সুবিজ্ঞ বহুদর্শী মন্ত্রীদিগের পরামর্শে প্রতাপ জ...মির উদ্ধারার্থ সামন্তদিগকে জায়গীর প্রদান করিতে লাগিলেন। কমলমীর, গোস্তন্তা প্রভৃতি পার্ব্বত্য দুর্গে সৈন্যস্থাপন করিলেন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে বুঝিয়াছিলেন যে "মিবারের সমতল ভূমিতে তিনি এই অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া আকবরের অযুত সৈন্যের সহিত পারিবেন না।" এই জন্যই পার্ব্বত্য প্রদেশীয় কমলমীর দুর্গে স্বীয় রাজধানী স্থাপন করিলেন। এবং তাহার সমস্ত রাজ্য মধ্যে ঘোষণা করিয়া দিলেন, "যে তাহার সমস্ত প্রজাগণকে মিবার ছাড়িয়া দুর্গম পার্ব্বত্য প্রদেশে বাস করিতে হইবে।" নতুবা রাণার আদেশে তাহাদের শিরোচ্ছেদন হইবে।

এই আদেশ শ্রবণ করিয়া মিবারবাসীগণ দলে দলে আসিয়া পর্ব্বত্য প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। কোলাহল-পূর্ণ, আনন্দময়ী মিবার ভূমি মহাশ্মশানে পরিণত হইল।

প্রতাপ তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হইয়াছে কিনা তাহা জানিবার জন্য মধ্যে মধ্যে দুই চারি জন প্রিয় সামন্তে পরিবেষ্টিত হইয়া মিবার পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এবং মিবার ভূমির দিকে চাহিয়া নীরবে অশ্রুজলে বক্ষ প্লাবিত করিতেন।

একদা একটী অজ-পালক রাণার আদেশ অবহেলা করিয়া মহা আনন্দে অরণ্যের মধ্যে অজ চারণ করাইতেছিল; এবং সান্ধ্য সমীরণের সহিত সুর মিলাইয়া গান করিতেছিল। অজপালকের মনের ধারণা ছিল, মহারাণা কখনই এস্থলে আগমন করিতে পারিবেন না। "অদৃষ্টই সকলের মূল।" এমন সময় মহারাণা অশ্বারোহী সহচর সহ ভ্রমণ করিতে করিতে সঙ্গীত-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সেই শব্দাভি মুখে ধাবমান হইলেন, এবং শীঘ্রই সেই অজপালকের নিকটবর্ত্তী হইলেন। তদনন্তর কহিলেন, "তুই কোন সাহসে রাণার আদেশ অবজ্ঞা করিয়াছিস?" অভাগা নিজ দোষ স্বীকার করিল, কিন্তু প্রতাপ তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া অসি নিষ্কোষিত করিয়া অজপালকের মস্তক চ্ছেদন করিলেন।

একদা প্রতাপ অমাত্য বর্গের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন "যতদিন চিতোরের স্বাধীনতা সূর্য্য পুনরায় উদিত না হইবে, ততদিন আমার বংশধরগণ স্বর্ণ বা রৌপ্য পাত্রে আহার করিবে না, বৃক্ষপত্রে আহার করিবে, সুচারু খট্টায় সুকোমল শয্যার পরিবর্ত্তে তৃণ শয্যায় শয়ন করিবে। এবং চিতোরের, অধিনতা এই নিদারুণ শোক-চিহ্ন স্বরূপ শ্মশ্রু রাখিবে।"

হায়! চিতোর আর পুনরায় স্বাধীন হইলনা, এখনও চিতোরবাসী রাজপুতগণ শয্যার তলে তৃণ পাতিয়া শয়ন করেন ও বৃক্ষ পত্রে আহার করেন। আজিও মুখ শ্মশ্রু রাজিতে আবৃত করিয়া রাখেন।

ধন্য রাজপুত! ধন্য তোমাদের স্বভাব। ম্লেচ্ছ-সংসর্গকারী ব্যক্তিদিগকে প্রতাপ রাজপুত কুল হইতে বিচ্যুত করিলেন। ইহাতে অনেকেই দুঃখিত হন। এমন কি, জয়সিংহও ভক্তসিংহ নামক দুই ব্যক্তি আকবর সমীপে অনেক সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু একদিন জাতিচ্যুত হইয়াছেন শুনিয়া অনেক

আক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং প্রতাপ সিংহের নিকট এক খানা খেদ সূচক পত্রও পাঠাইয়া ছিলেন।

যখন মানসিংহ শোলাপুরে মোগল জয় পতাকা উড্ডীন করিয়া হিন্দুস্থানে প্রত্যাগমন করিতে ছিলেন, তখন, প্রতাপের "ম্লেচ্ছ সংসর্গকারী ব্যক্তিগণকে জাত্যন্তর করার" ঘোষণা শুনিয়া, মনে দারুন ঘাত প্রতিঘাত করিতে লাগিল। এবং তিনি মনে ভাবিলেন, যদি মান হারাইলাম, প্রতাপের সহিত একত্রে আহার বিহার করিতে না পারিলাম, তবে এ ম্লেচ্ছ প্রদত্ত বৃথা গৌরব লাভে ফল কি? এই রূপ ভাবিয়া প্রতাপের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মনস্থ করিয়া প্রতাপের পার্ব্বত্য দুর্গে উপস্থিত হইলেন। পাঠক ভাবিতে পারেন, মানসিংহ একাকী কিরূপে শত্রুর দুর্গে গমন করিলেন? কিন্তু মানসিংহ জানিতেন যে.—প্রতাপ ক্ষত্রিয়; আরও জানিতেন যে, প্রতাপ সিংহ নিঃসহায় ব্যক্তিকে কখনও আক্রমণ করেন না। প্রতাপ মানসিংহের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া উদয় সাগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া অভ্যর্থনা করিয়া পরম সমাদরে দুর্গ ভিতরে লইয়া গেলেন।

কিয়ৎকাল কথোপকথনে অতিবাহিত হইলে ভোজনের সময় উপস্থিত হইল। মানসিংহ স্নানাহ্নিক সমাপন করিয়া ভোজনাগারে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন যে, তথায় প্রতাপপুত্র অমরসিংহ তাহার অভ্যর্থনার্থে উপস্থিত আছেন।

প্রতাপসিংহ তথায় নাই। মানসিংহ জিজ্ঞাসা করিলেন "অমর তোমার পিতা কোথায়?" অমর উত্তর করিলেন "মহারাণার মনে অত্যন্ত অসুখ আছে। অতএব মহাত্মন! জাতিত্ব নিয়মের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া আহার করুন।"

রাজপুত জাতির নিয়ম এই কোন অতিথি আসিলে বাড়ীর কর্ত্তা তাহার সহিত একত্রে ভোজন করেন।

মানসিংহ কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "অমর! আমি মহারাণার মানসিক অশান্তির কারণ বুঝিতে পারিয়াছি। তিনি যদি আমার সহিত আহার না করেন, তবে কে সাহসী হইয়া আমার সহিত আহার করিবে?"

এইরূপ অনেক কথোপকথন হইলে প'রে মানসিংহ জিদ করিয়া বলিতে লাগিলেন, তোমাদিগের আমার সহিত অবশ্য আহার করিতে হইবে।

প্রতাপসিংহ এই সমস্ত কথা শ্রবন করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন যে, "যে রাজপুত তুর্কীর সহিত বিবহাদি সম্বন্ধ সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছেন, এবং তুর্কীর সহিত হয় ত আহারাদিও করিয়াছেন, তাহার সহিত বাপ্পারাওএর বংশধর প্রতাপসিংহ আহারাদি করিতে ঘৃণা বোধ করেন।"

মানসিংহ প্রতাপের এবম্বিধ কথা শ্রবণে বড়ই ক্রোধিত ও বিষাদিত হইলেন।

সুখ-যামিনী।

——০:০:০——

দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ।

গভীর নিশিথ, শুক্ল পক্ষীয়া যামিনী। কিন্তু জ্যোৎস্নালোক বিকাশের কিছু বিঘ্ন ঘটিয়াছে। আকাশে এক খানা ক্ষুদ্র মেঘের উদয় হইয়াছে। সেই মেঘের কবলে চাঁদ এক একবার কবলিত হইয়া যাইতেছেন,—আবার এক একবার ক্ষীণ মূর্ত্তিতে মুক্তিলাভ করিতেছেন।

তবু জগতে গাঢ় অন্ধকার নহে। আলোক আঁধারের বিমিশ্রন মূর্ত্তি। দূরের বস্তু সুস্পষ্ট রূপে দেখা যাইতেছে না,—কেবল একটা অবয়ব নিকট হইলে, তাহা বেশ চিনিয়া লইতে পারা যাইতেছে।

এই সময়ে—মেঘাক্রান্ত নিশিথ রাত্রে রাজা ও তাঁহার বিশ্বাসী মন্ত্রী "ভাই আন্দীরাম" সিংহ একটা ফটকাবদ্ধ বিস্তৃত চত্বর মধ্যে পদচারণা করিয়া বেড়াইতেছেন। উভয়েরই মুখ যেন কোন বিষম কূট সমস্যার ব্যাখ্যা করণে বা কোন কূটযুক্তির সিদ্ধান্ত স্থির করণে নিযুক্ত—উভয়েরই হৃদয় যেন কোন বিষম ভাবনায় আন্দোলিত।

"ভাই আন্দীরামের" প্রকৃত নাম আনন্দ-মোহন সিংহ। আনন্দমোহনের ন্যায় কুটীল কৌশলী মন্ত্রণাসচীব তৎকালে বাঙ্গলার কোন জায়গীরদারেরই ছিল না। বাঙ্গলায় তখন অনেক রাজা, অনেক বড়লোক ছিলেন, কিন্তু রূপনগরের রাজার মন্ত্রীর গুণে তিনি বুদ্ধি ও কৌশল-বলে সর্ব্বাগ্রগামী। অন্যান্য রাজাগণ বহুরক্তপাতে, বহু অর্থপাতনে যে কার্য্য সমাধা করিতেন, রূপ-নগরের রাজা ভাই আন্দীরামের মন্ত্রণা বলে বিনা ক্লেশে তাহাই সম্পাদন করিতে পারিতেন। আনন্দমোহনকে সকলেই চিনিত,—আনন্দমোহন নামে নাচিন্নুক, রাজার ও সুবাদারগণের আদরের নাম "ভাই আন্দীরাম" বলিলে দেশের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই চিনিতে পারিত। ভাই আন্দীরামের বাটী নদীয়া জেলার মধ্যে কোন গ্রামে ছিল।

কিয়ৎক্ষণ রাজা ও মন্ত্রী চিন্তা-ক্লিষ্ট মনে পায়চারী করিয়া একটা কামনী ফুলের গাছের তলায় গিয়া উপবেশন করিলেন। রাজা বলি-লেন, "তবে এখন কোন্ দিকে স্থির করা যায়?"

মন্ত্রী। শিবনগরের জমিদারের পক্ষ অব-লম্বন করাই ভাল। কেন না, সম্মুখে যেরূপ বিপদের ছায়া দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাহাতে যুদ্ধ অনিবার্য্য! অপ্রাপ্ত বয়স্ক, অদূরদর্শী নবাব যেরূপ স্বেচ্ছাচারী, আর তাহার ভৃত্যগণও যেরূপ অপরিনামদর্শী, তাহাতে সে কখনই নিরস্ত হইবে না। আপনার নিকট যখন উহা চাহিয়াছে, তখন বিনারক্ত-পাতে যে, সে সেবিষয়ে নিরস্ত হইবে, তাহাতো আমার বিশ্বাস হয় না। যদি কোনরূপ যুদ্ধই সংঘটন হয়—তখন আমাদের সহায়ের প্রয়োজন। নবাবের সঙ্গে যুদ্ধ! আমাদের এমুষ্টিমেয় সৈন্য দ্বারা কখনই তাঁহাদিগের প্রতিরোধ করা যাইতে পারিবে না।

রাজা। তাহাতেই ত একদলে আশ্রয় লইতে ইচ্ছা করিয়াছি।

মন্ত্রী। একদলে আশ্রয় অবশ্য লইতে হইবে। কিন্তু শিবনগরের জমিদারের আশ্রয়

লওয়াই স্থির, কেন না,—বনাশ্রমের বৈষ্ণবদলেরা যদিও ধার্ম্মিক, যদিও তাহারা যাহা প্রতিজ্ঞা করে, তাহা প্রাণপণে প্রতিপালন করিয়া থাকেন। কিন্তু একটি কথা,—তাঁহাদের দ্বারা কখনই অধর্ম্মাচরণ হইতে পারে না। তাহা রাজনীতি নহে। কুটিল কৌশলে, ছলে বলে যেরূপেই হউক, শত্রু নিপাত আবশ্যক। তাহারা তাহা করিবেনা—নিজের স্বার্থের দিকে চাহিবেনা, আপনার স্বার্থের দিকে ভ্রূক্ষেপও করিবেনা—ধর্ম্মই তাহাদিগের লক্ষ্য। আরও একটি কথা। সেই কতকগুলি জঙ্গলে সেনা লইয়া যে,তাহারা শিবনগরের জমিদারকে পরাজয় কর্ত্তে পারবে, আর তারই সহায়তায় আমরা আবার নবাবের সঙ্গে লড়্‌ব, সেটা দুরাশা মাত্র। তাহা হইবে না—আকাশ-কুসুমের মাল্য রচনা না ক'রে শিবনগরের জমিদারের সহিত যোগদান করুন। বৈষ্ণবদের সঙ্গে যোগ দিলে এখনই একটা লড়াইতে মাতিতে হবে,—আর শিবনগরের জমিদার যা ব'লেছেন,তা কর্ত্তে আর লড়াই কর্ত্তে হবেনা, কৌশলেই কাজ হাঁসিল হবে। এখন একটা লড়াই টড়াই কোরে সৈন্য-বল হ্রাস করা কখনই যুক্তি সঙ্গত নহে।

রাজা। শিবনগরের জমিদারের পক্ষ অবলম্বন করিলেওত লড়াই কর্ত্তে হবে। সৈন্য সামন্ত পাঠাতে হইবে।

মন্ত্রী। আপনি ভুলিয়া যাইতেছেন,—শিবনগরের জমিদার আপনাকে বৈষ্ণব সেনাধিনায়ককে ধরিয়া দিতে অনুজ্ঞা করিয়াছেন সেজন্য তাহার সৈন্য ও আপনার সৈন্যগণকে সজ্জিভূত হইতে হইবে।

রাজা। তাই—তাই।

মন্ত্রী। সেকাজ যদি সহজে সম্পন্ন হয়,—বিনাযুদ্ধে যদি পাখী পিঞ্জরাবদ্ধ হয়, তবে তাতে হানি কি?

রাজা মৃদু হাসিলেন,—বলিলেন,

"তা হ'লেত শিবনগরের রাজা আমাকে পরম বন্ধু বোলেই বিবেচনা কোর্ব্বেন, আর আমার বিপদেও নিশ্চয়ই রক্ষা কোর্ব্বেন। কিন্তু এমন উপায় কি? বৈষ্ণবাধিনায়কত শুনিয়াছি, সোজালোক নহেন।"

মন্ত্রীও মৃদু হাসিলেন। হাঁসিতে একটু দাম্ভিকতারভাব প্রকাশ পাইল। মন্ত্রী মৃদু অথচ দাম্ভিকতার হাসি হাসিয়া বলিলেন,

"আপনার অত ভাবনা কেন?"

রাজা বিস্ময়োৎফুল্ল বদনে কহিলেন,

"ভাবনা নয় কেন? কাজ ত সোজা নহে।"

"সোজা নয়! এখন খুব সোজা।"

এই কথা বলিয়া ভাই আন্দীরাম একবার চকিতে চারিদিকে চাহিয়া রাজার কাণের কাছে, মুখ লইয়া যাইয়া খুব ছোট ছোট করিয়া কি বলিলেন। রাজা সে কথা শুনিয়া তড়িত গতিতে মুখ সরাইয়া লইয়া বলিলেন,

"অমন কখনই হোতে পারে না। অত অবিশ্বাস! ঘৃণা! লজ্জা! ছিঃ! ছিঃ! আমার জীবনে তা কখনই হোতে পার্ব্বে না।"

মন্ত্রী কিছুক্ষণ নিস্তব্ধে থাকিল। শেষ সুদীর্ঘ একটা টানা নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিল,

"তবে সোনাপুর মৌজা নিশ্চয়ই নবাবের খাস-ভাণ্ডারে চলিয়া যাইবে।"

রাজা কিঞ্চিৎ মৃদুস্বরে বলিলেন,

"যায় সেও ভাল;—আর যেতেই বা গেল কেন? বৈষ্ণবদলের সহায়তাতেই আমি কাজ কর্ম্মা করিব।"

মন্ত্রী পূর্ব্ববৎ মৃদুভাবে গম্ভীরস্বরে বলিল,

"মিছা আশে! এতদিন পরে মান সম্ভ্রম সব গেল?" সোণাপুর মৌজা আপনার হস্তান্তর হইলে, আর আপনার থাকিল কি প্রভু? ঐ মৌজাতেই আপনার রাজা নাম,—আপনি রাজা। আর আপনার আছে কি প্রভু? বার্ষিক দশলাখ টাকা আয়ের সম্পত্তি।"

"বার্ষিক দশলাখ টাকা আয়ের সম্পত্তি!" রাজা দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। বলিলেন,

"এতদ্ভিন্ন অন্য উপায় আর কি কিছু নাই? এমন ঘৃণিত কাজটা!"

মন্ত্রী দেখিল' সত্বরেই তাহার ঔষধের ক্রিয়ারম্ভ হইবে, তাহার পূর্ব্বলক্ষণ দেখা দিয়াছে। মন্ত্রী বলিলেন,

"কিছু না। আপনি যদি এ উপায় পরিত্যাগ করেন প্রভু,—তবে আগে এ দাসকে বিদায় দিন। আমাদের চাকুরী পেশা। আপনার ঐ সম্পত্তিটা হস্তান্তর হইলে, যদি আমি অন্যত্র চাকুরীর জন্য যাই—আর কেহই আমাকে ভাল কাজ দিবে না, মন্ত্রণা বিভাগে নিয়োগ করিবে না। সকলেই বলিবে, ভাই আন্দীরাম থাকিতে সবল রাজার অত বড় রাজ্যটা নষ্ট হইয়া গেল—তখন আন্দীরাম নিশ্চয়ই মূর্খ! সত্যই অবিবেচক। আর এখন মানে মানে গেলে সে দোষটা আমার ঘাড়ে বর্ত্তিবে না। গরীব বেচারী আবার দুটা ভাত করিয়া খাইতে পারিবে।

তাই আন্দীরামের এই কথা শ্রবণ করিয়া সচকিতে সবিস্ময়ে রাজা বলিলেন,

"স্থির হও মন্ত্রী, স্থির হও—অত উতলা হও কেন? অত বড় একটা বিষম যুদ্ধের কাজ কর্তে হ'লে, একটু ভাবিবার অবসরও ত দিতে হয়।"

মন্ত্রী। এ সকল কাজে অত ভাবনা চিন্তা করিলে চলিবে না। শাস্ত্রেই আছে, "শুভকর্ম্মে মুদ্ধরে প্রাজ্ঞঃ কার্য্য ধ্বংসেন মূর্খতা" এখন জরুরি কাজ। ধন, মান, সম্ভ্রম সব যায়। এখন কি আর অত গুনিলে চলে।

রাজা। হুঁ'শ যেন তোমার পরামর্শ মত কাজ,—কিন্তু—

মন্ত্রী। কিন্তু—কিন্তু কি? বৈষ্ণব সেনার কথা? উপায় আছে। এক নড়িতে মাত্র সাপ মর্‌বে।

"তবে—"

রাজা একটা কি কথা বলিতে যাইতেছিলেন, আর বলা হইলনা। সহসা তিনি দেখিতে পাইলেন, অদূরে একটা মনুষ্য। মানুষটি তাঁহাদেরই দিকে আসিতেছে। তাঁহারা উভয়েই নিস্তব্ধে আগন্তুকের আগমন অপেক্ষা করিতে লাগিলেন, অনেকক্ষণ পরে সে মূর্ত্তি তাঁহাদিগের নিকটস্থ হইয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল। রাজা দেখিলেন, ফটকের প্রতিহারী। বলিলেন,

"সম্বাদ কি?"

প্রতিহারী। বনাশ্রমের বৈষ্ণবগণ আসিয়াছেন তাঁহাদিগের অধিনায়ক দয়ালচাঁদ ঠাকুর আপনার সহিত সাক্ষাৎ প্রার্থনা করিতেছেন।

রাজা। তাঁহারা কোথায়?

প্রতিহারী। ফটকের সম্মুখে।

রাজা মন্ত্রীর মুখের দিকে চাহিলেন,—মন্ত্রী প্রতিহারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তাহারা কত জন?"

প্রতীহারী। তিন জন মাত্র।

রাজা। এই খানে ডাক।

প্রতীহারী চলিয়া গেল, এবং কিয়ৎক্ষণ পরে দয়ালচাঁদ ঠাকুর তথায় আসিয়া রাজাকে যথাযোগ্য সম্মানের সহিত আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন,

"মহারাজের জয় হউক, আপনার সাহায্য প্রাপ্তির আশা পাইয়া আমরা এখানে আসিয়াছি। আপনিও আশা দিয়া পত্র লিখিয়াছেন। শিবনগরের জমিদার দুর্ব্বল প্রজাগণের উপর বড়ই অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছেন—তাঁহাকে ধর্ম্মতঃ জব্দ করা চাই-ই। আপনি অর্থ বল ও সৈন্যবল প্রদান করিয়া ধর্ম্ম কার্য্যের সহায়তা করুন।"

রাজা কথা না কহিতে কহিতেই মন্ত্রী ভাই আন্দীরাম কহিলেন,

"আপনারা জানিবেন এরাজ্য আপনাদিগেরই। সৈন্য বল, অর্থ বল যাহা কিছু প্রয়োজন সমস্তই পাইবেন। বিশেষ কথা, আমাদিগের রাজা ধর্ম্মের আশ্রিত।"

দয়াল। মহারাজের জয় হউক।

মন্ত্রী। এক্ষণে একটি কথা,—শিবনগরের জমিদারই এদেশের মধ্যে ধনে, মানে, বলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার সৈন্য এবং সামন্ত বলও প্রভূত। তাঁকে জব্দ করিবার জন্য আমাদেরও খুব সবধান, খুব সতর্ক হওয়া আবশ্যক। আপনার সঙ্গে কত সৈন্য আছে?

দয়াল। সহস্রের ও অধিক।

মন্ত্রী। আমরাও প্রায় সহস্রাধিক দিতে পারিব। কিন্তু তাহা হইলেও, শিবনগরের জমিদারের সৈন্যাপেক্ষা সংখ্যায় অতি অল্প।

দয়াল। হউক——অধর্ম্মের নিকট ধর্ম্মের জয় নিশ্চিত।

মন্ত্রী। হীঃ! হীঃ! তাত ঠিকই—তবু সাবধান, তবু সতর্ক হওয়া চাই।

দয়াল। অবশ্য কর্ত্তব্য।

মন্ত্রী। আর তারাও নাকি—আপনাদিগকে ধরবের জন্য বিস্তর জোগাড় কোচ্ছে। তা আপনারা তাদের এমন কি কোরেছেন, যে আপনাদের উপর এত রাগ!

দয়াল। তাঁরা দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার করেন,—আমরা তাঁদের সেই অত্যাচার হ'তে অত্যাচারীতের রক্ষা করিয়া থাকি। যাই হোক্, আমাদের ইচ্ছা আগামী কল্যই শিবনগর অবরোধ কোরব।

মন্ত্রী। বেশত, তাই ঠিক্ হবে। এখন আপনার সৈন্যাদি কোথায়? আমারত আপনাকে পত্র লিখেই সৈন্যাদি সমস্ত ঠিক্ ঠাক্ কোরে রেখেছি।

আমাদের দলস্থ লোকও সব এসে, এই গ্রামের উত্তর সীমায় যে একটা খুব বড় আমের বাগান আছে, সেইস্থানে আড্ডা গেড়ে আছে; এখন আপনাদিগের সহায়তা পেলেই——

ঠাকুরের কথায় বাধা দিয়া ভাই আন্দীরাম কহিলেন,

"আমাদের সহায় কি? আমরা যে, আপনাদিগের দাস, যাহাতে নিযুক্ত কোর্‌বেন, সেই আজ্ঞাই প্রতিপালন কোর্ব্ব। এখন এক

কাজ করুন—এরূপ সময়ে, সৈন্যগুলি ওরূপ স্থানে রাখা কখনই কর্ত্তব্য হোচ্চেনা। তাঁহাদিগে সম্বাদ দিয়া এখানে আনান,—আমাদের ঐ খালি সৈন্যাবাসে তাঁহাদিগের বাসা দেওয়া হউক। আপনি আমি ও রাজা মহাশয়—এই তিন জন চলুন আমরা মন্ত্রণা গৃহে গিয়া এ বিষয়ের যেরূপ হোক্ একটা মন্ত্রণা-ঠিক্ কোরে ফেলি গিয়ে। কৌশলে কাজ সার্ত্তে হয়।

দয়ালচাঁদ ঠাকুর সে প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তিনিত আর জানিতে পারেন নাই যে, সে মধু ভাণ্ডের ভিতরে বিষম হলাহল লুক্কাইত আছে। তিনিত আর জনিতে পারেন নাই যে, যাহাকে তিনি কুবলয় ভাবিয়া গলে পরিতেছেন, সে কুবলয় নহে ভয়ানক কালসর্প। মৃগ যদি জানিতে পারিত, মরিচীকায় জলাশা মৃত্যুর কারণ ভিন্ন আর কিছুই নহে—তবে কি সে তাহা হইতে প্রতি নিবৃত্ত হইত না?

ভাই আন্দীরামের—কুটীল কুচক্রীর—সে বিষম কুচক্র ধর্ম্মাত্মা সরল বিশ্বাসী ঠাকুরের মনে স্থানও পাইলনা তিনি বাহির হইয়া শিঙ্গারব করিলেন। আর তাঁহার সেই শিঙ্গারব দিগন্তে বিলীন না হইতেই পীপীলিকা শ্রেণীবৎ সারি বাঁধিয়া তাঁহার দলস্থ সমস্ত ব্যক্তিই তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

ভাই আন্দীরাম ইতি পূর্ব্বেই প্রতিহারীকে একটা আলো আনিতে বলিয়াছিলেন,—সে এই সময় আলো লইয়া আসিয়া উপস্থিত করিল।

আন্দীরাম তখন রাজার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,

মহারাজ, তবে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া মন্ত্রণাগারে গমন করুন, আমি এই সকল ব্যক্তিবর্গকে সৈন্যাবাসে রাখিয়া সত্বরেই ফিরিয়া আসিতেছি।"

রাজা এতক্ষণ কাষ্ঠ পুত্তলিকাবৎ একভাবেই দাঁড়াইয়াছিলেন,—এতক্ষণ পরে তাঁহার নিশ্বাস বহিল। তিনি বলিলেন,

"হুঁ। যাই।"

মন্ত্রী দয়ালচাঁদ ঠাকুরকে বলিলেন,

"আপনার সমস্ত লোকই আসিয়াছেন?"

দয়াল। হাঁ, সকলই এসেছে—কেবল এক জন আসেনাই, সে একটু কার্য্যান্তরে গমন করিয়াছে।

লোকটা কে মন্ত্রী তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন না, কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন,

"কি কাজে শুনিতে পাই না কি?

দয়াল। আপনার নিকট না বলিবার কিছুই নাই। বনাশ্রমে আমার হস্ত লিখিত একখানি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভুলিয়া ফেলিয়া আসিয়াছি—প্রায় আপনাদের এখানে পৌঁছিয়াই আমার সে কথা স্মরণ হওয়ায় তাহাকে তাহা আনিতে পাঠাইয়াছি—পুঁথি খানা আমার বড় যত্নের।

মন্ত্রী নিমেষ মধ্যে ভাবিয়া লইল,—একজন! একজন ভিখারী সন্ন্যাসী। কি করিবে? আর বিলম্ব করা হইতেছে না। তখন মন্ত্রী প্রকাশ্য ভাবে বলিল,

"সম্ভবতঃ তিনি শেষে রাত্রেই এসে পৌঁছিবেন, আমাদের বেরুবার আগেই আস্‌বেন। এখন চলুন, আর কাল বিলম্বে কাজ নাই।"

দয়ালচাঁদ ঠাকুর তখন সমস্ত শিষ্য মণ্ডলীকে ভাই আন্দীরাম তাহাদিগকে যেখানে রাত্রি যাপন করিতে বলেন,—সেই স্থানে যাইতে বলিয়া

নিজে রাজার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রণাগারে চলিয়া গেলেন।

এদিকে মন্ত্রী সর্পাগ্রে আলো হাতে করিয়া মণ্ডলী কৃত একটা খুব বড় গহ্বরে নামিল। সে গহ্বর দেখিয়া প্রেমচাঁদ ঠাকুর একবার চমকিয়া শঙ্কাকুলিত ও সন্দিগ্ধ চিত্তে পরস্পরের মুখের দিকে চাওয়া চায়ি করিল, শেষ ভাবিল, গুরুদেব তেমন লোক নহেন—না জানিয়া শুনিয়া কখনই অন্য হস্তে অস্ত্র-সমার্পণ করেন না। তাঁহারা ভাই আন্দীরামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন—অনেকদূর—মণ্ডলে মণ্ডলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তিন চারিটি দ্বার উত্তীর্ণ হইয়া তাহারা গড়েরভিতর প্রবেশ করিল। গড়ের দ্বার পাথরের—দুশ হাতি যদি একত্রে একযোগে সমবলে সমভাবে দশ দিন ক্রমান্বয়ে তাহাতে আঘাত করে, তবু তাহা ভাঙ্গিবার নয়—সে দ্বার বজ্রতুল্য।

সন্ন্যাসীগণ সেই মহলে প্রবেশ করিলে, ভাই আন্দীরাম কত ভদ্রতা জানাইয়া বলিল,

"তবে এখন বিদায়—কা'ল আবার শিব-নগরে যাবার সময় দেখা হবে।"

সন্ন্যাসীগণ তাঁহাকে সসম্ভ্রমে বিদায় দিলেন। মন্ত্রী বলিল,—

'দরজা না দিয়া আপনারা নিদ্রা যাইবেন না, এ দরজা ঠেলিয়া দেওয়া যায় না—ঐ শিকল খুলিয়া দিন, কল খাটান আছে, পড়িয়া যাইবে। আবার প্রয়োজন হইলে,জোর চারিকে ঐ শিকল ধরিয়া নিচু বরাবর টানিবেন,দ্বার উঠিয়া পড়িবে।"

মন্ত্রী বাহির হইলেন,—সন্ন্যাসীগণ দ্বার ফেলিয়া দিল। তখন পাপীষ্ঠ আন্দীরাম দৌড় দৌড়ি অন্য দিকের কোন হ'তে এক তোড়া চাবি এনে সেই প্রকাণ্ড দরজার কুলুপ বন্ধ করিয়া দিল। ভিতর হইতে সন্ন্যাসীগণ কিছুই জান্তে পাল্লে না, তারপর পর পর আর যে কটা দরজা ছিল, সব কয়টা বন্ধ করিয়া দিয়া মন্ত্রী একেবারে উপরে উঠিয়া আসিল। সেই আলো এবং চাবির তোড়া হাতে করিয়াই ভাই-আন্দীরাম একেবারে মন্ত্রনা গৃহে গিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হাসি মাখা মুখ দেখিয়া রাজা বুঝিলেন, কুটবুদ্ধি মন্ত্রী সমস্ত কার্য্যই সফল কোরেছে।

অতঃপর মন্ত্রী তথায় আসিয়া ঠাকুরকে অভিবাদন করিয়া বলিলেন,

"এখন, কা'ল সকালেই কি তবে শিবনগরে যাওয়া স্থির?"

দয়াল। ইচ্ছা তাই।

মন্ত্রী। আমি একটা গুপ্ত মন্ত্রনা কোর্বের জন্যই আপনাকে এখানে একা আস্তে বোল্লেম আমাদের ঘরে একখানা পাথর আছে—তার একদিক অন্ধকার, আর একদিক আলো—কিন্তু সে আলো এত তীব্র যে, যাহার চক্ষুর উপর ধরা যায় তাহাকে নিশ্চয়ই মোহ প্রাপ্ত হইতে হয়—তা সে একেবারে দু'শ পাঁচশ লোকের মোহ প্রাপ্ত করান যাইতে পারে। তাইতে বোলছি—কা'ল সকালে যুদ্ধে না গিয়ে কা'ল রাত্রে গেলেই ভাল হয়—রাত্রেই সে আলোর ক্রিয়া ভাল হয়।

দয়াল। যদি এমন আলো থাকে—তবে সুবিধাই।

মন্ত্রী। থাকে—কি? নিশ্চই আছে; দেখ্বেন?

দয়াল। দেখ্লেও হয়।

তখন মন্ত্রী রাজার হাতে চাবিরতোড়া দিয়ে আলো নিয়ে উভয়ে গমন করিলেন।—সরাসর অন্দর মহলে,—অবারিত দ্বার। অন্দর মহলের একটা উপরের ঘরে দুজনে উঠিলেন। তার বাঁ দিকে একটা চোর কুঠরী, সেই চোরকুঠরির মধ্যে একটা ছোট গর্ত্ত—মন্ত্রী বলিলেন, "ঐ গর্ত্তের মধ্যে দেখুন।" অসন্দিগ্ধচেতা সন্ন্যাসীঠাকুর হেঁট হইয়া দেখিতে গেলেন—সেই অবসরে, চক্ষুর নিমেষ ফেলিতে ফেলিতে ভাই-আন্দীরাম বাহির হইয়া পড়িল, ঘরের লৌহ-দ্বার ঝনাৎ করিয়া টানিয়া দিল,সন্ন্যাসীর চমক হইল। তিনিও ত্বরিত গতিতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু তখন আর কি করিবেন—দাঁড়াইয়া শুনিলেন, বাহির হইতে ভাইআন্দীরাম কটাকট্ কটাকট্ করিয়া চাবি দিয়া চুপ্ চাপ্ করিয়া চলিয়া গেল।

সন্ন্যাসী বুঝিলেন—তিনি কুটীলের কুচক্রে, বিশ্বাস ঘাতকের কুহকে আজি বন্দী হইয়াছেন। আরও বুঝিলেন, তাঁহার শিষ্য মণ্ডলীও তাঁহারই মত নিশ্চয়ই বন্দী হইয়াছে। নরাধম মন্ত্রী আগেই তাহাদিগকে বন্দী করিয়া রাখিয়া আসিয়াছে।

তাহাতেও তিনি হতাশ বা বিষন্ন হইলেন না। যাঁহার কাজের জন্য তিনি আত্ম সমর্পণ করিয়াছেন, এ বন্ধন যদি তাঁহার অভিপ্রেত হয়, তবে ইহাই মঙ্গল।

অতঃপর দয়ালচাঁদ ঠাকুর নতজানু হইয়া সজল নয়নে যুক্ত করে ভগবানের অনন্ত মহিমা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

ওদিকে বাঁশ বনে শৃগাল ডাকিয়া রাত্রি দ্বিপ্রহর জানাইয়া দিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

যে সময়ে বাঁশ বাগানে শৃগালগুলা ডাকিয়া উঠিল, ঠিক্ সেই সময়ে বেহালচাঁদ ওরফে পুলিন আসিয়া রূপনগরে প্রবেশ করিলেন। পুলীনই বনাশ্রমে পুঁথি আনিতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

সন্ন্যাসীগণ যখন রূপনগরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন, তখনই ঠাকুরের স্মরণ হইয়াছিল, তিনি বনাশ্রমে ভগবদ্গীতা ফেলিয়া আসিয়াছেন,—এবং সেই স্থান হইতেই পুলীনকে ফিরিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কথা ছিল,—রূপনগরে প্রবেশ করিতেই নদীর তীরে একটা প্রকাণ্ড আম্রবাগান আছে, সন্ন্যাসীগণ অদ্য রাত্র সেইস্থানেই অবস্থান করিবে, অতএব পুলীনও সেইস্থানে আসে।

পুলীন সেই নির্দ্দেশানুসারে প্রথমে আম্র বাগানে যাইয়া উপস্থিত হইল,—কেহ নাই। মেঘে ঢাকা চাঁদের আধ-ফুটন্ত জ্যোতিতে পুলীন বেশ করিয়া চাহিয়া দেখিল, সন্ন্যাসীগণ সেখানে আসিয়াছিলেন—তাঁহাদিগের অনেক চিহ্নাদি সেস্থানে রহিয়াছে। তখন পুলীন ভাবিলেন,—তবে বোধ হয়, ইঁহারা নিশ্চয়ই রূপনগরের রাজার আগ্রহাতিশয্যে নগর মধ্যে কোন স্থানে অবস্থান করিতেছেন। পুলীনও নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু কোথাও কেহ নাই, কোথাও সাড়াশব্দ নাই, প্রকৃতি নিস্তব্ধ। কেবল নিশাচর পক্ষীগণের গমনাগমন

শব্দ—আর কদাচিৎ পেচকের কর্কশ কণ্ঠ-স্বর। মধ্যে মধ্যে গৃহপালিত সারমেয়গণের ধ্বনি—আর দুই এক দল প্রহরীর রব।

পুলীনের মনে যেন কেমন একটা সন্দেহ-ভাব আসিয়া আবির্ভূত হইল। তাঁহার যেন আর রূপনগরের রাজার উপর ততটা বিশ্বাস থাকিল না। পুলীনের ইহা স্বভাব-সিদ্ধ—শিশুকাল হইতে জমিদারের দারুণ অত্যাচার দেখিয়া শুনিয়া তাহার দৃঢ় বিশ্বাস—জমিদারগণের কাজ কর্ম্ম কুটীল কৌশলে পরিপূর্ণ। ধর্ম্মাধিকার সে সকল হৃদয়ে হয় না—বিশ্বাস ঘাতকতা সে সকল স্থানের বড় প্রিয় পাত্র। পুলীন রাজপথ পার্শ্বস্থ একটা খড়ুয়া বাড়ির পশ্চাতে একটা নিম্ববৃক্ষ তলে দাঁড়াইয়া এইরূপ কত খানা চিন্তা করিতেছেন। পুলীন একবার ভাবিতেছেন,—হয়ত তাঁহারা এখানে না আসিয়া আর কোথাও চলিয়া গিয়াছেন, আবার ভাবিতেছেন তাহা কেমনে সম্ভবে? আমার সহিত কথা রহিয়াছে। যদিও কোন অকস্মাৎ বিপদাশঙ্কা করিয়া চলিয়া যাইতেন, তথাপিও সে সম্বাদ আমাকে প্রদান করিবার জন্য অন্ততঃ এক জনকেও এখানে রাখিয়া যাইতেন। আর যদি রাজার যত্নে তাঁহারা কোন নিভৃত স্থানেও থাকিতেন, তবে অবশ্যই আমাকে সম্বাদ দিবার জন্য রাজার লোকও একজন নিয়োজিত থকিত। চিন্তা করিতে করিতে পুলীনের মুখমণ্ডল পাংশু বর্ণ ধারণ করিল;—পুলীন দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে বলিলেন, "এ নিশ্চই রূপনগরের রাজার কৌশল,—নিশ্চয়ই আজি সন্ন্যাসীর দল কৌশল-জালে আবদ্ধ হইয়াছেন। নিশ্চয়ই শিবনগরের জমিদারের সহিত যোগ করিয়া রূপনগরের রাজা এরূপ করিয়াছে।"

পুলীন, নিম্ব বৃক্ষের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়া এইরূপ ভাবিতেছেন,—এমন সময় তাঁহার পার্শ্বস্থ গৃহের মধ্যে কাহারা কথা কহিয়া উঠিল। পুলীন স্থিরকর্ণে তাহা শুনিতে লাগিলেন,

সেই ঘর হইতে দ্বিবিধ স্বরে কথোপকথন হইতে লাগিল। পুলীন কণ্ঠ-স্বরে বুঝিলেন, ঘরের মধ্যে লোক দুইজন—এক স্ত্রী, অপর পুরুষ। স্ত্রী কণ্ঠে যে কথা হইতেছে, তাহা সুমধুর হইলেও কিছু দর্পিত ও উত্তেজিত। আর পুরুষ কণ্ঠ অপেক্ষাকৃত বিনয় নম্র।

স্ত্রী কণ্ঠ বলিতেছে,—

"তুমি আর আমার কাছে এসনা। কে তোমাকে বেগারে হাজিরা শোধ দিতে একবার আস্‌তে বলে?"

পুরুষ। আমি নিশ্চয় বলিতেছি—দেবতা সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, তোমা বই আর আমি কিছুই জানি না।

স্ত্রী-কণ্ঠস্বর যেন আরও উচ্চে উঠিল—বলিল,

"ওকথা আমি ঢের শুনেছি। তুমি আমার কাছে কেন আস্‌বে? আমি তোমার কে? বেশ্যা বৈত নয়। তোমার কি আমি বিয়ে করা স্ত্রী,—যে আমর জোর খাট্‌বে। দয়া কোরে রেখেছ, আছি, নইলে,—শত হস্ত দূরে। বিশেষতঃ অন্য লোক নও যে,নালিশ ফরিদ খাট্‌বে তুমি রাজার প্রধান মন্ত্রী, রাজ্যের হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা।"

এই কথা বলিতে বলিতে রমণী গোবিন্দ অধিকারীর নাকি সুর ছাড়িতে আরম্ভ করিল।

প্রাণে যেন বড় ব্যথা পাইয়া পুরুষটি বলিলেন, "প্রাণাধিকে! দোহাই তোমার, আমি তোমরই। তোমাবিনে আমার জগৎ শূন্য।"

রমণী এবার দর্পিত ভাবে প্রেমভরে বলিল, "যদি আমার, তবে এতক্ষণ কার কুঞ্জে কাল কাটান হচ্ছিল? রোজ রোজ এত রা'ত হয় কেন?"

পুরুষ। রাজ বাড়ির কাজ কর্ম্ম!

স্ত্রী। আবার আমায় ছলনা—? রাজ কাছারি রাত্রি এক প্রহরের সময় ভেঙ্গে যায়। এখন রা'ত কত? রা'ত যে শেষ।

পুরুষ। রোজত আর এমন হয় না,—আ'জ একটা বড় জরুরি কাজ বেধে ছিল।

স্ত্রী। হেঁ—যে দিন বলি, সেই দিনই ওঁর জরুরি কাজ বাধে। কি কাজ ছিল? সব মিথ্যে; সব ফাঁকি। আসল কথা কোন্ কামিনীর কুঞ্জ কুটীরে কাল কাটান হ'য়েছে।

পুরুষ। আজ বড় কাজ ছিল।

স্ত্রী। যদি কাজ ছিল,—তবে সে কি কাজ আমায় বল।

পুরুষ। তোমরা স্ত্রী লোক—সে সব কথা তোমাদিগের শুনিয়া কাজ নাই।

স্ত্রী। বোল্‌বে না? তা আমার সাক্ষাতে বোল্‌বে কেন? আমি তোমার কে? আমার নিকট বোল্‌বে কেন?

এ শ্লেষ পুরুষটির মনে সহ্য হইল না, তিনি বলিলেন, "বোল্‌ব না কেন, এই শোন, এই শোন।"

স্ত্রীটি উৎকর্ণা হইল। পুরুষটি বলিয়া গেল। পাঠকের বোধ হয়, বুঝিতে বাঁকি নাই যে, এই পুরুষ রূপ নগরের রাজার প্রধান মন্ত্রী ভাই আন্দীরাম। আর রমণীটি তাঁহার উপ পত্নী। ভাই আন্দীরাম যে কথা বলিলেন, তাহাও বোধ হয়—পাঠকের বুঝিতে বাঁকি নাই—সে ঐ সন্ন্যাসীগণকে কেমন করিয়া কোন্ কৌশলে কি জন্য আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাই সমস্ত বিষদভাবে বলিয়া দিল। আর কোথায় কোথায় তাঁহাদিগকে রাখিয়াছে তাহাও বলিল।

পুলীন সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সব শুনিতে পাইলেন। তাঁহার সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হইল,—মস্তক ঘুরিয়া গেল—এতক্ষণ তিনি যে বিভিষিকাময়ী বিশ্বাস ঘাতকতার ছবি কল্পনায় দেখিতেছিলেন, এখন পূর্ণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া তাহা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইল। পুলীন কথোপকথন শ্রবণে লোক দুটির পরিচয় ও পরস্পরের সম্পর্ক বুঝিয়া লইলেন।—কিন্তু তাঁহার মনঃপ্রাণ নিতান্ত ভগ্ন হইয়া পড়িল। তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। আবার তাহাদিগের কি কি কথোপকথন হয়, শুনিবার জন্য স্থিরকর্ণে রহিলেন।

স্ত্রীকণ্ঠ কহিল,

"আচ্ছা, তাহাদিগকে যে, আবদ্ধ করিয়াছ, এখন কি করিবে?"

মন্ত্রী। শিবনগরের জমিদারের নিকট কা'লই সকালে লোক পাঠাইব, তিনি যা করিতে বলেন, তাহাই করা যাইবে।

স্ত্রী-কণ্ঠ। তিনি যদি ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইতে বলেন?

মন্ত্রী। তবে তাহাই হবে।

স্ত্রী। তাঁহাদিগের সকলকেই কি একস্থানে আবদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে?

মন্ত্রী। না গুপ্ত সৈন্যাগারের পাতাল গৃহে—বৈষ্ণব সেনাগণকে আবদ্ধ রাখিয়াছি,—আর সেই দলের মেড়াকে অন্দরের চোর কুঠীরাতে বাধিয়া দিয়াছি।

পুলীন এসকল কথার প্রত্যেক বর্ণ স্থির কর্ণে শুনিতে ছিলেন। কিন্তু সহসা তাঁহার তাঁহাতে বিরত হইতে হইল। আকাশে মেঘ ছিল, সহসা দমকা বাতাস উঠিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে চটাপট্ চটাপট্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল—জলে বাতাসে প্রকৃতিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। পুলীন অনেক চেষ্টা করিয়াও আর সেখানে দাঁড়াইতে পারিলেন না। আর তখন সেখানে দাঁড়ানও বৃথা হইয়া উঠিল। বাতাসের শব্দে, বৃষ্টি পতনের শব্দে গৃহের মধ্যে তখন কি কথা হইতে লাগিল, পুলীন তাহার কিছুই শুনিতে পাইলেন না। অগত্যা পুলীন সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন।

একটা বাড়ির পার্শ্বে একখানা খালি ঘর ছিল,—জলের সময় পুলীন সেই স্থানে যাইয়া বিশ্রাম করিলেন।

তার পর বৃষ্টি থামিয়া গেলে—একটু একটু [illegible]তাস বহিতেছে, আর সখী-সনে হাস্য-তরঙ্গে [illegible]সমানা নব বধূ সমীপে শাশুড়ী আসিলে, তার [illegible]ধুর অধরে যেমন হাসি খেলে, সেই রূপ [illegible] ভাঙ্গা ভাঙ্গা বিদ্যুৎ এক একবার [illegible]তেছে।

পুলীন সেই গৃহ-মধ্যে বসিয়া এতক্ষণ কত [illegible] ভাবিলেন। শেষ মনে মনে একটা যুক্তি স্থির করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইলেন। একবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, আকাশে তখন মেঘ আর নাই,—আকাশ ভরিয়া নক্ষত্র উঠিয়াছে,—আর মধ্যগগণে চন্দ্রদেব বসিয়া মিটি মিটি হাসিতেছেন।

পুলীন রূপনগর হইতে বহির্গত হইলেন, দ্রুতপদে,—যতদূর সম্ভব দ্রুত তিনি যাইতে পারেন, তত দূর সম্ভব দ্রুতপদে তিনি শান্তি-দাসীর বাড়ি চলিলেন।

পুলীন সমস্ত রজনী একভাবে—একটানা হাটিলেন। পূর্ব্ব গগনে যখন ধূষর বরনে ঊষা দেখা দিল; ঠিক্ সেই সময়ে পুলীন শান্তিদাসীর বাটীর দরজায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। দ্বারবান দ্বাররক্ষা করিতেছিল,—পুলীন সন্ন্যাসীদিগের সাঙ্কেতিক চিহ্ন দেখাইলে দ্বারবান সসম্ভ্রমে দ্বার ছাড়িয়া দিল—পুলীন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

শান্তিদাসী ও প্রমদা ঊষাকালেই শয্যা হইতে উঠিতেন,—তাঁহারা কেবল উঠিয়াছেন, এমন সময়ে পুলীনকে তথায় উপস্থিত দেখিয়া শান্তিদাসী মৃদু হাসিয়া কহিলেন,

"কি ঠাকুর! এত ভোরে কি জন্য? প্রমদাকে দেখিতে নাকি?"

পুলীনের হৃদয়ে লজ্জা এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘৃণার উদয় হইল। তিনি বলিলেন,

"প্রমদা?—প্রমদাকে কি জন্য দেখিতে আসিব? প্রমদা আমার কে?"

শান্তিদাসী বুঝিল, এ ঠাকুর-প্রদত্ত ঔষধের ক্রিয়া। প্রকাশ্যে বলিল,

"প্রমদাকে দেখা নয়, তবে কি জন্য আসা? অমন সুন্দর মুখ কি সহজে ভোলা যায়!"

পুলীন যেন সে সকল কথায় একটু বিরক্ত হইলেন, বলিলেন

"শান্তিদাসী! এ রঙ্গ রহস্যের সময় নয়। বড় বিপদে পড়িয়া তোমার এখানে আসিয়াছি।"

স্বচ্ছ—বিমল দর্পণ—হটাৎ কেহ তাহাতে ছাই দিলে, দর্পণ যেমন মলিন হইয়া ঘামিয়া উঠে, শান্তিদাসীর নির্ম্মল বদনেরও ঠিক্ সেইরূপ ভাব হইল। দয়ালচাঁদ ঠাকুর রক্ষিত ও পরিচালিত বৈষ্ণবের বিপদ! আরও সে শুনিয়াছিল বৈষ্ণব-সৈন্য বিগত কল্য রূপনগর গিয়াছে—সেস্থান হইতে শিবনগর জমিদারের বিপক্ষে গমন করিবে,—তবে একি বিপদ! বিষাদ-বিশুষ্ক বদনে শান্তিদাসী পুলীনের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল,

"কি বিপদ ঠাকুর—কাহার বিপদ দেব?"

পুলীন। বিপদ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের—বিপদ ভয়ঙ্কর। রূপনগরের রাজা শিবনগরের জমিদারের সহিত যোগ করিয়া আজি কৌশলে সিংহদলকে জালাবদ্ধ করিয়াছে। সমস্ত বৈষ্ণব সৈন্য এবং স্বয়ং দয়ালচাঁদ ঠাকুর সকলেই আবদ্ধ সম্ভবতঃ আজি হইতে দ্বিতীয় দিবসে সকলেরই প্রাণ যাইবে।

শান্তিদাসী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িল, বলিল—"আপনি? আপনি কেমনে বিমুক্ত থাকিলেন?"

পুলীন। আমি আবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে কার্য্যান্তরে গমন করিয়াছিলাম।"

শান্তিদাসী। এখনকার উপায়?

পুলীন। উপায় ভগবান—বৈষ্ণব-সম্প্রদায় তাঁহারই পরিচালিত। এখন আমার বুদ্ধিতে ও যত্নে যতটুকু হয়, দেখা যাউক।

শান্তিদাসী। এখন এখানে আসা কি জন্য? যে প্রয়োজন থাকে, শীঘ্র বলুন।

পুলীন। আমি যে উপায় স্থির করিতেছি—তাহাতে অর্থের প্রয়োজন। অতএব আমাকে এখন অন্ততঃ পাঁচ শত স্বর্ণ মুদ্রা দিতে পারিবেন, কি না?

শান্তিদাসী। আমার এ সমস্তই দেবতার। এখনি টাকা দিতেছি, লইয়া যান।

পুলীন। আর একটা বেগগামী অশ্ব।

শান্তিদাসী। তাহাও মিলিবে।

শান্তিদাসী ঘোঁড়া আনাইলেন—পুলীন স্নান আহ্নিক সমাপ্ত করিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করত সন্ন্যাসীর পরণ পরিচ্ছেদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বড় লোকের মত পোষাক করিয়া শান্তিদাসী প্রদত্ত অর্থরাশি লইয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক অশ্বকে বায়ুবৎ প্রচালিত করত রূপনগরাভিমুখে গমন করিলেন।

যতক্ষণ তাঁহাকে দেখা গেল,—ততক্ষণ শান্তিদাসী ও প্রমদা তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিল।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

——:o:——

বেলা প্রায় এক প্রহর—সূর্য্যদেব গভীর গম্ভীর ভাবে আপনার তেজ ক্রমশই বিস্তার করিতেছেন। পুলীন তীরবেগে অশ্ব পরিচালন করিয়া যাইতেছেন,—রূপনগর আর অধিক দূর

নাই—এমন সময় পুলীন দেখিতে পাইলেন, একজন অশ্বারোহী রূপনগর হইতে বাহির হইয়া অশ্বকে কদমে কদমে পরিচালিত করিয়া যে রাস্তা শিবনগর গিয়াছে—সেই রাস্তা বহিয়া চলিয়া যাইতেছে। তাহাকে দেখিয়াই, পুলীন বুঝিলেন, সে অশ্বারোহী রূপনগর হইতে কি জন্য কোথায় যাইতেছে। পুলীন তাহা বুঝিবা মাত্র নিজের অশ্বের গতি কমাইয়া—অশ্ব ফিরাইয়া অপর অশ্বারোহীর নিকট গমন করিলেন, তাহাকে মৃদু অথচ দম্ভভাবে বলিলেন,

"আপনি কি রূপনগরের রাজার লোক?"

অশ্বারোহী উত্তর করিল,

"সে খোঁজ কেন?"

পুলীন। প্রয়োজন আছে,—আমি শিবনগর হইতে আসিতেছি।

অশ্বারোহী। আপনি শিবনগর হইতে আসিতেছেন,—আপনার নিকট অবশ্য সংবাদ পাইব। শিবনগরের জমিদার কোথায় বলিতে পারেন? বাড়িতেই আছেন কি,—মফঃস্বলে গিয়াছেন?

পুলীন। আপনি যদি রূপনগরের লোক হয়েন, সে পরিচয় যদি আমাকে দিতে পারেন, তবে আমি আপনাকে সে সম্বাদ দিতে পারি—সেই সম্বাদ দিতেই আমি রূপনগরে যাইতেছি। আমি শিবনগরের জমিদারের লোক।

অশ্বারোহী। হাঁ—আমি রূপনগর হইতেই আসিতেছি,—আরও আমার আপনার নিকট বলা উচিৎ, আমি রূপনগরের রাজার নিকট হইতে শিবনগরের জমিদারের নিকট কোন গুহ্য সম্বাদ লইয়া যাইতেছি।

পুলীন যে আশা করিয়া অশ্ব ফিরাইয়া তাহার নিকট আসিয়াছিলেন, এখন বুঝিলেন, তাঁহার সে আশা করা বৃথা হয় নাই। পুলীন তখন সেই অশ্বারোহীকে কহিলেন,

"আমিও কোন নিগূঢ় সম্বাদ লইতে যাইতেছি, আমাদের জমিদার এবং সৈন্য সামন্ত সকলে বিগত কল্য বনাশ্রমে বৈষ্ণব সেনাগণকে ধরিবার জন্য গমন করিয়াছিলাম, সেখানে গিয়া দেখিলাম—বনে একটিও বৈষ্ণব সেনা নাই। শুনিলাম বৈষ্ণবেরা সব রূপনগরে আসিয়াছে। আরও একটু আভাসে শুনিলাম, রূপনগরের রাজা আমাদের হিতার্থে তাহাদিগকে কৌশলে আবদ্ধ করিয়াছেন—সত্য মিথ্যা জানিতে জমিদার মহাশয় আমাকে রূপনগরের রাজার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছেন—আমি তাহাই জানিতে যাইতেছি।"

অশ্বারোহী। সে সম্বাদ আমার নিকটই পাইবেন। আমি সেই সম্বাদ লইয়াই শিব নগরে যাইতেছি।—জমিদার কি শিবনগরে ফিরিয়া গিয়াছেন?

পুলীন। না,—তিনি বনাশ্রমেই আছেন। আপনার নিকট কোন পত্র আছে কি?

অশ্বারোহী। হাঁ—আছে।

পুলীন। তবে চলুন, আপনাকে লইয়া তাঁহার নিকট যাই।

আর কোন কথাবার্ত্তা হইল না। উভয়ে অশ্ব ছুটাইয়া বনাশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন।

বেলা যখন দ্বিপ্রহর অতীত—সূর্য্যদেবের প্রখর তেজে যখন মাটী পর্য্যন্ত তাতিয়া তাঁহা তাঁহা করিতেছে,—পক্ষীকুল পর্য্যন্ত যখন রৌদ্র-

তাপ অসহনীয় বোধে বৃক্ষের নবীন পত্রাবলীর মধ্যে লুকাইয়া এক একবার ধীরে ধীরে আর্ত্তস্বরে ডাকিতেছে—ঠিক্ সেই সময় পুলীনও অশ্বারোহী বনপ্রদেশের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। সে বনভাগ অতিশয় ঘন বিন্যস্ত—রাশি রাশি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৃক্ষ বল্লরী সেখানে ঠাসাঠাসী—সূর্য্যদেবের সেখানে আধিপত্য নাই।

কিয়দ্দূর যাইয়া একটা সরোবর তীরে উভয়ে অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন,—ঘোঁড়া দুইটিকে যথেচ্ছা বিচরণ করিতে দিয়া উভয়ে একটা বৃক্ষ-তলে উপবেশন করত বিশ্রাম লাভ করিতে লাগিলেন।

সরোবর মাঝারে সর-সুন্দরী নলিনী পূর্ণভাবে প্রস্ফুটিত হইয়া রূপের ছটায় সে সরোবর, সে কানন-মাঝার আলো করিয়া তুলিতেছে। জগতে এত রৌদ্র—জগতীতলস্থ সমস্ত পদার্থই সে রবিকরে একান্ত ক্লান্ত; কেবল নলিনী আপন প্রেমে আপনি বিভোর। কান্তের সে কঠিন কর তাহার আদৌ যেন কষ্টকর হইতেছে না—সে সমান ভাবে হাসিতেছে। নলিনীকান্ত নলিনীর নবীন যৌবনের বাহার বিধানার্থই যেন তাহার সন্তোষ সাধন করিতেছেন। দিবাকরও নলিনীর এবম্বিধ প্রণয় দেখিয়া পুলীনের মনে একটি প্রেমের পরি পূর্ণ ভাব প্রকাশিত হইল—যেদিন তিনি শিবনগর হইতে বিদায় হয়েন, সেই দিন হইতে আর শান্তিদাসীর বাড়ির সেই কাল দিন পর্য্যন্ত, একে একে পুলীনের স্মরণ পথে উদিত হইল। পুলীন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, তাঁহার প্রাণের ভিতর অশান্তির একটা দারুণ অন্ধকার আসিয়া আবির্ভূত হইল—জগতের উপর ঘৃণা জন্মিল। রমনী হৃদয়ের তরলতা বুঝিলেন,—আরও বুঝিলেন, প্রেম—প্রেম এজগতে কোথাও নাই। প্রেম দুর্ব্বল হৃদয়ের পরিচয় ভিন্ন আর কিছুই নহে।

ভাবিতে ভাবিতে পুলীন দেখিতে পাইলেন, অদূরে দুইটি কপোত কপোতী দাম্পত্য ভাবে আবদ্ধ হইয়া বৃক্ষ-শাখে বসিয়া কেমন পরস্পর পরস্পরের মুখ চাটা চাটী করিতেছে। আরও দেখিলেন, এক মৃগদম্পতি কেমন প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া ধীরে ধীরে প্রেমভরে অপর একের অনুগমন করিতেছে। আরও দেখিলেন, নব কুসুমিতা চূ্যতলতিকা কেমন সহকারের গলা জড়াইয়া আদরে—প্রেমভরে জড়াইয়া জড়াইয়া আছে। তখন এই সকল দেখিয়া শুনিয়া পুলীন ভাবিলেন, তবে কি প্রেমময়ের এ প্রেমরাজ্য প্রেমশূন্য নহে! কেবল আমি হতভাগ্যই প্রেমে বঞ্চিত। হায়, বিধাতঃ! আমার এত কি অপরাধ যে আমার হৃদয়ের প্রেম, বহ্নিরূপে আমাকে এমন করিয়া দহন করিতেছে। আমি এমন কি অপরাধ করিয়াছি যে—আমি যাহাকে প্রাণ ভরিয়া জগৎ ভুলিয়া ভালবাসিয়াছি—সে আমার না হইয়া অন্যকে ভাল বাসিয়াছে!

পুলীন একান্তে এইরূপ ভাবিতেছেন,—সহসা তাঁহার চমক হইল। তিনি বুঝিতে পারিলেন,—এখন কিরূপ কার্য্যে ব্রতী হইয়া আবার তিনি বিস্মরণ হইয়া যাইতেছেন, তখন পুলীন গুরুদেবের পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া হৃদয় দৃঢ় করিলেন। অশ্বারোহীকে বলিলেন,

"তবে চল—আমরা জমিদারের নিকট যাই।"

অশ্বারোহী। হাঁ—তিনি কোথায়?

পুলীন। আমার সঙ্গে চলুন। এই বনের দক্ষিণে একটা খুব বড় বাড়িতে আছেন।

তখন উভয়ে অশ্ব ধরিয়া তাহাতে আরোহণ করিয়া চলিলেন। এবার আর অশ্বকে ছুটাইলেন না, উভয়ে পাশাপাশি হইয়া কদমে কদমে শান্তিদাসীর বাটীর নিকটস্থ হইলেন। পুলীন অশ্বারোহীকে বাহিরে অপেক্ষা করিতে বলিয়া বাটীর ভিতর প্রবেশ করিলেন—এবং মুহূর্ত্ত মাত্রে শান্তিদাসীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাহিরে আসিলেন, অশ্বারোহীকে বাটীর ভিতর ডাকিয়া লইয়া গেলেন। সেখানে যাইয়া অশ্বারোহীর গলা টীপিয়া ধরিয়া তাহার নিকট হইতে পত্র কাড়িয়া লইলেন। অতঃপর তাহার হাতে পায়ে লৌহ শৃঙ্খল পরাইয়া দিয়া একটা ঘরের মধ্যে পুরিয়া রাখিলেন। শেষ সেই পত্র খানি লইয়া যাইয়া শান্তিদাসীকে পড়িয়া শুনাইলেন। সে পত্রে লেখা ছিল, "আপনার হুকুম হইলেই আমরা বৈষ্ণবাধিনায়ক দয়ালচাঁদ ঠাকুরকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাইব,—এবং বৈষ্ণব সেনাগণকে যে অবস্থায় রাখিয়াছি, দশ দিন তাহাদিগকে না খাইতে দিলে তাহারা আপনিই শুকাইয়া মরিয়া যাইবে। যে হউক পাখীজালে পড়িয়াছে—এখন আপনি যেরূপ অনুমতি করেন।" আর ও যে কৌশলে বৈষ্ণবদিগকে ধৃত করা হইয়াছে, তাহাও সে পত্রে লেখা ছিল।

পত্র শ্রবণ করিয়া শান্তিদাসী শিহরিয়া উঠিল। তাঁহার সুপ্রশস্ত নয়নযুগল জলধারে পরিপূর্ণ হইল। পুলীন বলিলেন,

"শান্তিদাসি ভয় করিও না—জগদীশ্বর রক্ষা করিবেন। বৈষ্ণবগণ তাঁহারই দাস। এক্ষণে আশু একটা বিপদ হ'তে ত অব্যাহতি পাওয়া গেল,—বেটা যদি পত্র নিয়ে আজ যেত, তবে নিশ্চয়ই কা'ল গুরুদেবের ফাঁসির আদেশ হইত। উহাকে আবদ্ধ করায়—আপাততঃ শিবনগরে সম্বাদ গেল না, এদিকে সম্বাদ গিয়াছে বলিয়া রূপনগরের লোক অন্ততঃ এক দিন ও স্থির থাকিবে। জগদীশ্বরের কৃপায় ইহারি মধ্যে আমি গুরুদেবকে উদ্ধার করিব। তুমি আর একটা ঘোড়ার জোগাড় করিয়া দাও। আর ঐ লোকটার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিও। আহারাভাবে যেন উহার কষ্ট না হয়।"

শান্তিদাসী তখনি লোক পাঠাইয়া আর একটা অশ্ব লইয়া আসিল। পুলীন একটা অশ্বে আরোহণ করিয়া আর একটা অশ্বের বল্গা ধরিয়া তীর বেগে ঘোঁড়া ছাড়িয়া রূপনগরাভিমুখে গমন করিলেন।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে,—সূর্য্যদেব রক্তিমরাগে পশ্চিমগগণ গায়ে বসিয়া আজিকার মত প্রিয়তমা নলিনীর নিটক বিদায় লইতেছেন। নলিনী—প্রেম-হৃদয়া নলিনী নাথকে গমন জন্য প্রস্তুত দেখিয়া একেবারে হতাশ হইয়া সরোশয্যাপরে ঢলিয়া পড়িতেছে। সুন্দরী কামিনীর কষ্ট কার সহ্য হয়? বসন্তের বাতাস তাহাকে সান্ত্বনা করিবার জন্য ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতেছে।

সান্ধ্যগাত্র পরিমার্জ্জনা জন্য গ্রামস্থ কুলললনাগণ সরসিতীরে আগমন করিতেছে, কেহ বা গাত্রাদি ধৌত করিয়া গৃহে গমন করিতেছে। তাহাদিগের মধ্যে যুবতী, বৃদ্ধা, বালিকা—কুৎসিতা, সুন্দরী, রসিকা, অরসিকা—সতী, অসতী

সব রকমই আছে। রূপনগরের উত্তর ভাগ দিয়া কপোতাক্ষী নদী প্রবাহিতা—তাহার একটা ঘাটে, এবম্ভূতা রমণীগণ দলে দলে আগমন করিতেছে, গাত্র ধৌত করিতেছে, নানা রূপ গল্প ফাঁদিতেছে—হাসিতে প্রাণ পুলকিত করিয়া, রূপের ভরে গরব করিয়া—যৌবনের বিমল বিভায় মানব-মানস আকুল করিয়া যুবতীগণ আগমন করিতেছে—আবার কর্ত্তব্যকর্ম্ম সমাধানান্তে দলে দলে স্ব স্ব আলয় চলিয়া যাইতেছে।

এই ঘাটের নিকটেই একটা কেলিকদম্বের বৃক্ষ, বৃক্ষটি খুব পুরাতন, খুব বড়—কাণ্ড প্রকাণ্ড ফলফুলে বিস্তৃত। পুলীন আসিয়া সেই বৃক্ষশাখায় অশ্ব দুইটি বাঁধিয়া বিশ্রামলাভ করিতেছেন—পূর্ব্ব দিনের সমস্ত রাত্রির জাগরণে, আর এই নিদারুণ পরিশ্রমে তাঁহার শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল,—তাহাতে আবার সুস্নিগ্ধ, নদী জল-স্নাত সান্ধ্যসমীরণ, তাঁহার গাত্রে লাগায় বড় আলস্য হইল, পুলীন অনিচ্ছা সত্ত্বেও, অজ্ঞাতসারে সেই বৃক্ষমূলে ঘুমাইয়া পড়িলেন।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে—এমন সময় একটি সর্ব্বালঙ্কার ভূষিতা, যৌবন-মদ-গর্ব্বিতা যুবতী, ও একটি হাসি চাহনিতে ভরা ভরা মোটা গোটা বিধবা প্রৌঢ়া রমণী সেই বৃক্ষের নিকট দিয়া নদীতে গমন করত জলে অবগাহন করিল। তাহারা যখন ঘাটে গিয়াছিল,—তখন ঘাটে আর প্রায় কেহই ছিল না—প্রায় সকলেই গাত্রাদি ধৌত করিয়া চলিয়া গিয়াছে;—কেননা, সন্ধ্যা হইয়াছে, এখনি দীপ জালিতে হইবে। ছেলে মেয়ে খেলা ভাঙ্গিয়া সন্ধ্যার সময় বাড়ি আসিলে, তাহাদিগকে খাবার দিতে হইবে।

প্রৌঢ়া যুবতীকে বলিল,

"কদমতলায় একটি কেমন সুন্দর ছেলে শুইয়া আছে, দেখ লে ?"

যুবতী বিস্ময় চকিত চাহনিতে চাহিয়া বলিল,

"কৈ আমিত দেখি নাই—দুটা বড় বড় ঘোঁড়া বাঁধা আছে, দেখিয়াছি বটে।"

প্রৌঢ়া। ছেলেটি বৃক্ষমূলে শয়ন করিয়া আছে। আহা ! তার রূপে যেন গাছতলা আলো করিয়া রহিয়াছে।

যুবতী। সত্যি নাকি ! বয়স কত ?

প্রৌঢ়া। পঁচিশ ছাব্বিশ—খুব সুন্দর, খুব সুন্দর।

যুবতী। যাবার সময় দেখে যাব, এখন।

সে সম্বন্ধে আর কোন কথাবার্ত্তা হইলনা। তাহারা তখন গাত্রাদি ধৌত করিয়া তীরে উঠিল এবং আর্দ্র বস্ত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক কদমতলা অভিমুখে চলিল। তাহারা যখন কদমতলায় উপস্থিত হইল,—তখনও পুলীন সেই ভাবে সেই বৃক্ষতলে নিদ্রাগত। সে নিদ্রিত যুবকের ম্লানসৌন্দর্য্য দর্শনে যুবতী মোহিত হইল,—সে পাপ হৃদয়ে পুলীনের সৌন্দর্য্য একটা কাণ্ড প্রকাণ্ড ঘটাইয়া তুলিল—মুহূর্ত্ত মধ্যে যুবতী পুলীনের রূপে উন্মত্তা হইয়া পড়িল। এ যুবতী ভাই আদিরামের উপপত্নী,—বিন্দু, আর প্রৌঢ়া তাহার মাসী ক্ষীরোদা।

পুলীনের রূপোন্মত্তা বিন্দু বলিল,

"ক্ষীরি—ক্ষীরোদা ! এমন সুন্দর পুরুষ আমিত আর কখনও দেখি নাই। কেমন করিয়া একবার উহার সহিত কথা কহিতে পারি ? আমি ত বেশ্যা, বেশ্যার আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম

কি—যাহাকে দেখিয়া মন ভুলে, তাহাকেই হৃদয় মধুপান করায়। ক্ষীরোদা—ছিতেবিণি! একবার উহাকে ডাক।"

ক্ষীরোদা বলিল,

"তা, তোমার আবার দোস কি? আন্দীরাম যে বিশ্রী—যে মোটা! তোমার অমনরূপ, অমন বুকভরা যৌবন কি আন্দীরামের যোগ্য? তোমার যোগ্য পুরুষ ঐ দেখ কদম্বমূলে।"

বিন্দু। ক্ষীরোদা—ঠিক্ ব'লেছ—কিন্তু বেশ্যা-বৃত্তি এতই কদর্য্য—টাকার খাতিরে যে চোখের বালি তাহার সহিতও আমোদ আহ্লাদ কর্ত্তে হয়। আন্তরিক না হয়—অন্ততঃ মৌখিক ও আনন্দ দেখাইতে হয়। যাহা হৌক—তুমি উহাঁকে ডাক, আমি একবার উহাঁর সহিত কথা কই,—আমার প্রাণ শীতল হউক।

ক্ষীরোদা ডাকিতে প্রস্তুত হইল,—কিন্তু কি বলিয়া ডাকিবে? অপরিচিত লোক—নিদ্রা যাইতেছে, কেমন করিয়া ডাকিবে। সে ইতস্ততঃ করিতে লাগিল। বিন্দু বলিল,—

"ডাকিবার উপায় আছে। বল,—আপনি ঘুমাইতেছেন, আপনার ঘোঁড়া কিন্তু চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে।

ক্ষীরোদা তখন সেই প্রস্তাবে অনুমোদন করিয়া তাহাই বলিয়া ডাকিতে লাগিল।

এক ডাকের উপর আর এক ডাক দিতেই পুলীনের নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া গেল। পুলীন চমকিয়া উঠিয়া বসিলেন,—একবার তড়িত গতিতে অশ্বদ্বয়ের উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া রমণীদ্বয়েরদিকে তাকাইলেন,—দেখিলেন,একটি সুন্দরী যুবতী, আর একটি প্রৌঢ়া।

পুলীন বিস্ময়োৎফুল্ল-বদনে বলিলেন, "আপনারা কে?"

ক্ষীরো। সে পরিচয় পাছে দিতেছি—আপনি কে, তাহাই আগে বলুন।

পুলীন। আমি একজন বিদেশী, আমার বন্ধু ও আমি স্থানান্তরে যাইতেছিলাম—এই যুগল অশ্বে দুজনে আসিতেছিলাম, গ্রহবৈগুণ্য বশতঃ অদ্য দ্বিপ্রহরের সময়, পথি মধ্যে অশ্ব হইতে পড়িয়া তিনি ইহলোক লীলা সম্বরণ করিয়াছেন। আমি এখন গন্তব্য স্থানে যাইতেছি,—এখানে আসিয়া সন্ধ্যা হইল,—সমস্ত দিনের পরিশ্রমে, আর বন্ধু শোকে আমার হৃদয় দারুণ ক্লিষ্ট ছিল—সন্ধ্যা সমীরণের শীতল সংস্পর্শ প্রাপ্তে আমি এখানে নিদ্রিত হইয়া পড়িয়াছিলাম।

ক্ষীরো। এখন আপনি কোথায় যাইবেন?

পুলীন। গন্তব্য স্থানেই যাইতাম, কিন্তু সমস্ত দিনের পরিশ্রমে,—আর বন্ধু শোকে শরীর মন কেমন একরূপ ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছে; যদি একটু বাসা পাই, অদ্য নিশা সেই স্থানে যাপন করিতে পারি। আমি এখানকার সম্পূর্ণ অপরিচিত।

ক্ষীরো। স্বর্গে যেমন উর্ব্বশী—আর এই রূপ নগরে তেমনি এই বিন্দুবাসিনী। ইনি ভাই আন্দীরাম কর্ত্তৃক রক্ষিতা, যদি আপনি ইচ্ছা করেন; তবে এই লোকললাম-ভূতা সুন্দরীর নিকট ভাল বাসা লাভ করিতে পারেন।

পুলীনের হৃদয় সহসা আন্দোলিত হইয়া উঠিল। তিনি ভাবিলেন, যে কাজের জন্য আমি প্রচুর অর্থ লইয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত হই-

যাছি—বিনা ক্লেশে, বিনা যত্নে যদি তাহা সম্পন্ন হইল, তবে ইহা হইতে আর আনন্দের বিষয় কি আছে ? বুঝি জগদীশ্বরের কার্য্যে—জগদীশ্বর নিজেই এ সকল পন্থা করিয়া দিতেছেন। বিন্দুর মুখের উপর ঐকান্তিকী কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া প্রকাশ্যে বাললেন,

"আমিত একটু বাসারই অনুসন্ধান কোচ্ছিলাম, তা যদি উনি আমাকে ভাল বাসা দিতে রাজ হয়েন, তবে অদ্য রাত্রে থাকিয়া যাইতে পারি। বিদেশীর পক্ষে একটু যেমন তেমন বাসাই দুর্ল ভ—আর উনি যদি ভাল বাসা দেন, সেত আমার পক্ষে গৌরব ও আনন্দের কথা।

বিন্দুর হৃদয় সে, বচনামৃত পানে উচ্ছাসিত হইল। সে আদরে প্রেমভরে বলিল,

"আপনার মত লোককে ভালবাসা দান করা, দাসীর পক্ষে শ্লাঘার কথা। এক্ষণে অদূরে এ দাসীর ক্ষুদ্রগৃহ অবস্থিত, অনুগ্রহ করিয়া সেখানে চলুন।"

পুলীন মৃদু হাসি, হাসিলেন। সে হাসিতে বিন্দুর প্রাণ উদাস হইল। পুলীন বলিল,

"কিন্তু একটা কথা,—কথাটা বলিতে অতিশয় সঙ্কুচিত হইতেছি।"

বিন্দুবাসিনী পুলীনের কথায় বাধা দিয়া বলিল,

"আপনি আমার নিকট কোন কথা বলিতে সঙ্কুচিত হইবেন না। দাসীর প্রতি যে আদেশ করিবেন,প্রাণপণে তাহা আমি প্রতিপালন করিব।"

পুলীন। এই মাত্র আমি শ্রুত হইলাম, আপনি এখানকার রাজ-মন্ত্রী ভাই-আন্দীরাম কর্তৃক রক্ষিতা, আপনার ওখানে থাকিব, তিনি দেখিলে কি মনে করিবেন ?

বিন্দুবাসিনী নিস্তব্ধ হইল। নিস্তব্ধে কি ভাবিতে লাগিল। সে কোন কথা না কহিতেই পুলীন বলিলেন,

"দেখুন—আপনার নিকট আমি যে বিমলানন্দ পাইব বলিয়া আশা করিতেছি—ভাই আন্দীরাম হয়ত, তাহাতে বাধা দিবেন। আমি ওরূপ ভালবাসিনা, তবে যদি—"

বিন্দু সচকিতে উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিল,

"তবে যদি কি ?—বলুন, আমার নিকট কিছুই গোপন করিবেন না।"

পুলীন দেখিলেন, তাঁহার সুন্দর মুখের গুণে রূপোন্মত্তা পাপীয়সী বিন্দুবাসিনী একেবারে ভুলিয়া গিয়াছে। তখন পুলীন বিন্দুবাসিনীকে নিকটে ডাকিয়া আস্তে আস্তে কি কথা বলিলেন। বিন্দু তাহাতে স্বীকৃত হইল। তখন পুলীন বলিলেন,

"তবে তোমরা আগে যাও—আমি পাছে পাছে আসিতেছি। তাহাই স্থির হইল,—তাহারা আগে গেল,—তাহার কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ পশ্চাৎ পুলীন অশ্বদ্বয়ের বল্গা ধরিয়া চলিলেন।

যাইতে যাইতে পুলীন মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, যাহা করিতে বসিলাম, তাহাতে কোন পাপ হইবে নাত ? গুরুদেব আমার উপর ইহাতে রাগ করিবেন না তো ? আবার ভাবিলেন, রাগ করিবেন, কেন ? কার্য্যোদ্ধারের জন্য বিশ্বাস ঘাতকের নিকট হইতে কার্য্যোদ্ধার করিবার জন্য এমন একটু কুটীল পন্থা অবলম্বন করায় কোন দোষই হইবেনা। তবে পরস্ত্রী—বেশ্যা বিন্দুবাসিনীর সংস্পর্শ ! তাহাতেই বা দোষ কি ? মুখে যাহাই বলি—কার্য্যোদ্ধারের জন্য মুখে যে রূপই বলিনা কেন,—কিন্তু ফলতঃ বিন্দু

আমার মা! কৌশলে দেব কার্য্য উদ্ধারই আমার ইচ্ছা। এক্ষণে ভগবান আমার মনোবাঞ্ছাপূর্ণ করুন।

পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ।

রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর। বিন্দুবাসিনীর গৃহ মধ্যে ভাই আন্দীরাম ও বিন্দুবাসিনী উপবিষ্ট। উভয়ে সুরা সেবন করিতেছে,—বিন্দু মদ ঢালিয়া দিতেছে। নিজে যখন খাইতেছে, তখন গ্লাসের তলে একটু—আর যখন আন্দীরামকে দিতেছে, তখন গ্লাস পরিপূর্ণ। ক্রমে আন্দীরামের প্রচুর নেশা হইল,—সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল। সে বলিল,

"আর খাইব না।"

পুলীনের পরামর্শে বিন্দু দুরভিসন্ধি করিয়া বসিয়া ছিল,—সে বলিল, "আমার এখনও কিছু হয় নাই, খাবে বৈকি।"

ভাই আন্দীরাম আর দু'চা'র গ্লাস সুরা উদরস্থ করিলেন। সুরাবিষ মস্তকে উঠিল—আন্দীরাম উন্মত্তবৎ হইলেন,—হিতাহিত কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান পরিশূন্য হইলেন। উপযুক্ত সময় বিবেচনা করিয়া বিন্দুবাসিনী গৃহাস্থত দ্বীপ নির্ব্বাণ করিয়া দিয়া বাহিরে গেল, এবং এক মুহূর্ত্ত পরেই একটি স্ত্রীমূর্ত্তি গৃহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। আন্দীরাম তাহাকে বিন্দুবাসিনী বোধে বলিল,

"প্রাণাধিকে,—একটা গান গাও। তোমার গান শুনিলে আমি স্বর্গ হাতে পাই।"

সে স্ত্রী মূর্ত্তি উত্তর করিল,

"তোমার আর মিছে আদরে কাজ নাই।"

আধ ভাঙ্গা স্বরে, আধজড়িত ভাষায় আন্দীরাম তদুত্তরে বলিল,

"কেন যাদু! আমি তোমার কি করিয়াছি? আমিত তোমা বৈ আর কিছুই জানি না। তুমি আমার বিছানার চাদর—শীতের কম্বল, সিন্দুকের চাবি।"

স্ত্রীমূর্ত্তি বলিল,

"তুমিও আমার মাথার খোঁপা, দাঁতের মিশি, পায়ের মল। এখন আমার একটা কথা রাখবে?"

আন্দীরাম। কি বল,—আমি তোমার চির দাস,

স্ত্রী মূর্ত্তি। তুমি কাল যে, আমার সঙ্গে গল্প কোরেছিলে; বনাশ্রমের সন্ন্যাসী দয়ালচাঁদ ঠাকুরকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছ—একবার আমাকে দেখাবে, তিনি কেমন! শুনিয়াছি—তাঁরা দেবতার সমতুল্য।

মদে মানুষের হিতাহিত সমস্ত জ্ঞান বিলোপ করিয়া দেয়—মদে মানুষের মনুষ্যত্ব বিনষ্ট করে, তাহাতেই সকল দেশের সকল শাস্ত্রে মদ খাইতে অত নিষেধ করিয়াছে। মদের প্রভাবে ভাই আন্দীরাম সন্ন্যাসীকে দেখাইতে তখনই স্বীকৃত হইলেন।

তখন সে স্ত্রীমূর্ত্তি আদরে আন্দীরামের হাত চাপিয়া ধরিল। আন্দীরামের যদি তখন সেরূপ অবস্থা না হইত, তবে সে পাণি-পীড়নে বুঝিতে পারিত, এ কর কখনই কোমলাঙ্গিনী কামিনীর নহে,—ইহা তরবারি ধারণে দৃঢ় হইয়া গিয়াছে। সে স্ত্রীমূর্ত্তি আদর ভরে ভাই আন্দীরামের হস্ত চাপিয়া ধরিয়া বলিল,

"সাইরি—তুমি আমাকে প্রাণাপেক্ষাও অধিক

ভালবাস, এখন চল দেখিগে—আ তোমার নিকট চাবি আছে ?"

আন্দীরাম প্রণয়িনীর এতাদৃশ প্রণয় বচনে গলিয়া গিয়া বলিল,

"দয়ালচাঁদ ঠাকুর যে ঘরে আছেন, সে চাবি আমার কাছে আছে,—আর সৈন্যগণ যেখানে আছে, সে চাবি রাজার নিকট। আর তা দেখাতেও পারবো না। সে বড় দুর্গম। চল দয়ালচাঁদ ঠাকুরকে দেখাইগে।"

উভয়ে বাহির হইলেন। বাহির হইয়া স্ত্রী মূর্ত্তি বলিল,

"পায়ের মল খুলিয়া ফেল—বাজিবে।"

আন্দীরাম।—খু—লনা, আমি—তোমার—পা—য়ের, ম—ল—মলের বাজনা বড় ভালবাসি।

স্ত্রীমূর্ত্তি। লোকে টের পাবে।

আন্দীরাম।—আন্দীরাম কাহাকেও—ভ—য় করে—না—ন—া। তুমি জা—ন, এ রাজ্যের রাজা আমার—হা—তের মধ্যে।

স্ত্রীমূর্ত্তি। তা বটে, তবু ভদ্রতার অনুরোধ।

"তবে খোল—খোল যাদু—মল খুলে ফেল। তোমার যা ইচ্ছা, তা সাধন কত্তে আন্দীরাম প্রাণ দিতে পারে।"

এই কথা বলিতে বলিতে টলিতে টলিতে আন্দীরাম রাজবাটী অভিমুখে চলিলেন। স্ত্রী মূর্ত্তি পায়ের মল খুলিয়া দূরে ফেলিয়া দিয়া আন্দীরামের পাছে পাছে চলিলেন।

ক্রমে তাহারা রাজবাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। আন্দীরামকে কেহই গমনে বাধা দিল না—প্রহরীরা তাহাকে দেখিয়া দ্বার ছাড়িয়া দিল।

আন্দীরাম সেই স্ত্রীমূর্ত্তির সহিত অন্দর মহলে প্রবিষ্ট হইয়া যে ঘরে দয়ালচাঁদ ঠাকুর আবদ্ধ ছিলেন, সেই ঘরের শিকল খুলিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল।

দ্রুত গতিতে স্ত্রীমূর্ত্তি দয়ালচাঁদ ঠাকুরের নিকটস্থ হইয়া বলিলেন,

"আমি বেহাল, শীঘ্র বাহির হউন।"

চক্ষুর পলক ফেলিতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময়ের মধ্যে দয়ালচাঁদ ঠাকুর ও পুলীন বাহির হইয়া পড়িলেন। তাড়াতাড়ি ঘরের শিকল টানিয়া দিয়া তাড়িৎগতিতে তাঁহারা বাহির হইয়া পড়িলেন,—সদর দরজার প্রহরী বাধা দিতে যাইতেছিল,—পুলীন নিজ পরিধেয় বস্ত্র মধ্যে একখানি তরবারি লুকাইয়া আনিয়াছিলেন, তাহা বাহির করিয়া নিষ্কোষিত করিলেন, প্রহরী প্রাণের ভয়ে দ্বার ছাড়িয়া দিল,—তাঁহারা বাহির হইয়া পড়িলেন।

বিন্দুবাসিনীর বাড়ির পার্শ্বে অশ্ব দুইটি বাঁধা ছিল, দু'জনে যাইয়া দুইটি অশ্বে চাপিয়া তীর বেগে অশ্ব ছাড়িয়া দিলেন।

এদিকে ঐ ব্যপার দর্শনে ভাই আন্দীরামের নেশা ছুটিয়া গেল। দুঃখের আঘাত প্রাপ্ত হইলে, মদের নেশা দূরীভূত হয়। ভাই আন্দীরাম চীৎকার করিয়া উঠিলেন—দু'চার জন লোক ছুটীয়া আসিল, তাহারা আন্দীরামকে মুক্ত করিল। এই গোলযোগে রাজাও উঠিয়া পড়িলেন,—ভাই আন্দীরাম নিজ অবস্থা অধোবদনে রাজার নিকট বিজ্ঞাপিত করিয়া বলিলেন,

"যদি তাহাদিগকে না ধরা যায়, তবে নিশ্চয়ই আমাদিগকে বিপদে পড়িতে হইবে। পুচ্ছ বিমর্দ্দন করিলে কালসর্প কখনই নিস্তব্ধে থাকে না।"

রাজার মুখ বিশুষ্ক হইল—তিনি তখনই অশ্বারোহী সৈন্যগণকে চারিদিকে যাইতে বলিলেন। রাজাজ্ঞা পাইবামাত্র বেগগামী অশ্বারোহণ পূর্ব্বক কুড়ি পঁচিশ জন করিয়া সৈন্য এক এক দিকে—এইরূপে চারি দিকে ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল।

রাজ-সৈন্যদিগের বাহির হইবার বোধ হয়, দু'দণ্ড আগে দয়ালচাঁদ ও পুলীন বাহির হইয়াছেন। তাঁহারা তীরবেগে অশ্ব ছাড়িয়াছেন, এদিকে পশ্চাতের রাজ-সৈন্যগণও বায়ুবেগে অশ্ব পরিচালিত করিয়াছে।

দয়ালচাঁদ ও পুলীন ক্রমাগত অশ্ব পরিচালনা করিতেছেন,—তাঁহাদিগের দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য—চৈতন্য রহিত, কেবলই অশ্বকে কশাঘাত করিতেছেন, আঘাত প্রাপ্তে বলোন্মত্ত অশ্বদ্বয় দ্রুত হইতে দ্রুততর গতিতে চলিয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে পূর্ব্বগগনে উষার আলো দেখা দিল—প্রভাতের চাঁদ জ্যোতিহীন হইয়া কান্তা কুমুদিনীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিতেছেন। কোকিল কোকিলা বৃক্ষপত্রের মধ্য হইতে দুই একবার নিজ কণ্ঠস্বর ছাড়িয়া জগৎকে ভাব-সাগরে ডুবাইবার চেষ্টা করিতেছে।

এই সময় দয়ালচাঁদ ঠাকুর অশ্বের গতি হ্রাস করিয়া দিলেন, তাঁহার দেখাদেখি পুলীন ও ঘোড়ার গতি কমাইলেন। পুলীনকে ডাকিয়া দয়ালচাঁদ ঠাকুর বলিলেন,

"তোমার স্ত্রী মূর্ত্তি কেন?"

পুলীন মৃদু হাসিয়া বিনয় নম্রবচনে বলিলেন, "স্বয়ং ভগবান ও দৈত্যগণকে ভুলাইবার জন্য মোহিনী বেশ ধারণ করিয়াছিলেন।"

দয়াল। তোমার সময়োচিৎ বুদ্ধিকে ধন্য! সে সকল কথা পরে শুনিব। কিন্তু আর আমি অশ্বোপরি থাকিতে পারিতেছি না—আজি দুই দিন আমার পেটে কিছুই পড়ে নাই। ভগবান আমার কপালে এ দুই দিন কিছুই লেখেন নাই।

পুলীনের চক্ষু জলধারাকীর্ণ হইয়া উঠিল। গুরুদেবের আহারাভাবে কষ্ট! সে স্থিরকর্ণে শুনিল, পশ্চাতে কোনরূপ অশ্ব পদাদির শব্দ হইতেছে কি না,—অনেকক্ষণ উত্তকর্ণে থাকিলেন। কিন্তু কিছুই শুনিতে পাইলেন না। তখন নিঃশঙ্ক চিত্তে বলিলেন,

"দেব! ঐ সম্মুখে একটা সরাই আছে,—চলুন সেইস্থান হইতে খাবার কিনিব।"

তখন তাঁহারা কদমে কদমে ঘোড়া চালাইয়া সরাইয়ে উপস্থিত হইলেন। পুলীন অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া দোকানীর নিকট খাবার চাহিলেন,—দোকানী ওজন করিয়া দিতেছে, এমন সময় একজন আসিয়া পুলীনের গলা টীপিয়া ধরিল। সবিস্ময়ে সভয়ে পুলীন তাহাকে চিনিলেন,—যাহার নিকট তিনি পত্র কাড়িয়া লইয়া শান্তিদাসীর বাড়ি রাখিয়া আসিয়াছিলেন—এ সেই। বুঝিলেন, এ কেমন করিয়া সে জাল ছিন্ন করিয়াছে। কেমন করিয়া তাহাদিগকে ফাঁকি দিয়া পলায়ন করিয়াছে।

পুলীন মনে মনে বিপদ গণিলেন। দয়ালচাঁদের মুখের দিকে চাহিলেন,—নিজে জোর করিয়া তাহার হস্ত হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা হইল না। ঘটনাক্রমে সেই সময় সেস্থানে রূপনগরের আর কয়েকজন পদাতিক

উপস্থিত ছিল, তাহারও আসিয়া সজোরে ধরিল। দয়ালচাঁদ আসিয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন,—কিন্তু বিধাতার বিড়ম্বনায় তাঁহাদিগের সকল চেষ্টাই বিফল হইয়া গেল। রূপনগরের প্রায় পঁচিশজন অশ্বারোহী সেই সময় সেখানে আসিয়া পড়িল। দয়ালচাঁদের সন্ন্যাসীবেশ দেখিয়া তাহারা তখনই চিনিল,—অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া তাহারা তাঁহার উপর তরবারি চালনা করিতে লাগিল,—তিনিও কিয়ৎক্ষণ আত্মোদ্ধারের চেষ্টা করিয়া দেখিলেন, কিন্তু সকলই বৃথা—তাহারা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল।

তখন পুলীন ও দয়ালচাঁদ ঠাকুরের হস্তপদ দৃঢ় লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়া পুনরায় রূপনগরে লইয়া গেল। তাহাদিগকে পাওয়া গিয়াছে, শুনিয়া রাজা অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। ভাই আশারামের সহিত পরামর্শ করিয়া তখনই এক চালান লিখিয়া তাঁহাদিগকে শিবনগরে পাঠাইয়া দিলেন।

শিবনগরের জমিদার চিরশত্রু দয়ালচাঁদ ঠাকুরকে পাইয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন। তাঁহাদিগকে বাটীর মধ্যে অন্ধকারময় পাতাল গৃহে রাখিয়া চাবি দিলেন।

অতঃপর শিবনগরের জমিদার ফাঁসি কাষ্ঠ প্রস্তুত করিতে আদেশ দিলেন। আগামী পরশ্ব শিব-চতুর্দ্দশীর দিন বৈকালে বেহালচাঁদ ও দয়ালচাঁদের ফাঁসি হইবে।

সম্বাদ দেশ মধ্যে শীঘ্রই প্রচারিত হইয়া পড়িল। দীনদুঃখী দেশের লোক সকলেরই এ সম্বাদ শ্রবণে-বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল,—হায়! শিবনগরের বিষম অত্যাচার হইতে আর তাহাদিগকে কে রক্ষা করিবে? তাহারা যে, জন্মের মত ভাসিয়া গেল! কিন্তু কে কি করিবে? সকলেই গোপনে, নীরবে চক্ষুজলে ধরাতল বিধৌত করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ।

মেঘদূত।

উত্তর মেঘঃ।

বিদ্যুদ্বন্তং ললিত-বনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ
সঙ্গীতায় প্রহতমুরজাঃ স্নিগ্ধ-গম্ভীর-ঘোষম্।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রং লিহাগ্রাঃ
প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ॥১

হস্তেলীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং
নীতা লোধ্রপ্রসব রজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরবকং চারুকর্ণে শিরীষং
সীমন্তেচ ত্বদুপগমজং যত্রনীপং বধূনাং॥২

যত্রোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপা নিত্যপুষ্পা
হংস-শ্রেণীরচিতরসনা নিত্যপদ্মা নলিন্যঃ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবন শিখিনো নিত্যভাস্বৎ কলাপা
নিত্যজ্যোৎস্নাঃ প্রতিহততমোবৃত্তিরম্যাঃপ্রদোষাঃ॥৩

আনন্দোত্থং নয়নসলিলং যত্রনান্যৈর্নিমিত্তৈ-
র্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্ট সংযোগসাধ্যাৎ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়-কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তি-
র্বিত্তেশানাং ন চ খলুবয়ো যৌবনাদন্যদস্তি॥৪

যস্যাং যক্ষাঃ সিতমণিময়ান্যেত্য হর্ম্ম্যস্থলানি
জ্যোতিশ্ছায়া কুসুম-রচিতান্যুত্তম স্ত্রীসহায়াঃ।
আসেবন্তে মধুরতিফলং কল্পবৃক্ষ প্রসূতং
ত্বদ্গম্ভীর ধ্বনিষু শনকৈঃ পুষ্করেষ্বাহতেষু ॥৫

মন্দাকিন্যাঃ সলিল শিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভিঃ-
র্মন্দারাণামনুতটরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ।
অন্বেষ্টব্যৈঃ কনকসিকতা মুষ্টি নিক্ষেপ গূঢ়ৈঃ
সংক্রীড়ন্তে মণিভি রমর প্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ ॥৬

নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিত শিথিলং যত্র বিম্বাধরাণাং
ক্ষৌমং রাগাদনিভৃতকরেষ্বাক্ষিপৎসু প্রিয়েষু।
অর্চ্চিস্তুঙ্গানভি মুখমপি প্রাপ্যরত্ন প্রদীপান্
হ্রী মূঢ়ানাং ভবতি বিফল প্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ ॥৭

নেত্রা নীতাঃ সতত গতিনা যদ্বিমানাগ্র ভূমী
রালেখ্যানাং নব-জলকণৈর্দোষমুৎপাদ্য সদ্যঃ।
শঙ্কাস্পৃষ্টা ইব জলমুচস্ত্বাদৃশা যত্র জালৈ-
র্ধূমোদ্গারানুকৃতি নিপুণা জর্জ্জরা নিষ্পতন্তি ॥৮

যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তম ভুজোচ্ছ্বাসিতালিঙ্গনানা-
মঙ্গগ্লানিং সুরত জনিতাং তন্তুজালাবলম্বাঃ।
ত্বৎ সংরোধগম বিশদৈশ্চন্দ্র পাদৈর্নিশীথে
ব্যালুম্পন্তি স্ফুটজল লবস্যন্দিনশ্চন্দ্র কান্তা ॥৯

অক্ষয্যান্তর্ভবন নিধয় প্রত্যহং রক্তকণ্ঠৈ-
রুদ্গায়দ্ভির্ধনপতিযশঃ কিন্নরৈর্যত্র সার্দ্ধম্।
বৈভ্রাজাখ্যং বিবুধ-বনিতাবার মুখ্যাসহায়াঃ
বদ্ধালাপা বহিরুপবনং কামিনো নির্ব্বিশন্তি ॥১০

গত্যুৎকম্পাদলকপতিতৈর্যত্র মন্দারপুষ্পৈঃ
পত্রচ্ছেদৈঃ কনক-কমলৈঃ কর্ণবিভ্রংশিভিশ্চ।
মুক্তাজালৈস্তন পরিসর চ্ছিন্ন সূত্রৈশ্চ হারৈ-
র্নৈশোমার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্ ॥১১

মত্বা দেবং ধনপতি সখং যত্র সাক্ষাদ্বসন্তং
প্রায়শ্চাপং ন বহতি ভয়ান্মন্মথঃ ষট্পদজ্যম্।
স ভ্রূভঙ্গ প্রহিত নয়নৈঃ কামিলক্ষ্যেষ্বমোঘৈ-
স্তস্যারম্ভশ্চতুর বণিতা বিভ্রমৈরেব সিদ্ধঃ ॥১২

বাসশ্চিত্রং মধু নয়নয়োর্বিভ্রমাদেশ দক্ষং
পুষ্পোদ্ভেদং সহ কিশলয়ৈর্ভূষণানাং বিকল্পান্।
লাক্ষারাগং চরণকমলন্যাস যোগ্যঞ্চ যস্যা-
মেকঃ সূতে সকলমবলামণ্ডনং কল্প বৃক্ষঃ ॥১৩

তত্রাগারং ধনপতি গৃহানুত্তরেণাস্মদীয়ং
দূরাল্লক্ষ্যং সুরপতিধনুশ্চারুণা তোরণেন।
যস্যোপান্তে কৃতকতনয়ঃ কান্তয়া বর্দ্ধিতো মে
হস্ত প্রাপ্যস্তবকনমিতো বালমন্দার বৃক্ষঃ ॥১৪

বাপী চাস্মিন্মরকতশিলাবদ্ধ সোপানমার্গা
হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধ বৈদূর্য্যনালৈঃ।
যস্যা স্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসং সন্নিকৃষ্টং
নাধ্যাস্যন্তি ব্যপগত শুচস্ত্বামপি প্রেক্ষ্যহংসাঃ ॥১৫

তস্যাস্তীরে রচিতশিখরঃ পেশলৈরিন্দ্র নীলৈঃ
ক্রীড়াশৈলঃ কনক-কদলী বেষ্টন প্রেক্ষণীয়ঃ।
মদ্গেহিন্যাঃ প্রিয় ইতি সখে চেতসা কাতরেণ
প্রেক্ষ্যোপান্তস্ফুরিত তড়িতং ত্বাং তমেবস্মরামি ॥১৬

রক্তাশোকশ্চল কিশলয়ঃ কেসরশ্চাত্র কান্তঃ
প্রত্যাসন্নৌ কুরুবকবৃতে র্মাধবীমণ্ডপস্য।
একঃ সখ্যাস্তব সহময়া বামপাদাভিলাষী
কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদনমদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ ॥১৭

তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টি-
র্মূলে বদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌঢ়বংশ প্রকাশৈঃ।
তালৈঃ শিঞ্জাবলয়সুভগৈর্নর্ত্তিতঃ কান্তয়া মে
যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্বঃ ॥১৮॥

এভিঃ সাধো হৃদয়নিহিতৈর্লক্ষণৈর্লক্ষয়েথাঃ
দ্বারোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খপদ্মৌ চ দৃষ্ট্বা ।
ক্ষামচ্ছায়ং ভবনমধুনা মদ্বিয়োগেন নূনং
সূর্য্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্‌॥১৯

গত্বা সদ্যঃ কলভতনুতাং শীঘ্রসম্পাতহেতোঃ
ক্রীড়াশৈলে প্রথমকতে রম্যসানৌ নিষণ্ণঃ ।
অর্হস্যন্তর্ভবনপতিতাং কর্ত্তুমল্পাল্পভাসং
খদ্যোতালীবিলসিতনিভাং বিদ্যুদুন্মেষদৃষ্টিম্‌ ॥২০

তন্বী শ্যামা শিখরিদশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী
মধ্যে ক্ষামা চকিতহরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ ।
শ্রোণীভারাদলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং
যা তত্র স্যাদ্‌যুবতিবিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ॥২১

তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাং ।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষেষু গচ্ছৎসু বালাং
জাতাং মন্যে শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্‌॥২২

নূনং তস্যাঃ প্রবলরুদিতোচ্ছূননেত্রং প্রিয়ায়াঃ
নিশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্‌ ।
হস্তন্যস্তং মুখমসকলব্যক্তিলম্বালকত্বা-
দিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরণক্লিষ্টকান্তের্বিভর্ত্তি ॥ ২৩

আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলিব্যাকুলা বা
মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী ।
পৃচ্ছন্তী বা মধুরবচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং
কচ্চিদ্ভর্ত্তুঃ স্মরসি রসিকে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি॥২৪

উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্য নিক্ষিপ্য বীণাং
মদ্গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা ।
তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিদ্‌
ভূয়োভূয়ঃ স্বয়মপি কৃতাং মূর্চ্ছনাং বিস্মরন্তী ॥২৫

শেষান্মাসান্‌ বিরহদিবসস্থাপিতস্যাবধের্বা
বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলীদত্তপুষ্পৈঃ ।
মৎসঙ্গং বা হৃদয়নিহিতারম্ভমাস্বাদয়ন্তী
প্রায়েণৈতে রমণবিরহেষ্বঙ্গনানাং বিনোদাঃ ॥ ২৬

সব্যাপারামহনি ন তথা পীড়য়েন্মদ্বিয়োগঃ
শঙ্কে রাত্রৌ গুরুতরশুচং নির্ব্বিনোদাং সখীং তে
মৎসন্দেশৈঃ সুখয়িতমলং পশ্য সাধ্বীং নিশীথে
তামুন্নিদ্রামবনিশয়নাং সৌধবাতায়নস্থঃ॥ ২৭

আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষণ্ণৈকপার্শ্বাং
প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ ।
নীতা রাত্রিঃ ক্ষণং ময়া সার্দ্ধমিচ্ছারতৈর্যা
তামেবোষ্ণৈর্বিরহমতীমশ্রুভির্যাপয়ন্তীম্‌ ॥২৮

নিশ্বাসেনাধরকিশলয়ক্লেশিনা বিক্ষিপন্তীং
শুদ্ধস্নানাৎ পরুষমলকং নূনমাগণ্ডলম্বম্‌
মৎসম্ভোগঃ কথমুপনয়েৎ স্বপ্নজোঽপীতি নিদ্রা-
মাকাঙ্ক্ষন্তীং নয়নসলিলোৎপীড়রুদ্ধাবকাশাং॥২৯

আদ্যে বদ্ধা বিরহদিবসে যা শিখা দাম হিত্বা
শাপস্যান্তে বিগলিতশুচা তাং ময়োদ্বেষ্টনীয়াং ।
স্পর্শক্লিষ্টামযমিতনখেনাসকৃৎসারয়ন্তীং
গণ্ডাভোগাৎ কঠিনবিষমামেকবেণীং করেণ ॥ ৩০

পাদানিন্দোরমৃতশিশিরান্‌ জালমার্গপ্রবিষ্টান্‌
পূর্ব্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব ।
চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং
সাভ্রেহ্নীব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাং॥৩১

সা সন্ন্যস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী
শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃৎ দুঃখদুঃখেন গাত্রং ।
ত্বামপ্যস্রং নবজলময়ং মোচয়িষ্যত্যবশ্যং
প্রায়ঃ সর্ব্বো ভবতি করুণাবৃত্তিরার্দ্রান্তরাত্মা ॥৩২

জানে সখ্যাস্তব ময়ি মনঃ সম্ভৃতস্নেহমস্মা-
দিত্থম্ভূতাং প্রথমবিরহে তামহং তর্কয়ামি।
বাচালং মাং ন খলু সুভগম্মন্যভাবঃ করোতি
প্রত্যক্ষন্তে নিখিলমচিরাৎ ভ্রাতরুক্তং ময়া যৎ ॥৩৩

রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহশূন্যং
প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসম্।
ত্বয্যাসন্নে নয়নমুপরিস্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যাঃ
মীনক্ষোভাচ্চলকুবলয়শ্রীতুলামেষ্যতীতি ॥৩৪

বামশ্চাস্যাঃ করোরুপদৈর্মুচ্যমানো মদীয়ৈ-
র্মুক্তাজালং চিরপরিচিতং ত্যাজিতো দৈবগত্যা।
সম্ভোগান্তে মম সমুচিতো হস্তসংবাহনানাং
যাস্যত্যূরুঃ সরসকদলীস্তম্ভগৌরশ্চলত্বম্ ॥৩৫

তস্মিন্ কালে জলদ যদি সা লব্ধনিদ্রাসুখা স্যা-
দন্বাস্যৈনাং স্তনিতবিমুখো যামমাত্রং সহস্ব।
মাভূদস্যাঃ প্রণয়িনি ময়ি স্বপ্নলব্ধে কথঞ্চিৎ
সদ্যঃ কণ্ঠচ্যুতভুজলতাগ্রন্থিগাঢ়োপগূঢ়ম্ ॥৩৬

তামুত্থাপ্য স্বজলকণিকাশীতলেনানিলেন
প্রত্যাশ্বস্তাং সমমভিনবৈর্জালকৈর্মালতীনাম্।
বিদ্যুদ্গর্ভঃ স্তিমিতনয়নাং ত্বৎসনাথে গবাক্ষে
বক্তুং ধীরঃ স্তনিতবচনৈর্মানিনীং প্রক্রমেথাঃ ॥৩৭

ভর্ত্তুর্মিত্রং প্রিয়মবিধবে বিদ্ধি মামম্বুবাহং
তৎসন্দেশৈর্হৃদয়নিহিতৈরাগতং ত্বৎসমীপম্।
যো বৃন্দানি ত্বরয়তি পথি শ্রাম্যতাং প্রোষিতানাং
মন্দ্রস্নিগ্ধৈর্ধ্বনিভিরবলাবেণিমোক্ষোৎসুকানি ॥৩৮

ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা
ত্বামুৎকণ্ঠোচ্ছ্বসিতহৃদয়া বীক্ষ্য সম্ভাব্য চৈবম্।
শ্রোষ্যত্যস্মাৎপরমবহিতা সৌম্য সীমন্তিনীনাং
কান্তোদন্তঃ সুহৃদুপনতঃ সঙ্গমাৎ কিঞ্চিদূনঃ ॥৩৯

তামায়ুষ্মন্মম চ বচনাদাত্মনশ্চোপকর্ত্তুং
ব্রূয়াদেবং তব সহচরো রামগির্য্যাশ্রমস্থঃ।
অব্যাপন্নঃ কুশলমবলে পৃচ্ছতি ত্বাং বিযুক্তঃ
পূর্ব্বাভাষ্যং সুলভবিপদাং প্রাণিনামেতদেব ॥৪০

অঙ্গেনাঙ্গং প্রতনু তনুনা গাঢ়তপ্তেন তপ্তং
সাস্রেণাশ্রুদ্রুতমবিরতোৎকণ্ঠমুৎকণ্ঠিতেন।
উষ্ণোচ্ছ্বাসং সমধিকতরোচ্ছ্বাসিনা দূরবর্ত্তী
সঙ্কল্পৈস্তৈর্বিশতি বিধিনা বৈরিণা রুদ্ধমার্গঃ ॥৪১

শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ
কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ।
সোতিক্রান্তঃ শ্রবণবিষয়ং লোচনাভ্যামদৃষ্ট-
স্ত্বামুৎকণ্ঠাবিরচিতপদং মন্মুখেনেদমাহ ॥৪২

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণীপ্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং
বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্
হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্যমস্তি ॥৪৩

ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া-
মাত্মানং তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্ত্তুম্।
অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে
ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ ॥৪৪

ধারাসিক্তস্থলসুরভিণস্ত্বন্মুখস্যাস্য বালে
দূরীভূতং প্রতনুমপি মাং পঞ্চবাণঃ ক্ষিণোতি।
ঘর্ম্মান্তেস্মিন্ বিগণয় কথং বাসরাণি ব্রজেয়ু-
র্দিক্‌সংসক্তপ্রবিততঘনব্যস্তসূর্য্যাতপানি ॥৪৫

মামাকাশপ্রণিহিতভুজং নির্দ্দয়াশ্লেষহেতোঃ
লব্ধায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্নসন্দর্শনেষু।
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলীদেবতানাং
মুক্তাস্থূলাস্তরুকিশলয়েষ্বশ্রুলেশাঃ পতন্তি ॥৪৬

ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিশলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং
যে তৎ ক্ষীরস্রুতিসুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ
পূর্ব্বস্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি ॥৪৭

সংক্ষিপ্যেত ক্ষণ ইব কথং দীর্ঘযামা ত্রিযামা
সর্ব্বাবস্থাস্বহরপি কথং মন্দমন্দাতপং স্যাৎ।
ইত্থং চেতশ্চটুলনয়নে দুর্লভপ্রার্থনং মে
গাঢ়োষ্মাভিঃ কৃতমশরণং ত্বদ্বিয়োগব্যথাভিঃ ॥৪৮

নন্বাত্মানং বহু বিগণয়ন্নাত্মনৈবাবলম্বে
তৎকল্যাণি ত্বমপি নিতরাং মাস্ম গমঃ কাতরত্বং।
কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা
নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ ॥৪৯

শাপান্তো মে ভুজগশয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ
মাসানন্যান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা।
পশ্চাদাবাং বিরহগুণিতং তং তমাত্মাভিলাষং
নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণতশরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু ॥৫০

ভূয়শ্চাহং ত্বমপি শয়নে কণ্ঠলগ্না পুরা মে
নিদ্রাং গত্বা কিমপি রুদতী সস্বনং বিপ্রবুদ্ধা।
সান্তর্হাসং কথিতমসকৃৎ পৃচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে
দৃষ্টঃ স্বপ্নে কিতব রময়ন্ কামপি ত্বং ময়েতি ॥৫১

এতস্মান্মাং কুশলিনমভিজ্ঞানদানাদ্বিদিত্বা
মা কৌলীনাচ্চকিতনয়নে ময্যবিশ্বাসিনী ভূঃ।
স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে ত্বভোগা-
দিষ্টে বস্তুন্যুপচিতরসাঃ প্রেমরাশী ভবন্তি ॥৫২

কচ্চিৎ সৌম্য ব্যবসিতমিদং বন্ধুকৃত্যং ত্বয়া মে
প্রত্যাদেশান্ন খলু ভবতো ধীরতাং কল্পয়ামি।
নিঃশব্দোঽপি প্রদিশসি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্যঃ
প্রত্যুক্তং হি প্রণয়িষু সতামীপ্সিতার্থক্রিয়ৈব ॥৫৩

আশ্বাস্যৈবং প্রথমবিরহোদগ্রশোকাং সখীং তে
শৈলাদাশু ত্রিনয়নবৃষোৎখাতকূটান্নিবৃত্তঃ।
সাভিজ্ঞানপ্রহিতকুশলৈস্তদ্বচোভির্ম্মমাপি
প্রাতঃ কুন্দপ্রসবশিথিলং জীবিতং ধারয়েথাঃ ॥৫৪

এতৎ কৃত্বা প্রিয়মনুচিতপ্রার্থনাবর্ত্তিনো মে
সৌহার্দ্দাদ্বা বিধুর ইতি বা ময্যনুক্রোশবুদ্ধ্যা।
ইষ্টান্ দেশান্ জলদ বিচর প্রাবৃষা সম্ভৃতশ্রী
র্মাভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ ॥৫৫

শ্রুত্বা বার্ত্তা জলদকথিতাং তাং ধনেশোঽপি সদ্যঃ
শাপস্যান্তং সদয়হৃদয়ঃ সংবিধায়াস্তকোপঃ।
সংযোজ্যৌ তৌ বিগলিতশুচৌ দম্পতী হৃষ্টচিত্তৌ
ভোগানিষ্টানবিরতসুখং ভোজয়ামাস শশ্বৎ ॥৫৬

ইতি শ্রীমহাকবি কালিদাসকৃতং মেঘদূতং

সমাপ্তম্ ॥

অনুবাদ। হে বারিদ! অলকা নগরীর অভ্রংলিহ প্রাসাদরাজি বহুবিধ বস্তুবিশেষ দ্বারা তোমরই সৌসাদৃশ্য প্রাপ্ত হইতেছে; কেন না, তোমার অভ্যন্তরে সৌদামিনী বিলাস করিতেছে, তত্রত্য প্রাসাদরাজির অভ্যন্তরেও নিরুপম রূপ লাবণ্যবতী যুবতী রহিয়াছে। তোমাতে ইন্দ্র শরাসন শোভা পাইতেছে, প্রাসাদ পুঞ্জও বিবিধ বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত রহিয়াছে। তোমার গর্জ্জন স্নিগ্ধ ও গম্ভীর; প্রাসাদ সমূহেও সঙ্গীত সহকারে স্নিগ্ধ গম্ভীর মুরজ-ধ্বনি হইয়া থাকে। তোমার অভ্যন্তরে নির্ম্মল জল বিদ্যমান, প্রাসাদ সমূহের অভ্যন্তরেও সুনির্ম্মল মণিময় ভূমি বিরাজ করিতেছে। তুমি যেরূপ সমুচ্চ, প্রাসাদ সমূহও

সেইরূপ উন্নত। এই সমুদয় কারণে অলকা নগরীর প্রাসাদ পুঞ্জ তোমার সমকক্ষ হইতে সক্ষম! হে মেঘ! অলকানগরীতে প্রবেশ করিয়া দেখিবে, তত্রত্য রমণীগণের হস্তে শরৎ কালীন লীলাকমল, অলকারাশিতে হেমন্ত-সম্ভূত নব নব কুন্দ পুষ্প গ্রথিত, আননে শিশির-জাত লোধ্র-কুসুম-রজোদ্বারা পাণ্ডু বর্ণতা, কেশ পাশে বসন্ত কাল-জাত নব কুরুবক পুষ্প, শ্রবণ দ্বয়ে গ্রীষ্ম সম্ভূত শিরীষ পুষ্প এবং সীমন্তে তৎ-সমাগম জনিত বর্ষাকালীন কদম্ব কুসুম নিরন্তর বিরাজ করিতেছে। এই অলকানগরীতে বৃক্ষ সমুদয়ে ষড় ঋতুতেই সমভাবে কুসুম বিকাশিত হইয়া থাকে; এবং মধুমত্ত মধুব্রতগণ সর্ব্বদা সৎসমুদয়ে শ্রবণ মনোহর রব করে। তত্রত্য সরোরাজি সমূহে সততই সরোজিনী সকল বিকশিত থাকে; হংসগণও নিয়ত তৎসমুদয় বেষ্টন করত অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করে। তত্রত্য গৃহ-পালিত ময়ূরগণ নিয়তই আনন্দ ভরে কেকারব করিয়া থাকে—তাহাদিগের বর্ণ চিরকালই মনোরঞ্জন। এই স্থানে জ্যোৎস্না নিরন্তর বিরাজিত থাকাতে, যামিনী যোগেও তিমিরপুঞ্জ নয়নগোচর হয় না। এই অলকা-নগরীতে যক্ষগণের কেবল আনন্দ জন্য নয়ন-বারি নিপতিত হয়, অন্য কোন কারণে অশ্রু সম্পাত পতিত হয় না। এখানে প্রণয়ি-জন সমা-গম সাধ্য বিষম স্মর-সন্তাপ ভিন্ন অন্য কোন সন্তাপ পরিলক্ষিত হয় না। এস্থানে প্রণয়-কলহ ব্যতিত অন্য কোন বচসা বিদ্যমান নাই। এখানে যৌবন কাল ভিন্ন অন্য কোন বয়োঽবস্থা ঘটে না। এই অলকানগরীতে যক্ষগণ, নিরুপম রূপবতী যুবতী সমভিব্যহারে তারকাবলী প্রতি-বিম্বরূপ, কুসুমরাজি মণ্ডিত স্ফটিক মণিময় হর্ম্ম্য স্থলে উপস্থিত হইয়া তোমার ন্যায় গম্ভীর ধ্বনি-কারী পুস্কর নামক বাদ্য ভাণ্ড মুখে আঘাত করত বাদ্যোদ্যম সহকারে রতিফল সম্পাদন কল্পবৃক্ষজাত মদ্যপানে প্রবৃত্ত হয়েন। এই অলকানগরীতে সুরগণেরও প্রার্থনীয় নিরুপমা রূপবতী যক্ষকন্যাগণ, মন্দাকিনী তটজাত মন্দার তরুর ছায়াদ্বারা আতপতাপ নিবারণ করত মন্দাকিনী জল সম্পর্ক-সুশীতল অনিল দ্বারা সেব্যমান হইয়া, সুবর্ণ বালুকা মধ্যে মুষ্টিদ্বারা নিক্ষিপ্ত তিরোহিত অন্বেষণীয় মণি সমূহ দ্বারা গুপ্তমণি নামক প্রবন্ধ ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। এই অলকানগরীতে সম্ভোগলুব্ধ চপল হস্ত নায়ক অনুরাগ পরতন্ত্র হইয়া নীবী-বন্ধের উন্মোচন বশতঃ শিথিলিত প্রণয়িনী-দুকুল অপনয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলে, লজ্জা পরতন্ত্র। মুগ্ধা কামিনী কর্ত্তৃক দীপ নির্ব্বাপন বাসনায় নিক্ষিপ্ত কুঙ্কুমাদি চূর্ণ মুষ্টি, সম্মুখবর্ত্তী সংজ্বলশিখা সম্পন্ন রত্ন-প্রদীপে নিপতিত হইয়াও বিফল হইয়া থাকে। তথায় তাদৃশ জলদ সকল বায়ুভরে বিমানের উপরিভাগে উপনীত হইয়া, নবজলকণ বর্ষণ পূর্ব্বক আলেখ্য সকল বিদূষিত করত শঙ্কাকুল হৃদয়ে ধূমের ন্যায় বিশীর্ণ ভাবে গবাক্ষ রন্ধ্র যোগে বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া থাকে। তথায় নিশীথ সময়ে চন্দ্রকান্ত মণি সকল সুনি-র্ম্মলচন্দ্রকিরণ সহযোগে অনবরত জলকণ বর্ষণ পূর্ব্বক কামিনীদিগের সুরত জনিত অঙ্গ গ্লানি নিরাকরণ করে। তথায় কামী সকল অপ্সরা রূপ বারবণিতাগণ সমভিব্যহারে নানা প্রকার

আলাপ করত বৈভ্রাজ নামক উপবনে বিহার করিয়া থাকে। তৎকালে তাহাদের সমভিব্যাহারী রক্তকণ্ঠ কিন্নরগণ প্রত্যহ ধনপতির যশোগান করে। তথায় সূর্য্যোদয় সময়ে গমন চাঞ্চল্য বশতঃ অলক নিপতিত মন্দার পুষ্প, কর্ণভ্রষ্ট কনক-কমল, পত্র খণ্ড, মুক্তাজাল এবং স্তন পরিসর নিবন্ধন ছিন্ন-সূত্র-হারমালা দ্বারা অভিসারিকাদিগের রাত্রি গতি পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। সেই অলকায় ধনপতিসখ সাক্ষাৎ মহাদেব সতত বাস করেন; তন্নিবন্ধন কাম ষট্পদ সম্পন্ন গুণ শরাসন প্রায় বহন করেন না। চতুর বনিতাগণ কামীদিগের প্রতি যে, ভ্রূভঙ্গের সহিত অমোঘ বিভ্রম প্রদর্শন করে, তাহাতেই মদনের কার্য্য সম্পন্ন হয়। একমাত্র কল্প বৃক্ষই তত্রত্য অবলাগণের সর্ব্ব প্রকার অলঙ্কার প্রসব করিয়া থাকে। রমণীয় বস্ত্র, নয়ন বিভ্রম সাধন মধু, পুষ্প ও কিসলয় বিবিধ ভূষণ এবং চরণকমলোপযোগী লাক্ষারাগ সমুদয়ই সেই বৃক্ষ হইতে সমুদ্ভূত হয়। হে সখে! তথায় কুবের গৃহের উত্তরে আমাদের আবাস ভবন অবস্থিত। উহার তোরণ ইন্দ্র-ধনুর ন্যায় রমণীয় এবং উহার পার্শ্বভাগে হস্ত প্রাপ্ত স্তবক ভারে অবনমিত সুকুমার বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। আমার স্ত্রী কৃত্রিম পুত্ররূপে উহা সম্বর্দ্ধিত করিয়াছে। এক রমণীয় বাপী আমার গৃহ অলঙ্কৃত করিতেছে। উহার সোপান-মার্গ মরকত প্রস্তরে সংবদ্ধ; বৈদূর্য্যনাল সম্পন্ন কনক-কমল সকল সেই সরোবরে প্রস্ফুটিত রহিয়াছে। তথায় যে সকল কলহংস বাস করিতেছে, তাহারা তোমাকে দর্শন পূর্ব্বক শোক পরিহার করিয়া সোৎকণ্ঠ-হৃদয়ে সন্নিহিত মানস-সরোবরও স্মরণ করিবে না। সেই সরোবর-তীরে এক ক্রীড়াশৈল শোভা পাইতেছে। উহার শিখর দেশ সুকমল ইন্দ্রনীলে বিরচিত, এবং চতুষ্পার্শে কনক-কদলী সকল বিরাজমান। ঐ পর্ব্বত আমার প্রণয়িণীর পরম প্রীতিভাজন। অদ্য তোমাকে দেখিয়া উহা আমার স্মরণপথে সমুদিত হইতেছে। ঐ ক্রীড়া শৈলে কুরুবক পরিবৃত মাধবী মণ্ডপের সমীপদেশে চঞ্চল কিশলয় সম্পন্ন রক্তাশোক এবং মনোহর বকুল বৃক্ষ শোভা পাইতেছে। সেই বৃক্ষদ্বয়ের মধ্যে স্ফটিক পীঠ সম্পন্ন মণিময় বেদিকা সমন্বিত কাঞ্চনময় বাসদণ্ড বিরাজমান আছে। তোমাদের প্রিয় সুহৃৎ ময়ূর সন্ধ্যা সময়ে সেই যষ্টি আশ্রয় পূর্ব্বক প্রিয়তমার ভূষণ ধ্বনি সহকৃত করতাল বাদ্যে নৃত্য করিয়া থাকে। হে সৌম্য! তুমি এই সকল লক্ষণ সবিশেষ স্মরণ রাখিয়া এবং দ্বারপার্শ্বে শঙ্খ পদ্মের আকৃতি লিখিত দেখিয়া, আমার গৃহ নির্ণয় করিবে। ঐ গৃহ, এক্ষণে আমার বিরহে শোভা শূন্য হইয়া রহিয়াছে—সন্দেহ নাই। সূর্য্যাস্তগত হইলে, পদ্মের আর কোন শোভাই থাকেনা। হে সখে! তুমি সত্বর গমন জন্য শরীর সঙ্কুচিত করত প্রথম কথিত ক্রীড়াশৈলে আসীন হইয়া, স্বীয় বিদ্যুৎরূপ নয়ন অল্প মাত্র বিকসিত করিয়া গৃহের অভ্যন্তরে নিপতিত করিবে। দেখিবে, আমার প্রণয়িণী যুবতী বিষয়ে বিধাতার আদ্যা সৃষ্টির ন্যায়, গৃহমধ্যে আলোকময় করিতেছেন। তাঁহার শরীর কৃশ, বর্ণ শ্যাম, দশন শিখরীর ন্যায়, অধরোষ্ঠ পক্ব বিম্ব সদৃশ, কটিদেশ ক্ষীণ, নয়ন যুগল

চকিত হরিণী প্রেক্ষণের ন্যায়, নাভি সুগভীর, গমন শ্রোণীভারে নিতান্ত অলস এবং দেহ-যষ্টি স্তনভারে ঈষন্নমিত। সেই পরিমিত ভাষিণীই আমার দ্বিতীয় জীবন স্বরূপ,—আমি দূরীভূত হওয়াতে, সম্প্রতি চক্রবাক বিয়োগিনী চক্রবাকীর ন্যায় একাকিনী অবস্থিতি করিতেছেন। আমার নিশ্চয় বোধ হইতেছে, এরূপ সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়াতে প্রগাঢ় উৎকণ্ঠা বশতঃ শিশির মথিত পদ্মিনীর ন্যায় প্রিয়ার রূপ বিকৃত হইয়া গিয়াছে। অনবরত রোদন করিয়া তাঁহার নয়ন দ্বয় উজ্জ্বলিত এবং সুতপ্ত নিশ্বাস ভরে অধরৌষ্ঠও বিবর্ণ হইয়াছে। তুমি দেখিবে, তাঁহার বদন মণ্ডল কান্তি শূন্য ও সর্ব্বদাই হস্তোপরি সংন্যস্ত রহিয়াছে, এবং অলকজালে পরিবৃত হওয়াতে তোমার আবরণ নিবন্ধন কান্তিহীন শশধরের ন্যায় নিতান্ত মলিন হইয়াছে। তুমি দেখিবে, প্রিয়া পূজা কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছেন, অথচ আমার বিরহ কৃশ প্রতিকৃতি কল্পনা করিয়া আলেখ্য চিত্রিত করিতেছেন। কিম্বা পিঞ্জরস্থিত সারিকারে "হে রসিকে! তুমি কি প্রিয়তমকে স্মরণ করিয়া থাক? তিনি যে, তোমাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন!" এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন। অথবা মলিন বসন সম্পন্ন উৎসঙ্গদেশে বীণা সন্নিবেশিত করিয়া আমার নামাঙ্কিত গীতি গানে সমুৎসুক হইয়া কোনরূপে নয়ন-সলিল-সিক্ত তন্ত্রী মার্জ্জন পূর্ব্বক আপনার কৃত মূর্চ্ছনাও পুনঃ পুন বিস্মৃত হইতেছেন; কিম্বা দেহলীদত্ত পুষ্প সমুদায় পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক বিরহ দিবসের আর কত অবশেষ আছে, তাহাই গণনা করিতেছেন। অথবা সঙ্কল্পবশে আমার সম্ভোগ জনিত রতিরস আস্বাদন করিতেছেন। হে জলদ! প্রিয় বিয়োগ হইলে ললনাগণ প্রায় এইরূপেই চিত্ত বিনোদন করিয়া থাকে। আমার বোধ হয়, দিবসে নানাকার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে প্রিয়া আমার বিয়োগে তাদৃশ নিপীড়িত হন না, রজনীতে তাঁহার শোকও দুঃখ নিতান্ত পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে। অতএব তুমি নিশীথ সময়েই সৌধ-বাতায়ন অবলম্বন পূর্ব্বক আমার সন্দেশ দানে সেই অবনী-শয়না জাগরণব্রতাবলম্বিনী পতিব্রতাকে সুখিনী করিও। হে সখে! তুমি দেখিতে পাইবে, প্রিয়া বিরহপীড়ায় নিতান্ত ক্ষীণ এবং বিরহ-শয়নে একপার্শ্বে শয়ন করিয়া আছেন; দেখিলে বোধ হয়, যেন পূর্ব্বদিক্ প্রান্তে কলামাত্রাবশিষ্ট হিমাংশুমূর্ত্তি শোভা পাইতেছে। হায়! প্রিয়া আমার সহিত স্বেচ্ছা বিহারে যে রাত্রি মুহূর্ত্তের ন্যায় যাপন করিতেন, এক্ষণে বিরহ বশতঃ সেই রজনী নিতান্ত দীর্ঘ হইয়াছে। তুমি দেখিবে, প্রিয়া বিয়োগ-সন্তপ্ত অশ্রুরাশি বর্ষণ পূর্ব্বক উহা অতিবাহন করিতেছেন। অধিক কি, সুদীর্ঘ নিশ্বাস ভরে তাঁহার অধর কিশলয় নিপীড়িত ও আগণ্ডলম্বী অলকজাল আন্দোলিত হইতেছে। নয়ন-সলিল অনবরত বিগলিত হওয়াতে নিদ্রা সহজে তাঁহার সমীপবর্ত্তিনী হইতেছে না, কিন্তু তিনি সপ্নবশে আমার সম্ভোগার্থ পুনঃপুন নিদ্রা প্রার্থনা করিতেছেন। তুমি আরও দেখিবে, প্রিয়া প্রথম দিবসে মাল্যদাম পরিহার পূর্ব্বক যে শিখাবদ্ধ করিয়াছেন, এবং আমি শাপাবসানে দুঃখভরে যাহা উদ্বেষ্টন করিব, তিনি সেই কঠিন

একবেণী স্বরূপ শিখা গণ্ডস্থল হইতে অপসারিত করিতেছেন। স্থল-কমলিনী যেরূপ দুর্দ্দিন দিবসে প্রফুল্ল বা অমুকুলিত কিছুই হয় না,—তাঁহার অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছে। যেহেতু তাঁহার লোচনযুগলে পূর্ব্ব প্রীতি বশতঃ গবাক্ষ-রন্ধ্র-প্রবিষ্ট চন্দ্র-কিরণের অভিমুখীন ও পুনরায় প্রতিনিবৃত্ত হইয়া গুরুতর বিষাদ-সলিলে আপ্লাবিত হইতেছে। অধিক কি, প্রণয়িনী নিরতিশয় দুঃখ বশতঃ সমস্ত আভরণ নিক্ষিপ্ত করিয়া সর্ব্বদাই শয্যাগত হইয়া আছেন। দর্শনমাত্র তোমারও নবজলরূপ বাষ্পবারি বিনির্গত হইবে, সন্দেহ নাই; যেহেতু, কোমল হৃদয় ব্যক্তিরা প্রায় করুণা পূর্ণ হইয়া থাকে।

হে মেঘ! আমি জানি তোমার সখীর মন আমাতে আসক্ত, সেই জন্যই প্রথম বিরহে তাঁহার এইরূপ অবস্থা কল্পনা করিতেছি। নতুবা সুভগমানিতা বশতঃ এরূপ অত্যুক্তি করিতেছি না। অথবা তুমি অচিরাৎ এই সমস্ত প্রত্যক্ষ করিবে।

হে সখে! তাঁহার নয়নদ্বয়ে আর কজ্জল-রাগ নাই, আর সে ভ্রূবিলাসও নাই। তুমি নিকটবর্ত্তী হইলে, উহা যখন ঊর্দ্ধে নিক্ষিপ্ত হইবে, তখন মীন ক্ষুভিত চঞ্চল কুবলয়ের ন্যায় অপূর্ব্ব শোভাধারণ করিবে। এক্ষণে তাঁহার বাম উরুতে আমার নখচিহ্ন নাই, দৈববশতঃ উহা চিরপরিচিত মুক্তাজালেও বঞ্চিত হইয়াছে। সম্ভোগান্তে আমি হস্তদ্বারা উহা সংবাহন করিতাম।

হে জলদ! যদি তোমার উপস্থিত সময়ে প্রিয়া নিদ্রান্বিত থাকেন, তাহা হইলে তুমি নিঃশব্দে তাঁহার পশ্চাদ্ভাগ আশ্রয় পূর্ব্বক প্রহর মাত্র অপেক্ষা করিবে। অন্যথা নিদ্রাভঙ্গ নিবন্ধন আমার সহিত স্বপ্ন সমাগমের ব্যাঘাত হইবে।

হে সখে! সেই মানিনীরে জল-শীতল সমীরণ সহকারে জাগরিত ও মালতী কুসুমের সহিত সুস্থিত করিয়া, গর্জ্জনরূপ বাক্যে কহিবে, "হে অবিধবে! আমি তোমার স্বামীর মিত্র, তাঁহার সন্দেশ ভার বহন করিয়া তোমার সমীপে সমাগত হইয়াছি। আমিই মৃদু মন্দ গর্জ্জনদ্বারা পথশ্রান্ত পথিকদিগকে গৃহ গমনার্থ ত্বরা প্রদান করি।" এইরূপ কহিলে, মৈথিলী যেরূপ উন্মুখ হইয়া পবনতনয়কে দর্শন করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রিয়া ঔৎসুক্য বশতঃ বিকশিত হৃদয়ে তোমাকে দর্শন ও সম্মাননা করিয়া অভিহিত চিত্তে তোমার বাক্য শ্রবণ করিবেন। যেহেতু সুহৃৎ কর্ত্তৃক সমানীত স্বামি-সন্দেশ সীমন্তিনীদিগের পক্ষে সঙ্গম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন হইয়া থাকে। হে আয়ুষ্মন্! আমার বাক্য ও আপনার উপকারার্থ তাঁহাকে এইরূপ কহিবে. "হে অবলে! তোমার স্বামী রামগিরির আশ্রমে নির্ব্বিঘ্নে বাস করিতেছেন;—এক্ষণে দুঃখিত হৃদয়ে তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছেন। যেহেতু মরণ ধর্ম্মশীল প্রাণীগণ প্রথমেই কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। যাহা হউক, তোমার স্বামী দূরবর্ত্তী ও প্রতিকুল বিধিবশে রুদ্ধমার্গ হইয়াছেন; সুতরাং কেবল সংকল্প দ্বারা তোমার সহিত সমাগম সম্ভোগ করিতেছেন। হে অবলে! তোমার যে স্বামী সখীগণ সমক্ষে বদনস্পর্শ লোভে আক্রান্ত হইয়া, প্রকাশ্য বাক্যও তোমার কর্ণে বলিতে উৎসুক হইতেন, এক্ষণে

তিনি শ্রবণ ও দর্শন বিষয় অতিক্রম করিয়া, আমার প্রমুখাৎ তোমাকে এইরূপ বলিয়া পাঠাইয়াছেন,—হে চণ্ডি! আমি প্রিয়ঙ্গুলতায় তোমার শরীর সৌকুমার্য্য, চকিত হরিণী গণের নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ, চন্দ্রে মুখ কান্তি, ময়ূর গণের বর্হভারে কেশ কলাপ এবং সুকুমার নদী-তরঙ্গে তোমার ভ্রূবিলাস কল্পনা করিয়া থাকি; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ কুত্রাপি কোনরূপে তোমার সাদৃশ্য দেখিতে পাইনা। হে প্রিয়ে! আমি ধাতু রাগ দ্বারা তোমাকে প্রণয় কুপিতা রূপে শিলাতলে চিত্রিত করিয়া, যেমন তোমার চরণে পতিত হইবার উপক্রম করি, তেমনই অশ্রু প্রবাহ পুনঃ পুনঃ বিগলিত হইয়া আমার দৃষ্টিমার্গ রুদ্ধ করে। হায়! মায়াত্মক দৈব আলেখ্যও আমাদের সমাগম সহ্য করিতে পারেনা। হে বালে! আমি তোমার সুকুমার মুখ দর্শনে বঞ্চিত হইয়া যার পর নাই কৃশ হইয়াছি, তথাপি দুরাশয় পঞ্চবান আমাকে নিপীড়িত করিতেছে। যাহা হউক, এই গ্রীষ্মাবসানে মেঘাচ্ছন্ন বর্ষাবাসর সকল কোন রূপে গণনা কর। হে প্রিয়ে! স্বপ্ন সমাগমে কথঞ্চিৎ তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি গাঢ়তর আলিঙ্গনার্থ শূন্যে হস্ত যুগল বিসারিত করিয়া থাকি। তদ্দর্শনে স্থলী দেবতাগণ যে অশ্রুরাশি নিক্ষেপ করেন, তৎ সমস্ত তরু কিসলয়ে সংসক্ত হইয়া থাকে। যে তুষারাদ্রি বায়ু দেবদারু গনের পত্রপুট সকল নির্ভিন্ন করিয়া দক্ষিন পথে প্রবাহিত হয়, যদি কোন রূপে তাহা তোমার অঙ্গস্পর্শ করিয়া থাকে, এই ভাবিয়া আমি সেই বায়ু আলিঙ্গন করিয়া থাকি। হে চটুল নেত্রে! দীর্ঘযামা ত্রিযামা কিরূপে মুহূর্ত্তের ন্যায় অতিবাহিত এবং দিবসও কিরূপে সর্ব্বকাল সুখাবহ হইবে, অন্তঃকরণ এইরূপ দুর্ল্লভ প্রার্থণায় আসক্ত হইয়া তোমার বিয়োগ জনিত দুর্বিসহ যাতনায় নিতান্ত অনাথ হইয়াছে। হে কল্যাণি! এক্ষণে নানারূপ ভাবি সুখ কল্পনায় কথঞ্চিৎ জীবন ধারণ করিতেছি। অতএব তুমিও কোন রূপে কাতর হইওনা। ভাবিয়া দেখ, কোন ব্যক্তি নিয়ত সুখ বা নিয়ত দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে? লোকের অবস্থা চক্রনেমির ন্যায় যথাক্রমে উচ্চ নীচে গমন করে। হে ভাবিনি! শার্ঙ্গপাণি বাসুদেব ভুজঙ্গ শয়ন হইতে সমুত্থিত হইলে আমার শাপবসান হইবে। অতএব লোচন যুগল নিমীলিত করিয়া, অবশিষ্ট মাস চতুষ্টয় কোন রূপে অতিবাহিত কর। পরে উভয়ে শশধর-ধবলা শারদীয় রজনীতে বিরহ কল্পিত সেই সেই অভিলাষ পূর্ণ করিবে। পূর্ব্বে তুমি এক দিন আমার কণ্ঠলগ্ন হস্তে নিদ্রিতা ছিলে; সহসা কোন কারণে সশব্দে রোদন করিয়া উঠিয়াছিলে। আমি সাহাস্য বাক্যে ইহার কারণ বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলে; তুমি বলিয়াছিলে, "হে ধূর্ত্ত! আমি সপ্নে দেখিলাম, তুমি কোন কামিনীর সহিত বিহার করিতেছ।" হে চকিত নয়নে! এই অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া, আমাকে সর্ব্বথা কুশলী জানিয়া কোনরূপে আমার মরণ আশঙ্কা করিওনা।

হে জলদ! আমার এই বন্ধু কার্য সাধন করিতে কি সংকল্প করিয়াছ? আমি তোমার প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা করিনা। ভাবিয়া দেখ, চাতকগণ প্রার্থনা করিলে, তুমি নিঃশব্দ হইয়াই

তাহাদিগকে জল প্রদান কর। যেহেতু, যাচক ব্যক্তির প্রার্থনা পুরণই সাধুগণের প্রত্যুত্তর বলিয়া কথিত হয়।

হে সখে! প্রিয়া প্রথম বিরহ বশতঃ নিতান্ত শোকার্ত্তা হইয়াছেন, তুমি তাঁহাকে এইরূপে আশ্বস্তা করিয়া কৈলাস পর্ব্বত হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া, তাঁহার অভিজ্ঞান সহিত কুশলবার্ত্তা প্রদানে আমারও জীবন রক্ষা করিবে।

হে সখে! সৌহার্দ্দ বা করুণা বুদ্ধি বশতঃ আমার এই অনুচিৎ প্রার্থনা রূপ প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া তুমি যথেচ্ছ প্রদেশে বিচরণ কর। বিদ্যুৎপত্নীর সহিত যেন তোমার ক্ষণমাত্রও বিচ্ছেদ হয় না।

ধনেশ্বর কুবের মেঘ কথিত এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া কোপ পরিহার পূর্ব্বক সদয় হৃদয়ে শাপান্ত করত সেই দম্পাতিরে সংযোজিত করিয়া দিলেন। তাহারাও হৃষ্ট ও অশোক হৃদয়ে অবিরত সুখে অভীষ্ট ভোগে প্রবৃত্ত হইল।

ইতি শ্রীকৃষ্ণধন তর্কপঞ্চানন কৃত

মেঘদূতানুবাদ সমাপ্ত।

নারায়ণ চরণে সমর্পিত মস্তু।

ওঁ শান্তি! শান্তি!!

সমালোচক।

সমালোচক সমিতির মাসিক পত্র।

সমালোচক সমিতির সমালোচক আজি দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিল। যে সাহিত্য-সংসারে রাশি রাশি মাসিক পত্র বৎসরে বৎসরে, মাসে মাসে জন্ম গ্রহণ করিয়া পেঁচোয় পাওয়া ছেলের মত অাঁতুরেই বিনাশপ্রাপ্ত হইতেছে, সেই স্থলে যে, স্ফীত বক্ষে সমালোচক এক বৎসর উত্তীর্ণ হইয়া আজি দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিল,—ইহা কম গৌরবের কথা নহে। কিন্তু সমালোচক যে উদ্দেশে পরিচালিত, সে উদ্দেশ্য সৎ এবং মহৎ। সাধু উদ্দেশে যে কার্য্য করা যায়, তাহার সহায় ভগবান। ভগবান যাহার সহায়—তাহার আর বিপদ কোথায়? সেই শুভসাধন ভগবানের দয়ায় আজি সমালোচকের সহায় সম্পত্তি বিপুল।

পুস্তক এবং পেটেন্ট ঔষধাদির সমালোচনা করাই সমালোচকের মুখ্য উদ্দেশ্য। সেই সমালোচনা আবার বহুলোকের দ্বারা সম্পাদিত হইয়া থাকে। যাঁহারা সমালোচক সমিতির মধ্যে, তাঁহারাই যে কোন গ্রন্থের, যে কোন ঔষধাদির সমালোচনা স্বাধীনভাবে সমালোচকে করিতে পারিবেন। এবার হইতে নিয়ম করিয়াছি—যাঁহারা সমালোচকের গ্রাহক হইবেন, তাঁহারাই সমালোচক সমিতির এক একজন। সুতরাং প্রত্যেক গ্রাহকই স্বাধীন ভাবে ইহাতে এখন সমালোচনা করিতে পারিবেন।

তদ্ভিন্ন—অনেক সংবাদ পত্র ও বিদ্বান এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন, "সমালোচকে যেমন লেখা হয়, অনেক আকারে বড় বড় কাগজেও তাহা হয় না। এতদ্ প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি যেমন সতেজ, তেমনি সারবান, আবার ইহার প্রত্যেক প্রবন্ধের ভাষাও যেন অতুল্য। সমালোচক জ্ঞানে প্রবীন, রহস্যে ভাঁড়, শাস্ত্রে অধ্যাপক, ভাষাও ভাবে বিচক্ষণ।"

সমালোচকে—সর্ব্ব প্রকার বিষয়ই আলোচিত হইয়া থাকে। উপন্যাস লিখিয়া

যিনি সাহিত্য-সমাজে আজি সম্মানিত, কলিকাতার ছোট বড় সকল প্রকাশকই যাঁহার লিখিত উপন্যাসের প্রভূত মূল্য দিয়া সাগ্রহে প্রকাশ করিয়া থাকেন, ২য় বর্ষে তাঁহারই লিখিত প্রেমলতা নামক উৎকৃষ্ট সামাজিক উপন্যাস প্রকাশ হইবে।

আর—বিখ্যাত বিখ্যাত লেখকগণ কর্তৃক যথারীতি অর্থনীতি (Political Economy) সমাজ-নীতি (Sociology) পদার্থ বিজ্ঞান (Phgsics) যন্ত্র বিজ্ঞান (Machanics) রসায়ন (Chemistry) ভূবিদ্যা (Geology) প্রাণী বিদ্যা (Zoology) উদ্ভিদ বিদ্যা (Botany) কৃষি-বিদ্যা (Agriculture) পুষ্প বিদ্যা (Horticulture) সঙ্গীতবিদ্যা (Music) শিল্প বিদ্যা (Fine Arts রন্ধনবিদ্যা (Cookery) অস্থি-বিদ্যা (Anatomy) জীবতত্ত্ব (Physiology) চিকিৎসা (Pathology) বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবে।

তাছাড়া—ধর্ম্মতত্ত্ব, ইতিহাস, জীবন-বৃত্তান্ত, ভ্রমণ-বৃত্তান্ত, ধর্ম্ম এবং ইংরেজী ও সংস্কৃত ভাল ভাল গ্রন্থের আলোচনা ও অনুবাদ ইহাতে হইবে। আর স্বভাব কবির প্রেমের গান, প্রেমের কবিতা, ঐশ্বরিক ব্যপার সময়োপযোগী প্রবন্ধ, এবং মাসিক সরস ও সার সম্বাদ ইহাতে প্রদত্ত হয়।

আকার ও মুল্য ;—প্রতিমাসে রয়াল ৩ ফর্ম্মা ডবল কলম। ভিন্ন স্বতন্ত্র কভারিং। মূল্য বার্ষিক ১।০ একটাকা চারি আনা। ডাক মাশুল কাহাকেও দিতে হইবে না।

এর উপর আবার উপহার।

উপহার!—বিরাট আয়োজন

উপহারের প্রথম পুস্তক

সুখের সংসার।

—০:::০০:::০—

এই অতীব প্রয়োজনীয় পুস্তকখানি ৪ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম অধ্যায়ে, লেখা হইয়াছে,—অর্থাগমের সহজ উপায়—বাঙ্গালী আজি কালি নানা কারণে সংসারের অসুখে অসুখী। তন্মধ্যে অর্থাভাবই প্রধান অসুখের কারণ। আগে হইতে বাঙ্গালীর এখন নানাবিধ বিষয়ে সাংসারিক খরচ অত্যন্ত অধিক পড়িয়া যাই-তেছে, কিন্তু আয় আগে হইতে অনেক কমিয়া গিয়াছে। তাই সর্ব্বদাই অর্থের অভাবে আমাদের সংসারের সুখ কিছুমাত্রও নাই-ই, অধিকন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে মনের সুখ বিন্দুমাত্র ও নাই। তাই অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া,—এবং ইংলণ্ডবাসি আমেরিকাবাসী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ যেরূপ কৌশল দেখিতে দেখিতে বড়লোক হয়েন, সেই সকল উপায় জানিয়া শুনিয়া আমরা ইহাতে লীপিবদ্ধ করিয়াছি। ইহা পাঠ করিয়া ও এতদ্‌যুক্তি অনুসারে কাজ করিলে যাঁহাদিগের একটি পয়সারও সংস্থান নাই, তিনিও বড়লোক হইতে পারিবেন। ফল কথা, ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান, মূর্খ, বালক, বালিকা, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, সকলেই যাহাতে যত্ন করিয়া অল্পের মধ্যে স্বীয় অভিলাষ মতে ধন উপার্জ্জন করিয়া দুঃখময় সংসারকে সুখের সংসারে পরিণত করিতে পারেন—বিজ্ঞান যুক্তি ও খাটাইয়া খুটিয়া

দেখিয়া শুনিয়া তাহা ইহাতে লেখা হইয়াছে, ইহাতে অর্থাগমের যে সকল উপায় লেখা হইয়াছে, তাহা অতি সহজ—সকলেই করিতে পারেন, কিন্তু অর্থ প্রচুর উপার্জ্জন হইবে; কাহাকেও আর ত্রিশ টাকার চাকুরীর জন্য আজন্ম কাল বিদেশে কাটাইতে হইবে না।

২য় অধ্যায়ে—পারিবারিক সুখের উপায়;

অনেক সংসার দেখিয়াছি, যেখানে অর্থের অসচ্ছলতা নাই, কিন্তু পারিবারিক এত অসুখ যে, একদণ্ডের জন্য সুখ নাই—অধিকন্তু চারি দিকে দারুণ অশান্তির বহ্নি সর্ব্বদাই প্রজ্জ্বলিত। সেই বিদগ্ধ সংসারে যে উপায়ে শান্তি বারি-কণা নিপতিত হইয়া দুঃখের সংসারকে সুখের সংসারে পরিণত করে, বিস্তৃত ভাবে ইহাতে তাহাই লেখা হইয়াছে।

৩য় অধ্যায়ে—

রোগ শোক ও দুঃখ পরাজয়ের উপায়;

রোগে শোকে ও নানাবিধ দুঃখে সংসারীকে বড়ই জ্বালাতন করে, সর্ব্বদাই দারুণ অসুখে নিপতিত করিয়া রাখে,—যাহাতে সংসারের মধ্যে রোগ শোক প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার উপায়, রোগ হইলে সহজে ও বিনা ক্লেশে যাহাতে তাহার উপশম হয়, তাহার বৈজ্ঞানিক ক্রিয়া,—এবং নানাবিধ দুঃখ যাহাতে পরাজয় করা যায়—তাহার দার্শনিক ক্রিয়া এই অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।

৪র্থ অধ্যায়—মানব জীবনের সুখ,

মানব-জীবনের সার সুখের উপায়। কেমনে এই সার সুখ সম্ভোগ করিতে পারা যায়—বাঙ্গালী তাহা জানে না, অনেক সুসভ্য দেশবাসী ও ইহার নাম মাত্র শুনে নাই—কেবল বিজ্ঞানের রঙ্গ-ভূমি আমেরিকায় ইহার আলোচনা মাত্র আরম্ভ হইয়াছে—মানবের সেই অতীব সুখ সম্ভোগ-ময় ক্রিয়া যাহাতে সকলেই শিক্ষা করিতে পারেন, তাহাই এই অধ্যায়ে লিখিত।

আমরা স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারি—বাঙ্গলা, ভাষায় এই শ্রেণীর পুস্তক এ যাবৎ প্রকাশ হয় নাই, মূল্য ১৲ এক টাকা।

উপহারের দ্বিতীয় পুস্তক

উগ্রচণ্ডা।

মধুময়, ধর্ম্মময়, প্রাণস্পর্শী উপন্যাস। ইহার কথায় কথায় সুধা-ধারা প্রবাহিত,—উগ্রচণ্ডা,—মহাকালী, মহামায়ার জাল ছিন্ন করিয়া উগ্রচণ্ডা রণরঙ্গিণী, উন্মাদিনী বেশে বিকট হাসি হাসিয়া কেবল অসুরদল দলন করিতেছেন। একবার পড়িয়া দেখ, সমাজ-শ্মশানে উগ্রচণ্ডার আবির্ভাব। অসুর বিনাশ—বিকট দৃশ্য! লোম হর্ষণ ব্যপার!! মূল্য ৷৷৹ আট আনা।

এই দুইখানি অভিনব অত্যুৎকৃষ্ট রত্ন সদৃশ দেড় টাকা মূল্যের পুস্তক সমালোচকের প্রত্যেক গ্রাহক মহোদয়গণকে প্রদত্ত হইবে। ইহার জন্য গ্রাহকের নিকট আমরা কিছুই লইব না, কেবল সমালোচকের বার্ষিক মূল্য ১৷৹ একটাকা চারি আনা ও ঐ টাকা আমাদের অফিসে আসিয়া পৌঁছিবার মণি-অর্ডার ফিঃ ৵৹ আনা এই একটাকা ছয়-আনা ঐ সুখের সংসার ও উগ্রচণ্ডা দুখানি পুস্তক ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাইয়া আদায় করিব। এখন পোষ্টকার্ডে পত্র লিখিলেই সমালোচক পাঠাইব। উপহার পুস্তক

ছাপা হইবামাত্রই প্রত্যেক গ্রাহক-সদনে প্রেরিত হইবে।

আর এক নূতন আয়োজন—পুরস্কার !!

সদ্‌গ্রন্থের প্রচার ও সাহিত্যালোচনার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করাই সমালোচকের জীবনের যখন সার-ব্রত, তখন বর্ষ শেষে ঐ সাহিত্য-বিষয়ক একটু আলোচনা, ও তৎ সক্রান্ত আমোদ প্রমোদ করা আমাদের একান্ত অভিপ্রেত। তাই প্রতিবৎসর, একটা করিয়া নূতন কাণ্ড করিব। যাহা করিব, এবারও তাহার আয়োজন হইয়াছে।

সমালোচকের উপহার সুখেরসংসার ও উগ্রচণ্ডা যখন সমালোচকের মূল্য আদায় জন্য ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাইব, তখন তাহার মধ্যে একখানি কাগজে, ২৫ পঁচিশটি সাহিত্য বিষয়ক প্রশ্ন করিয়া পাঠাইব। নম্বরানুক্রমে ঐ পঁচিশটি ৬ ছয় ভাগে বিভক্ত থাকিবে, যিনি যেরূপ উত্তর লিখিয়া পাঠাইতে পারিবেন, তিনি তদ্রূপ পুরস্কার পাইবেন। সে ছাপার কাগজে সে সকল কথা পরিষ্কার করিয়া লেখা থাকিবে। বিজ্ঞাপনে প্রকাশ অসম্ভব,—তবে এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, ঐ ছয় বিভাগে,—

যাঁহারা প্রথম বিভাগে হইবেন, অর্থাৎ অন্ততঃ সেই পঁচিশটি প্রশ্নের মধ্যে চব্বিশটি প্রশ্নের ও উত্তর করিতে পারিবেন, তাঁহারা একটি করিয়া ওকেনকেস কিলেম রেলওয়ে রেগুলেটার ঘড়ি ও একছড়া নিকেল সিলভার চেন একটি বাক্স গেলাস, স্প্রিং পুরস্কার দিব।

যাঁহারা দ্বিতীয় বিভাগে হইবেন অর্থাৎ পঁচিশটি প্রশ্নের মধ্যে ২০টি প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে এক একটি রিপিটার ক্লক ঘড়ি পুরস্কার প্রদত্ত হইবে।

যাঁহারা তৃতীয় বিভাগে হইবেন, অর্থাৎ পঁচিশটি প্রশ্নের মধ্যে ১৬ টিরও উত্তর দিতে সক্ষম হইবেন, তাঁহাদিগকে এক একটি টাইমপিস্ ঘড়ি পুরস্কার স্বরূপ পাঠাইয়া দিব।

ঐরূপ যাঁহারা ১২ নম্বর রাখিবেন, তাঁহাদিগকে হেরি এণ্ড কোম্পানীর "আকব্বরী অঙ্গুরী"—যাঁহারা ৮ নম্বর রাখিবেন, তাঁহাদিগকে সুরেন্দ্র বাবুর সংস্কৃত উপাখ্যান মঞ্জরী নামক পুস্তক কিম্বা বঙ্কিম বাবুর সীতারাম, অথবা মাইকেলের মেঘনাদবধ প্রদত্ত হইবে। আর যাঁহারা ৪ চারি নম্বরও রাখিতে পারিবেন, তাঁহাদিগকে বঙ্কিম বাবুর কৃষ্ণকান্তের উইল, মাইকেলের বীরাঙ্গনা ও ব্রজাঙ্গনা কিম্বা রবীন্দ্র বাবুর বৌঠাকুরাণীর হাট পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

এস্থলে ইহাও প্রকাশ থাকা প্রয়োজন যে, পুরস্কারের দ্রব্য গ্রাহকগণ সমীপে ব্যারিং পার্শেলেই প্রেরিত হইবে, গ্রাহকগণ ডাক ঘরে তাহার ডাক মাশুল দিয়া লইবেন।

নতুবা এ সম্বন্ধে আর কাহাকেও কিছু দিতে হইবে না। কেবল এখন পত্রদ্বারা সমালোচকের গ্রাহক হইলে সমালোচকের প্রথম সংখ্যা পাঠাইব দিব—কাগজ দেখিবেন, তারপর সম্ভবতঃ দ্বিতীয় সংখ্যা সমালোচক প্রকাশের পূর্ব্বেই সুখেরসংসার ও উগ্রচণ্ডা উপহার ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠাইয়া সমালোচকের দাম একটাকা চারি আনা ও ভিঃ পিঃ মণি অর্ডার খরচা ৵০ আনা এই একটাকা ছয় আনা আদায় করিব। সেই উপহারের বইর মোড়কের মধ্যেই পুরস্কারের প্রশ্নাবলী ও নিয়মাবলী যাইবে। প্রশ্নের উত্তর পাঠাইলে দেখিয়া শুনিয়া বিভাগানুসারে পুরস্কার যাইবে। বলা বাহুল্য সমালোচকের গ্রাহক ব্যতিত অন্য কাহাকেও এ পুরস্কার দেওয়া যাইবে না। পত্রাদি আমার নামে পাঠাইবেন।

শ্রী সতীশচন্দ্র বসু।

কাশিপুর, ভায়া কৃষ্ণগঞ্জ—(নদীয়া)